ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

সাংখ্য-দর্শনম্।

মহর্ষি কপিলদেব সমাখ্যাতং



ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত কারিকাত্মকম্।

বাচস্পতি মিশ্র বিরচিতয়া তত্ত্বকৌমুদ্যা টীকয়া সমেতম্

শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রিকৃত

সরলান্বয়ানুবাদ তাৎপর্য্য-বোধকাভাস-

সমন্বিতঞ্চ।



শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভবানীপুর, ৩৭ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড,

শ্রীমদ্ভাগবত যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩৩৬ সাল, বৈশাখ।

 মূল্য ৩৲ টাকা

ভূমিকা।

আর্য্য ঋষিগণের আদি দর্শনই সাংখ্যদর্শন। দর্শনং দর্শনং প্রোক্তং পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতং। পুরাণ পাঠে মানব চরিত্রবান্ হইতে পারেন বটে, কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়নে তত্ত্বগ্রামকে প্রত্যক্ষের ন্যায় যে প্রতীত করিতে পারেন, সাংখ্য দর্শনই তাহার উৎকৃষ্ট আদর্শস্থল।

দার্শনিক সংস্কৃত ভাষা সাধারণের পক্ষে বিশেষ সরল নহে। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে এবং ঐ জাতীয় বিবিধ গ্রন্থে অধিকার না থাকিলে, মূল দর্শন সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশ কিছু দুরূহ হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিতগণের পক্ষে সুপাঠ্য এবং মনোজ্ঞ হইলেও, সাধারণের পক্ষে কিছু কষ্টসাধ্য হয় বিবেচনা করিয়া, দর্শনকারের মূল উদ্দেশ্যগুলি আমি বঙ্গভাষায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে ইঙ্গরাজি ভাষায় কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ ভারতে আর্য্য ঋষিগণের প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থের রহস্য অবধারণার্থ বিশেষ উৎসুক; এবং পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের অপেক্ষা নিজ গৃহস্থিত আর্য্য ঋষির প্রতিপাদিত দর্শন-শাস্ত্রের মধ্য হইতে হৃদয়-গ্রাহী মনোজ্ঞ ভাব-সমূহ মীমাংসায় আনয়ন করিতে পারিলে, তাঁহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বিশেষত ঈশ্বর-তত্ত্ব, জন্মান্তর-রহস্য এবং কর্ম্মফল যতদিন হৃদয়ে সুস্পষ্ট প্রতীত না হয়, ততদিন মানব পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না; অসম্পূর্ণ, অনভিজ্ঞ এবং আশাশূন্য হইয়া, অন্তিম জীবনে অলস ভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। প্রাচীন ঋষি কপিলদেব তাঁহার সাংখ্যদর্শনে জগতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, জন্মান্তর রহস্য এবং কর্ম্মফল যেরূপ সরল, সংক্ষেপ এবং সুস্পষ্ট ভাবে মানব-হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেরূপ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। ইনি কোনরূপ আখ্যায়িকার সন্নিবেশে গ্রন্থকে বিস্তৃত করেন নাই এবং

পর-মতের খণ্ডনাদি দ্বারা শাস্ত্রকে জটিলও করেন নাই। মানব কেবল নিজের ক্ষুদ্র কলেবরের বিচারে আত্মস্বরূপের অবধারণের পদ্ধতিকে অবলম্বন করিলেই এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্ম-স্বরূপকে যে অবলীলা-ক্রমে অবধারণ করিতে পারেন, তাহা সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়াছেন। মানব কেবল বুঝিবার জন্যই সংসারে আসিয়াছেন। বুঝা সমাপ্ত না হইলে, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয় না; সুতরাং অবশিষ্ট বিষয়গুলি বুঝিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তনেরও প্রয়োজন হয়। সাংখ্যদর্শন সহৃদয় পাঠককে জ্ঞানের চরম সীমায় আরোহণে সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং এই দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়, মানব যে কৃতকৃত্য হইতে পারেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এই সাংখ্যোক্ত কারিকা সমূহই সাংখ্যদর্শন নামে পণ্ডিত-সমাজে অভিহিত; এবং শঙ্করাচার্য্য ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি জগৎমান্য ব্যক্তিগণ এই কারিকা সমূহকেই সাংখ্যমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বজ্ঞ গুহানিবাসী ঋষিগণের হৃদয়-প্রসূত এই অলৌকিক ভাব সমূহের পরিচয় ধীমান্ পণ্ডিত-সমাজে প্রদানের প্রবৃত্তি আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অসঙ্গত হইলেও, কলিকাতা গীতাসমিতির ধর্ম্ম-প্রাণ বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্ম্ম-রহস্য অনুসন্ধিৎসু সভ্যবৃন্দের একান্ত উৎসাহ, অনুরোধ এবং যত্নে এই দুর্লভ রত্নোপম শাস্ত্রের প্রকাশে আমি অগ্রসর হইয়াছি! এক্ষণে সুধীবৃন্দের কথঞ্চিৎ মনোজ্ঞ হইলে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব! ইহাতে প্রত্যেক কারিকার অন্বয়, অনুবাদ তত্ত্বকৌমুদী টীকা এবং তাৎপর্য্য-বোধক আভাস প্রদানে তাহাগুলিকে সুস্পষ্ট করিবারও চেষ্টা যে করিয়াছি, তাহাতে পুনরুক্তি দোষ উপেক্ষনীয়। আশা করি! সংস্কৃত ভাষায় কথঞ্চিৎ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিও ভাবে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেন; সন্দেহ নাই।

নিঃ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা শাস্ত্রী।



শ্রীমহেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মঙ্গলাচরণ	১
শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যকতা	৯
ব্যক্তাব্যক্ত বিষয়ের অবধারণে আত্মসাক্ষাৎকার পূর্ব্বক পরমাত্ম সাক্ষাৎকারই দুঃখনিবারণের হেতু ...	২২
ব্যক্তাব্যক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নিরূপণ ...	৪২
প্রমাণের লক্ষণ ও প্রয়োজন	৫৫
প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আপ্ত-বাক্যের পৃথক্ পরিচয়	৫৮
অনুমান এবং আগমের প্রয়োগস্থল	৭৮
সদ্ বস্তুর প্রতীতি না হইবার কারণ নির্দ্দেশ ...	৮২
কার্য্যদর্শনে কারণের নিরূপণ বর্ণন	৮৭
সৎকার্য্যবাদ; অর্থাৎ ভাবরূপে অব্যক্ত তত্ত্বগ্রামের অস্তিত্ব নির্ণয়	৮৯
ব্যক্তাব্যক্তের সাধর্ম্ম্য কথন	১০২
ব্যক্তের সহিত অব্যক্তের বৈধর্ম্ম্য নিরূপণ ...	১১৫
গুণত্রয়ের কার্য্য নিরূপণ	১২৪
গুণত্রয়ের পরস্পরের পার্থক্য নিরূপণ ও সমবায়ে কার্য্য কথন	১৩২
ত্রিগুণাত্মক পদার্থের কারণ-স্থানীয় প্রকৃতির অবিবেকিত্ব সিদ্ধি	১৩৯
সসীম ব্যক্ত পদার্থের আবির্ভাব ও প্রতিলোম গমনে তিরোভাবের পরিচয়ে সর্ব্বকারণ অসীম অব্যক্তের নিরূপণ	১৪৬
ব্যক্ত মধ্যে অব্যক্তের কার্য্য ও অস্তিত্বের নিরূপণ ...	১৫১
অব্যক্তের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হইলে, অধিষ্ঠাতৃভাবে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব নিরূপণ ...	১৫৫

বিষয়। পৃষ্ঠা

চিত্ত বা বুদ্ধির বহুত্ব নিবন্ধন চেতন পুরুষের বহুত্ব ... ১৬৪
বুদ্ধির অনুরোধে পুরুষের বহুত্ব প্রতীত হইলেও স্বরূপ-ধর্ম্ম বর্ণন ১৭১
নিষ্ক্রিয় চৈতন্য ও জড়া প্রকৃতির তাদাত্ম্য-ভাবের পরিচয় ১৮০
তাদাত্ম্যভাবের কারণ এবং সৃষ্টির পদ্ধতি বর্ণন ... ১৮৪
সংযোগ-নিবন্ধন অব্যক্ত হইতে উত্তরোত্তর সৃষ্টির ক্রম বর্ণন ১৮৯
অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন ব্যক্ত বুদ্ধির বিবেক-জ্ঞানের উপযোগিতা নিবন্ধন বুদ্ধির ধর্ম্ম ও অণিমাদির স্বরূপ বর্ণন ২০৬
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথন ২১৮
সাত্ত্বিকগুণে ইন্দ্রিয় এবং তামসিক গুণে পঞ্চতন্মাত্রের বর্ণনা ২২১
সত্ত্বপ্রধান ভাব হইতে দশবিধ ইন্দ্রিয়ের বর্ণন ... ২২৫
মনের স্বরূপ ও ক্রিয়ার বর্ণন ২২৮
ইন্দ্রিয় বিশেষের পৃথক ব্যাপার ২৩৬
বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন এই অন্তঃকরণত্রয়ের ব্যাপার বর্ণন ২৩৯
মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির ক্রমবৃত্তি এবং যুগপৎবৃত্তি ... ২৪৫
পুরুষার্থ ব্যতীত করণগ্রামের কার্য্যোদ্গম হয় না ... ২৫০
করণসমূহের সংখ্যা এবং ত্রিবিধ সাধারণ ধর্ম্ম ... ২৫৪
ত্রয়োদশ করণের বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে ও কালভেদে কার্য্য নির্ণয় ২৫৯
সাম্প্রতকালীন বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় নিরূপণ ... ২৬১

বিষয়। পৃষ্ঠা।

অন্তঃকরণের প্রাধান্য ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের অপ্রাধান্য ... ২৬২
করণগ্রামের মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন ... ২৬৬
বুদ্ধিতে বিবেক-জ্ঞানের অধিকার ২৬৯
সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও স্থুল ভূতের নিরূপণ ... ২৭৪
লিঙ্গদেহ এবং স্থূল-দেহের নিরূপণ ২৭৯
লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের বর্ণন ২৮১
সূক্ষ্ম-শরীর ভোগার্থ স্থুল দেহের অপেক্ষা করে ... ২৮৭
সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রমণ এবং তাহার উদ্দেশ্য বর্ণন... ৩০৯
নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের পরিচয় ৩০০
নিমিত্ত নৈমিত্তিক হেতু স্বর্গাদিলাভ এবং মুক্তির বিষয় বর্ণন ৩১৩
বৈরাগ্য আসক্তি ঐশ্বর্য্য এবং অজ্ঞানের ফল বর্ণন ... ৩১৯
বুদ্ধি-ধর্ম্ম বিপর্য্যয়াদির বর্ণন ৩২১
পঞ্চাশৎ প্রকার বুদ্ধিবিকার বর্ণন ৩২৪
পঞ্চ বিপর্য্যয়-ভেদের পঞ্চাশৎ প্রকার অবান্তর-ভেদ বর্ণন ৩২৫
অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি ৩৩২
নববিধ তুষ্টি ৩৩৪
সিদ্ধি অষ্ট প্রকার ৩৩৯
ভাব ও লিঙ্গ ভেদে সৃষ্টির দ্বিবিধত্বের বর্ণন ... ৩৪৩
দেবতা প্রভৃতি ভূত সর্গের বর্ণন ৩৫৩
চৈতন্যের উৎকর্ষ ও নিকর্ষ ভেদে ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য ভাবের পরিচয় ৩৫৬
দেহধারী মাত্রকেই দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব বৈরাগ্যের প্রয়োজন ৩৬২
চেতন সংসর্গে জড়া প্রকৃতিও চেতনবৎ কার্য্য করে ৩৭২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

স্বার্থের ন্যায় পরার্থে প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত ... ৩৭৫
সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতির নিবৃত্তির পরিচয়ার্থ নর্ত্তকীর দৃষ্টান্ত ৩৮০
নিঃস্বার্থে প্রকৃতির সৃষ্টির উদ্যোগ ৩৮২
বিবেক সাক্ষাৎকার হইলে পুরুষের প্রকৃতি দর্শনে অভিলাষ আর থাকে না ৩৮৪
চিত্তের সংসার বা মোক্ষ হয় না ; চিৎসংসর্গে চেতনায়মান প্রকৃতির যে পুরুষভাব, তাঁহারই বন্ধন বা মুক্তি বর্ণন ৩৮৭
পুরুষের বন্ধন এবং মুক্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে ... ৩৯১
জীবন্মুক্ত ভাবের পরিচয় ৩৯৬
বিদেহ-কৈবল্য বা মুক্ত পুরুষের স্বরূপ লক্ষণ ... ৪০১
মুক্ত পুরুষ পুনঃ বদ্ধ না হইবার যুক্তি ... ৪০৫
সম্যগ্ জ্ঞানলাভ হইলেও প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহধারণ-ব্যবস্থা ৪০৬
প্রারব্ধ ভোগানন্তর, দেহ পতনে পূর্ণ মোক্ষ ... ৪১১
এই শাস্ত্র মহর্ষি কপিলদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বলিয়া তাহার প্রশংসাবাদ ৪১৩
মহর্ষি কপিলদেবের উপদেশ শিষ্য পরম্পরায় শাস্ত্রে পরিণত ৪১৫
ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কপিলোপদেশই কারিকাকারে প্রণীত ৪১৭
ষষ্টিতন্ত্রের ব্যাখ্যা কেবল সপ্ততি কারিকাতে সন্নিবেশ জন্য প্রশংসা ৪১৯

সূচিপত্র সমাপ্ত।

সাংখ্য-দর্শনম্ ।

তত্ত্বকৌমুদী—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ ।
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্ ॥

অন্বয়ঃ ।

অজাং জন্মরহিতাং অতঃ নিত্যসিদ্ধাং একাং স্বজাতীয় দ্বিতীয়রহিতাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং রজঃসত্ত্বতমোগুণময়ীং তথা বহ্বীঃ বিবিধাঃ প্রজাঃ কার্য্যরূপাঃ সৃজমানাং জনয়িত্রীং প্রকৃতিং নমামঃ। তথা যে অজাঃ নিত্যসিদ্ধাঃ বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপাঃ পুরুষাঃ জুষমাণাং ভোগদানেন সেবমানাং, তাং প্রকৃতিং ভজন্তে লব্ধ-সুখদুঃখাদি ভোগং উপলভন্তে, তথা ভুক্তভোগাং নিবৃত্তপ্রসবাং এনাং প্রকৃতিং যে অজাঃ পুরুষাঃ জহতি উপেক্ষন্তে তান্ মুক্তপুরুষান্ অপি বয়ং নুমঃ ॥

অনুবাদ ।

যে ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বকারণ-কারণস্বরূপা মূলা প্রকৃতি স্বকীয় স্বরূপে এই বিচিত্র অবয়ব-বিশিষ্ট অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করিতেছেন এবং যে বিজ্ঞানমূর্ত্তি পুরুষ প্রকৃতি-প্রদত্ত বিষয় সমূহকে ভোগ্যজ্ঞানে অভিভূতের ন্যায় ভোগ করিতেছেন এবং যে সকল মহানুভব বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ উক্ত কার্য্যবর্গকে মিথ্যা মায়াময় জ্ঞানে উপেক্ষা করত স্বকীয় দর্শক ভাবের পরিচয় লাভে পরিতুষ্ট হইয়া ভোগে বিরত হইয়াছেন, এই তিন জনকে আমরা প্রণাম করি ॥

সাংখ্য-দর্শনম্

তত্ত্বকৌমুদী।

কপিলায় মহামুনয়ে মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে।
পঞ্চশিখায় তথেশ্বরকৃষ্ণায়ৈতান্ নমস্যামঃ॥

আভাস।

এই বিচিত্র বেশে এবং নিরন্তর পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নয়নগোচর করিয়া, কেহ কখন সাধ মিটাইতে পারেন না; যতই দেখা যাইবে, ততই দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া, মানবকে কোথা হইতে যে কোথায় লইয়া যায়, কেহ তাহার নির্ণয় করিতে পারে না; যেমন দেখিব বলিয়া দৌড়িলে অনন্ত কালও তাহার দেখার সাধ মিটিবে না; এবং উত্তরোত্তর ক্ষুণ্ণ হওয়া ব্যতীত, সুখী হইবার কোন্ আশাই নাই। কারণ প্রকৃত দেখা কোন বস্তুরই হয় না; বস্তু দেখা দিতে না দিতে, স্বরূপত কোথায় লীন হইয়া যায়। বস্তু যদি দেখা দিবার জন্য স্বয়ং দণ্ডায়মান না হয়, কে তাহাকে দেখিবে! বস্তু ত দাঁড়ায় না; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার ক্রম-পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়া, পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবা মাত্র, কাল বিলম্ব না করিয়াই যেমন ঝরিয়া যায়, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিষয় পরিপক্ক হইতে না হইতে, সরিয়া যায়। সুতরাং বস্তুর দেখায়, দেখার সাধ মিটে না; অতএব দেখিতে বা ভোগ করিতে আশা কেবল কল্পনা মাত্র।

তবে এ জীবনে জগতে আগমনের ফলের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, দেখিতে আসিয়াছি সত্য! এবং দেখিবার শক্তিও আছে সত্য, কিন্তু দেখিব কি? যদি দেখিবার বস্তু না থাকে। মানুষের অত্যন্ত প্রেমের পাত্র পুত্র! কিন্তু সেই পুত্র যে মূর্ত্তিতে প্রসূত হইল, ছয়মাস কাল পরে তাহার সেই দেহের বিষম পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; এবং ছয়বৎসর পরে ত আর পরিবর্ত্তনের কোন কথাই থাকে না! তখন যদি তাহার প্রসূত-কালের মূর্ত্তি কেহ দেখিতে চাহে, তাহা দেখান অসম্ভব; তাহা কালের অন্তরালে কোথায় যে তলাইয়া

আভাস।

গিয়াছে, কে তাহার সংবাদ বলিবে! অতএব যদি ছয় মাস বা ছয় বৎসরে এতটা পরিবর্ত্তন ক্রম পরিণামে হইয়া থাকে, তাহা হইলে ছয় দিনেও তদনুরূপ এবং ছয় মিনিটেও তদনুরূপ এবং ছয় সেকেণ্ডেও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া পূর্ব্বরূপের অন্তর্দ্ধান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ক্রোড়স্থ পুত্রের যদি এই পরিণাম বা পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয়, তখন অন্যান্য স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তির যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন কি দেখিব? উত্তাল তরঙ্গের উত্তোলনে খরতর বেগে প্রবাহিতা নদীর প্রতি দৃষ্টি করিলে, বালকের চক্ষুতে তাহা কেবল জল বলিয়া প্রতীত হইলেও, বুদ্ধিমান্ প্রবীণ ব্যক্তির মনে জলের সহিত একটী প্রচণ্ড বেগের অনুভূতি হয়। জল দর্শনে বালক অবগাহনে উন্মুখ হইলেও, প্রবীণ ব্যক্তি বেগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া; বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কায় বালককে নিষেধ করেন এবং নিজেও কখন তাদৃশ নদীগর্ভে অকস্মাৎ নিমজ্জিত হন না। সেইরূপ স্বভাবের স্রোতে নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল অথচ আপাততঃ মনোরম ভোগ্য পদার্থ দর্শনে অপরিণত-বুদ্ধি ভোগাসক্ত মানব ক্ষণিক তৃপ্তির প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত-চিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেও, বিবেকী মানব সতর্কতার সহিত দণ্ডায়মান হন; এবং ভোগ্য পদার্থের নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইবার কারণের প্রতি দৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। তখন সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সুস্বাদু আম্রফল তত নিশ্চিত নহে, আম্রবৃক্ষ যে সেই ফল প্রসব করে, তাহার ফলাপেক্ষা চিরস্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। বৃক্ষ স্বীয় অন্তর হইতে মুকুল বা ফলকে প্রসব করে, সুতরাং ফল অল্প কাল স্থায়ী, কিন্তু বৃক্ষ তদপেক্ষা চিরস্থায়ী। আরও কিছু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বৃক্ষ যেমন স্বকীয় বলে বা রসাদিতে ফলকে প্রস্তুত করে, আবার বাহ্যদৃষ্টির অজ্ঞাতসারে নিজ শিকড়াদির দ্বারা ধরণীর গর্ভ হইতে আপন বল বা সারের যোগান পায়; আবার পৃথিবীও

আভাস।

আকাশস্থ বৃষ্টি প্রভৃতির সাহায্যে স্বয়ং পুষ্ট হইয়া লতা পাদপাদিকে পরিপুষ্ট করে। এইরূপে কারণ স্থানীয় বস্তু স্বয়ং স্বকারণ-স্থানীয় পদার্থের নিকট হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া, নিজোৎপন্ন কার্য্য-স্থানীয় ফলাদি ব্যাপারকে পুষ্ট করে। বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা আমরা অবগত হইতে পারিব যে, কার্য্য অপেক্ষা কারণ যে বহুক্ষণ স্থায়ী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ আম্রফল প্রতি বৎসর উৎপন্ন ও ধ্বংসের গ্রাসে নিপতিত হইলেও, বৃক্ষ কত কাল যে জীবিত থাকে বা ফল প্রসব করে, কার্য্য-ফল তাহার নিরাকরণ করিতে পারে না। সুতরাং ফলাদি কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ তাহার কারণের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাহার উপাদান কারণ তদপেক্ষা বৃহৎ এবং অসীম। অতএব ফলের কারণ বৃক্ষ, বৃক্ষের কারণ উর্ব্বরাশক্তি এবং উর্ব্বরাশক্তির কারণ বা আধার পৃথিবী, পৃথিবীর আধার জলতত্ত্ব, এই প্রকারে পর পর কারণের অনুসন্ধানে আমরা অগ্রসর হইলে, এমন একটী অনির্ব্বচনীয় নিরাকার কিন্তু সর্ব্ববিধ আকারের আকারপ্রদ অসীম পরম ভাবে পহুঁছিব, যাহার ধারণা মাত্র হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলে, এই পরিদৃশ্যমান সত্যের ন্যায় অবভাসিত ভোগ্য বস্তু-নিচয় অকিঞ্চিৎকর এবং সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে।

কিন্তু জগৎসংসার বা তত্রস্থ ভোগ্য পদার্থ অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণধ্বংসী হইলেও, ভোগীর সমক্ষে ভোগ্যরূপে তাহার উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন; এই পদার্থ নিচয়কে ভোগ করিয়া, তাহার সদসদ্ বা স্থূল সূক্ষ্ম ভাবের সম্পর্কজনিত সুখদুঃখাদির উপলব্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞানমূর্ত্তি জীবের বা মানবের আবির্ভাবের প্রয়োজন; কারণ ভোক্তা বা ক্রেতা না থাকিলে যেমন ময়রার মিঠাই প্রস্তুতের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ দর্শক জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে দৃশ্য জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না। ভোক্তা খাদ্য-

আভাস।

সামগ্রী ভোজনে রুষ্ট বা তুষ্ট হইলে, ময়রাকে প্রশংসা বা তিরস্কার করে, তদ্রূপ ভোগীর মূর্ত্তিতে বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হইয়া, বিষয়ের দোষ ও গুণের প্রতি যখন জীবের দৃষ্টি পড়িবে, তখনই এই ভোক্তা পুরুষ সর্ব্বকারণ-কারণ মূলাশক্তি সর্ব্বপ্রসবিনী জগদ্ধাত্রীর গুণের পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহার চরণে প্রণাম করিবে। সুতরাং গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক্ প্রসার প্রার্থনায়, মঙ্গলাচরণের উপলক্ষে গুণময়ী মায়া, ভোগাসক্ত জীবাত্মা এবং ত্যাগী পুরুষের চরণে প্রণাম করিয়া, মূল দর্শন শাস্ত্রের স্বীয়অভিপ্রায় টীকাকার অভিব্যক্ত করিয়াছেন॥

পরাশরাদি উপপুরাণাদিতে সাংখ্যজ্ঞানের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, যথা; "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নহি যোগসমং বলং। অত্র বঃ সংশয়ো মাভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্"॥ ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং জগত্তত্ত্ব বিচার সম্বন্ধে সাংখ্যোক্ত জ্ঞান অতুলনীয়। অন্যান্য শাস্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের উপলক্ষে অনুমান এবং আপ্তবাক্য প্রভৃতির উল্লেখে স্থানে স্থানে বরাত দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্য আত্মদর্শনের পথ প্রত্যক্ষে প্রদর্শন করাইয়া শান্তিকামীকে মুক্তিস্তরে আরোহণ করাইয়াছেন। এক্ষণে চন্দ্র কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে, এক ব্যক্তি বলিলেন, আম্রশাখায় চাঁদ; অপর ব্যক্তি বলিলেন, ছাদের কার্ণিসে; কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, তুমি আমার অঙ্গুলির অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ চাঁদ দেখ। সাংখ্যকার ক্রোড়স্থিত পুত্রটীকে দেখাইয়া তাহার গর্ভধারিণী জননীর পরিচয় দিবার ন্যায়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উত্তরোত্তর পৃথক্ পৃথক্ বিচারের দ্বারা আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার করাইয়া, আত্মাধার ও ব্রহ্মাণ্ডাধার পরমেশকে প্রদর্শন করাইয়াছেন। সেখানে বোধের প্রতীতি হওয়া ব্যতীত যখন কোন প্রমাণ চলে না, সুতরাং তিনি পরমাত্মাংশের অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণের জন্য কোন আড়ম্বর করেন নাই। কারণ অধিকারী এবং

আভাস।

অনধিকারী ভেদে বস্তু গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হয়। অনধিকারী ব্যক্তিকে তাহার অধিকারের অতীত বিষয় বুঝাইতে বা গ্রহণ করাইতে গেলে, অনেক কথা বা চেষ্টা করিতে হয়; তথাপি সফল-কাম হওয়া যায় না। একটী অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা তাহার ষোড়শ বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে ক্রোধের প্রকাশে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি! অদ্য বৈকাল-বেলা বাড়ুয্যে মহাশয় আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন অবধি তোমাকে যে রকম খুসি ও সদাই হাস্যমুখী দেখিতেছি, এত হাসি খুসি ত তোমার কখন দেখিতে পাই নাই। এই 'ছয়মাসের পর' বড় দাদা কত দূর দেশান্তর হইতে আসিলেন! যার পর নাই, বাবা এই এক বৎসরের পর চাকরি স্থল হইতে আসিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া আমরা সকলে যেমন আনন্দের প্রকাশে হাসিমুখ হইলাম, তুমিও সেইরূপ হাস্য করিয়াছিলে; কিন্তু আজ বাড়ুয্যে মহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া এবং একবার মাত্র আড়াল হইতে তাঁহাকে দেখা অবধি তোমার আনন্দ ও হাসির আর বিরাম নাই! এর ব্যাপারটা কি বল দেখি! তখন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে বলিলেন, ভাই! তোমাকে কি বলিয়া তাহা বুঝাইব! কোন কথাইত তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না; আমার বলা বৃথা হইবে! তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তুমি যখন আমার মত ষোল-বছুরী হইবে, তখন আপনিই বুঝিবে। তখন তোমার ওজাতীয় প্রশ্ন উঠিবে না এবং কেহ বুঝাইতেও যাইবে না। সেইরূপ সাংখ্যাচার্য্য তাঁহার শাস্ত্রে সেই জগৎপতি পরম পুরুষ পরমাত্মার অস্তিত্বের বিষয় বা তদভিমুখে চিত্তের আকর্ষণের জন্য চেষ্টা না করিয়া, মানবকে প্রকৃত অধিকারী হইবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পিচুটিতে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া গেলে, নিকটে উপনীত ব্যক্তিগণের নাম ধাম ও রূপাদির বর্ণনে যতই পরিচয় দেওয়া হউক না, স্পষ্টত না দেখিবার দোষে চক্ষুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির যেরূপ কষ্ট হয়, অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে তৎসন্নিধানে

আভাস।

পরমেশের পরম তত্ত্বের ব্যাখ্যানেও তদপেক্ষা অল্প কষ্ট নহে। প্রতি পদবিক্ষেপে "হা ভগবান্!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া তাহার নিস্তার নাই! কিন্তু অক্ষির ক্লেদ বিমোচনে চক্ষু পত্র খুলিয়া দিলে, সম্মুখস্থ পদার্থের আর বর্ণনাদির প্রয়োজন যেমন করে না, সেইরূপ সাংখ্যাচার্য্য পরমেশের পরিচয়াদি প্রদানে ধন্যবাদ পাইবার প্রত্যাশা না করিয়া, দেহ বা জগৎগত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কেবল উত্তরোত্তর উদ্ঘাটনে জ্ঞান-নেত্রের অভিমানরূপ ক্লেদের দূরীকরণে "আমি ও আমার" এই পত্র দুইটী খুলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আর যুক্তিমূলক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই; প্রাণ ভরিয়া আশা মিটাইয়া দেখিতে থাক। সূর্য্য উদিত! এখন আর অন্ধকারে জ্যোৎস্নার জলুষ চিত্তকে আকর্ষণ করিবে না। এখনই সেই গুরু প্রণাম মন্ত্র; "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"। সুতরাং বাচস্পতি-মিশ্র মহোদয় বিশেষ আদর সহকারে আদি-জ্ঞানবান্ ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ মহামুনি কপিলদেব এবং তাঁহার মুনি-শিষ্য আসুরি, পঞ্চশিখাচার্য্য এবং ঈশ্বর-কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থের টীকা আরম্ভ করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

ইহ খলু প্রতিপিৎসিতমর্থং প্রতিপাদয়ন্ প্রতিপাদয়িতা অবধেয়বচনো ভবতি প্রেক্ষাবতাম্। অপ্রতিপিৎসিতন্তু প্রতিপাদয়ন্নায়ং লৌকিকো নাপি পরীক্ষক ইতি প্রেক্ষাবদ্ভিরুন্মত্তবদুপেক্ষ্যেত। স চৈবাং প্রতিপিৎসিতোঽর্থো যো জ্ঞাতঃ সন্ পরমপুরুষার্থায় কল্পত ইতি প্রারিপ্সিতশাস্ত্রবিষয়জ্ঞানস্য পরমপুরুষার্থসাধনহেতুত্বাত্তদ্বিষয়জিজ্ঞাসামবতারয়তি।

প্রতিপিৎসিতং প্রতিপত্তুমিষ্টং। জিজ্ঞাসিতং প্রার্থিতংবা। প্রতিপাদয়ন্ জ্ঞাপয়ন্। অবধেয়-বচনঃ শ্রূয়মাণবাক্। প্রেক্ষাবতাং পণ্ডিতানাং। লৌকিকঃ লোকসাধারণগ্রাহ্যঃ। পরীক্ষকঃ পণ্ডিতগ্রাহ্যঃ। পরমপুরুষার্থায় মোক্ষায়। কল্পতে ভবতি। প্রারিপ্সিতং প্রারব্ধুমিষ্টং যৎশাস্ত্রং তদ্বিষয়জ্ঞানস্য তৎপ্রতিপাদ্যপঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানস্য। জিহাসিতং ত্যক্তুমিষ্টং।

আভাস।

এই সংসারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতিকারে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য; নতুবা যে স্থলে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই, সে স্থলে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে; ভদ্র-সমাজে অপ্রতিভ হইতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী এক নবীন অধ্যাপক অর্থ এবং প্রতিপত্তি পাইবার প্রত্যাশায় একাকী এক দিবস এক রাজ-সভায় উপস্থিত হন। দেখিলেন, সভাভঙ্গ হইয়াছে; অন্য কেহ নাই যে, পরামর্শ করেন; কেবল মহারাজ নিজে আপন পুত্রের সহিত সদালাপে আনন্দ করিতেছেন। নবীন অধ্যাপক ভাবিলেন, কোন্‌ প্রসঙ্গের উত্থাপনে মহারাজের সহিত আলাপ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন; ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, স্মৃতির মধ্যে অশৌচ ব্যবস্থাটী তাঁহার বিশেষ আয়ত্ত আছে; তাহারই প্রসঙ্গ উত্তোলন করা প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি বিলক্ষণ পারদর্শী। অশৌচব্যবস্থা আমার কণ্ঠাগ্রে বিদ্যমান। এই দেখুন! যাঁহার সহিত আপনি হর্ষালাপ করিতেছেন, ইনিই অবশ্য আপনার পুত্র যুবরাজ হইবেন! মহারাজ বলিলেন হাঁ। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনি ক্ষত্রিয়! এই পুত্রের মৃত্যুতে আপনার দ্বাদশ দিন মাত্র অশৌচ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের তাদৃশ তীক্ষ্ণ অশনি-সম বাণী শ্রবণে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায় হইল; হস্তদ্বয়ে কর্ণরন্ধ্র চাপিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পণ্ডিতকে উন্মত্ত বোধে রাজভবন হইতে তাড়িত করিবার অনুমতি করিলেন। এরূপ অপ্রাসঙ্গিক শাস্ত্রের উপদেশ জন-সমাজে করা অবিধেয়। বরং ঐকমত্যে সর্ব্ববাদী যে উপদেশকে গ্রহণ করেন, তাহার নামই প্রকৃত শাস্ত্র, যাহা সাংখ্যাচার্য্য কপিল-দেব উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য অনেক ঋষির উক্তি সম্প্রদায় ভেদে অনাদরের হইলেও অপরের আদরের হয়। কেহ ত্যাজ্য কেহ গ্রাহ্য করিবে।

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।

দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ (দুঃখানাং ত্রয়ঃ দুঃখত্রয়ং তেন দুঃখত্রয়েন যঃ অভিঘাতঃ প্রতিকূলতয়া অভিসম্বন্ধঃ বেদনং তস্মাৎ) হেতোঃ তদবঘাতকে (তস্য দুঃখত্রয়স্য অবঘাতকে নিবর্ত্তকে,) হেতৌ উপায়ে, জিজ্ঞাসা ভবতি। দৃষ্টে (সুগমে লৌকিকোপায়ে বিদ্যমানে সতি) সা তাদৃশী জিজ্ঞাসা অপার্থা ব্যর্থা চেৎ, ন, একান্তাত্যন্ততঃ (একান্তঃ নিবৃত্তেরবশ্যম্ভাবঃ, অত্যন্তঃ নিবৃত্তস্য পুনরনুৎপাদঃ তয়োঃ একান্তাত্যন্তয়োঃ) অভাবাৎ ন অপার্থা ন ব্যর্থা জিজ্ঞাসা ইতি॥ ১॥

তত্ত্বকৌমুদী।

এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জগতি ন স্যাৎ। সদ্বা ন জিহাসিতং, জিহাসিতং বা অশক্যসমুচ্ছেদম্, অশক্যসমুচ্ছেদতা চ দ্বেধা ; দুঃখস্য নিত্যত্বাদ্বা তদুচ্ছেদোপায়াপরিজ্ঞানাদ্বা ; শক্যসমুচ্ছেদত্বেঽপি চ শাস্ত্রবিষয়স্য জ্ঞানস্যানুপায়ত্বাদ্বা সুকরস্যোপায়ান্তরস্য সদ্ভাবাদ্বা। তত্র ন তাবৎ দুঃখং নাস্তি

অনুবাদ।

আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ তাপে নিরন্তর পরিখেদিত-চিত্ত মানবগণ দুঃখ নিবারণের উপলক্ষে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন ; কিন্তু লৌকিক সর্ব্ববিধ প্রতীকারের উপায়েও পূর্ণকাম হইতে পারেন না ; কারণ ব্যবহারিক উপায়ে দুঃখের প্রতীকার কখন ঘটে, কখনও বা ঘটে না ; এবং যদিও বা ক্ষণিক উপকার লাভ হয় বটে, কিন্তু সময়ান্তরে তাদৃশ দুঃখের পুনরুৎপত্তি দর্শনে ব্যথিতচিত্ত মানবকে ধর্ম্মের অভ্যন্তর দিয়া শাস্ত্রকার ঋষির সমীপে দুঃখ নিবারণ কল্পে যে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে. সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ১॥

তত্ত্বকৌমুদী।

নাপ্যজিহাসিতমিত্যত উক্তং দুঃখত্রয়াভিঘাতাদিতি। দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং তৎ খলু আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ। তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ; শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যনিমিত্তং, মানসং কামক্রোধলোভ-মোহভয়ের্ষ্যাবিষাদবিষয়বিশেষাদর্শননিবন্ধনম্। সর্ব্বং চৈতদান্তরোপায়সাধ্যত্বা-দাধ্যাত্মিকং দুঃখম্। বাহ্যোপায়সাধ্যঞ্চ দুঃখং দ্বেধা; আধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ।

আভাস।

কিন্তু কপিল-দেবের সাংখ্যোপদেশ আপামর সকলেরই আদৃত; কাহারও ত্যাজ্য নহে। কারণ প্রকৃতির যে পরম সত্য-পদ্ধতি বিশুদ্ধ কপিল-হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়, তাহাই তিনি জগতে শিষ্য পরম্পরায় প্রদান করিয়াছেন। স্বভাবের হৃদয়ে সে পদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে চির বিদ্যমান; সুতরাং তদ্বিষয়ক উপদেশও অক্ষুণ্ণমূর্ত্তিতে চির বিদ্য-মান। অধিক কি! ধর্ম্মোপদেশের কথা দূরে থাকুক, নীতি বা চিকিৎসাও সাংখ্যজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; যিনি সাংখ্য-দর্শনের তত্ত্ববিচারে অনভিজ্ঞ, চিকিৎসার মর্ম্মাবধারণেও তিনি অনভিজ্ঞ, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পূজ্যপাদ বাচস্পতিমিশ্র গ্রন্থের পরিচয়ে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানবমাত্রই যে পরম পুরুষার্থের জন্য নিরন্তর ধাবিত হইতেছে, এক সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, সেই পরম পুরুষার্থতা লাভে অধিকারী হইবেন, সন্দেহ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে একথাটী অমৃতপূর্ণ সুস্পষ্ট হইলেও, ভোগাসক্ত বহু-ব্যাপারী অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তত সরল নহে। কারণ সুখের প্রত্যাশায় এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে করিতে কোথায় যে চলিয়া যায়, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না। গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র-কলত্র মান সম্ভ্রম এবং ঐশ্বর্য্যাদি বিবিধ নূতন বিষয়কে পাইবার জন্য চিত্ত দিবারাত্রি ধাবিত হইতেছে; এক মুহূর্ত্ত-কালের জন্যও বিশ্রাম দেখি না।

তত্ত্বকৌমুদী।

তত্রাধিভৌতিকং মানুষ-পশু-পক্ষি-সরীসৃপস্থাবরনিমিত্তম্। আধিদৈবিকং যক্ষ-রাক্ষস-বিনায়ক-গ্রহাদ্যাবেশনিবন্ধনম্। তদেতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং দুঃখং রজঃ-পরিণামভেদো ন শক্যতে প্রত্যাখ্যাতুম্। তদনেন দুঃখত্রিকেণান্তঃকরণবর্ত্তিনা চেত-নাশক্তেঃ প্রতিকূলবেদনীয়তয়াভিসম্বন্ধোঽভিঘাত ইতি। এতাবতা প্রতিকূল-বেদনীয়ত্বং জিহাসাহেতুরুক্তঃ। যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখং তথাপি

আভাস।

অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইলেই যে বিশ্রাম, তাহা ত নহে! যে ক্ষণে তাহার প্রাপ্তি ঘটিল, চিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়ান্তরের জন্য আবার আকাঙ্ক্ষাকে ছুটাইল। এইরূপ আশা বা আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে কত দ্রব্য পাইলাম; কিন্তু পাইবা মাত্র তাহা বিষয় চিন্তা হারাইয়া, অন্য ভোগ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় দৌড়িলাম। পথে গমন কালে দুইপার্শ্বে কতই পদার্থ হর্ষের সহিত দেখিলাম, আবার অন্যমনস্কে হারাইলাম; আবার নূতন দেখা, পুরাতন হারাণ; এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই যেন কেবল পথে চলা। পথে গমন-ক্রিয়াই সত্য; দৃষ্টির সম্বন্ধ অকিঞ্চিৎকর বা মিথ্যা। সেইরূপ জীবন-স্রোতে মানবের বিষয়-সম্পর্ক সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর; গূঢ় আশাই সত্য এবং আমার বলিয়া প্রতীত। আমি যতই গৃহাদি অতুল সুখ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট প্রিয় স্থানে বসবাস করি না, মন আমার আশার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নির্জন গিরিগুহাদি বিচিত্র স্থানে কি যেন প্রাণের প্রিয়তম দ্রব্য অন্বেষণ করিতেছে! আমার দেহ গৃহে থাকিলেও, আমার মন গৃহে নাই; আশা মনের কেশাগ্র ধারণে যেন কোথায় লইতেছে! যুবতী ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করত দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ান থাকিলেও, প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবা মাত্র, আর আমার মন আমাতে নাই; সমস্তই হারাইয়াছি। বিষয় হারাণ দূরের কথা, নিজ দেহাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামেরও সংবাদ না রাখিয়া, নিঃসম্পর্কে আশার আকর্ষণে কোথায় চলিয়া যাই! এরূপ স্থলে, আমি কাহার! এবং আমারই বা

তত্ত্বকৌমুদী।

তদভিভবঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিত্যুপরিষ্টান্নিবেদয়িষ্যতে। তস্মাদুপপন্নং তদবঘাতকে হেতাবিতি। তত্র দুঃখত্রয়স্যাবঘাতকস্তদবঘাতকঃ, উপসর্জ্জনস্যাপি বুদ্ধ্যা সমাকৃষ্টস্য তদা পরামর্শঃ। অবঘাতকশ্চ হেতুঃ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যো নান্য ইত্যাশয়ঃ।

আভাস।

কে ? বলিয়া মনকে জিজ্ঞাসা করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আশাই আমার এবং আশারই আমি। আশার পথে দৌড়িতেছি ; এই দৌড়িবার উপলক্ষে উভয় পার্শ্বে যে কোন বিষয়ের সম্পর্ক ঘটে, তাহাও ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর এবং পরিণামে দুঃখপ্রদ। সুতরাং ভোগ্য বিষয় প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হইয়া যে বিশ্রাম করিব, তাহাও অসম্ভব। অশ্বচালক দ্বিবিধ চর্ম্মবন্ধনে অশ্বকে বন্ধন করিয়া, শকটে যোজিত করত সমগ্র নগর ভ্রমণ করায় ; অশ্বের ইচ্ছানুসারে কোন স্থানে বিশ্রাম করিতে দেয় না ; বরং অশ্ব যদি বিশ্রামের প্রয়াস করে, অমনি কশাঘাতে তাহাকে বিব্রত করে ; সেইরূপ আমরাও যদি কোন বিষয়-সুখে বিশ্রাম করিতে যাই, আশা তখনই দুঃখের কশাঘাতে আমাদিগকে উৎপীড়িত করে; বিশ্রাম করিতে দেয় না। কারণ জগতে কোন বস্তুই প্রিয় নহে। প্রয়োজন হইলে, গোমূত্রও প্রিয় ; প্রয়োজন না থাকিলে, গোদুগ্ধও অপ্রিয় এবং অনিষ্টকারী। অতএব পিপাসা বা ক্ষুধা যদবধি দেহে বিরাজমান, তদবধিই অন্ন ব্যঞ্জন প্রিয় এবং হিতকারী ; অন্যথা অপ্রিয় ও অনিষ্টকারী ; সেইরূপ আমার অন্তরে যে বিষয়ের অভাব থাকে, সেই বিষয়ের অভিমুখেই আশা আমাকে ধাবিত করায়। কিন্তু জল-পানে পিপাসার নিবৃত্তির ন্যায়, বিষয়-সম্পর্কে অন্তর্নিহিত অভাবের অজ্ঞাতসারে পূরণ হইবা মাত্র, নেতা আশা আমাকে তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় হইতে নিঃসম্পর্ক করত, বিষয়ান্তর-লাভের জন্য পুনরায় আকর্ষণ করে। অতএব আশাকে আধুনিক বৈদান্তিক দোষ-দৃষ্টিতে কটাক্ষ করেন-করুন্ ! কিন্তু অনুসন্ধান বুদ্ধিতে পরিদর্শন

তত্ত্বকৌমুদী।

অত্রাশঙ্কতে দৃষ্টে সাপার্থা চেদিতি। অয়মর্থঃ—অস্তু দুঃখত্রয়ং, জিহাসিতঞ্চ তদ্ভবতু, ভবতু চ তৎ শক্যহানং, সহতাঞ্চ শাস্ত্রগম্য উপায়স্তচ্ছেত্তুম্, তথাপ্যত্র প্রেক্ষাবতাং ন যুক্তা জিজ্ঞাসা, দৃষ্টস্যৈবোপায়স্য তদুচ্ছেদকস্য সুকরস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তথা চ লৌকিকানামাভাণকঃ "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥ ইতি। সন্তি চোপায়াঃ

আভাস।

করিলে বুঝা যায় যে, আশাই ভব-সমুদ্রের অপূর্ব্ব কাণ্ডারী! অশ্ব-চালক যেমন অশ্বশালা হইতে অশ্বকে বাহির করত, যথেচ্ছ নগরের পথ পর্য্যটন করাইয়া, বন্ধন-মুক্ত করে এবং পুনরায় অশ্বশালায় লইয়া, পান-ভোজনাদি দানে বিশ্রাম করায়, আশাও আমাদিগকে যে পরম স্থান হইতে বাহির করত বিচিত্র সংসার-পথে দুঃখের কশাঘাতে দ্রুত পর্য্যটন করাইল, পুনঃ সেই পরমার্থ পদেই উত্তোলন করিয়া দেয়। আশার কার্য্য অতি বীভৎস, কিন্তু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অতি মহান্! অশ্ব যেমন কশাঘাতের জন্য পথে বিশ্রাম করিতে পায় না, আমরাও সেই-রূপ দুঃখের পীড়ন হেতু ভোগে অভিভূত থাকিতে পারি না। পথে বিশ্রাম করিলে, অশ্বের যেমন আস্তাবলে আগমনে বিলম্ব ঘটে, সেই-রূপ সুখের বা মোহের আবরণে অভিভূত সুতরাং নিশ্চেষ্ট মানবের পক্ষেও পরমার্থ পদে যাইবার বিলম্ব ঘটে, সন্দেহ নাই। সুতরাং দুঃখ আপাতত অপ্রিয় হইলেও, পরম প্রিয়ের অনুসন্ধান করিয়া দেয়। তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থপ্রারম্ভে "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ" বলিয়া প্রথমত দুঃখেরই নাম উচ্চারণ করত, মঙ্গলাচরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সংসারে সুখলাভের দ্বারা নিরন্তর শান্তি-সাগরে ভাসমান থাকাই যেন জীবমাত্রের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সুখ-লাভটী প্রতিপদে দুঃখের পীড়নে সর্ব্বদাই প্রতিহত হওয়ায়, সুখের প্রতি দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া, দুঃখ নিবারণের উপয়ের প্রতিই ব্যক্তিমাত্রের যেন দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। কারণ দুঃখের নিবারণ হইলে, সুখকে আহ্বান করিতে

তত্ত্বকৌমুদী।

শতশঃ শারীরদুঃখপ্রতীকারায়েষৎকরা ভিষজাং বরৈরুপদিষ্টাঃ। মানসস্যাপি সন্তাপস্য প্রতীকারায় মনোজ্ঞস্ত্রী-পান-ভোজন-বিলেপন-বস্ত্রালঙ্কারাদিবিষয়প্রাপ্তি-রূপায়ঃ সুকরঃ। এবমাধিভৌতিকদুঃখস্য নীতিশাস্ত্রাভ্যাসকুশলতানিরত্যয়স্থানাধ্যাসনাদিঃ প্রতীকারহেতুরীষৎকরঃ; তথাধিদৈবিকস্যাপি দুঃখস্য মণিমন্ত্রৌষধাদ্যুপযোগঃ সুকরঃ প্রতীকারোপায় ইতি।

আভাস।

হয় না; সুখ আপনি আইসে। কিন্তু এই রহস্য কাহারও হৃদয়ে সহজে উপলব্ধ হয় না। সকলেই যেন সুখ-লাভের চেষ্টাতেই যত্ন করিতেছেন; দুঃখ আকস্মিক আসিয়া সুখলাভের পথে প্রতিবন্ধক প্রদান করে; সুতরাং দুঃখ ত্যাজ্য বা হেয় বলিয়া সাধারণের প্রতীতি। প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত আনন্দ-স্বরূপ জীব ধীরে ধীরে দুঃখের স্তরকে অতিক্রম করিয়া, যখন আপনাকে অব্যাহতি পাওয়াইতে পারিবেন, তখনই শান্তিলাভে সমর্থ হইবেন; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সন্তরণশীল বালক বয়স্যগণ সহ ঔদ্ধত্যের পরিচয় পুষ্করিণীর জল কত গভীর! কে তাহাদের মধ্যে নিম্নস্তরের মৃত্তিকা উত্তোলন বা স্পর্শ করিতে পারে; বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত জলের অন্তস্তলে নিমগ্ন হয়; কিন্তু শেষ স্তরে উপস্থিত হইয়া শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, বালক তখন জীবন লাভে শান্তির প্রত্যাশায় কেবল স্বীয় মস্তকোপরিস্থ জলকে দুই হস্তে নীচে নামাইবার চেষ্টা করিলেই নিজে উপরে উত্থিত হইতে পারে এবং যাবদীয় কষ্টের যেমন লাঘব হয় এবং শান্তি আপনিই আইসে, সেইরূপ দুঃখের গভীর স্তরে নিমজ্জমান জীব দুঃখের সর্ব্বতোব্যাপ্ত ভাব হইতে অতিক্রম করিতে পারিলেই যে শান্তি বা আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে, ইহাই মনীষিগণের মন্তব্য।

সাধারণত জীব মাত্রেরই জীবন বা ভোগপদ্ধতি প্রায় এক প্রকার হইলেও, এই শাস্ত্রে মানব জীবনের সুখদুঃখ বা মুক্তির

তত্ত্বকৌমুদী।

নিয়াকাম্যোতি নেতি। কুতঃ, একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ। একান্তো দুঃখনিবৃত্তের-বশ্যম্ভাবঃ। অত্যন্তো নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরনুৎপাদস্তয়োরেকান্তাত্যন্তয়োরভাবঃ, একান্তাত্যন্ততোঽভাব ইতি। ষষ্ঠীস্থানে সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিল্। এতদুক্তং ভবতি—যথাবিধিরসায়নাদিকামিনী-নীতিশাস্ত্রাভ্যাস-মন্ত্রাদ্যুপযোগেঽপি তস্য তস্যা-

আভাস।

পদ্ধতি বর্ণিত হইতেছে। মানব-জীবনকে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টত প্রতীত হইবে যে, দুঃখ সাধারণত তিন প্রকার; কারণ অতি-স্থূল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে, তাহার কারণও ত্রিবিধ দেখা যায়। একটী আলোককে কাচ-বেষ্টিত আধারের অভ্যন্তরে রাখিলে, কাচের রং বা বর্ণ অনুসারে আলোক রঞ্জিত পরিদৃষ্ট হয় এবং বাহিরে কাচের বর্ণ অনুসারে আলোকও নিকটস্থ পদার্থের উপর রঞ্জিত জ্যোতির বিকী-রণে আত্মপরিচয় দেয়। সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্মও কারণভেদে ত্রিবিধ উপাধি-স্থানীয় দেহের অভ্যন্তরে যে জীবাত্মা বাস করিতেছেন, তিনি দেহের সহিত আত্মীয়তা করিবার উপলক্ষে নিজের নির্লিপ্ত আত্মভাব বিস্মৃত হইয়া, দেহের ভাবে আপনাকে বুঝেন এবং বাহিরে পরকেও তাদৃশ আত্মভাব বুঝান। কারণদেহ চিত্তের রাজসাদি-গুণের প্রভাবে অন্তরস্থ পুরুষ আপনাকে ক্রুদ্ধ, ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মদেহের অনুরোধে পুরুষ অন্ধ বা বধির এবং স্থূল ভৌতিক দেহের সংস্রবে পুরুষ ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত বা রুগ্ন বলিয়া আপনাকে মনে করেন এবং অন্যেও তাঁহাকে সেইরূপেই বুঝেন। শাস্ত্রে আছে, "সর্ব্বংপরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ॥ পরাধীনতাই দুঃখের কারণ এবং স্বাধীনতাই সুখের মূল। চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ দেহের আশ্রয়ে আপনাকে অবধারণ করিতে গিয়াই বিপদে পড়িয়াছেন। ধনীর পুত্রকে গরীবের কন্যা বিবাহ করিয়া প্রণয়ের অনুরোধে ছারপোকা পূর্ণ ছিন্ন কান্থায়

তত্ত্বকৌমুদী।

ধ্যাত্মিকাদের্দুঃখস্য নিবৃত্তেরদর্শনাদনৈকান্তিকত্বং। নিবৃত্তস্যাপি পুনরুৎপত্তিদর্শনাদনাত্যন্তিকত্বমিতি সুকরোঽপ্যৈকান্তিকাত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তের্ন দৃষ্ট উপায় ইতি ন অপার্থা জিজ্ঞাসেত্যর্থঃ। যদ্যপি দুঃখমমঙ্গলং তথাপি তৎপরিহারার্থত্বেন তদবঘাতো মঙ্গলমেবেতি যুক্তং শাস্ত্রাদৌ তৎকীর্ত্তনমিতি ॥ ১ ॥

আভাস।

শয়ন করত যেমন অতিদুঃখে রজনী অতিবাহিত করিতে হয়, সেইরূপ দেহত্রয়ের অনুরোধে তৎস্থ আনন্দময় জীবাত্মাকেও দেহনিষ্ঠ সুখদুঃখাদিতে অভিভূত হইতে হয়। পঞ্চভূতময় স্থূলদেহ হইতে সমুৎপন্ন দুঃখের নাম আধিভৌতিক; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রাণময় দেহ হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম আধিদৈবিক এবং কারণ-স্থানীয় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক দেহসমুৎপন্ন দুঃখকে আধ্যাত্মিক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে; কিন্তু শাস্ত্রের প্রারম্ভে নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে এত গুরুতর কথা উল্লেখ না করিয়া, পূজ্যপাদ বাচস্পতিমিশ্র মহোদয়, তদীয় টীকাতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুঃখ সমস্তই আত্মনিষ্ঠ হইলেও, যে ত্রিবিধ উপলক্ষে দুঃখ ঘটে, সেই উপলক্ষ অনুসারে ত্রিবিধ নামের বর্ণনা তিনি করিয়াছেন। অর্থাৎ শরীর নিবন্ধন জ্বরাদি উপলক্ষে, বা অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা ক্ষতি নিবন্ধন মানসিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক এবং বিনায়কাদি গ্রহাবেশ নিবন্ধন দুঃখকে আধি-দৈবিক এবং ভূত-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ মানুষ পশু, পক্ষি সরীসৃপ ও স্থাবরাদি নিবন্ধন দুঃখকে তিনি আধিভৌতিক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল দুঃখই যে জীবকে নিরন্তর বিব্রত করে, তাহা নহে; কারণ সকল সময়ে সকল দুঃখ উপস্থিত থাকে না; এবং প্রতিকারের দ্বারা সময়ে সময়ে নিরাময় হওয়াও যায়; কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ দেহ হইতে সমুৎপন্ন দুঃখের হস্ত হইতে ক্ষণকালের জন্যও নিষ্কৃতি যে নাই, তাহাই গ্রন্থকারের "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা" বলিবার তাৎপর্য্য। এক্ষণে দুঃখ ও

আভাস।

তাহার অনুভূতি কাহাকে বলে বা কি বলিয়া তাহা বুঝিব, এস্থলে আমাদের তাহা প্রতিপাদন করা বিধেয়।

মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইবা মাত্র. পুরুষ (জীবচৈতন্য) কিছুই বুঝে না; জগতের সহিত তাহার সম্পর্কের মূল্য সে তখনও প্রণিধান করে নাই এবং আমি বলিয়াও আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে না; এমন কি আছি মাত্রেরও উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সহজে অবধারণ করিতে পারেন যে, নিদ্রাভঙ্গের ঠিক অব্যবহিত পরক্ষণে তিনি. আমি বা আমার বলিয়া কোন ভাবের অনুভব করেন না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া অনল যেমন নিষ্ক্রিয় মূর্ত্তিতে অবস্থান করে, সেইরূপ জীবজ্ঞানও প্রথমত নিষ্ক্রিয় বৃত্তিশূন্য ভাবে অবস্থান করে। প্রসবের পরক্ষণেই বালকের দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে কার্য্যের অভিমুখে অগ্রসর করাইবার জন্য একটী অভিনব শক্তির উদ্রেক হয়, যাহাকে আমরা বাহ্যদৃষ্টিতে ক্রন্দন বলি। এ ক্রন্দনটী বালকের অভিপ্রায় মত নহে; যিনি বালকদেহ গর্ভে প্রস্তুত করিতে-ছিলেন, পূর্ণ পরিপক্ক হইলেই একটী সূতিবায়ুর উদ্রেকে তিনিই তাহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। এক্ষণে যেন তুমি নিজে পরিবর্দ্ধিত হইতে চেষ্টা কর! বলিয়া বালক-দেহের সর্ব্বত্র যে চেষ্টা শক্তির উদ্রেক করাইলেন, বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা তাহা-কেই ক্রন্দন বলি। যে দেহ মাতৃগর্ভে এতকাল মাতৃশক্তিতে কেবল নিস্তব্ধে পুষ্টিলাভে পরিপক্ক হইতেছিল, এক্ষণে প্রসূত হইবার পরক্ষণ হইতে শিশুদেহ গর্ভের সাহায্য না পাইয়া, নিজে সক্রিয় হইবার জন্য শক্তির উদ্রেক পাইল। চনকাদি শস্য রোপণের পর রসাসিক্ত ও পুষ্টকায় হইলে, তাহার অন্তরে জীবশক্তির উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে একটী ক্রিয়াশক্তি আইসে, যাহাতে তাহার অন্তর হইতে একটী অঙ্কুর ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য এবং একটী শিকড় নিম্নে পৃথিবী হইতে রসের সংগ্রহে পুষ্টি লাভের জন্য প্রকাশ পায়। তখনই বীজ বৃক্ষ

আভাস।

উৎপাদনে সক্রিয়। সেইরূপ যে দেহ গর্ভ সন্নিধানে এতকাল পুষ্টি-লাভে পরিপক্ক হইল, এক্ষণে অন্তরস্থ জীবচৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপলক্ষে ক্রন্দনের পরিচয়ে সক্রিয় হইল। দেহের অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত প্রত্যেক অংশ তখন সজীব হইল। সৈন্যাধ্যক্ষের তীক্ষ্ণ বাঁশি শ্রবণে অনন্যমনস্কভাবে অবস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত গোলন্দাজ, কৃপাণধারী ও বন্দুকধারী প্রভৃতি সৈন্যগণ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে অভিনিবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রাদি ধারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, সেই-রূপ ঐ ক্রন্দনটী বালকের নহে; বালকের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামক দেহত্রয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উত্তেজনার্থ উহা স্বভাবের ক্রিয়া। এক ক্রন্দনের উদ্রেকে দেহগত, ইন্দ্রিয়গত এবং চিত্তগত স্ব স্ব ভাব কার্য্যার্থ দেখা দিল। মূত্র পুরীষও সঞ্চিত এবং নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। ক্ষুধা পিপাসা, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া, দর্শন, শ্রবণ, মনন-ক্রিয়া এবং বিচারাদি সকল বৃত্তিই ক্রমশ পরিস্ফুট হইবার উত্তেজনা-মূলক শক্তির ইঙ্গিতই এক ক্রন্দন-কার্য্যে আরম্ভ হইল। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কিন্তু অনু-কূলে প্রারব্ধের অনুসারে তাহার দেহাদি প্রস্তুত হইতেছিল, সুতরাং জীব তৎকালে আপন ভাবকে অনুভব করিবারও কোনরূপ অবসর এ পর্য্যন্ত পায় নাই। শীতকালে উত্তম কোমল শয্যায় শায়িত এবং দিব্য আবরণে আবৃত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের অভাবে আমরা কেবল আরাম মাত্র উপলব্ধির উপলক্ষে কোন ক্লেশই যেমন অনুভব করি না, কিন্তু শয্যায় জলাদি শৈত্যের প্রতীতিতে নিদ্রার ভঙ্গে ক্লেশের অনু-ভূতি হইবামাত্র শয্যাত্যাগের ইচ্ছা উদিত হয় এবং তদপেক্ষা উত্তম শয্যার অন্বেষণে বাসনা আইসে, সেইরূপ ক্রন্দনের পরই যাবদীয় দেহযন্ত্র স্ব স্ব কার্য্য আরম্ভ করিলে, স্থূলাদি উত্তরোত্তর ত্রিবিধ-দেহ-শয্যায় শয়ান জীব-চৈতন্যকে তাহার সুস্থ-ভাবের প্রতিকূলে উদ্বোধিত হইতে হয়; এবং দেহ-কার্য্যের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রতিপদে

আভাস।

বিব্রত হইতে হয়। এই বিব্রত ভাবই আত্মার উদ্‌বোধন এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের এক মাত্র উপায়। মানব যখন দন্ত-শূলাদি তীব্র যাতনা স্বীয় দেহে অনুভব করে; তখন যাতনার উপলক্ষে আপনাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ ভাবে বুঝিতে পারে। আলোক যেমন স্বরূপে উজ্জ্বলিত থাকা ব্যতীত, স্বসমীপে উপনীত বস্তুকে স্বকীয় আলোকে আলোকিত করে, সেইরূপ মানবের স্ব-স্বরূপ "আমি" ভাব ব্যতাত তাহার প্রতিকূলাচারী উদ্বেগপ্রদ দন্তশূলাদি যাতনাকে ও স্বস্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি করে এবং ভোগকারী আমি যে দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা তাঁহার প্রতীত হইতে থাকে। অতএব প্রতিকূল-বেদন দুঃখই প্রকৃত প্রস্তাবে যেরূপ আমি ভোগী এবং আমার রোগ বা শোক এবং আধার স্থানীয় দেহও পৃথক্ এই তিন ভাবকে পৃথক্ ভাবে সুস্পষ্ট প্রতীত করায়; অনুকূল-বেদন সুখ কিন্তু তাহার কিছুই করে না। বরং মোহ, বিস্ময় এবং তন্দ্রার ন্যায় স্বীয় উপলব্ধি স্বরূপকেও নিশ্চেষ্ট ভাবে অস্তমিত করিবার ন্যায়, উপাধিভূত দেহত্রয়ের অন্তরে জড়ের ন্যায় অবস্থিত করায়। অতএব দুঃখ আপাতত বিলক্ষণ হেয় বলিয়া প্রতীত হইলেও, পরিণামে পরম মঙ্গল এবং শান্তিলাভের একমাত্র সোপান বোধে গ্রন্থকর্ত্তা শাস্ত্রারম্ভে দুঃখেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, দুঃখ যখন প্রতিকূল, তখন তাহা যে অবশ্য ত্যাজ্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ উপায়ে তাদৃশ দুঃখের নিবারণ করা যায় বলিয়া, প্রথমত লৌকিক উপায়ের দ্বারা তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা মানব-মাত্রেরই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন নানাবিধ উপায়ের আশ্রয়ে আজীবন চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হওয়া না যায়, তখনই শাস্ত্রকার সন্নিধানে জিজ্ঞাসার কারণ উপস্থিত হয়। লৌকিক উপায়ে ত্রিবিধ দুঃখের

আভাস।

যে নিবারণ হয় না, তাহা যুক্তি এবং চেষ্টার দ্বারা যথেষ্ট মীমাংসিত হইয়া থাকে। বরং আজীবন দুঃখ নিবারণের কল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া, প্রবীণ এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জীবনের অন্তিম দশায় সমস্ত লৌকিক চেষ্টা নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়াছে বলিয়া, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রাণান্তকালে এ জাতীয় প্রজ্ঞা লাভের কোন ফলোদয় নাই। সুতরাং সময় থাকিতে চেষ্টা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাই শাস্ত্রকারের বলিবার তাৎপর্য্য।

বিজ্ঞতম টীকাকার নিজ অভিমতের প্রকাশে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ত্রিবিধ দুঃখ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, যদি প্রতীকারের কোন সহজ উপায় থাকে, শাস্ত্রকার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য গুরুপ্রয়াসের প্রয়োজন কি? কারণ লোকে বলে যে, কি কাজ আকুশি, যদি হাতে ফল পাই। গৃহ-কোণে মধু পাইলে, পর্ব্বতে কেন যাই! সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইলে, অন্য উদ্‌যোগের কি প্রয়োজন! এতদুত্তরে প্রকাশ করিলেন যে, লৌকিক বা বৈদিক উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা প্রকৃত ফলবতী হয় না। কারণ পীড়াদির প্রতীকারার্থ চিকিৎসকের উপদেশ, সকল সময়ে কার্য্যকরী হয় না। মানসিক স্বচ্ছন্দ লাভের প্রত্যাশায় যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া মনোজ্ঞা পত্নী বা সুখপ্রদ দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাৎকালিক ক্ষণিক সুখের সন্দর্শন পাইলেও, পরে যেন বিষয়ের ভারে আক্রান্ত ও তদুপলক্ষে অপেক্ষাকৃত দুঃখী বলিয়াই আপনাকে অনুভব করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত দৈবদুর্ব্বিপাকে বা লৌকিক উৎপাত প্রভৃতিতে এবং নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে মানব-জীবন সর্ব্বদাই বিব্রত হয়। সুতরাং মানব এ জীবনে সুখী হইবার প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়া সদাচার, পরোপকার, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, হোম এবং দান প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে পর জীবনে সুখী হইবার প্রত্যাশা করেন, তাহাও নিরর্থক ॥ ১ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ মা ভূদ্দৃষ্ট উপায়ো বৈদিকস্তু জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সহস্রসংবৎসরপর্য্যন্তঃ কর্ম্মকলাপ স্তাপত্রয়মেকান্ততোঽত্যন্তঞ্চাপনেষ্যতি। শ্রূয়তে হি "স্বর্গকামো যজেত" ইতি। স্বর্গশ্চ (১) "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্" ইতি দুঃখবিরোধী সুখবিশেষঃ, স চ স্বর্গঃ স্বসত্তয়া সমূলঘাতম-বহন্তি দুঃখং। ন চৈষ ক্ষয়ী; তথা হি শ্রূয়তে—"অপাম সোমমমৃতা অভূমেতি" তৎ-প্রক্ষয়ে কুতোঽস্যামৃতত্বসম্ভবঃ। (২) তস্মাদ্বৈদিকস্যোপায়স্য তাপত্রয়প্রতীকার-হেতোর্ম্মুহূর্ত্ত-যামাহোরাত্র মাস-সংবৎসরাদি-নির্ব্বর্ত্তনীয়ত্বয়ানেক-জন্মপরম্পরায়াস-সম্পাদনীয়াদ্-বিবেকজ্ঞানাদীষৎকরত্বাৎ (৩) পুনরপ্যপার্থা জিজ্ঞাসা ইত্যাশঙ্ক্যাহ।

আভাস।

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে সুখৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্যোতিষ্টো-মাদি সহস্রসম্বৎসর-সাধ্য কর্ম্মকলাপের উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায়। কারণ বেদের নাম বৃষ; "বেদোহি বৃষ উচ্যতে"। অর্থাৎ বর্ষতি সর্ব্বান্ কামান্ ইতি বৃষঃ। মনোমধ্যে যে কোন কামনার উদয় হয়, বেদোক্ত কর্ম্ম-কলাপের সংসাধনে সেই যাবদীয় সুখময় ফল স্বর্গরাজ্যে ভোগ করা যায়। এবং স্বর্গও সুখের পূর্ণ মূর্ত্তি। স্বর্গের স্বরূপ বর্ণনে টীকাকার বলিয়াছেন যে স্বর্গের সুখে দুঃখের সম্পর্ক নাই; "ন চ গ্রস্ত মনন্তরং" অর্থাৎ সন্তানটী প্রসূত হইয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রোগের সম্ভাবনা আছে; এ জাতীয় দুঃখও স্বর্গে নাই। বিশেষত যখন যে বিষয়ের অভিলাষ হয়, তখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকার সুখময় ভাবের নাম স্বর্গ। সেই স্বর্গেরও কখন ধ্বংস হয় না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "সোম পানে

---

(১) সম্ভিন্নং মিশ্রিতং। নচ গ্রস্তং অনভিভূতং। অনন্তরং নিরন্তরং। অভিলাষো-পনীতং কামনয়া সম্পন্নং। স্বঃপদাস্পদং স্বর্গপদস্য অধিষ্ঠানং। (২) অমৃতত্বস্য মরণ-রহিতস্য সম্ভবঃ। (৩) ঈষৎকরত্বাৎ অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। প্রধানাপূর্ব্বস্য পুণ্যস্য। অনর্থহেতুনা অমঙ্গলকারণেন অপূর্ব্বেণ পাপেন। সঙ্করঃ মিশ্রণম্। প্রধান কর্ম্ম-বিপাক-সময়ে ভোগসময়ে। সুষাঙ্গে সহস্তে। অক্রত্বর্থত্বং ন ক্রতোঃ অর্থত্বং উপ-কারকত্বং। ক্রত্বর্থত্বং যাগোপকারকত্বং।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ।

আনুশ্রবিকঃ (অনু পশ্চাৎ গুরুপরম্পরয়া শ্রূয়তে এব ইতি অনুশ্রবঃ বেদঃ, তত্র জাতঃ প্রাপ্তঃ ইতি) বেদলব্ধঃ সঃ (তাপত্রয়বারকঃ উপায়ঃ) অপি যতঃ অবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ (অবিশুদ্ধ্যা পশুবধাদি-জন্যপাপেন, ক্ষয়েন ভোগানন্তরং জন্য-ফলস্যান্তর্ধানেন, অতিশয়েন ফল-তারতম্যভেদেন চ যুক্তঃ মিলিতঃ) অতঃ দৃষ্টবৎ দৃষ্টোপায়তুল্যঃ এব। অতঃ তদ্বিপরীতঃ (তস্মাৎ আনুশ্রবিকাৎ ত্রৈগুণ্য-ফলোৎপাদকাৎ দুঃখাবঘাতকাৎ উপায়াৎ বিপরীতঃ) ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ (ব্যক্তং স্থূলদৃশ্যজাতং, অব্যক্তং ব্যক্তভাবেন পরিণতস্য সর্ব্বস্য মূল-কারণং প্রকৃতিঃ, তয়োঃ ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ জ্ঞঃ অন্তর্যামিতয়া জ্ঞানরূপঃ ইতি ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞাঃ তেষাং বিজ্ঞানাৎ বিবেকেন পৃথক্ তয়া জ্ঞানং অবধারণং ইতি তস্মাৎ উৎপন্নঃ সত্ত্বপুরুষান্যতা প্রত্যয়রূপঃ উপায়ঃ এব) শ্রেয়ান্ ॥ ২ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

গুরুপাঠাদনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদঃ। এতদুক্তং ভবতি, শ্রূয়ত এব পরং, ন তু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইতি। তত্র ভবঃ আনুশ্রবিক, ইতি তত্র প্রাপ্তো জ্ঞাত

অনুবাদ।

তাপত্রয় নিবারণোপলক্ষে বধূবস্ত্রাদি লৌকিক উপায়ের ন্যায়, বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় উপায়ও নিরর্থক; কারণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে লব্ধ স্বর্গাদি সুখময় ফলও দুঃখময়ে পরিণত। কারণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানোপলক্ষে পশুবধ এবং বীজনষ্ট প্রভৃতি অন্যায় কর্ম্ম-জনিত পাপ যখন যজ্ঞার্জ্জিত পুণ্যের সহিত মিলিত থাকে, তখন ফলে অবিশুদ্ধি দোষ স্বীকার করিতে হয়। দ্বিতীয়ত সুখময় ফল যখন পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি উপস্থিত হইলেও পরে নিশ্চয়ই তাহা থাকিবে না; অতএব তাহা ক্ষয়দোষ-দূষিত; সুতরাং দুঃখপ্রদ। তৃতীয়ত ভোগ্য সুখ স্বর্গাদি রাজ্যে কখন সকলের পক্ষে সমান হইতে পারে

তত্ত্বকৌমুদী।

ইতি যাবৎ। আনুশ্রবিকোঽপি কর্ম্মকলাপো দৃষ্টেন তুল্যো বর্ত্তত ইতি। ঐকান্তিকাত্যন্তিকদুঃখপ্রতীকারানুপায়ত্বস্তোভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ। যদ্যপি চানুশ্রবিক ইতি সামান্যেনাভিহিতং তথাপি কর্ম্মকলাপাভিপ্রায়ো দ্রষ্টব্যঃ, বিবেকজ্ঞানস্যাপ্যা-

অনুবাদ।

-মা; কর্ম্মানুসারে ফলেরও অবশ্য বৈচিত্র্য বা তারতম্য তথায় স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যেখানে ছোট বড় তারতম্য আছে, তথায় হিংসা দ্বেষ নিবন্ধন আতিশয্য দোষের দুঃখ অপরিহার্য্য। অতএব ঐহিক বা পারলৌকিক উপায়ে সুখী হইবার প্রত্যাশা সম্পূর্ণ পরিহার করত, ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত সর্ব্বকারণ-কারণ প্রকৃতি এবং এতদুভয়ের দর্শকরূপ জ্ঞ-ভাবকে অবধারণ করিতে পারিলেই, ত্রিতাপের উন্মূলনে চির শান্তি-লাভে কৃতার্থ হওয়া যায়॥ ২॥

আভাস।

"আমরা অমর হইলাম"। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সম্বৎসরাদি কালের পরিশ্রমে যদি যজ্ঞাদি সাধনের ফলে চিরসুখী হওয়া যায় তাহা হইলে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" ইত্যাদি বচনের দ্বারা স্বীকৃত অনেক জন্ম ক্রমান্বয়ে পরিশ্রম করিয়া, বিবেক সাক্ষাৎকারের জন্য দুরারাধ্য প্রয়াস আর স্বীকার করিতে হয় না। অতএব বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডই তাপ নিবারণের সুগম উপায় স্থির হইলে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের জন্য জিজ্ঞাসা পাছে অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়, তদুত্তরে গ্রন্থকর্ত্তা দ্বিতীয় কারিকার সমাবেশ করিয়াছেন॥

বেদ ভগবানের উক্তি বলিয়াই আদৃত; ইহা কোন মানবের হৃদয়-প্রসূত ভাবের অভিব্যক্তি নহে। মানবের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অথচ সর্ব্বসমক্ষে যে ধারাবাহিক নিয়ম এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্ট পদার্থ নিচয়কে তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ক্রম-পর্য্যায়ে পরি-

তত্ত্বকৌমুদী।

দুপ্রবিকত্বাৎ। তথাচ শ্রূয়তে—"আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ" প্রকৃতিতো বিবেক্তব্যঃ। "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি। অস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং হেতুমাহ স হ্যবিশুদ্ধি-

আভাস।

চালিত করিয়া দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া যাইতেছে, আবার অজ্ঞাতও অদৃশ্য পদার্থকে সৃষ্টির ক্রোড়ে আনয়ন করত ক্রীড়া করিতেছে এবং সমগ্র সৃষ্ট পদার্থ যে নিয়মের অধীন, অথচ স্থাবর জঙ্গমাত্মক কোন পদার্থ, এমন কি ! মানবের কথা বা জীবের কথা দূরে থাকুক্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহাদেবাদি লোকপাল এবং দিক্‌পাল প্রভৃতিও যে নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারেন না, কিন্তু অবশ ভাবে যাহার অনুগত থাকিয়া জন্ম মৃত্যু; সুখ দুঃখ, সংসার ভাব, আবির্ভাব এবং তিরোভাবের পরিচয়ে ক্রোড়স্থিত শিশুর ন্যায় আত্ম-পরিচয় দিতেছেন, সেই নিয়মই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছানামে অভিহিত। সেই নিয়মই কার্য্য না করিয়া, সমগ্র সৃষ্টিকে অস্তমিতের ন্যায় যখন আত্মস্বরূপে নিশ্চেষ্ট ভাবে রাখে, তখনই প্রলয়; এবং তাহার কার্য্য করাই সৃষ্টি। এই নিয়মই সর্ব্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহাকালীর মহাকাল নামে তন্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত। নিয়মই পরম চৈতন্য পরমাত্মার আজ্ঞামূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়, এই আজ্ঞাই পরমচৈতন্যে অস্তমিত হইলে, প্রলয়। এই আজ্ঞাই বা নিয়মই দর্পণ-তুল্য পবিত্র নিষ্কাম ঋষি-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া, তাঁহাদের জ্ঞানগ্রাহ্য বেদনামে অভিহিত। এবং শিষ্য পরম্পরায় শ্রবণ মাত্রের দ্বারাই উক্ত নিয়ম গ্রহণে শিষ্য অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া, শ্রুতিনামে পরমেশের আজ্ঞাই অভিহিত। তাদৃশ ঐশী নিয়মে কোন ভ্রম বা প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। রাজ্য-প্রতিপালনের নিয়মই রাজা; এবং তাঁহার আজ্ঞাই শাসন-পদ্ধতি। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা, বিদ্+অল্ বেদ। শাসন-প্রণালী রাজ-কর্ম্মচারিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মে (আইনে) গ্রথিত ও পুস্তকাকারে লিখিত হয়; সেইরূপ সংসার প্রতিপালনের নিয়ম ঋষি-হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়াই বেদ

তত্ত্বকৌমুদী।

ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ। অবিশুদ্ধিঃ সোমাদিযাগস্য পশুবীজাদিবধসাধনতা। যথাহ স্ম ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যঃ—"স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ" ইতি। স্বল্পসঙ্করঃ জ্যোতিষ্টোমাদিজন্মনঃ প্রধানাপূর্ব্বস্য স্বল্পেন পশুহিংসাদিজন্মনা অনর্থহেতুনা অপূর্ব্বেণ সঙ্করঃ। সপরিহারঃ কিয়ত্তাপি প্রায়শ্চিত্তেন পরিহর্ত্তুং শক্যঃ। অথ প্রমাদতঃ প্রায়শ্চিত্তমপি নাচরিতং প্রধান-কর্ম্ম-বিপাক-সময়ে চ পচ্যতে। তথাপি

আভাস।

এবং শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসাতেই শ্রুতি নামে অভিহিত। সুতরাং দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত লৌকিক চেষ্টার অপেক্ষা ভগবানের আজ্ঞামূর্ত্তি সাক্ষাৎ বেদে অভিহিত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন ব্যক্তির ভ্রম সংশোধনার্থ প্রবীণ আচার্য্য বলিয়াছেন, উক্ত কর্ম্মকাণ্ডও অপেক্ষাকৃত সুখপ্রদ হইলেও, লৌকিক উপায়ের ন্যায়, পরিণামে দুঃখপ্রদ; সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রকার আনুশ্রবিক শব্দে সমগ্র বেদের উপরে দোষারোপ করেন নাই; কেবল কর্ম্মকাণ্ডের উপরই তাঁহার এই কটাক্ষ, জানিতে হইবে। বেদ তিন ভাগে বিভক্ত; প্রতি ভাগের নাম কাণ্ড। প্রথম কর্ম্ম-কাণ্ড, দ্বিতীয় উপাসনা-কাণ্ড, তৃতীয় জ্ঞান-কাণ্ড। যাঁহারা বধূ বস্ত্র, পুত্র বিত্ত এবং ঐশ্বর্য্যাদি লাভের প্রার্থনায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড অমিয়পূর্ণ ভাণ্ডার। তথাপি স্বজাতির মধ্যে অর্থাৎ পিতা পুত্রে, পতি পত্নী, প্রভৃতিতে বা লৌকিক পশু হিরণ্যাদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পদ্ধতি লৌকিক উপায়ে সুসাধ্য হইলেও, বিজাতীয় দেব-মনুষ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের পদ্ধতি জানিতে হইলে, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয়ে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা বিধেয়। কিন্তু যজ্ঞের ফলে অতুল ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হইলেও, প্রকৃত সুখলাভ হয় না। কারণ সুশীতল শর্করা-মিশ্রিত পানীয় উদক পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে আশু প্রীতিপদ ও সুখকর হইলেও, পিপাসার

তত্ত্বকৌমুদী।

যাবদসাবনর্থং সূতে তাবৎ সপ্রত্যবমর্ষঃ। প্রত্যবমর্ষেণ সাংকুশলা সহ কর্ত্তব্য ইতি। স্বয়ন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীতস্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাম্।

ন চ "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি" সামান্যশাস্ত্রং বিশেষশাস্ত্রেণ অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যনেন বাধ্যতে ইতি যুক্তম্, বিরোধাভাবাৎ। বিরোধে হি বলীয়সা দুর্ব্বলং বাধ্যতে। ন চেহাস্তি কশ্চিৎ বিরোধঃ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথা হি "মা

আভাস।

অপগমে সেই সুমিষ্ট জলও সংগ্রহ কর্ত্তার পক্ষে পুনঃ ভার স্বরূপে প্রতীত হয়। তাহার রক্ষণাদির জন্য যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। যদি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে জল পান করা হয়, শ্লেষ্মার বৃদ্ধিতে রোগের সৃষ্টি হয়। হাব, ভাব ও লাবণ্য-বিশিষ্টা মনোহারিণী কামিনীও প্রয়োজনের অভাবে কুহকিনী রাক্ষসীরূপে প্রতীত হয়। অতএব বাহিরে যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের অপেক্ষা বা উপেক্ষা জীবের অন্তরে তাহার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। প্রয়োজন না থাকিলে, অমৃতও উপেক্ষণীয় এবং ঘোর সন্নিপাতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে তীক্ষ্ণ সর্পবিষও অমৃত-তুল্য আদরণীয় হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন কোথায় উদ্রিক্ত হয়; জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, পুরুষের দেহপুরীই এই প্রকার যাবতীয় প্রয়োজনে পরিপূর্ণ। ক্ষুধা পিপাসা, কাম ক্রোধ রোগ শোক প্রভৃতি উদ্বেগ সমূহ পূর্ণ অভাব-মূর্ত্তিতে দেহেই দেখা দেয়; সুতরাং তাহাদের পূরণে তৃপ্তিলাভের জন্য পুরুষ বাহ্য ভোগে অগ্রসর হয়। অতএব যদি অন্তরের অভাব বা প্রয়োজনের উদয় না হয়, বাহ্য ভোগের কোন মূল্য নাই। সুতরাং যে পুরী বা দেহকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় পুরুষ সংসার-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়, সেই দেহই পুরুষকে অনন্ত দুঃখে নিপাতিত করে; এবং স্বর্গ মর্ত্ত বা পাতালাদি লোক সমূহে তৎপ্রতীকারের চেষ্টায় অভিনবভোগের প্রতি ধাবিত হয়; কিন্তু তৎপ্রাপ্তিতেও

তত্ত্বকৌমুদী।

"হিংস্যাদিতি" নিষেধেন হিংসায়া অনর্থহেতুভাবো জ্ঞাপ্যতে নত্বক্রত্বর্থমপি। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যনেন তু পশুহিংসায়াঃ ক্রত্বর্থত্বমুচ্যতে ন ত্বনর্থহেতুত্বাভাবঃ। তথা সতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। ন চানর্থহেতুত্বক্রতূপকারকত্বয়োঃ কশ্চিদস্তি বিরোধঃ। হিংসা হি পুরুষস্য দোষমাবক্ষ্যতি ক্রতোশ্চোপকরিষ্যতি।

ক্ষয়াতিশয়ৌ চ ফলগতাবপ্যুপায়ে উপচরিতৌ। কার্য্যত্বে স্বর্গাদেঃ সত্ত্বে সতি কার্য্যত্বাদনুমিতমিতি। জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ স্বর্গমাত্রস্য সাধনম্, বাজপেয়াদয়স্তু

আভাস।

পুনঃ দুঃখ অনুভব করে; সমগ্র ভোগ ত্যাগ করিলে, জীব অন্তরস্থ স্বরূপ-সুখে নিমগ্ন হয়। অবিবেকী মানব মনে করেন, ভোগ্য লাভে সুখী হইলেন; বিবেকী ব্যক্তি কিন্তু ভাবেন যে ক্রিয়াশীল দেহে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনের অনুরোধে নিরন্তর অভাবেরই উদ্রেক হইতেছে; সুতরাং ক্ষুধা বা পিপাসাদির উদ্রেকে তত্রস্থ অন্যান্য অনেক উপদ্রব পুরুষকে উদ্বিগ্ন করে; অর্থাৎ স্বরূপের ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু অন্নাদির প্রাপ্তিতে দেহগত অভাবের পূরণ হয় মাত্র, কিন্তু স্বরূপে অবস্থান উপলক্ষে পুরুষের সুখ বা শান্তি আপনিই আইসে। অতএব পুরুষের নিজস্বরূপ সুখময় ও আনন্দময়। আশ্রয়ভূত দেহে আত্মভাব ভাবনা করাতেই দেহগত যাবদীয় দুঃখ বা অনর্থের উদয় আত্মস্বরূপে ঘটিয়া থাকে।

অতএব ঐহিকের ভোগ যখন দুঃখ-নিবারণে অসমর্থ, পারলৌকিক স্বর্গাদি উপভোগ্য পদার্থও প্রচুর এবং অধিক কালব্যাপী হইলেও, তুল্যভাবে অসমর্থ। স্বর্গাদিতে ভোগ্য পদার্থের বহুকাল স্থায়িত্ব-নিবন্ধন, বরং দুঃখেরই আধিক্য ব্যতীত, ন্যূনতা কখন ঘটে না। দৈত্যগণের দৌরাত্ম্যে দেবরাজ ইন্দ্রকেও শরবনে কীট হইয়া, শত শত বৎসর দুঃখে দিনপাত করিতে হইয়াছে। মহারাজ নহুষকে সর্পযোনি লাভে পুনঃ ধরণীতলে কতই দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। এদিকে যজ্ঞাদি কোন ধর্ম্ম কর্ম্মও সম্পূর্ণ পুণ্যপ্রদ হইতে পারে না। কারণ পশু বা বীজবধ জনিত সামান্য পাপের উপলক্ষে প্রচুর পুণ্যপ্রদ জ্যোতিষ্টো-

তত্ত্বকৌমুদী।

স্বারাজ্যাদেভ্যাতিশয়বত্ত্বম্। যুক্তশ্চ পরসম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতীতি। "অপাম সোমমমৃতা অভূমেতি" চ অমৃতত্বাভিধানং চিরস্থেমানমুপলক্ষয়তি। যথাহুঃ "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" ইতি। অত এব চ শ্রুতিঃ "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ। পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি॥" তথা, "কর্ম্মণা মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমীহমানাঃ"। তথা, "পরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্ম্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুরিতি"। তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্যাহ তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্। তস্মাদানুশ্রবিকাদ্দুঃখাঘাতকাদুপায়াৎ সোমাদেরবিশুদ্ধাদনিত্যসাতিশয়ফলাদ্বি-

আভাস।

মাদি বা বাজপেয়াদি যজ্ঞেও পাপের অনুপাতে দুঃখ অনুভব করিতে হয়। কর্ম্মকে টীকাকার বেদের প্রমাণ অনুসারে তিন মূর্ত্তিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বল্পসংকর, সপরিহার এবং সপ্রত্যবমর্শ। অর্থাৎ যজ্ঞর্জ্জিত প্রচুর পুণ্যের সহিত পশুহিংসা-জনিত স্বল্প পাপের সংস্রবে সাঙ্কর্য্য থাকায়, পুণ্যভোগ কালেও কিছু পরিমাণে দুঃখও ভোগ করিতে হয়। যথা ধন ধান্য প্রভৃতি সুখসেব্য পদার্থে সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত ধনীর হৃদয়ে অবাধ্য চরিত্রহীন পুত্র বা পত্নী প্রভৃতির ব্যবহার জনিত দুঃখ নিরন্তর জাগরূক থাকে।

এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বৈধ হিংসাতে কোন পাপের উদয় হয় না বলিয়া, কর্ম্মীর হৃদয়ে যে সংস্কার আছে, তাহার বিরুদ্ধে

ন কর্ম্মণা যাগাদিনা, প্রজয়া পুত্রাদিনা, ধনেন বিত্তেন, একেন ত্যাগেন বাসনাপরিহারেণ, অমৃতত্বং মোক্ষং, আনশুঃ প্রাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ। যং নাকং অমৃতত্বং, গুহায়াং হৃদি, নিহিতং অবিবেকেন পিহিতং আচ্ছাদিতমিব বিভ্রাজতে রাজতে, তৎ পরেণ যাগাদীতরেণ বিবেকসাক্ষাৎকারেণ, এব যতয়ঃ বিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি।

প্রজাবন্তঃ পুত্রাদ্যাসক্তচিত্তাঃ ঋষয়ঃ কর্ম্মিণঃ, কর্ম্মণা যাগাদিনা। দ্রবিণং ধনং ঈহমানাঃ প্রার্থয়ন্তঃ মৃত্যুং সংসারং এব নিষেদুঃ প্রাপ্তবন্তঃ॥

পরে মনীষিণঃ জ্ঞানবন্তঃ ঋষয়ঃ কর্ম্মভ্যঃ পরং অতীতং অমৃতত্বং মোক্ষং আনশুঃ প্রাপ্তবন্তঃ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

পরীতো। বিশুদ্ধো হিংসাদিসঙ্করাশুদ্ধ্যাম্বিতানিরতিশয়ফলোঽনকৃদপুনরাবৃত্তিশ্রুতেঃ।

ন চ কার্য্যত্বেনানিত্যতা ফলস্য যুক্তা, ভাবকার্য্যস্য তথাত্বাৎ। দুঃখপ্রধ্বংসস্য তু কার্য্যস্যাপি তদ্বৈপরীত্যাৎ। ন চ দুঃখান্তরোৎপাদঃ কারণাপ্রবৃত্তৌ কার্য্যানুৎপাদাৎ; বিবেকজ্ঞানোপজননপর্য্যন্তত্বাচ্চ কারণপ্রবৃত্তেঃ। এতচ্চোপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে।

অক্ষরার্থস্তু তস্মাদানুশ্রবিকাদ্দুঃখাবঘাতকাদ্‌দৃষ্টোপায়াদ্বিপরীতঃ সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ, তৎসাক্ষাৎকারো দুঃখাবঘাতকো হেতুঃ, এতএব শ্রেয়ান্। আনুশ্রবিকো হি বেদবিহিতত্বান্মাত্রয়া দুঃখাবঘাতকত্বাচ্চ প্রশস্যঃ, সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়োঽপি প্রশস্যঃ। তদনয়োঃ প্রশস্যয়োর্মধ্যে সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ শ্রেয়ান্।

আভাস।

টীকাকার যে যুক্তির উত্তোলনে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত কি না, পাঠক মাত্রেই তাহা অবধারণ করিতে পারেন। টীকাকার প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অহিংসাপরমো ধর্ম্মঃ" এই বেদে উক্ত সাধারণ শাসন-বাক্যটী কোন কর্ম্মবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রয়োগ করা হয় নাই। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে অহিংসাকে যোগাঙ্গের প্রধান এবং প্রথম অনুষ্ঠেয় রূপে বর্ণন করিয়াছেন। "অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচার্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটীকে যম বলিয়াছেন; "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ যম; তাহারও প্রথম অনুষ্ঠেয় অহিংসা। অহিংসার সম্যক্ আচরণ যে পুরুষ করেন, তাঁহার আর কেহ শত্রু থাকে না। সুতরাং হিংসা করিলে হিংসাকারীর যে অপরাধ হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তবে "অগ্নিসোমীয়পশুমালভেত" এই বিধিবাক্যের দ্বারা যজ্ঞের উপকার অর্থাৎ পূর্ণত্ব সাধিত হইবে, বলা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু হিংসা করিলে যে কর্ত্তার পাপ হইবে না, এরূপ বলা হয় নাই। পশুবধের

সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ-অন্যতাসাক্ষাৎকারঃ প্রশস্যঃ প্রশংসনীয়ঃ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

কুতঃ পুনরস্যোৎপত্তিরিত্যত উক্তং—ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ইতি। ব্যক্তঞ্চাব্যক্তঞ্চ জ্ঞশ্চ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞাঃ তেষাং বিজ্ঞানং বিবেকেন জ্ঞানম্। ব্যক্তজ্ঞানপূর্ব্বকমব্যক্তস্য তৎকারণস্য জ্ঞানং তয়োশ্চ পারার্থ্যেনাত্মা পরো জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞানক্রমেণাভিধানম্ ।এতদুক্তং ভবতি—শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেভ্যো ব্যক্তাদীন্ বিবেকেন শ্রুত্বা শাস্ত্রযুক্ত্যা চ ব্যবস্থাপ্য দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতাদ্ভাবনাময়াদ্বিজ্ঞানমিতি। তথাচ বক্ষ্যতি—"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্ ।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞান"মিতি ॥ ২

আভাস।

দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, সুতরাং পুণ্যলাভ হইল বটে, কিন্তু তৎসহ পশুহিংসা জনিত পাপ হইতে যে নিষ্কৃতি নাই, তাহাও প্রকাশ করা হইল।

অতএব লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ত্রিতাপ নিবারণের উপায় যখন নাই, তখন তাহার বিপরীত উপায়কে অবশ্য আশ্রয় করিতে হইবে। ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই তিনের অবধারণ হইলে, দুঃখের নিবারণে আনন্দ লাভ হইবে, ইহাই শাস্ত্রকারের সুস্পষ্ট মীমাংসা।

এই মোক্ষশাস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায়, চারিভাগে বিভক্ত। রোগ, রোগহেতু, ঔষধ এবং সুস্থাবস্থা চিকিৎসকের যেমন অবশ্য জ্ঞাতব্য, সেইরূপ শাস্ত্রকার হেয়, হানং, হেয়হেতু এবং হানোপায় এই চারিটী বিভাগ শাস্ত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ত্রিবিধ দুঃখ হেয়; দুঃখের নিবারণে যে আনন্দভাব, তাহাই কৈবল্য বা হানং; অজ্ঞান-নিবন্ধন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই হেয় দুঃখের হেতু অর্থাৎ মূল কারণ; এবং জ্ঞ স্বরূপ বিবেকের সাক্ষাৎকারই দুঃখ নাশের উপায়। এখানে যদিও ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই তিনেরই অবধারণ আবশ্যক বলিয়াছেন, তথাপি জ্ঞ-স্বরূপের অবধারণই মোক্ষলাভের একমাত্র

পারার্থ্যেন ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরস্য পুরুষস্য অর্থত্বেন ভিন্নবিষয়ত্বেন ইতি।

আভাস।

উপায় জানিতে হইবে; ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এতদুভয়ের অবধারণটী কেবল বৈরাগ্যকে পরিস্ফুট করিয়া, জ্ঞ-স্বরূপে ভক্তির ও একাগ্রতার উদ্রেক করিয়া দেয় মাত্র।

মহর্ষি বেদব্যাস বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলনে এবং বিচিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অমীমাংসিত-হৃদয় পণ্ডিতগণের চিত্তকে একমুখী করিয়া শান্তি-প্রদান মানসে বেদান্তদর্শন উত্তর-মীমাংসা নামক শাস্ত্রের সূচনা করিয়াছেন; "সুতরাং অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের সূত্রপাতে সর্ব্বোপরি পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের নিরূপণ আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বান্তে মানবের প্রয়োজন জীবস্বরূপের পরিচয়ে শান্তি-স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে জীবের জ্ঞানোন্মেষণের স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মপদবীর উত্তর স্তর পর্য্যন্ত উত্তোলন করত, পূর্ণ অধিকারী প্রস্তুত করত মানবকে সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিত করিয়া পূর্ণানন্দে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং স্বল্পায়ুঃ স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে এই ঘোর কলিযুগে যেন সাংখ্যজ্ঞানই অতি সুগম পন্থা বলিয়া অন্যান্য শাস্ত্রাচার্য্যগণের মীমাংসা।

মানব! তুমি বালক হও, যুবা হও, প্রৌঢ় হও বা বৃদ্ধই হও। দুঃখ বলিয়া ক্লেশদায়ক প্রতিকূলবেদনীয় ব্যাপার যে অনুভব করিতেছ এবং তজ্জন্য দিবারাত্রি সমস্ত জীবন বিব্রত আছ! সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; এবং আজীবন যতই চেষ্টা করিলে, ক্ষণকালের জন্যও তাদৃশ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি ত পাইলে না। বাল্য জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার আশার বিরাম নাই! কিন্তু যাহার জন্য আশা, সে দুঃখের ত বিরাম হইল না। তোমাদের ঐহিকের নীতিশাস্ত্র, চিরকাল নীতির অনুসরণে পরিশ্রম করাইয়া ধন মান স্ত্রী পুত্র বিত্ত ঐশ্বর্য্য এবং জন সম্পদাদির সমাবেশে দুঃখোপশমের স্তরে ত উত্তোলন করিতে পারিল না; ধর্ম্মশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া যাগ, যজ্ঞ, হোম, ব্রতাদি পূজা পদ্ধতির অনুষ্ঠানেও

আভাস।

যে যে ব্যক্তি অমর-লোক স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখময় ভোগে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুরণাদিতে তাদৃশ কৃতী ব্যক্তিগণকেও উক্ত স্বর্গাদি সুখময় লোকে দুঃখের অনুভূতি এবং পুনঃ তাদৃশ সংসারে পতনের কথাও ত শুনিতেছ! অতএব এবম্বিধ দ্বিবিধ উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি না হইলে, দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই বলিতে হইবে? যদি নিবৃত্তি হয় না বল! তবে নিবৃত্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা আইসে কেন। যাহা কখনও শুনি নাই বা বুঝি নাই, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা ত আসে না। যাহার ভাব হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, তাহার জন্য ত উৎকণ্ঠা হয় না। যাহার পুত্র জন্মে নাই, তাহার পুত্রপ্রেমের ভাব হৃদয়ে কখন স্থান ত পায় না। যে কখন অতি উত্তম মনোহর সন্দেশ খায় নাই, তাহার মুখে ঘোড়া মোণ্ডাতে অরুচি ত জন্মে না। তুমি আজীবন নিত্য অভিনব কত দুর্ল্লভ পদার্থের সম্মিলন পাইলে; পাইবার পূর্ব্বে পাইয়া সুখী হইবে মনে করিয়াছিলে, কিন্তু পাইবা মাত্র ক্ষণকলের জন্য নিবৃত্তি লাভ করিয়াই, আবার তাহাকে পরিত্যাগে, অন্য পদার্থ লাভের জন্য ছুটিতেছ কেন? অতএব যাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করা যায়; জাগতিক পদার্থে তাহা নাই; বরং ইহাকে ছাড়িবার চেষ্টা করিলে, যে দুর্ল্লভ শান্তি পাওয়া যায়, তাহারই উপদেশ সাংখ্যচার্য্য দিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, দুঃখকে যখন প্রতিকূল-বেদনীয় বলিয়া বুঝা যায়, তখন ভাবিতে হইবে যে, দুঃখ যাহার প্রতিকূল সে বস্তুও অবশ্যই দুঃখেরও প্রতিকূল হইবে, সন্দেহ নাই। দুঃখ যখন প্রতিকূল এবং ত্যাজ্য, দুঃখ যাহার প্রতিকূল, সেই আমার অনুকূল এবং তাহাই গ্রাহ্য। তবে তাহাকে এতকাল ধরিতে না পারিলেও, দুঃখই তাহাকে ধরাইয়া দিল। কাঁচা পারদ ভূমিতে পতিত হইলে, সংগ্রহ করিয়া তাহা পাত্রে উঠান বড়ই কঠিন হয়; পানের রস হস্তে লাগাইয়া, পারদ স্পর্শ করিলে, পারদ পানের রসের

আভাষ।

উপলক্ষে হস্তে লাগিয়া যায় এবং অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া পাত্রে রাখা যায়। আজ দুঃখের সংস্পর্শে অচিন্ত্য ও অভাবনীয় আমার আমি-ভাব আজ আমার কাছে ধরা পড়িল। অনন্ত দেহাবয়বে বিশ্লিষ্টভাবে পরিব্যাপ্ত আমার আমিকে কেবল দুঃখানুভবের উপলক্ষে দেহাদি অন্তঃকরণ পর্য্যন্তেরও পৃথক্ মূর্ত্তিতে অবস্থিত বুঝাইয়া দিল।

গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, "তদ্‌বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" অর্থাৎ "তয়োঃ দৃষ্টাদৃষ্টয়োঃ" দৃষ্ট লৌকিক উপায় এবং অদৃষ্ট অলৌকিক বেদপ্রতিপাদ্য যজ্ঞাদি, এই উপায় দ্বয়ের "বিপরীতঃ" সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ উপায়ই এখানে শ্রেষ্ঠতম; যাহা ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ স্বরূপের অবধারণে অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে স্বীকার করিতে হইবে যে, দুঃখ প্রতীকারের জন্য যখন মানবের বিলক্ষণ চেষ্টা আছে, তখন দুঃখের বিরুদ্ধ নির্দুঃখ ভাবকেও পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিজ্ঞাত হওয়া আছে; এবং তাহাই মানবের প্রকৃত সুস্থাবস্থা। অতএব দুঃখ না থাকিলে, সুস্থাবস্থা আপনা হইতেই আছে; কিন্তু দেহাবয়বে তাহা এমনই মিলিত ছিল যে, এ যাবৎ পৃথক্ এবং নিরন্তর বিদ্যমান ভাবে মানব কখন, তাহাকে দেখে নাই; বরং মিলিত ভাবে তাহার থাকাকেই আনন্দ বলিয়া ভাবিয়াছিল; কিন্তু তাহা নহে। কারণ যাহার সহিত তাহার মিলন রহিয়াছে, সে দেহ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল ও দুঃখময়। মিলনের অনুরোধেই শারীরিক এবং আন্তরিক দুঃখ তাঁহার আমি-ভাবকে স্পর্শ করিয়া, দুঃখিত করিতেছে; এক প্রতিকূল-বেদনই তাঁহাকে তাহা প্রতিবোধিত করিল। এতদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা জীবের সুস্থ এবং ব্যস্ত অর্থাৎ অসঙ্গজনিত আনন্দভাব এবং সঙ্গজনিত দুঃখিত অবস্থা এই দুইটী ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে দুঃখানুভূতির কারণ অবিদ্যা এবং দুঃখোপশমনের উপায় সেই অবিদ্যা বা

আভাস।

ভ্রমের নিরাকরণ পূর্ব্বক জ্ঞানের উন্মেষণই যে একমাত্র হেতু, তাহাই "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমত ব্যক্ত পদার্থের সমুচিত ভাবের প্রণিধান পূর্ব্বক, তাহার আধার শক্তি অব্যক্তকে অবধারণ করা কর্ত্তব্য। পরে এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এতদুভয়ের জ্ঞ (জ্ঞা = জানা + ক জ্ঞাতা) জ্ঞাতা আত্ম-স্বরূপকে অবধারণ করিলে, আর দুঃখ থাকে না এবং মোক্ষস্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" বলায়, গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় বক্তব্য উপদেশের যাবদীয় তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন; গ্রন্থের অবশিষ্ট উপদেশ ভাগ কেবল এই তাৎপর্য্যেরই বিবৃতি মাত্র। বালক ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, ক্রন্দন করে মাত্র; জননী তাহার ক্ষুধার পরিমাণ বুঝিয়া ভোজন দ্রব্য খাওয়ান; তাহাতে বালকের ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি এবং পুষ্টি ক্রমশ আইসে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে তাহার অনুকূল ভোজন দ্রব্য না দিয়া, নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য যদি দেন, তাহা হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি কথঞ্চিৎ হইলেও, তুষ্টি, পুষ্টি হয় কি না, তাহা সন্দেহ; বরং ভোজনের দোষে মন্দাগ্নি জন্মিয়া বালককে রুগ্ন ও অল্পজীবী করিয়াও ফেলিতে পারে। নিজগৃহে ক্ষুধার অনুপাতে উপযুক্ত ভোজ্য সামগ্রীর ভোজনে দেহের বল, পুষ্টি ও তুষ্টি যেরূপ লাভ হইয়া থাকে, নিমন্ত্রণ স্থলে সেটী সেরূপ ঘটে না; অনুরোধে, উপরোধে স্বাদু গুরুপাক ভোজন দ্রব্য গ্রহণে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই প্রায় ঘটে। যাঁহারা বিজ্ঞ, নিজের ক্ষুধা এবং হজম শক্তির ওজন জানেন, তাঁহারাই নিমন্ত্রণ স্থলে নিস্তার পান; অন্যথা বালক বা বালকবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে রোগ এবং ব্যাকুলতাকেই ভোগ করিতে হয়। সুতরাং ভোক্তা এবং ভোজয়িতা উভয়েরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এবং ভোক্তা যে স্থলে অনভিজ্ঞ সে স্থলে ভোজয়িতাকে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যাঁহারা আদর পূর্ব্বক দশ জনকে ভোজন করান, তাঁহাদিগকে

আভাস।

কেবল নিজের ওজন মত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে চলিবে না; ক্ষুধার্ত্ত সাধারণের জন্য ভোজন-সামর্থ্যের অনুরূপ স্বাদু দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য; নতুবা পরের তৃপ্তি-সাধনে পুণ্য সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে পাপের সঞ্চয় করা হয়। নিজের ধনগর্ব্ব ও আভিজাত্যের পরিচয়ে অতি-গুরুপাক এবং স্বাদু দ্রব্য সামগ্রী দশজনকে খাওয়াইতে গিয়া, দশের অনিষ্ট সাধন করিয়া ফেলেন। আমাদের মধ্যে মোক্ষ বা ধর্ম্ম-পিপাসুগণকে মোক্ষের পথ প্রদর্শন করাইতে গিয়া, অনেকে ঐজাতীয় দোষে দূষিত হইয়া থাকেন। নিজেদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া, সরল ভাবকে এত জটিল করিয়া ফেলেন যে, সরল-প্রাণ সাধকের হৃদয়ে কিছুতে তাহা সুপাচ্য হয় না। বরং মন্দাগ্নির উদ্গার উঠিয়া, মুমুক্ষুকে যথেচ্ছাচারে পরিণত করান হয়। সাংখ্যাচার্য্য বালকবুদ্ধি মুমুক্ষুকে সামর্থ্যের অনুরূপ উপদেশ প্রদানে যে কি অনুপম ফল উৎপাদন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত! এস্থলে পরিবেশক বক্তাগণ স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া বিষয়টীকে অতীব গুরুপাক যেন না করেন! যদি মূল গ্রন্থকর্ত্তার ভাবটীকে মাত্র অবলম্বনে ব্যাখ্যা করেন, সাংখ্যশাস্ত্র অতীব সরল ও সুমধুর হইয়া যায় এবং অনেকেরই ভব-রোগের নিবারণ হয়, সন্দেহ নাই।

"ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" বলিলে, প্রথম ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে তাহার স্বরূপকে অবধারণ করা কর্ত্তব্য; কারণ পদার্থ দর্শন কালে, আমরা তাহার সকল ভাবকে লক্ষ্য করি না; যে অংশটী নিজের প্রয়োজন, তাহা লইয়াই নিশ্চিন্ত হই। অন্য অনেক ভাব আছে, যাহার কিছুই আমরা গ্রহণ করি না। একটী গোলাপ পুষ্প গাছে প্রস্ফুটিত অবলোকন করিয়া, আমরা যদি তাহার বর্ণ, গন্ধ ও কোমলত্বাদি গ্রহণেই নিশ্চিন্ত হই, অথচ একটী কণ্টকিত কঠিন পল্লব হইতে তাহার এই অপূর্ব্ব ভাবের ক্রম বিকাশ যে কি প্রকারে হইল এবং ভাবমূর্ত্তিতে তদন্তরে

আভাস।

পুষ্পের অবস্থিতি এবং কোন্ অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তি ঐ পুষ্পটীকে তাদৃশ স্বরূপে যে পরিণত করিল, এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি কিছু মাত্র মনোনিবেশ যদি না করি, পুষ্পের প্রকৃত দর্শন ত হইল না। সুতরাং যে ভাবটী অভিব্যক্ত হইয়া, ফলরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়কে তদভিমুখে আকৃষ্ট করে, তাহাই ব্যক্ত পদার্থ; এবং ভাবমূর্ত্তিতে বৃক্ষের অন্তরে তাহার অসীমভাবে অবস্থিতিকে অব্যক্ত পদার্থ বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আকাশের অন্তরে অব্যক্ত-বেশে অবস্থিত জল প্রথম ব্যক্ত মূর্ত্তি মেঘে পরিণত; তৎপরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্ত জলের আকারে ধরণীতে পতিত হইলে, বৃষ্টিনামে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাম ব্যক্ত হইলে, জীব জাগরিত হয়, ঐ ইন্দ্রিয়গ্রামই আবার বিপ-রীত পরিণামে অন্তরের অভিমুখে প্রবেশ করিলে, অব্যক্ত বেশ ধারণ করে; জীব তখন নিদ্রিত হয়। নিদ্রিত দশায় কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট বা বিলুপ্ত হয় না; সকল গুলিই স্ব স্বরূপে পৃথক্ ভাবে অন্তরেই বিদ্যমান থাকে; কোনটীর সহিত কোনটী মিশিয়াও যায় না। কারণ জাগ্রত কালে, আবার পৃথক্ মূর্ত্তিতে তাহারাই আত্ম-পরিচয় দেয়; এবং তখনই তাহারা ব্যক্ত ভাব ধারণ করে। কিন্তু অব্যক্ত দশাতে তাদৃশ কোন মূর্ত্তি বা কার্য্যের পরিচয় দেয় না। এই প্রকারে আমরা নিজেদের অন্তরে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিব যে, আমাদের নিদ্রাকালে আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় নির্ব্যা-পারী হইয়া, প্রথমত মনের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে লীন হয়; মন অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে, বুদ্ধি চিত্তে লীন বা অব্যক্ত মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলে, আমরা গাঢ় নিদ্রা অনুভব করি। এই ক্রম পর্য্যায়ে জাগ্রৎ এবং নিদ্রার পদ্ধতিকে অনুভব করিতে পারিলে, আমরা মৃত্যু ও জন্মের পদ্ধতিকেও অনুভব করিতে পারিব। ছান্দোগ্য শ্রুতিও প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ইন্দ্রিয়াণি মনসি, মনঃপ্রাণে, প্রাণ স্তেজসি, তেজঃ পরমাত্মনি লীয়ন্তে"। এইরূপে মানব নিজ দেহস্থ ব্যক্ত এবং

আভাস।

অব্যক্ত ভাবের পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টত অনুভব করিতে পারিবেন যে, বীজ যেমন ক্রমান্বয়ে পরিণত হইয়া, অব্যক্ত ভাব হইতে ব্যক্ত বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ আমার আমি-ভাব অর্থাৎ অহঙ্কারটীই ক্রমশ পরিণত হইয়া, ব্যক্ত দেহাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অব্যক্ত বীজ বা অহঙ্কারতত্ত্বই যে শেষ অব্যক্ত ভাব, তাহা নহে; সকল ব্যক্তাব্যক্তের চরম সীমায় একটী অনন্ত অব্যক্ত ভাব আছে, যাঁহার অন্তরে যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বা ভাব সমূহ অভাবের ন্যায় অবসন্ন ভাবে তথায় লীন হইয়া, যে একটী অসীমত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাকেই পরম অব্যক্ত প্রকৃতি বা মায়া নামে শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন। বীজ যখন ধরণীর শরণাপন্ন হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত থাকে, তখন পৃথিবীর অন্তরস্থ একটী অদৃশ্য উর্ব্বরা শক্তি সেই শরণাগত বীজের অন্তরে স্বয়ং প্রবেশ পূর্ব্বক, বীজের অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন ভাব সমূহকে প্রকটিত এবং পরিবর্দ্ধিত করত, বিপুল কলেবর বৃক্ষতে পরিণত করে; এবং নিরন্তর আত্ম-প্রসারে বৃক্ষভাবের সমর্থনে ফল, ফুল ও পত্রাদির প্রকাশে অপূর্ব্ব আত্মক্রীড়ার পরিচয় দেয়। আমরা প্রণিহিত-মনে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিব যে, লতা পাদপাদিতে জগতের শোভা যাহা বাহিরে পরিদৃষ্ট হইতেছে, সে সমস্ত ধরণীর অন্তর্নিহিত ভাবময় উর্ব্বরা শক্তিরই উন্মেষণ মাত্র। আমরা যে শাকাদি বা ব্রীহিযবাদি এবং ফল ফুলাদি ভোজন করি, তাহারা ভাবান্তরে উর্ব্বরা শক্তি মাত্র। সে শক্তি বাহিরে দেখা দেন না, বা আমাদের তাঁহাকে দেখিবার যোগ্যতা নাই বটে, কিন্তু অন্তরের অনু পরমাণু হইতে আমাদের স্থূল অস্থি মাংসাদি পর্য্যন্ত যাবদীয় ভাবই তাঁহার দ্বারা গঠিত এবং কার্য্যরূপ দেহে তিনিই অভিব্যক্ত। অতএব এই ধরণীর অন্তরস্থ শক্তির ন্যায়, মূল কারণ অব্যক্ত প্রকৃতি আমার দেহস্থ যাবদীয় আমার অংশকেও পরিবর্ত্তিত, কার্য্যে নিযুক্ত এবং দেহাদি নামেও কার্য্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন। সুতরাং

আভাস।

আমার দেহও সেই অচিন্ত্য এবং অব্যক্ত মায়ানাম্নী প্রকৃতি শক্তির ব্যক্ত ভাব মাত্র। চৈত্রমাসের অন্তে বা বৈশাখের প্রারম্ভে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হওয়ায়, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির পূজা বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে। এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিই আমাদের গ্রন্থকর্ত্তার মধ্য অব্যক্তভাব। ইহারও পশ্চাতে অমূর্ত্ত্যভাবে যে অনন্ত অব্যক্ত ভাবের পরিচয় দিবেন, সেইটীই মূল প্রকৃতি বা প্রধান অব্যক্ত শক্তি নামে অভিহিত। এতৎসম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত করা হইবে।' এক্ষণে আমরা জ্ঞ-বিষয়ের সামান্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, দেহাদির কার্য্য-ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র অধিকার না থাকিলেও এবং ক্ষুধা পিপাসা, রোগ শোক বা দেহের হ্রাস বৃদ্ধির উপর আমার নিজের কোন সামর্থ্যের পরিচয় না থাকিলেও, যাবদীয় ব্যাপারকে অনুভব করিবার যোগ্যতা যে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। দেহে স্ফোটকাদি ব্যাপার আপনি হয় এবং কে যেন ভিতর হইতে আপনি সারিয়া দেয়; তথাপি তন্নিষ্ঠ যাতনাদি কিন্তু অনুভব করিবার জন্য আমাকে তথায় দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। কর্ত্তারূপে না থাকিলেও, ভোক্তারূপে আমি একজন দেহের অন্তরে যে আছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং অনুভবের বিষয় অপেক্ষা অনুভব-কর্ত্তা আমি যে পৃথক, তাহা আমার ভোগ আমাকে বিলক্ষণ বুঝাইতেছে। অতএব অনুভব মূর্ত্তি জ্ঞ আমি হইলেও, সমস্ত করিবার কর্ত্তা জ্ঞ আমি নহি। লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্টত প্রসিদ্ধ আছে যে, বুঝিয়া করি এবং করিয়া বুঝি; অতএব জ্ঞান প্রথমে না থাকিলে, করাও আসে না; এবং কার্য্য হইলেও, কিরূপ হইল, তাহা না বুঝিলে, করাও সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং ক্রিয়ার আদিতে জ্ঞমূর্ত্তি আছেন অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। মৃত্তিকা সম্মুখে থাকিলেও কিরূপ ঘটাদি বস্তু গড়িবে, কুম্ভকার মনে মনে তাহা চিন্তা করে; পরে ঘট গড়িয়া দেখে, ঠিক হইল কি না? নতুবা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

আভাস।

সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতির অঙ্গে কি কি গড়িতে হইবে, তাহার আলোচনা বা জ্ঞান যেখানে প্রথম উদিত হয়, সেই একটী অপূর্ব্ব সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞ আছেন; তাঁহাকে সর্ব্বান্তে অবধারণ করিতে পারিলেই নিঃশেষে দুঃখ-নিবৃত্তি এবং মোক্ষের সাক্ষাৎ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। এই শেষ সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞই বেদান্তের পরমাত্মা, যোগের ঈশ্বর এবং কর্ম্মীর কর্ম্মফলদাতা মহাবিষ্ণু। কিন্তু সাংখ্যকর্ত্তা পরমাত্মাদি নাম না করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ব্যাসদেবের "প্রণম্য সত্যং পরং ধীমহির" ন্যায়, জ্ঞ শব্দটির মধ্যে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও ঈশ্বর-ভাবের সন্নিবেশ চিন্তা করিয়াছেন।

জ্ঞ শব্দটী যে কেবল জীবাত্মাকেই গ্রন্থকর্ত্তা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে, মানব দেহের জ্ঞ স্বরূপের অবধারণ করা হয় বটে, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা জ্ঞ ভাবকে উপেক্ষা করা হয় এবং তাঁহাকে যদবধি অবধারণ করা না হয়, তদবধি জীবাত্মা জ্ঞ ভাবের আশা-স্রোতের নিবারণ হয় না। সুতরাং অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখ-নিবৃত্তিরও সমাধান হয় না; যেন অনেক অবশিষ্ট রহিয়া যায়। সুতরাং জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে মিলিতেই হইবে; তাঁহাকে অবধারণ করাই প্রকৃত মিলনের মূর্ত্তি যাহা অবশ্যম্ভাবী।

কারণ যে যে উপকরণে মানব-দেহ গঠিত, তাহার সেই সেই ক্ষুদ্র বা ব্যষ্টি উপকরণ গুলি তদপেক্ষা পরম বৃহৎ সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সেই সেই উপকরণের সহিত মিলিত হইতে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছে; নতুবা তাহার সাধ মিটে না এবং শান্তিলাভও হয় না। অর্থাৎ আমাদের চক্ষু আছে বটে, কিন্তু ভগবান্ তাহার সাধ মিটাইবার জন্য বাহিরে রূপের সাগর সাজাইয়া রাখিয়াছেন; চক্ষু রূপ দেখিয়া পুষ্টিপ্রাপ্তে তুষ্ট হইল। চক্ষু রূপ-তন্মাত্র হইতে প্রস্তুত; সুতরাং তাহার স্বজাতি বিরাট্ রূপ সে গ্রহণে তুষ্টিলাভ করিল; তাহাকে অমৃত ফল খাদ্য

আভাস।

খাওয়াইতে পারিব না। রূপ দেখিয়া চক্ষু যেমন সফল, রূপের সাগরও চক্ষুর দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া, সার্থক হইল। খাইবার লোক না থাকিলে, প্রস্তুত অন্নাদি যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ চক্ষু যদি না থাকিত, ভগবানের পক্ষে রূপের সাগর সাজানও মিথ্যা বা নিরর্থক হইয়া যাইত ; এবং রূপতত্ত্বেরও যদি সৃষ্টি না থাকিত, চক্ষু থাকিলেও নিরর্থক হইত ; এবং চক্ষুর বৃত্তি অর্থাৎ দর্শন-ক্রিয়া না হইলে, চক্ষু আছে কি না ? তাহারও মীমাংসা হইত না। সুতরাং আমাদের অন্তরে গ্রহণের নিমিত্ত যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় সন্নিবিষ্ট আছে, তাহার গ্রাহ্যাকারে বাহিরে তদনুপাতে বিষয়েরও সন্নিপাত আছে এবং পরস্পরে পরস্পরের মিলন অপেক্ষা করে। অতএব চক্ষু যেমন রূপ চাহে, কর্ণও সেইরূপ শব্দ চাহে ; জিহ্বা চাহে রস, নাসিকা চাহে গন্ধ, এবং ত্বক্ চাহে স্পর্শ। মাও একটী বৃহৎ মাকে অবশ্য চাহে। পত্নী কেবল সুন্দরী এবং লাবণ্যবতী হইলে চলিবে না, চিত্তানুকারিণী হওয়া চাই। কারণ আমার অন্তঃকরণ রূপের জন্য লালায়িত নহে, সে আপন অপেক্ষা মধুর অথচ বৃহৎ অন্তঃকরণের সহিত মিলিতে চাহে। যাহার সহিত মিলিবে, সে আপন অপেক্ষা এরূপ প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক, যাহার দ্বারা আপনার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ সাহায্য বা পুষ্টিলাভে তুষ্ট হইতে পারে। এদিকে আবার চিত্তের ভাল মন্দ অবস্থা যে আমি বুঝি, সে আমিও নিশ্চয় অন্তঃকরণ নহি ; অন্তঃকরণেরও সাক্ষী। অতএব এই স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিচিত্র উপকরণে প্রস্তুত দেহ যেমন আমার, আমি নহি ; এবং ইহার প্রত্যেক উপকরণ বা ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যেকে যদি আপন অনুরূপ এক একটী বৃহৎ ও অসীম উপকরণের সহিত মিলিত হইতে চাহে ; এবং এই সৃষ্ট জগতে সেই মিলনের আশ্রয়ও আছে বুঝিতে পারি, তখন সর্ব্বজ্ঞ আমি বলিয়া যে একটী পরমতত্ত্ব আমার এই ক্ষুদ্র দেহে বিরাজ করিতেছে, সেই পরম তত্ত্বও একটী অসীম জ্ঞ স্বরূপ পরমতত্ত্বে যদবধি মিলিত

আভাস।

হইতে না পারে, ততকাল তাহার অন্তরের অভাব কখনই মিটিবে না। এদিকে আমার ক্ষুদ্র দেহের ন্যায়, এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন স্থাবর জঙ্গমাত্মক কলেবরেও উক্তরূপ জ্ঞ-ভাবের নিশ্চয়ই আছে, বুঝিতে পারি। অতএব তাদৃশ দেহ যখন অনন্ত বা বহু, তত্রস্থ জ্ঞও বহু স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞই স্বস্বরূপ অপেক্ষা একটী অনন্ত পরম জ্ঞ ভাবকে আলিঙ্গন করত শান্তিলাভের প্রত্যাশায় নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছে এবং সংসারে তাহার ব্যবস্থাও অবশ্যই আছে। এই অন্বেষণই সংসার-ভ্রমণ। সেই পরম জ্ঞকে জানিতে পারিলেই, পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা এবং সংসারের পরমা নিবৃত্তি স্বীকার্য্য।

কিন্তু সেই পরম জ্ঞ কোথায় বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, পরম জ্ঞানী সাংখ্যকার উত্তর দিয়াছেন যে, "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ"; আপন দেহস্থ স্থূল সূক্ষ্মভেদে উপকরণ সমূহের তন্নতন্ন বিচারে যেমন সর্ব্বসাক্ষী আত্মস্বরূপ জ্ঞভাবকে নিরূপণ করিয়াছ! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে চব্বিশটী তত্ত্বকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে পারিলেই, সর্ব্বান্তে সেই অনন্ত জ্ঞভাবের সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে। কারণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমবায়ে মিলিত এই ক্ষুদ্র দেহের সাক্ষী এবং অনুভব-কর্ত্তারূপে যেমন একটী জ্ঞ আমার দেহে আছেন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-দেহেরও সাক্ষী এবং অনুভব কর্ত্তারূপে একটী বিরাট্ পরম জ্ঞও অবশ্যই আছেন; তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারাই জীবাত্মার দুঃখ নিবৃত্তির চরম উপায়; ইহাই সাংখ্যকর্ত্তা কপিল দেবের উপদেশ রহস্য॥ ২॥

অতএব মানব মাত্রেরই প্রয়োজন দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি। তাহার উপায় ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ স্বরূপের অবধারণ। ফল অনুত্তম তৃপ্তি বা আনন্দ। এই ত্রিবিধ বিষয়ের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক শাস্ত্রকার তাহার সুস্পষ্ট প্রতিবোধনার্থ তৃতীয় কারিকার সন্নিবেশ করিয়াছেন।

মূলপ্রকৃতি রবিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

অন্বয় ॥

মূলপ্রকৃতিঃ (মূলং কারণং বা অসৌ প্রকৃতিঃ (প্রকরোতি ইতি সা) অবিকৃতিঃ (ন বিকাররূপং কার্য্যং অপিতু মূলকারণমেব ন তস্যা কারণান্তরমস্তি ইতি) মহদাদ্যাঃ (মহত্তত্ত্বং অহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চ ইতি) সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ (প্রকৃতয়ঃ চ তাঃ বিকৃতয়ঃ চ তাঃ কারণত্বং কার্য্যত্বং চ তেষু বিদ্যতে)। বিকারঃ পূর্ণকার্য্যরূপঃ তু ষোড়শকঃ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি মনশ্চ ইতি) ষোড়শসংখ্যা গণঃ। পুরুষঃ তু ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ; ন কস্মাৎ অপি জায়তে ন কিমপি জনয়তি। ৩ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

সঙ্ক্ষেপতো হি শাস্ত্রার্থস্য চতস্রো বিধাঃ। কশ্চিদর্থঃ প্রকৃতিরেব, কশ্চিদর্থো বিকৃতিরেব, কশ্চিৎ প্রকৃতি-বিকৃতিরেব, কশ্চিদনুভয়রূপ ইতি। তত্র কা প্রকৃতিরেবেত্যত উক্তং মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিতি। প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরেবেত্যর্থঃ। কস্মাদিত্যত উক্তং মূলেতি। মূলঞ্চাসৌ প্রকৃতিশ্চেতি মূলপ্রকৃতিঃ, বিশ্বস্য কার্য্যসঙ্ঘাতস্য সা

অনুবাদ।

যে মূলাশক্তির প্রসারণে এবং পরিণামে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে, তিনিই প্রকৃতি নামে অভিহিত। তিনি স্বয়ং নিত্য-সিদ্ধ বস্তু, তাঁহার উৎপত্তির অন্য কারণ কেহই নাই। এই প্রকৃতির অন্তরস্থ বৃত্তির ন্যায়, সাম্যাবস্থায় অবস্থিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের বিষম ভাবাপন্ন ভাবের উদয়ে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা অবস্থান্তর হইলে যে তত্ত্বের উদয় হয়; তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। এই মহত্তত্ত্বেরও অন্তরে তন্নিষ্ঠ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অপেক্ষাকৃত বৈষম্য ঘটিলে, তদপেক্ষা স্থূলতর যে তত্ত্বের

প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ। প্রকর্ষেণ ধার্য্যতে জগৎ অনেন ইতি প্রধানং। সাম্যাবস্থা সমানরূপতা পরস্পরানভিভবাবস্থা। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য।

মূলং, ন স্বস্য মূলান্তরমস্তি। অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ; ন চানবস্থায়াং প্রমাণমস্তীতি ভাবঃ। কতমাঃ পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কিয়ত্যশ্চেত্যত উক্তং মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তেতি। প্রকৃতয়শ্চ তা বিকৃতয়শ্চ তা ইতি। তথা হি মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্য প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ মূলপ্রকৃতেঃ, এবমহঙ্কারতত্ত্বং তন্মাত্রাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ মহতঃ, এবং পঞ্চতন্মাত্রাণি ভূতানামাকাশাদীনাং প্রকৃতয়ো বিকৃতয়শ্চাহঙ্কারস্য।

অথ কা বিকৃতিরেব কিয়তী চেত্যত উক্তং ষোড়শকস্তু বিকার ইতি। ষোড়শসঙ্খ্যাপরিমিতো গণঃ ষোড়শকঃ। তুশব্দোঽবধারণে ভিন্নক্রমশ্চ, পঞ্চ মহাভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি চেতি ষোড়শকো গণো বিকার এব ন প্রকৃতিরিতি।

অনুবাদ।

উদয় হয়, তাহাকে অহঙ্কারতত্ত্ব নামে শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন। এই অহঙ্কার তত্ত্বেরও অন্তরস্থ গুণত্রয়ের তদপেক্ষা বৈষম্যের উপস্থিতি হইলে, তদপেক্ষা স্থূলতম পঞ্চ তন্মাত্র, মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই ষোড়শ তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং উক্ত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, মূলা শক্তির সর্ব্বাংশে তদন্তরস্থ গুণত্রয়ের বৈষম্য হয় না। যে অংশে বৈষম্য, সেই অংশেই তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি এবং উৎপন্ন তত্ত্বসমূহ বিকৃতি নামে অভিহিত; অবশিষ্ট সর্ব্বাংশে মূলা শক্তি প্রকৃতি-নামেই চির বিদ্যমান। সুতরাং মূলা প্রকৃতি স্বীয় অন্তরে বিকৃতি মহত্তত্ত্বকে উৎপাদন করিলেও, পূর্ণাংশে তিনি অবিকৃতি। কারণ তাঁহার উৎপত্তির আর দ্বিতীয় কারণ নাই। কিন্তু মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির গর্ভে উৎপন্ন, সুতরাং বিকৃতি নামে কথিত হইলেও, স্বীয় অন্তরে অন্য অহঙ্কারের উৎপাদক হওয়ায়, তৎসম্বন্ধে প্রকৃতি। এই নিয়ম অনু-

অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ উত্তরোত্তর মূলকল্পনায়া অনিবৃত্ত্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। গণঃ সঙ্ঘঃ।

তত্ত্বকৌমুদী ।

যদ্যপি চ পৃথিব্যাদীনামপি গোঘটবৃক্ষাদয়ো বিকারা এবং তদ্বিকারভেদানাং দধ্যঙ্কুরাদয়স্তথাপি গবাদয়ো বীজাদয়ো বা ন পৃথিব্যাদিভ্যস্তত্ত্বান্তরং তত্ত্বান্তরোপাদানত্বঞ্চ প্রকৃতিত্বমিহাভিপ্রেতমিতি ন দোষঃ। সর্ব্বেষাং গোঘটাদীনাং স্থূলতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা চ সমেতি ন তত্ত্বান্তরত্বম্। অনুভয়রূপমুক্তং তদাহ ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। এতচ্চ সর্ব্বমুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।

সারে অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের বিকৃতি হইলেও, তদুৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ তত্ত্বের সম্বন্ধে প্রকৃতি। এবং পঞ্চ তন্মাত্র অহঙ্কারের বিকৃতি হইলেও, উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূতের পক্ষে প্রকৃতি। অতএব মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতিও বটে এবং বিকৃতিও বটে। কিন্তু মন, দশটী ইন্দ্রিয় এবং পাঁচটী মহাভূত সম্পূর্ণ বিকৃত পদার্থ। কারণ এই ষোড়শ তত্ত্ব হইতে অন্য কোন তত্ত্বের আর উৎপত্তি হয় নাই। পৃথিবী হইতে যদিও স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনেক পদার্থের উৎপত্তি প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহারা সকলে ক্ষিতি জাতীয় পদার্থ এবং তুল্যরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। সুতরাং তাহাদিগকে পৃথিবী হইতে তত্ত্বান্তর বলিয়া শাস্ত্রকার স্বীকার করেন নাই ; এবং আবশ্যকও নাই। কারণ মুমুক্ষুর পক্ষে সূক্ষ্ম কারণের অন্বেষণ করাই প্রয়োজন ; স্থূল বিষয়ের আলোচনা নিরর্থক। মূলা প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত কার্য্যস্বরূপ পৃথিবী পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড় ও অচেতন পদার্থ ; তাহাদের আপন স্বরূপ বা অন্যকে অনুভব করিবার যোগ্যতা নাই ; অতএব স্ব স্বরূপকে উপলব্ধি করত, উক্ত তত্ত্বগ্রামকে চেতনায়মান করিবার জন্য অপর একটী চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতি বা বিকৃতি নামে সঙ্গিত হন না।

অনুবাদ।

কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যমাত্র; তাঁহা হইতে কোন তত্ত্বের উদয় হয় না; এবং কোন তত্ত্ব হইতে তাহার জন্মও হয় না, তিনি অনাদি ও অনন্ত জ্ঞ; অর্থাৎ জ্ঞাতা স্বরূপ ॥ ৩ ॥

আভাস।

এক্ষণে ব্যক্ত বলিতে হইলে, অনির্দ্দিষ্ট অবস্থা বা ভাব হইতে পরিস্ফুট হইয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণক্রমে ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য বিষয়রূপে যাহা অবভাসিত হয়, তাহাকেই ব্যক্তনামে শাস্ত্রকার বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা চক্ষুর দ্বারা অবলোকন করি, হস্তের দ্বারা স্পর্শ করি, তাহাই যে কেবল ব্যক্ত, তাহা নহে। কর্ণের দ্বারা যে শব্দাত্মক স্ফোটরূপ ধ্বনি শ্রবণ করি এবং নাসিকা দ্বারা আমরা যে গন্ধকে আঘ্রাণ করি, ত্বক্ শক্তির দ্বারা যে বায়ুকে স্পর্শ করি এবং রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা কটু তিক্ত ও লবণাদি পৃথক্ পৃথক্ রসের আস্বাদন করি, তাহারাও সকলে স্থূল ব্যক্ত পদার্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ইহাদেরও কারণ স্থানীয় আরও অনেক পদার্থ আছে, যাহারা আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের নিকট অতি সূক্ষ্ম, যেন অব্যক্তের ন্যায় প্রতীত হইলেও, যখন তাহারা আমাদের মন বা বুদ্ধিরও গোচরীভূত বলিয়া প্রতীত হয়, তখন তাহাদিগকেও শাস্ত্রকার ব্যক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার আকার বা প্রকার বুদ্ধির দ্বারাও অনুমিত হয়; তাহাও ব্যক্ত বলিয়া অবশ্য পরিগণিত। অতএব যেমন বৃক্ষ হইতে ফলের অভিব্যক্তি হয়, বৃক্ষ কারণ, ফল তাহার কার্য্য ব্যক্ত; সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্ত জগৎ যে অসীম অনন্ত পরা শক্তির পরিণামে এবং ক্রম-বিকাশে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতেছে, সেই আত্মাশক্তিই মূলা প্রকৃতি। এতদর্থে শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

আভাস।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

অব্যক্ত মায়ারই নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি শক্তিরূপে যে অনন্ত জ্ঞানের অন্তরে চিরবিদ্যমান, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞকে শ্রুতি মহেশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই সর্ব্বপ্রসবিনী পরমা-শক্তির ক্রম-পরিণামে তদন্তরেই অতি সূক্ষ্ম কারণাবস্থা হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর ব্যক্ত হইতে অতি ব্যক্ত পর্য্যন্ত এই জগৎ রূপের পরিচয় হইয়াছে।

ভগবান্ কপিলদেব শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র-সাগরকে মন্থন করিয়া যুক্তিপূর্ণ বিচারের আশ্রয়ে যে সনাতন সৃষ্টির প্রণালী মানব সমীপে প্রদর্শন করিয়াছেন, শান্তিকামী মানব যদি তাহা বিশেষ যত্ন-সহকারে অন্তর্দৃষ্টির অভ্যাসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তাঁহার সংসার-ভয় থাকিবে না। এই দর্শন-শাস্ত্রের ৬৭ সংখ্যক কারিকাতেও স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, অন্তর্মুখী দৃষ্টির সহায়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধারণার অভ্যাস করিলে, জগতে কোন পদার্থকে আর আমার বলিবার সাধ থাকিবে না; এবং যে সকল ভাবের সংগ্রহে জগতে আমি বলিয়া আত্মপরিচয় দিই বা মনে মনে ভাবি, সেই ভাব সমূহও পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ আমি পদার্থে মিলাইয়া যাইবে; কেবল বিশুদ্ধ আনন্দ পূর্ণ জ্ঞান-ভাবের অবস্থানে মোক্ষ লাভ হইবে; সন্দেহ নাই।

আমরা মহাকাশকে অনন্ত ও শূন্যময় বলিয়াই প্রতীতি করি; কিন্তু নিমেষের মধ্যে সেই আকাশের অন্তর হইতে ঘনীভূত মেঘের উদয়ে প্রচণ্ড বাত, বিদ্যুৎ এবং বর্ষাদির বিকাশে কতই ব্যক্ত পদার্থের উদয় নয়নগোচর করিয়া থাকি; আবার ক্ষণকালের মধ্যে তাহারা সকলে পুনঃ উক্ত আকাশেই বিলীন হইয়া, এক মহাকাশেরই অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ পরম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার

আভাস।

শক্তিরূপে বিদ্যমান পরমা শক্তি প্রকৃতির অন্তর হইতে অভিব্যক্ত এই নাম-রূপাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ একবার সৃষ্টির পরিচয় দিতেছে, এবং কালান্তরে সমগ্র জগৎ সেই প্রকৃতিতে লীন হইয়া, মহাপ্রলয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সৃষ্টি এবং লয়ের কারণের প্রতি অনুসন্ধান করিলে, আমরা শাস্ত্রবাক্য এবং যুক্তির সাহায্যে নিরূপণ করিতে পারিব যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমস্বভাবা। এই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ স্বরূপকে প্রকৃতির গুণ বা স্বভাব বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গুণত্রয়ের মূর্ত্তি পরস্পরে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়াও অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মিলিত পরস্পরে প্রত্যেক কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছে। ইহার কোন একটীর দ্বারা কোন কার্য্যেরই ব্যবস্থা হইতে পারে না; কিন্তু মিলিত থাকাতেই ব্যবস্থা। এতৎ সম্বন্ধে আমরা পরে বিশেষ ভাবে বর্ণন করিব। আপাততঃ আমাদের অবধারণ করা প্রয়োজন যে, এই স্বভাবরূপী গুণত্রয় যখন নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করে, তখন সৃষ্টির কোন পরিচয় থাকে না। অর্থাৎ আপন স্বরূপের পরিচয় না দিয়া, যেন কেহই নাই এইরূপে সমভাবাপন্ন ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পরে মিলনেরই পরিচয় দেয়। একটী বাসগৃহে তিনটী বালক পরস্পরে শান্তভাবে যতক্ষণ অবস্থান করে, তখন কেহ সেই গৃহে আছে কি না, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে স্ব স্ব অভিমানের উদ্রেক হয়, তখনই কলহের উদয় হয় এবং চিৎকারাদির শব্দে গৃহটি পরিপূর্ণ জনাবাসে পরিণত বুঝা যায়। মহাশক্তি প্রকৃতির স্বভাব-স্থানীয় গুণত্রয়ের বিসম্বাদের পরিচয়ে যখনই পরস্পরের মধ্যে ঈষৎ ন্যূনাতিরিক্ততার ব্যবস্থা ঘটে, তখনই সৃষ্টির সূত্রপাত আরম্ভ হয়। এই ন্যূনাতিরিক্ততার কারণও চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের তৎপ্রতি দৃষ্টির আকর্ষণ। এতৎ সম্বন্ধে আমরা পরে বিশেষরূপে ব্যক্ত করিব। বালকদের স্বার্থপরতাই প্রথমত মনোমালিন্যের মূর্ত্তি; পরে বাক্‌বিতণ্ডা; অন্তে হাতা-

আভাস

হাতিতে যেমন পরিণত হয়, সেইরূপ গুণত্রয়ের বৈষম্যে প্রথমতঃ প্রকৃতির গর্ভে অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি; বুদ্ধির পরিণামে দ্বিতীয়ত অহঙ্কারাদি সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি এবং তাহাদেরও পরিণামে তৃতীয়ত অতি স্থূল ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রকৃতি স্বয়ং জড় বা অচেতন পদার্থ। সুতরাং প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন যাবতীয় পদার্থকে জড় বা অচেতন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই স্বীকার করে কে? বা কাহারই বা উপলক্ষে এত সৃষ্টির বিকাশ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা উত্তর পাইব যে, কর চরণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামবিশিষ্ট ব্যক্তি যখন নিদ্রিত থাকেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকিলেও, কোনটীর কোন ক্রিয়ার পরিচয় থাকে না: যেন কিছুই নাই বলিয়া মৃতের ন্যায়, অবস্থান করে। কিন্তু চৈতন্যের উদয়ে, সেই ব্যক্তি আবার জাগরিত হইলে, তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম সহ দেহ কার্য্যক্ষম হয়; সেইরূপ উক্ত মহাশক্তি মূলা প্রকৃতিতে জ্ঞস্বরূপ চৈতন্যের সমাবেশ হইবা মাত্র তদন্তরস্থ গুণত্রয়ের উন্মেষণে পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যের উদয় হয় এবং তদুপলক্ষেই সৃষ্টি কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সৃষ্টির ব্যাপার ক্রমশ অতি সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রম পরিণামে যেরূপে অতি স্থূল পৃথিব্যাদি রূপে পরিণত হয়, তাহারই পরিচয় এই তৃতীয় কারিকাতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর মানব জাগরিত হইবা মাত্রই, হস্তপদাদির সঞ্চালনে কার্য্য করেন না। প্রথমত জাগরিত যে হইয়াছেন, তাহা বুঝেন মাত্র এবং যাহার দ্বারা বুঝেন, ইহার নাম বুদ্ধি। পরে আমি বলিয়া তিনি আত্মস্বরূপের যে অবধারণ করেন, তাহার নাম অহঙ্কার। তৎপরে স্মৃতির উদয়ে কর্ত্তব্যের অবধারণ হয়। এই কর্ত্তব্যের অবধারণই মনস্তত্ত্ব। অনন্তর মনের আলোচনার সঙ্গেই প্রয়োজন মত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের উদ্দীপন হইতে থাকে এবং

আভাস।

ইন্দ্রিয়গ্রামও তখন স্ব স্ব লোক ইন্দ্রিয়াধার কর চরণাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া, হস্ত পদাদি দেহাবয়বকে উদ্‌বোধিত করত, কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। তখন সমগ্র দেহ জড় হইলেও, চেতনবান্ ও কার্য্যক্ষম হয়। এই জীবৎ দেহের অনুপাতে দর্শনকার সৃষ্টির ক্রম প্রদর্শন করাইয়া, সাধারণের পক্ষে ইহা অতি সুগম ও সহজবোধ্য করিয়াছেন। শাস্ত্রান্তরেও প্রকাশ আছে যে, এই মানব-কলেবর নিতান্ত তুচ্ছ নহে; ইহা ব্রহ্মাণ্ডেরই অনুরূপ। এবং এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে পদ্ধতিতে প্রস্তুত, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মানব-দেহও সেই পদ্ধতিতে প্রস্তুত। এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, আমরা প্রণিহিতমনা হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বকীয় কলেবরে সে সমস্তই অবধারণ করিতে পারি। এমন কি! অন্তর্দৃষ্টিতে চেষ্টা করিলে, সমগ্র তত্ত্বকে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীত করিতেও পারি।

আমাদের গৃহে, এমন কি! অতি নিকটে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পতিত থাকে, অথচ কোন ব্যবহারে আসে না, যতক্ষণ তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত না হয়। বস্তু থাকিতেও, না থাকার মত থাকে। কিন্তু যখন নজরে পড়ার মত, তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, অমনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্তরূপ ব্যবহারে বস্তুটী আইসে. সেইরূপ মূলা প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞভাবের সর্ব্বাঙ্গভাগিনী হইলেও, যখন চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞভাবের ঈক্ষণে তিনি পতিত হন, তখনই তদন্তরস্থ গুণত্রয়ের বৈষম্যে অর্থাৎ নিজ স্বভাবের পরিচয়ে যে পরিণাম উপস্থিত হয়, তখনই সৃষ্টির সূচনা আরম্ভ হয়। এই ঈক্ষণের প্রথম কার্য্য পতি-পত্নীর আত্মীয়তার ন্যায় অভেদ মিলন; যে ভাবকে আমরা স্ব স্ব অন্তরে চিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করি। তাহাতে কোন শোক বা দুঃখ নাই এবং অভাব অভিযোগও নাই; পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা এই স্তরে চির বিদ্যমান। অগ্নির সংসর্গে লৌহ দ্রবীভূত এবং জলের ন্যায় সম্পূর্ণ তরল ভাব প্রাপ্ত হইলে,

আভাস।

অগ্নি এবং লৌহের ভেদ বা পৃথক্ভাব যেমন স্বরূপত উপলব্ধ হয় না, চিৎ জড়ের সংযোগেও ঐরূপ পরস্পরের অভেদ মিলন হইলে, স্বরূপত উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয় না। যেন পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া কৃতার্থ। চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞভাবের জানিবার সাধ পূর্ণ এবং জড়স্বরূপ প্রকৃতিরও আত্মপরিচয়ের সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। আবার কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের সংসর্গ ব্যতীত যেমন কেবল অগ্নির দাহ করিবার পরিচয় থাকে না, সেইরূপ জড়প্রকৃতি জ্ঞেয়-শক্তি না থাকিলে, কেবল চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের জ্ঞভাবের অর্থাৎ জানিবার শক্তিরও পরিচয় হয় না। এদিকে ভোগ্যা বা জ্ঞেয়া বিষয় স্বরূপ প্রকৃতির জ্ঞেয়ত্বেরও পরিচয় হয় না, যদি তৎসহ চৈতন্যের সমাবেশ না হয়। অতএব উভয়ের একত্র সমাবেশে উভয়ের উদ্দেশ্য বা স্বরূপের সাধ মিটিল; পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া যেমন কৃতার্থ এবং তদুপলক্ষে আত্মপরিচয় পাইয়াও কৃতার্থ হইলেন। পুরুষ প্রকৃতিকে দেখিয়া বা বুঝিয়া স্বীয় বুঝিবার স্বরূপকেও বুঝিলেন এবং প্রকৃতিও স্বীয় আত্মভাব পুরুষের নিকট পরিচয় দিতে গিয়া, স্বীয় অন্তরে যে কত রকম ভাবের সমাবেশ আছে, তাহার ব্যক্ত করিবার উপলক্ষে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও রচনা করিয়া ফেলিলেন।

আমরা যে কিছু বিষয় বা ভাব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধ করি বা সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু তত্ত্ব ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে পরিচিত আছে, সমস্তই প্রকৃতি-নিহিত সৎভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তরে যাহা আছে, তাহারই উদয় হয়; যাহা নাই, তাহার উদয় কখন হয় না।

একটী বীজ ভূমিতে প্রোথিত করিলে, ধরণীর রস সেই বীজের মধ্যে প্রবিষ্ট, হইয়া তাহাকে অঙ্কুরিত এবং ক্রম-পরিণামে বৃক্ষরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, বীজের অন্তরে যে জাতীয় ফলাদি প্রসবের কারণ বা শক্তি ছিল, তাহারই প্রসার করিয়া দেয়। আম্রবীজে

আভাস।

কখন আমড়ার জন্ম হয় না এবং আমড়ার বীজে আমেরও জন্ম হয় না। যাহা ছিল, তাহারই উৎপত্তি দেখা যায়; সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইবার বীজ বা কারণভাব উক্ত মূলা প্রকৃতিতে যাহা ছিল, তাহারই বিকাশে এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাবের পরিণামে অনন্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মায়া বা প্রকৃতির পরিণাম হইলেও, সেই জ্ঞভাবের কোন পরিণাম হয় না এবং অন্য কোন পদার্থের পরিণামেও জ্ঞভাবের জন্ম বা আবির্ভাব হয় না। কারণ সকল পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞভাবের দ্বারা উপলব্ধ হয় এবং এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বও বিপরীত পরিণামে পরম কারণ প্রকৃতিতে প্রলীন হইলে, সম্পূর্ণ অভাবের উপলব্ধিও উক্ত জ্ঞভাবের দ্বারাই প্রতীত হয়। গীতাও এতদর্থে বলিয়াছেন "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। কর্ম্মের সমাপনে জ্ঞানের উদয় এবং জ্ঞানের উদ্ভাসনে কর্ম্মের নিবৃত্তি। অতএব জ্ঞ চিরবিদ্যমান। তবে কাষ্ঠাদির সংসর্গে অগ্নির জ্বলনরূপ বিশেষ মূর্ত্তির ন্যায়, চিত্তাদির সংসর্গে আত্মারও বিশেষ মূর্ত্তি জ্ঞভাব উদ্ভাসিত হয়; এবং চিত্তাদি দেহবর্গের বিলয়ে কেবল আছি মাত্রের উপলব্ধিতে আত্মস্বরূপেরই উদ্ভাসন থাকে। এই উদ্ভাসনটী কেবল চৈতন্যস্বরূপের নহে, প্রকৃতির প্রতি চৈতন্য-স্বরূপের ঈক্ষণও কেবল নহে; এটী উভয়ের অভেদ মিলন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে "দেহার্দ্ধযোগঃ শিবয়োঃ স শ্রেয়াংসি তনোতু বঃ। দুষ্প্রাপমপি যৎ স্মৃত্বা জনঃ কৈবল্যমশ্নুতে॥ শিব-শক্তির একত্র সমাবেশ ভাব অবধারণ করা যদিও দুরূহ বটে, কিন্তু একবার তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে, মানব কৈবল্য লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আমার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রয়োজনীয় যাবদীয় পদার্থ আমার অধীনেই আছে অবধারণ করিলে, আর উদ্বিগ্ন হইতে হয় না; পরমানন্দে অবস্থান করা যায়। গৃহকামিনী যখন ভাবেন যে ধন, জন, স্বামীপুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র

আভাস।

এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি যাবদীয় সুখসেব্য দ্রব্য সামগ্রী সমস্তই আমার আছে, কোন দ্রব্যের অভাব আমার নাই ভাবেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে পরমা শান্তি বিরাজ করে; তখন বস্ত্র বা অলঙ্কারাদি কোন দ্রব্য ব্যবহারের সাধ করেন না; সমস্তই আছে বলিয়া, নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করেন। কোন বিষয়ের কথাও তাঁহার মনে পড়ে না; বিনা ব্যবহারে কেবল আছে মাত্রের অনুভবানন্দে নিবৃ্তা থাকেন। কিন্তু যখন মনে হয় যে, আমার দ্রব্যগুলি কেমন আছে? তখনই তাঁহার নিজ দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি মন পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় সিন্দুক পেটরা খুলিয়া নিজের রাখা দ্রব্য সামগ্রীগুলিকে বাহির করেন; এবং যত্ন সহকারে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যত্ন করেন এবং ব্যবহারান্তে পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্থাপিত করত, মনের আনন্দে অবস্থান করেন। সেইরূপ শিব-শক্তির অভেদ মিলনই পূর্ণ পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম; ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট পরমা শক্তি প্রকৃতি শক্তিরূপে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বীজরূপে জ্ঞানের অন্তরে যখন নিবিশমান থাকেন, তখনই পরমানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা এবং নির্ব্বিশেষ পূর্ণব্রহ্ম। কিন্তু মনে পড়ার মত যখনই স্বীয় শক্তি প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়, তখনই বেদান্তের ঈক্ষণ "স ঐক্ষত, বহুস্যাম্ প্রজায়েয়"। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি"। অর্থাৎ গায়কের মনোমধ্যে গানের মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল; সম্প্রতি লক্ষ্য পড়ায়, যেমন কণ্ঠে উচ্চারিত এবং তাল লয় ও সুর সংযোগে বাহিরে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পূর্ণব্রহ্মের অন্তর্নিহিত জগদ্বীজ প্রকৃতিতে তাঁহার ঈক্ষণ অর্থাৎ লক্ষ্য পতিত হইবামাত্র, অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের ন্যায়, মহাশক্তি প্রকৃতি চৈতন্য সংসর্গে চেতনায়মান হইয়া, অব্যক্ত ও ব্যক্ত ক্রমে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একবার বিকাশ করিতেছেন এবং দেখান সমাপ্ত হইলে, পুনঃ অব্যক্ত মূর্ত্তি শক্তি-রূপে শক্তস্বরূপ পরম জ্ঞানে বিশ্রাম লাভ করেন। ইহারই নাম মহাপ্রলয় বা পরম মোক্ষ, ধ্রুব স্থান। পাতঞ্জল দর্শনেও "দ্রষ্টৃ-

আভাস।

দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ” বলিয়া যে তাৎপর্য্যের প্রতিপাদন করিয়াছেন, আদিবৃদ্ধ সাংখ্যাচার্য্যও “পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ” বলিয়া সেই তাৎপর্য্যেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সংযোগ বা মিলন শব্দটী দুইটী পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত পদার্থের একত্র মিলন অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল সন্নিহিত স্বীয় শক্তি মায়ার প্রতি চৈতন্যের দৃষ্টি পতিত হওয়াকেই সংযোগ-শব্দে শাস্ত্র-কর্ত্তা প্রয়োগ করিয়াছেন।

বিজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে উপদিষ্ট হইলেই, বিজ্ঞ হওয়া যায় না; উপদেশের বিষয়গুলিকে কার্য্যে এবং অভ্যাসে পরিণত করা প্রয়োজন; নতুবা উপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়। এই জীবন-সংগ্রামের উপদেশই প্রকৃত সংসার; ইহা নিতান্ত সহজ নহে। অতীব সতর্কতার সহিত ইহার সমাধানে যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই জীবনে কতবার শান্তি-লাভের প্রত্যাশায় লক্ষ্য স্থির করত অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই বিফল-মনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি; পরে বুঝিয়াছি যে, এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া ভুল হইয়াছিল; সুতরাং পুনরায় ভ্রমের সংশোধন করা প্রয়োজন হইল। এরূপ ভ্রমের সংশোধন করিতে করিতে পরমায়ু যে ক্ষয় হইয়া যায়! অতএব এই জীবন-সংগ্রাম ব্যাপারে বারংবার বঞ্চিত হওয়া ত উচিত নহে। প্রকৃত উপকারী উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত তাহার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। যাহাতে ভ্রম বা প্রমাদ পুনরায় পথভ্রষ্ট করিয়া না দেয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অবিবেচনা পূর্ব্বক যথেচ্ছ কার্য্য করিলে, চলিবে না; বিজ্ঞানকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া, কার্য্য করা কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন;

আভাস।

"বিজ্ঞান-সারথি র্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"

যে ব্যক্তি এই দেহরথে আরোহণ পূর্ব্বক বিজ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধিকে সারথীপদে নিযুক্ত করত, মনরূপ (অশ্ব চালাইবার রজ্জু) লাগামকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, তিনিই এই জীবন-সংগ্রামের পথে শত্রুকুলকে পরাজয় করত, শান্তিময় বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব জলের আশ্বাস দেখাইয়া মায়া-মরীচিকা পুনরায় আমাকে মরুভূমে প্রবেশ না করায়, তজ্জন্য বিবেককে সর্ব্বদা আপন সমক্ষে বসাইয়া রাখিতে হইবে। কারণ এই বিবেকই সত্য মিথ্যার বিচার করত আমার পথের গতি নির্ণয় করিবে এবং এই গতি নির্ণয়ার্থ বিবেকের বিচারই প্রকৃত প্রমাণ। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা উপদিষ্ট বিষয়গুলিকে কার্য্যে নিয়োজিত করিবার প্রধান উপায় প্রমাণকে যথাযথ অবধারণার্থ শিষ্যকে প্রতিবোধিত করিয়াছেন। বিচার যে লক্ষ্যকে অবধারণ করিয়া দেয়, তাহাই শাস্ত্রে প্রমা নামে অভিহিত। বুদ্ধি বিচার করত লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিল বটে, কিন্তু আমার অন্তরে যে বোধরূপী জ্ঞ বুঝিলাম বলিয়া লক্ষ্যকে (প্রেমাকে) অবধারণ করিলেন, তিনিই প্রমাতা বা জীবস্বরূপ আমি। এবং এই অবধারণ ব্যাপারটীর নাম প্রমিতি। প্রমাণটী সন্দেহাদি-শূন্য হইলে, প্রমার বোধে আর বঞ্চিত হইতে হয় না; প্রমাতা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন এবং তাঁহার জীবন-সংগ্রাম ব্যাপারে প্রমিতিরও স্বীয় গতি বা কার্য্য আর নিরর্থক হইল না। তিনি কৃতার্থ। অতএব সাধন ব্যাপারের প্রারম্ভে বিবেক ব্যাপার "প্রমাণকে" অবধারণ করিবার উপলক্ষে চতুর্থ কারিকার সমাবেশ এস্থলে হইয়াছে।



দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥ ৪ ॥

অন্বয় ॥

হি যতঃ, প্রমাণাৎ (প্র + মা + করণে অনট্ = প্রমাণং তস্মাৎ) প্রমেয়সিদ্ধিঃ (প্রমেয়াণাং জ্ঞাতব্য-বিষয়াণাং সিদ্ধিঃ জ্ঞানং) ভবতি অতঃ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ (সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং উপমানাদীনাং তেষু সিদ্ধত্বাৎ অন্তর্ভাবাৎ) দৃষ্টং প্রত্যক্ষং, অনুমানং (অনু + মা = ভাবে অনট্) অনুরূপজ্ঞানং, আপ্তবচনং আগমঞ্চ, ইতি ত্রিবিধং (তিস্রো বিধা যস্য তৎ) প্রমাণং ইষ্টং অভিমতং সাংখ্যাচার্য্যৈঃ ইতি ॥ ৪ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

তমিমমর্থং প্রামাণিকং কর্তুমভিমতাঃ প্রমাণভেদা লক্ষণীয়াঃ। ন চ সামান্যলক্ষণমন্তরেণ শক্যং বিশেষলক্ষণং কর্তুমিতি প্রমাণসামান্যং তাবল্লক্ষয়তি।

অত্র চ প্রমাণমিতি সমাখ্যয়া লক্ষ্যপদং, তন্নির্ব্বচনঞ্চ লক্ষণং। প্রমীয়তেঽনেনেতি নির্ব্বচনাৎ প্রমাং প্রতি করণত্বং গম্যতে। অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগত-বিষয়া চিত্তবৃত্তির্ব্বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা। তৎসাধনং প্রমাণমিতি। এতেন সংশয়বিপর্য্যয়স্মৃতিসাধনেষু প্রমাণেষু ন প্রসঙ্গঃ। সংখ্যাবিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি ত্রিবিধমিতি। তিস্রো বিধা অস্য প্রমাণসামান্যস্য ত্রিবিধমিতি ন ন্যূনং নাপ্যধিকমিত্যর্থঃ। বিশেষলক্ষণানন্তরঞ্চৈতদুপপাদয়িষ্যামঃ। কতমাঃ পুনস্তা বিধা ইত্যত আহ দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চেতি। এতচ্চ লৌকিকপ্রমাণাভিপ্রায়ম্, লোকব্যুৎপাদনার্থত্বাচ্ছাস্ত্রস্য তস্যৈবাত্রাধিকারাৎ। আর্ষন্তু বিজ্ঞানং যোগিনামূর্দ্ধস্রোতসাং ন লোকব্যুৎপাদনায়ালমিতি সদপি নাভিহিতমনধিকারাৎ। স্যাদেতৎ মা ভূন্ন্যূনম্, অধিকন্তু কস্মান্ন ভবতি, সঙ্গিরন্তে হি বাদিন উপমানাদী-

অনুবাদ ।

প্রমাণের আশ্রয় ব্যতীত প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের যখন অবধারণ হয় না, তখন সর্ব্বাগ্রে প্রমাণের স্বরূপ এবং প্রকারের অবধারণ করা বিধেয়। জ্ঞানের বহির্ভূত ব্যক্ত এবং অব্যক্ত পদার্থকে ভ্রম বা সংশয়াদি-শূন্য অবস্থায় প্রকৃত-বেশে জ্ঞানগ্রাহ্য করিবার ভাব বা পদ্ধতিই প্রমাণ। প্রত্যক্ষ,

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাপ প্রমাণানীত্যত আহ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাদিতি। এষ্বেব দৃষ্টানুমানাপ্তবচনেষু সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং সিদ্ধত্বাদন্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ। এতচ্চোপপাদয়িষ্যাম ইত্যুক্তম্। অথ প্রমেয়ব্যুৎপাদনায় প্রবৃত্তং শাস্ত্রং কস্মাৎ প্রমাণং সামান্যতো বিশেষতশ্চ লক্ষয়তীত্যত আহ প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধীতি সিদ্ধিঃ প্রতীতিঃ। সেয়মার্য্যা অর্থক্রমানুরোধেন পাঠক্রমমনাদৃত্যৈবং ব্যাখ্যাতা॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

অনুমান এবং আপ্তবাক্য ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। উপমানাদি আরও কয়েকটী প্রমাণ শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট হইলেও, উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণেরই অন্তর্গত বোধে তাহাদের উল্লেখ এই শাস্ত্রে করা হইল না। ৪ ॥

আভাস।

প্রমাণ শব্দের অর্থ সাধারণের হৃদয়ে প্রতিবোধিত করা যে একান্ত দুরূহ, অনন্ত ন্যায়শাস্ত্রই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ! আমরা সর্ব্বদাই প্রমাণ কথার প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু প্রমাণ যে কাহাকে বলে, তাহার ধারণা করিতে হইলে, মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায়; এবং ভাষাকেও অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল ভাব বা বস্তু বুঝিয়া, মানবকে নিরাময় হইতে হইবে; এবং বুঝা ব্যতীত ভ্রমের নিরাকরণ পূর্ব্বক সত্য বিষয়ের ভান কখনই হইবে না; এবং সংসার হইতে অব্যাহতিও নাই। সুতরাং বুঝাকে অবশ্যই সুস্পষ্ট করিতে হইবে। অতএব প্রমাণের স্বরূপ অবশ্যই জ্ঞাতব্য। কিন্তু ভাষার দ্বারা ইহার অর্থ যতই বিবৃত করিতে চেষ্টা হইবে, ততই পাছে জটিল হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইল। কারণ ইহা কেবল ধারণার বিষয়! ধারণা করিতে পারিলে, আর তর্ক থাকে না। ধারণার অভাবে বিবিধ তর্কের উপস্থিতি ঘটে; তাদৃশ তর্কেরই মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতে হইলে, আর মূল উদ্দেশ্যের সমাধান করা হইবে না। অস্ত্রকে

আভাস।

শাণিত করিতে বেলা অবসান হইলে, আর জঙ্গল কাটা ত হইবে না। সুতরাং সাক্ষাৎ প্রমাণ ও তাহার প্রকারের স্বরূপ লইয়া তর্ক-জালের আড়ম্বর করিলে, পরমার্থ চিন্তার অবসর আর এ জীবনে পাওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িবে। অতএব স্বল্পাক্ষরে প্রমাণ-স্বরূপের লক্ষণ ও তাহার প্রকার এস্থলে প্রতিবোধিত করিয়াছেন।

প্র+মা+অনট্ করণে অর্থাৎ প্র প্রকৃষ্টরূপে, অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ এবং সংশয়-শূন্য ভাবে, মা ধাতু অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমগ্র ভাব বা মূর্ত্তিটী "মীয়তে" হৃদয়ঙ্গম হইয়া অন্তঃকরণের যে ব্যাপার ঘটে, সেই ব্যাপারটীর নাম প্রমাণ। বুদ্ধি বুঝে; ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাব বা পদার্থ এই বোধকরী বুদ্ধির বিষয়। বুদ্ধি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে। এই বুঝা কিন্তু তাহার সর্ব্বক্ষণ ঘটে না। ইন্দ্রিয়, মন এবং অহঙ্কার উত্তরোত্তর বিষয়ের সহিত মিলিত হয়; অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হইয়া, যখন বুদ্ধির সমীপে উপস্থিত হয় এবং বুদ্ধিও সেই ভাবে ভাবিত হইলে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখাদির প্রতিবিম্বের ন্যায়, বিষয়ের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বাকারে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইলে, আলোক-ময় দর্পণের ন্যায়, চিন্ময় বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের যখন উদ্ভাসন হয়, তখনই বুদ্ধিতে বুঝি-ভাবের প্রকটন হয়। বুদ্ধি যাহাকে বুঝে, তাহার নাম প্রমেয়; অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়। বুদ্ধিই এস্থলে প্রমাতা; এবং বুদ্ধির ক্রিয়ার নাম প্রমিতি। প্রমাণ ঠিক ক্রিয়া নহে; যাহার দ্বারা জ্ঞানক্রিয়া সাধিত হয়, সেই পদ্ধতিকে প্রমাণ বলা যায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্য এই তিনটী আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়ার সাধক বলিয়া তিনটী মাত্র প্রমাণ সাংখ্যকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত উপমান ও অর্থাপত্তি প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণের নাম যে শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত আছে, যুক্তি দ্বারা সে প্রমাণগুলি উক্ত তিন প্রমাণেরই অন্তর্গত বলিয়া, সাংখ্যাচার্য্য অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন নাই ॥ ৪ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

সম্প্রতি প্রমাণবিশেষলক্ষণাবসরে প্রত্যক্ষস্য প্রমাণেষু জ্যেষ্ঠত্বাত্তদধীনত্বা-চ্চানুমানাদীনাং সর্ব্ববাদিনামবিপ্রতিপত্তেশ্চ তদেব তাবল্লক্ষয়তি।

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু॥ ৫

অন্বয়ঃ।

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ (প্রতিবিষয়ং স্বস্ববিষয়-সন্নিকৃষ্টং ইন্দ্রিয়ং, তজ্জনিতঃ অধ্যবসায়ঃ নিশ্চয়ঃ জ্ঞানং) ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং এব দৃষ্টং প্রত্যক্ষং। অনুমানং ত্রিবিধং (পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টং ইতি) আখ্যাতং কথিতং; তৎ অনুমানং হি লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূর্ব্বকং (লিঙ্গং ব্যাপ্যং ধূমাদি, লিঙ্গি ব্যাপকং বহ্ন্যাদি, লিঙ্গমস্য অস্তীতি লিঙ্গী পর্ব্বতাদি-পক্ষশ্চ তৎপূর্ব্বকং জ্ঞানং এব। আপ্তশ্রুতিঃ এব আপ্তবচনং সত্যবচনং। শব্দজনিতা চিত্তবৃত্তিরিত্যর্থঃ॥ ৫॥

অনুবাদ।

স্ব স্ব বিষয়ের সহিত তৎ তৎ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জনিত জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ শব্দের সহিত কর্ণের, বায়ুর সহিত স্পর্শের, রূপের সহিত চক্ষুর, রসের সহিত রসনার এবং গন্ধের সহিত নাসিকার সম্পর্ক-জনিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যক্ষের আশ্রয়ে পশ্চাৎ মীমাংসিত জ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ নামে কথিত হয়; তাহা স্বরূপত ত্রিবিধ; যথা পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যত দৃষ্ট। অর্থাৎ অগ্নিরূপ ব্যাপক পদার্থের সহিত ব্যাপ্য ধূমের সম্বন্ধ পূর্ব্বে দৃষ্ট থাকায়, সম্প্রতি পর্ব্বতে ধূম দর্শনে, তথায় অগ্নির অস্তিত্ব-জ্ঞানকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলা যায়। এবং অন্য পর্ব্বত দর্শনে আগ্নেয়গিরি বলিয়া আশঙ্কা হইলেও, ধূমের অদর্শন-নিবন্ধন পর্ব্বত আগ্নেয়গিরি নহে, বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহাকে শেষবৎ অনুমান বলা হয়। কার্য্য দর্শনে তাহার কারণের অনুমানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলা হয়। যথা দর্শন-কার্য্য অবধারণে দর্শন-শক্তির অনুমানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান শব্দে অভিহিত করা হয়॥ ৫॥

তত্ত্বকৌমুদী

অত্র দৃষ্টমিতি লক্ষ্যনির্দেশঃ। পরিশিষ্টন্তু লক্ষণং। সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো লক্ষণার্থঃ। অবয়বার্থস্তু বিষিণ্বন্তি বিষয়িণমনুবধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তীতি যাবৎ বিষয়াঃ পৃথিব্যাদয়ঃ সুখাদয়শ্চ। অস্মদাদীনামবিষয়াশ্চ তন্মাত্র-লক্ষণা যোগিনামূর্দ্ধস্রোতসাঞ্চ বিষয়াঃ। বিষয়ং বিষয়ং প্রতি বর্ত্ততে ইতি প্রতি-বিষয়মিন্দ্রিয়ং বৃত্তিশ্চ সন্নিকর্ষঃ অর্থসন্নিকৃষ্টমিন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। তস্মিন্নধ্যবসায়স্তদাশ্রিত ইত্যর্থঃ। অধ্যবসায়শ্চ বুদ্ধিব্যাপারো জ্ঞানম্। উপাত্তবিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তৌ

আভাস।

সাংখ্যাচার্য্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবধারণে চিরশান্তি লাভে মানব জীবন্মুক্ত হইতে পারে, এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে মূল প্রকৃতি হইতে স্থূলতম ক্ষিতি পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি জড় পদার্থের অবধারণার্থ স্থূল সূক্ষ্মক্রমে যে সকল পন্থার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিচক্ষণ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির পক্ষে তত আয়াস-সাধ্য নহে; কিন্তু পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ বলিয়া যাঁহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু জড় পদার্থ নহে; সুতরাং তাঁহাকে স্থির চিত্তে অবধারণ করা নিতান্ত সুগম নহে। কারণ যে উপায়ে বা যাঁহার আশ্রয়ে আমরা সমস্ত বুঝি, ঠিক তাঁহাকে অবধারণ করা যে কি দুরূহ! তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অবধারণ করিতে পারেন। কারণ তিনি জড় ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং সেই পুরুষ-স্বরূপের অবধারণ করা বা তদবধারণের উপায় অন্বেষণ করা, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বিবাহের সভা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যদি আলোকের ব্যবস্থা পূর্ব্বে না করা হয়, তাহা হইলে সভার শোভা ত নিরর্থক হইল। অতএব সভার সজ্জার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইবার জন্য যেমন আলোকের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ আমাদের দেহস্থ বা ব্রহ্মাণ্ডস্থ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিচার পূর্ব্বক তথ্য নির্ণয়ার্থ নির্ণয়কারী জীবাত্মার জ্ঞ স্বরূপের নির্ণয় করা অগ্রে প্রয়োজন। গৃহে বা সভায় আলোক হউক! বলিলেই আলোক হয়

তত্ত্বকৌমুদী।

সত্ত্যাঃ বুদ্ধেস্তমোঽভিভবে সতি যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ সোঽধ্যবসায়ঃ ইতি বৃত্তিরিতি জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে। ইদং তাবৎ প্রমাণম্। অনেন যশ্চেতনাশক্তেরনুগ্রহস্তৎ-ফলং প্রমাবোধঃ। বুদ্ধিতত্ত্বং হি প্রাকৃতত্বাদচেতনমিতি তদীয়োঽধ্যবসায়ো-ঽপ্যচেতনো ঘটাদিবৎ। এবং বুদ্ধিতত্ত্বস্য সুখাদয়োঽপি পরিণামভেদা অচেতনাঃ। পুরুষস্তু সুখাদ্যননুষঙ্গী চেতনঃ। সোঽয়ং বুদ্ধিতত্ত্ববর্ত্তিনা জ্ঞানসুখাদিনা তৎপ্রতি-বিম্বিতস্তচ্ছায়াপত্ত্যা জ্ঞানসুখাদিমানিব ভবতীতি চেতনোঽনুগৃহ্যতে। চিতিচ্ছায়া-

আভাস।

না। যে যে উপাদানে আলোক জ্বলে এবং কেমন ভাবে কোথায় তাহা রাখিলে কিরূপ আলোক হইতে পারে, তাহা যেমন পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে অবধারণ করিবার পূর্ব্বে অবধারণ-কর্ত্তা পুরুষের-স্বরূপ অবধারণ করা এবং তাহার ক্রিয়ার পদ্ধতিকে সম্যক্ অবগত হওয়া প্রয়োজন।

পুরুষের স্বরূপই জ্ঞান এবং জ্ঞানের পদ্ধতিই প্রমাণ, এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বুঝাইবার পূর্ব্বে বুঝিবার জন্য প্রমাণকে এস্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আলোকে সমস্ত গৃহ এবং দ্রব্য সামগ্রী প্রকাশমান দেখিলে, মূল দীপের প্রতি যেমন দৃষ্টি নিপতিত হয়, সেইরূপ দুঃখাদি প্রতিকূল-বেদনের প্রতি অনুভবের প্রতীতিকে আশ্রয় করিতে পারিলে, সাক্ষাৎ অনুভব-কর্ত্তাকেও অনুভব করিতে পারা যাইবে। এক্ষণে কি কি উপায়ে বিষয়কে আমরা যে অনুভব করি, তাহারই নির্ব্বাচনার্থ গ্রন্থকর্ত্তা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্য এই তিনটী প্রমাণের নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

এস্থলে শাস্ত্রকারের উল্লেখের ক্রম অনুসারে মনে হয়, যেন প্রত্যক্ষকেই তিনি সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। আপাতত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষকেই প্রধান বলিয়া মনে হইলেও, প্রণিহিতমনা হইয়া চিন্তা করিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, শিশু জীবনে আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের

তত্ত্বকৌমুদী।

পত্ত্যা চাচেতনাপি বুদ্ধিস্তদধ্যবসায়োঽপি চেতন ইব ভবতীতি। তথাচ বক্ষ্যতি "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্তৃত্বেঽপি তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ইতি। অত্রাধ্যবসায়গ্রহণেন সংশয়ং ব্যবচ্ছিনত্তি। সংশয়স্য অনবস্থিতগ্রহণেন অনিশ্চিতরূপত্বাৎ নিশ্চয়োঽধ্যবসায় ইত্যনর্থান্তরম্। বিষয়-গ্রহণেন চাসদ্বিষয়ং বিপর্য্যয়মপাকরোতি। প্রতিগ্রহণেন চেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষসূচনাদনু-মানস্মৃত্যাদয়ঃ পরাকৃতা ভবন্তি। তদেবং সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বাৎ প্রতিবিষয়াধ্যবসায় ইতি দৃষ্টস্য সম্পূর্ণং লক্ষণম্। তন্ত্রান্তরে তৈর্থিকানাং লক্ষণান্তরাণি তু ন দূষিতানি বিস্তরভয়াদিতি।

আভাস।

তত্তদ্ বিষয়ের প্রতি সঞ্চালনের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগ করিতেও শিখিতাম না, যদি পিতা মাতার নিয়োগ সর্ব্বাগ্রে না পাইতাম। দুই এক মাসের শিশুকে জননী স্বয়ং তাঁহার পুত্রের নয়ন-তারার প্রতি নিজের নয়ন-তারার ঈক্ষণে দৃষ্টিপাত করত, নিজের নয়ন-তারার প্রতি বালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে যখন শিক্ষা দেন, তখনই শিশু দৃষ্টি-সঞ্চালনে অভ্যস্ত হয়। বালক হাই তুলিলে, জননী টুসকির শব্দ করত মুখপানে ও নয়নের দিকে দৃষ্টি করিয়া বালককে শব্দের প্রতি কর্ণপাত করিতে শিক্ষা দেন। এই প্রকার অন্যান্য অনেক উদ্যমের প্রয়োগে একা জননীই শিশুর যাবদীয় ইন্দ্রিয়-গ্রামকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজিত হইবার শিক্ষা যদি না দিতেন, ইন্দ্রিয় থাকিতেও মানব তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং বিষয়ের সম্বন্ধও ধারণা করিতে পারিত না। সুতরাং জননীর ন্যায়, আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত আত্মীয়ের উপদেশই মানব-জীবনে জ্ঞানোন্মেষণের প্রথম সূচনা। ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা শিক্ষা করিলেও, বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞানও যে আপ্ত-বাক্যের উপর নির্ভর করে, তাহাও আমরা বিশেষ রূপে ধারণা করিতে পারিব। ঐ বাটীটী আনয়ন কর! বলিয়া জননী তাঁহার জেষ্ঠা কন্যাকে অনুমতি করিলে, সে বাটীটী আনয়ন করিল; তখন শিশু তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া, কাহাকে বাটী বলে এবং কাহাকে

তত্ত্বকৌমুদী।

নানুমানং প্রমাণমিতি বদতা লোকায়তিকেন অপ্রতিপন্নঃ সন্দিগ্ধো বিপর্য্যস্তো বা পুরুষঃ কথং প্রতিপাদ্যেত। ন চ পুরুষান্তরগতা অজ্ঞান-সন্দেহ-বিপর্য্যাসাঃ শক্যা অর্ব্বাগ্‌দৃশা প্রত্যক্ষেণ প্রতিপত্তুম্‌. নাপি মানান্তরেণ অনভ্যুপগমাৎ। অনবধৃতাজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যাসস্তু যং কঞ্চিৎ পুরুষং প্রতি প্রবর্ত্তমানোহনবধেয়বচনতয়া প্রেক্ষাবদ্ভিরুন্মত্তবদুপেক্ষ্যেত। তদনেনাজ্ঞানাদয়ঃ পরপুরুষবর্ত্তিনোহভিপ্রায়ভেদাৎ বচনভেদালিঙ্গাদনুমাতব্যা ইত্যকামেনাপ্যনুমানং প্রমাণমভ্যুপেতব্যম্। তত্র প্রত্যক্ষকার্য্যত্বাদনুমানং প্রত্যক্ষানন্তরং নিরূপণীয়ং। তত্রাপি সামান্যলক্ষণপূর্ব্বকত্বাৎ বিশেষলক্ষণস্যেতি অনুমানসামান্যং তাবল্লক্ষয়তি—লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমিতি। লিঙ্গং ব্যাপ্যং লিঙ্গি ব্যাপকম্। শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাকরণেন বস্তুস্বভাবপ্রতিবদ্ধং

আভাস।

আনয়ন করা বলে, তাহা দেখিল এবং বুঝিল। তখন বালকের বস্তুজ্ঞান এবং ক্রিয়া-জ্ঞান ক্রমশ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল; এবং থালা বলিলে, বাটী নহে, অনুমান করিতে আরম্ভ করিল। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আপ্তবাক্যই যেন প্রত্যক্ষ বা অনুমানের ভিত্তি বলিয়া মীমাংসিত হইল।

অবশ্য আমরা প্রত্যক্ষকেই যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া এক্ষণে অবধারণ করি, সে কেবল পূর্ব্বপ্রাপ্ত আপ্ত-বাক্যের ও আপ্ত-নিয়োগের বিস্মরণে মাত্র। সে জানে, আমার জানা আছে; কিন্তু সে জানা যে কাহার কল্যাণে, সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। জগতের প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক কার্য্য তাহাকে মাতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট শিক্ষা করিতে হইয়াছে; এক্ষণে তাহা ভুলিয়াই, আমি জানি বা বুঝি বলিয়া পরিচয় দেয়। বাস্তবিক তাহাকে সকল বিষয়ের শিক্ষা অন্যের নিকট করিতে হইয়াছে। মানব-জীবন শিক্ষার আধার। এমন একটী জ্ঞান-যন্ত্র তাহার অন্তরে বসান আছে; যাহার আশ্রয়ে যাবদীয় জ্ঞেয় সে অবধারণ করিবার যোগ্যতা রাখে; সেই নিমিত্ত পশু পক্ষীর ন্যায়, সংস্কারের স্মৃতি লইয়া মানব জন্ম গ্রহণ করে না; সম্পূর্ণ বিধৌত এবং নিষ্কলঙ্ক চিত্তে জন্ম গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণ অভিনব সংস্কারের

তত্ত্বকৌমুদী ।

ব্যাপ্যং। যেন চ প্রতিবদ্ধং তদ্ ব্যাপকম্। লিঙ্গলিঙ্গিগ্রহণেন চ বিষয়বাচিনা বিষয়িণং প্রত্যয়মুপলক্ষয়তি ধূমাদির্ব্যাপ্যো বহ্নির্ব্যাপক ইতি যঃ প্রত্যয়স্তৎপূর্ব্বকম্। লিঙ্গিগ্রহণঞ্চাবর্ত্তনীয়ং, তেন লিঙ্গমস্যাস্তীতি পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানমপি দর্শিতং ভবতি। তদ্-ব্যাপ্যব্যাপকভাবপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানপূর্ব্বকমনুমানমিতি অনুমানসামান্যং লক্ষিতম্। অনুমানবিশেষান্ তন্ত্রান্তরে লক্ষিতান্ স্মারয়তি—ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং তদিতি। তৎ সামান্যতো লক্ষিতমনুমানং বিশেষতস্ত্রিবিধং। "পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ"। তত্র প্রথমং তাবৎ দ্বিবিধং বীতমবীতঞ্চ। অন্বয়মুখেন প্রবর্ত্তমানং বিধায়কং বীতম্। ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্ত্তমানং নিষেধকমবীতম্। তত্রাবীতং শেষবৎ

আভাস।

গ্রহণার্থ সম্প্রতি আবির্ভূত হয়। সুতরাং এক দৃষ্টিতে দেখিলে, মানব পশু পক্ষীরও অধম; আবার ভাবিতে গেলে, লোকপাল বা দিক্‌পাল দেবতাগণেরও উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পশু পক্ষী জন্ম গ্রহণের পর, নিজ জীবন-স্রোতে পরের নিকট কোনরূপ শিক্ষার প্রতীক্ষা করে না; যেন পূর্ব্বজ্ঞাত বা অভ্যস্ত বিদ্যার প্রভাবেই সে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। বাবুই পক্ষীকে বাসা নির্ম্মাণের জন্য বা গাভী প্রভৃতিকে জলে সন্তরণার্থ কাহারও নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হয় না; যেন চিরাভ্যস্ত। প্রয়োজন হইলেই পারে। কিন্তু মানব বিনা শিক্ষায় কিছুই পারে না। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন, যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥ হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন! ভোগের লালসা থাকিলে, জ্ঞানের লালসা থাকে না। সম্ভোগে চরিতার্থ হইব মনে করিলে, ভোগ্য বিষয়কে আর পরীক্ষা করা হয় না। অধিক কি! পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে, আর সম্ভোগ করা হয় না। কিন্তু ভগবান্ জগৎকে ভোগ্য-রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং জীব-দেহের অন্তরে নিরন্তর এরূপ অভাবেরও সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার পূরণের জন্য জীবকে স্ব-ভোগ করিতেই হইবে; নতুবা তাঁহার সৃষ্টির মর্য্যাদাও

তত্ত্বকৌমুদী।

শিষ্যতে পরিশিষ্যতে ইতি শেষঃ, স এব বিষয়তয়া যস্যাস্তি অনুমানজ্ঞানস্য তচ্ছেষবৎ। যদাহুঃ "প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাচ্ছিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ পরিশেষ" ইতি। অস্য চাবীতস্য ব্যতিরেকেণ উদাহরণমগ্রেঽভিধাস্যতে। বীতঞ্চ দ্বেধা পূর্ব্ববৎ, সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ। তত্রৈকং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ং যৎ তৎ পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্বং প্রসিদ্ধং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যমিতি যাবৎ। তদস্য বিষয়ত্বেনাস্তি অনুমানস্যেতি পূর্ব্ববৎ। যথা ধূমাদ্বহ্নিত্বসামান্যবিশেষঃ পর্ব্বতেঽনুমীয়তে, তস্য চ বহ্নিত্বসামান্যবিশেষস্য স্বলক্ষণং বহ্নিবিশেষো দৃষ্টো রসবত্যাম্। অপরঞ্চ বীতং সামান্যতো দৃষ্টম্ অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ং। যথেন্দ্রিয়বিষয়মনুমানম্। অত্র হি রূপাদিজ্ঞানানাং ক্রিয়া-

আভাস।

থাকে না; এইরূপ যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা ভোগেই আসক্ত হইবেন; কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা ভাবিবেন যে, অনন্তদেব এই অনন্তের যে সৃজন করিয়াছেন, সে কেবল আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য মাত্র; কারণ তদ্দ্বারা অনাদি অজ্ঞানে অন্ধ জীবকে জ্ঞানোন্মেষণের পথই তিনি প্রশস্ত করিয়াছেন। তাঁহারাই কেবল ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি দৈহিক উদ্বেগকে ভগবানেরই উত্তেজনা বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। কারণ এই উদ্বেগ না থাকিলে, জীব ভগবানের নির্ম্মিত ভোগকে আস্বাদন করিতে অগ্রসর হইত না; এবং নির্ম্মাতার অসীম নির্ম্মাণ-যোগ্যতার পরিচয়ও পাইত না এবং ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিয়া নিজের ভোগ-যোগ্যতারও পরিচয় পাইত না। অতএব মনোরমা কামিনীকে বাহিরে সৃজন করিয়া এবং পুরুষের অন্তরে কামের উদ্রেক করিয়া, জীবকে অধঃপাতিত করিবার উদ্যম তিনি করেন নাই। এতদ্দ্বারা তাঁহার সৃষ্টি-সামর্থ্য এবং জীবের পরমানন্দ উপভোগ করিয়া অনুভূতির সামর্থ্য জ্ঞস্বরূপেরই উদ্ভাসন করাইয়া, তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞানবান্ তাহারই পরিচয় দিয়াছেন এবং জীব যে দেহাদি নহে, সম্পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ; তাহার দেহের অন্তরে একটী জ্ঞানের যন্ত্র জ্ঞ বসান আছে, তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অতএব ভোগ করা প্রয়োজন; কারণ তদ্দ্বারা

তত্ত্বকৌমুদী।

যেন করণবত্ত্বমনুমীয়তে। যদ্যপি করণত্বসামান্যস্য ছিদাদৌ বাস্যাদি স্বলক্ষণমুপলব্ধং তথাপি যজ্জাতীয়স্য রূপাদিজ্ঞানে করণত্বমনুমীয়তে তজ্জাতীয়স্য করণস্য ন দৃষ্টং স্বলক্ষণং প্রত্যক্ষেণ। ইন্দ্রিয়জাতীয়ং হি তৎ করণং। ন চেন্দ্রিয়ত্বস্য সামান্যস্য স্বলক্ষণমিন্দ্রিয়বিশেষঃ প্রত্যক্ষগোচরোঽর্বাগদৃশাং যথা বহ্নিত্বসামান্যস্য স্বলক্ষণং বহ্নিঃ। সোঽয়ং পূর্ব্ববতঃ সামান্যতো দৃষ্টাৎ সত্যপি বীতত্বেন তুল্যত্বে বিশেষঃ। অত্র চ দৃষ্টং দর্শনং সামান্যত ইতি সামান্যস্য সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিল্। অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিশেষস্য দর্শনং সামান্যতো দৃষ্টমনুমানমিত্যর্থঃ।

আভাস।

ভোগনির্ম্মাতার অসীম যোগ্যতা মানব বুঝিতে পারেন; এবং নিজের জ্ঞান-যন্ত্র জ্ঞ-স্বরূপকেও অবধারণ করিতে পারেন।

পরন্তু যাঁহারা বুঝিবার লক্ষ্যকে হারাইয়া, কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য ভোগের প্রতি ধাবমান হন, তাঁহাদের অচরিতার্থ ভোগ-বাসনাই জন্মান্তরে তাদৃশ ভোগ-বাসনার চরিতার্থ হইবার উপযোগী স্মৃতি এবং দেহকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভোগকে পরীক্ষা না করিয়া, জ্ঞানোন্মেষণের যোনি প্রাপ্ত হইতে পারে না। এতাদৃশ ভোগকামী জীবগণ নিকৃষ্ট ভোগের অনুরোধে নিকৃষ্ট তির্য্যক্ যোনি এবং উৎকৃষ্ট ভোগের অনুরোধে উৎকৃষ্ট দেবাদি যোনি লাভ করত সংসারে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং এই উভয় যোনিতেই শিক্ষার কোন অপেক্ষা করে না; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব বাসনার অনুসারে প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির অনুরূপ যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

মানবের জীবন কিন্তু কোনরূপ বাসনার অনুপাতে প্রবৃত্ত হয় না। নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক-চিত্তে প্রথমত কেবল বুঝিবার প্রয়াসেই তাহার জন্মের সূচনা হয়; এবং প্রথমত কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট ভোগের লক্ষ্য থাকে না বলিয়াই, জন্ম হইতেই তাহার শিক্ষার প্রয়োজন হয়। এতদুপলক্ষে শাস্ত্রও বলিয়াছেন, দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম কুলে জন্ম সুদুর্ল্লভং। দুর্ল্লভং জ্ঞান-রত্নঞ্চ ঘোরে চাস্মিন্ মহার্ণবে॥ মানবের

তত্ত্বকৌমুদী।

সর্ব্বৈবৈতদস্মাভির্ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায়াং ব্যুৎপাদিতং নেহোক্তং বিস্তরভয়াদিতি।

প্রযোজক বৃদ্ধ-শব্দ-শ্রবণসমনন্তরং প্রযোজ্যবৃদ্ধপ্রবৃত্তিহেতুজ্ঞানানুমানপূর্ব্বকত্বাচ্ছব্দার্থসম্বন্ধগ্রহণস্য স্বার্থসম্বন্ধজ্ঞানসহকারিণশ্চ শব্দস্য স্বার্থপ্রত্যায়কত্বাদনুমানপূর্ব্বকত্বমিত্যনুমানানন্তরং শব্দং লক্ষয়তি। আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু ইতি। তত্রাপ্ত-চনমিতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ পরিশিষ্টং লক্ষণম্। আপ্তা প্রাপ্তা যুক্তেতি যাবৎ। আপ্তা চাসৌ শ্রুতিশ্চেতি আপ্তশ্রুতিঃ, শ্রুতির্ব্বাক্যজনিতং বাক্যার্থজ্ঞানং তচ্চ স্বতঃ প্রমাণম্। অপৌরুষেয়বেদবাক্যজনিতত্বেন সকলদোষশঙ্কাবিনির্ম্মুক্তত্বেন যুক্তং ভবতি।

আভাস।

জন্ম অতি দুর্ল্লভ। অধিক কি! এই ভারতভূমে একজন মানবের জন্ম হইলে, স্বর্গলোকে দেবগণও তাহার খ্যাতির পরিচয় দিয়া বলেন যে, জানি না! এইবার এই জীব কি অপূর্ব্ব সাধনই করিবে! কিন্তু জন্মের পর, পিতা মাতা এবং গুরুলোকের নিকট হইতে ভোগ্য বিষয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্মেষণ লাভ করিয়া, যদি মানব ভোগের অভিমুখেই কেবল অগ্রসর হয় এবং স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন না করে, তাহা হইলে তাঁহার শান্ত হৃদয়েও পূর্ব্বভোগের স্মৃতি সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, পুনঃ জাগরিত হইয়া উঠে এবং পরীক্ষকের জীবন লাভ করিয়াও, মূঢ় অবিবেকীর বেশে তিনি ভোগাভিমুখেই ধাবিত হন। এ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিকী গাথা আছে। একজন বিখ্যাতবীর্য্য ইন্দ্রসেন নামক রাজা তাঁহার আচার্য্য বিল্বদেবকে বলেন যে, শাস্ত্রে উক্ত আছে, "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা, পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা। অহং করোমীতি বৃথাভিমানং, স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥ পূর্ব্বকর্ম্মের ফল এবং স্মৃতির অনুসারেই যদি পর জীবন চালিত হয়, তবে মানবের আর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সাবকাশ কোথায়? তদুত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন, মানব পূর্ব্ব জন্মে যে কোন তীব্র কর্ম্ম করুক না, মাতৃগর্ভে সে সমস্তকে বিস্মৃতির গর্ভে শায়িত রাখিয়া, পরজন্মে জ্ঞানোপার্জ্জনে মুক্তির কামনায় সম্পূর্ণ সরল এবং

তত্ত্বকৌমুদী।

এবং বেদমূলস্মৃতীতিহাসপুরাণবাক্যজনিতমপি জ্ঞানং যুক্তম্। আদিবিদুষশ্চ কপিলস্য কল্পাদৌ কল্পান্তরাধীতশ্রুতিস্মরণসম্ভবঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধস্যেব পূর্ব্বেদ্যুরবগতানামর্থানামপরেদ্যুঃ। তথা চাবট্যজৈগীষব্যসংবাদে ভগবান্ জৈগীষব্যো দশমহাকল্পবর্ত্তিজন্মস্মরণমাত্মন উবাচ "দশসু মহাকল্পেষু বিপরিবর্ত্তমানেন ময়া" ইত্যাদিনা গ্রন্থসন্দর্ভেণ। আপ্তগ্রহণেন চাযুক্তাঃ শাক্যভিক্ষুনির্গ্রন্থক-সংসারমোচকাদীনাম্ আগমাভাসা নিরাকৃতা ভবন্তি। অযুক্তত্বঞ্চৈতেষাং বিগানাৎ ছিন্নমূলত্বাৎ প্রমাণবিরুদ্ধার্থাভিধানাৎ কৈশ্চিদেব চ ম্লেচ্ছাদিভিঃ পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ পরিগ্রহাৎ

আভাস।

বিষয়-বাসনাশূন্য নিষ্কাম-চিত্তে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। মানব-বিগ্রহে প্রসূত হইলেও, তখন নিষ্কাম-চিত্তের পরমানন্দ তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না। পরমানন্দে নির্বৃতের ন্যায় থাকে। প্রসূত হইবার পর, কিন্তু দেহনিষ্ঠ ক্ষুধা পিপাসাদি, উদ্বেগ প্রদানে জীবের পরমানন্দের ব্যাঘাত করত, ক্রমশ দেহাভিমুখে তাহার চিত্তকে যখন আকর্ষণ করে, তখনই বালক রোদনাদি করে। কিন্তু স্তন্য পানাদির দ্বারা কষ্টের নিবারণ হইবা মাত্র, বালকরূপী পুরুষ আনন্দে নিমগ্ন হয়। এই সময় যদি মাতা পিতাদি কোন নিকটবর্ত্তী ব্যক্তির চেষ্টা এবং শিক্ষায় উক্ত বালকের চিত্তকে বহির্মুখে প্রবৃত্ত করাইয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করান না হয়, মানব বহির্ব্যাপার শূন্য অন্তর্মুখীন ভাবেই চিরবিদ্যমান থাকিয়া যায়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইবার মত, আত্মানন্দে নির্বৃত শিশুকে গুরুজনেরা স্বীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ, হস্তচালন, বাক্যবিন্যাস, বস্তুনির্দ্দেশ প্রভৃতি উপদেশের প্রয়োগে বহির্ব্যাপারে নিয়োজিত করেন, তখনই শিশু ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে বস্তু বুঝিতে আরম্ভ করে। এবং তদনুপাতে স্বয়ংও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে কার্য্য করে; মনে মনে বস্তু নির্দ্ধারণ করে এবং অহঙ্কারের দ্বারা আপনার সহিত গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করে। শিশু তখন বুদ্ধির দ্বারা উপকারিতা বা অপকারিতার সাব্যস্তে পদার্থের ভাব ও মূর্ত্তি স্বীয় চিত্তে যখন গ্রহণ করে, তদুপলক্ষে বস্তু বা জীবের প্রতিমূর্ত্তিও ঐ

তত্ত্বকৌমুদী।

বোধ্যম্। তুশব্দেন অনুমানাদ্ব্যবচ্ছিনত্তি। বাক্যার্থো হি প্রমেয়ো নতু তদ্ধর্ম্মো বাক্যং যেন তত্র লিঙ্গং ভবেৎ। নচ বাক্যং বাক্যার্থং বোধয়ৎ সম্বন্ধগ্রহণমপেক্ষতে অভিনব-কবিবিরচিতস্য বাক্যস্যাদৃষ্টপূর্ব্বানুভূতচরবাক্যার্থবোধকত্বাদিতি।

এবং প্রমাণসামান্যলক্ষণেষু তদ্বিশেষলক্ষণেষু চ সৎসু যানি প্রমাণান্তরাণি উপমানাদীনি অভ্যুপেয়ন্তে প্রতিবাদিভিস্তানি উক্তলক্ষণেষু প্রমাণেষু অন্তর্ভবন্তি। তথাহি উপমানং তাবৎ যথা গৌস্তথা গবয় ইতি বাক্যং। তজ্জনিতা ধীরাগম এব,

আভাস।

শিশুর হৃদয়ে এমন ভাবে অঙ্কিত হয় যে, তাহাই সংস্কার ও স্মৃতি মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া, বাসনার প্রেরণায় বালককে বিষয়াভিমুখে পুনঃ আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণে আত্মানন্দের সাধ যদি বিষয়ের ভোগানন্দে মিটাইবার ভ্রম দেখা দেয়, তখনই তাহার সংসার আরম্ভ হয়। কিন্তু ভোগের উপলক্ষে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ মাত্র পাতিয়া, বিষয়ের দোষ এবং গুণের অনুসন্ধান করত, বিষয়-নির্ম্মতা অন হু-দেবকে যদি বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় প্রকার জ্ঞরই অবধারণ করা হইয়া যায়।

এই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণার্থ রাজা ইন্দ্রসেন একটী পূর্ণ-গর্ভা রমণীকে লোকালয়-বর্জ্জিত অট্টালিকার নিভৃত প্রকোষ্ঠে কিছু দিন বাস করাইলেন এবং প্রসবের পর তথায় কেবল শিশুকে রাখিয়া, তাহার জননীকে স্থানান্তরিত করাইলেন; এবং শিশুর দুগ্ধপান এবং বিষ্ঠামূত্রাদি পরিষ্কারাদি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। কোনরূপ শব্দ বা আকার ইঙ্গিতাদি না করিয়া, ভৃত্য বালকের পরিচর্য্যা মাত্র করিত। কেহ নিকটে থাকিত না। ঈশ্বরের দয়ায় বালকের রোগাদি-জনিত কোন উৎপাতেরও উপস্থিতি ঘটে নাই। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, আচার্য্যদেবের অনুমতি অনুসারে এক দিবস রাজ-সভায় উক্ত বালককে আনয়ন করা হইল। তখন কিন্তু দেখা গেল যে, দ্বাদশ বৎসরের বালক দেহাবয়বে

তত্ত্বকৌমুদী।

যোঽপ্যয়ং গবয়শব্দো গোসদৃশস্য বাচক ইতি প্রত্যয়ঃ, সোঽপ্যনুমানমেব। যো হি শব্দো যত্র বৃদ্ধৈঃ প্রযুজ্যতে সোঽসতি বৃত্ত্যন্তরে তস্য বাচকঃ। গোশব্দো গোত্বে যথা, প্রযুজ্যতে চ এবং গবয়শব্দো গোসদৃশে ইতি তস্যৈব বাচক ইতি জ্ঞানমনুমানমেব। যত্তু গবয়স্য চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টস্য গোসাদৃশ্যজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমেব। অত এব স্মর্য্যমাণায়াং গবি গবয়সাদৃশ্যজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। ন হ্যন্যৎ গবি সাদৃশ্যমন্যচ্চ গবয়ে। ভূয়োঽবয়বসামান্যযোগো হি জাত্যন্তরবর্ত্তী জাত্যন্তরে সাদৃশ্যমুচ্যতে। সামান্য-

আখ্যান।

উপযুক্তরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনে তাহার কোনরূপ যোগ্যতা হয় নাই। সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায়, চিত হইয়া পতিত আছে; পার্শ্ব পরিবর্ত্তন বা হস্তপদাদি সঞ্চালন বা কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের যোগ্যতাও সে পায় নাই। শিশুর ন্যায় দুগ্ধ পানেই জীবিত আছে। কেবল সময়ে সময়ে ক্যাঁচ, কিছুক্ষণ পরে কোঁচ এই শব্দটীমাত্র উচ্চারণ করিল। এই শব্দ দুইটী শ্রবণে মহারাজ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আচার্য্যদেব বলিলেন, মহারাজ! দুগ্ধ পান করাইবার উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট ভৃত্য যখন দ্বার উন্মুক্ত করিত, তখন দ্বার উন্মোচনে ক্যাঁচ্ এবং দ্বার রুদ্ধ করণে কোঁচ্ করিয়া যে শব্দ দুইটী বালকের কর্ণগোচর হইত, তাহাই সে শিক্ষা করিয়াছে। পরে রাজা মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া, অতি যত্ন সহকারে বালকের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বালকও অতি অল্প কালের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা লাভে মহারাজের মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া, অতি বিচক্ষণতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

অতএব বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত পরামর্শ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, মানবের জ্ঞানমার্গের প্রসারণে আপ্তব্যক্তি বা গুরুই প্রথম বা প্রধান সোপান। আপ্ত বাক্যে বা আপ্ত কার্য্যে আমাদের জ্ঞানের প্রথম দ্বার ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয় মন, তৃতীয় অহঙ্কার উন্মেষিত হইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই তিনটীর মধ্যে একাকী কোন

তত্ত্বকৌমুদী।

যোগশ্চৈকঃ। ন চেদগণেয়ে প্রত্যক্ষো গবাপি তথেতি নোপমানস্য প্রমেয়ান্তরমস্তি যত্র প্রমাণমুপমানং ভবেদিতি ন প্রমাণান্তরমুপমানম্।

এবমর্থাপত্তিরপি ন প্রমাণান্তরম্। তথাহি জীবতশ্চৈত্রস্য গৃহাভাবদর্শনেন বহির্ভাবস্যাদৃষ্টস্য কল্পনমর্থাপত্তিরভিমতা বৃদ্ধানাং। সাপ্যনুমানমেব। যদা খল্বব্যাপকঃ সন্ একত্র নাস্তি তদা অন্যত্রাস্তি। যদাব্যাপক একত্রাস্তি তদান্যত্র নাস্তীতি সুকরঃ স্বশরীরে এব ব্যাপ্তিগ্রহঃ। তথাচ সতো গৃহাভাবদর্শনেন লিঙ্গেন

আভাস।

একটীর দ্বারা কার্য্য হয় না; কিন্তু তিনটী পর পর একত্র কার্য্য করিলে, জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত বুদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং অন্তরস্থ জ্ঞ-স্বরূপে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় মন এবং অহঙ্কারের দ্বারা আনীত বিষয়ের ছায়া যখন নিপতিত হয়, তখনই তাহা বুঝিলাম বলিয়া বুদ্ধিস্থ পুরুষ অবধারণ করেন।

বস্তুর প্রকৃত মূর্ত্তিকে অবধারণ করার পদ্ধতিই প্রমাণ। এই অবধারণ ব্যাপারটী বড়ই অদ্ভুত! কোন একটী বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে, বুঝিতে পারা একটী অলৌকিক ভাব। কারণ বুঝিবার সময়, বস্তু যেখানকার সে তথায়ই পতিত থাকে; অথচ বুঝি জ্ঞানের মধ্যে তাহার অনুপ্রবেশ হয়। তখন যেন বুঝির অনুরোধে বিষয়টী দুইটী মূর্ত্তি ধারণ করে। একটী বস্তুরূপে বাহিরেই থাকে, অন্যটী বুঝির মধ্যে অনুরূপ ছায়াকারে প্রবিষ্ট হইয়া, বুঝির সহিত অভেদ মিলনে ক্ষণকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং পরক্ষণে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ অভেদ মিলনে অবস্থান করে, বুঝি জ্ঞভাব তখন প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়, বিষয়ের ছায়াটীকে ক্ষণকাল হৃদয়ে রাখে, পরক্ষণে সেই ছায়াটীকে আপন অন্তরে লুকাইয়া ফেলে। হারায় না; তুলিয়া রাখে। আবার প্রয়োজন হইলে, তাহাকে বাহির করিয়া, প্রতিবিম্বাকারে আনীত অন্য ছায়ার সহিত মিলাইয়া দোষগুণের মিলনও করিতে পারে। যেমন

তত্ত্বকৌমুদী।

বহির্ভাবদর্শনমনুমানমেব। নচ চৈত্রস্য ক্বচিৎ সত্ত্বেন গৃহাভাবঃ শক্যোঽপহ্নোতুং যেনাসিদ্ধো গৃহাভাবো বহির্ভাবে ন হেতুঃ স্যাৎ। নচ গৃহাভাবেন বা সত্ত্বমপহ্নূয়তে যেন সত্ত্বমেবানুপপদ্যমানমাত্মানং ন বহিরবস্থাপয়েৎ। তথাহি চৈত্রস্য গৃহাসত্ত্বেন সত্ত্বমাত্রং বা বিরুধ্যতে, গৃহসত্ত্বং বা! ন তাবদ্‌যত্র ক্বচন সত্ত্বস্যাস্তি বিরোধো গৃহাসত্ত্বেন; ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। দেশসামান্যেন গৃহবিশেষাক্ষেপোঽপি

আভাস।

দোকানে গিয়া বস্ত্র খরিদের সময় একখানি বস্ত্র দেখাইলে, তাহা দেখিয়া পশ্চাতে রাখি এবং অন্য একখানি দেখি এবং পূর্ব্ব বস্ত্রের সহিত মিলাইয়া যেখানি মনোগত হয়, সেইখানি খরিদ করি; সেই রূপ একটী বিষয় গ্রহণ করিয়াই বুদ্ধি নিশ্চিন্ত হয় না; সে বিষয়টী অন্তরে তুলিয়া রাখে; পুনঃ বিষয়ান্তরের জন্য যত্ন করে। যে ছায়াটী তুলিয়া রাখিল, নূতন বোধে সেইটী সংস্কাররূপে জ্ঞর অন্তরে সঞ্চিত রহিল এবং সেইটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। অর্থাৎ নিদ্রা ভঙ্গে আমরা যখন জাগিয়া উঠি বা অনন্যমনে নিশ্চিন্তের ন্যায় থাকা ভাবকে পরিহার পূর্ব্বক বহির্মুখা প্রবৃত্তির অনুরোধে যখন উত্তেজিত হই, তখন চিত্তের উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গ যেন প্রাণ লাভে সকলেই উত্তেজিত হইয়া, যেন কিছু পূরণের জন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয় পাইবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়। এবং সম্মুখে অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে যাহার সহিত মিলিত হইতে পায়, তদাকারে আপনারাই আকারিত হয়। অর্থাৎ ছাচের আকারে যেমন গালিত সুবর্ণাদি ধাতু তদাকারে আকারিত হয়; আলোক যেমন প্রকাশ্য গৃহাদির আকারে আকারিত হয়, তদ্রূপ আমাদের চেতনায়মান ইন্দ্রিয়-শক্তিও স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের আকারে আকারিত হয় এবং নিজ বিষয়কে যথাস্থানে ফেলিয়া রাখিয়া, নিজের আকারিত মূর্ত্তিকে মনের সমীপে সমর্পণ করে। পথে যাইবার কালে কোন একটী

তত্ত্বকৌমুদী।

পাক্ষিক ইতি সামান্যবিষয়কতয়া বিরোধ ইতি চেন্ন। প্রমাণনিশ্চিতস্য গৃহেহসত্ত্বস্য পাক্ষিকতয়া সাংশয়িকেন গৃহসত্ত্বেন প্রতিক্ষেপাযোগাৎ।

নাপি প্রমাণনিশ্চিতো গৃহাভাবঃ পাক্ষিকমস্য গৃহসত্ত্বং প্রতিক্ষিপন্ সত্ত্বমাত্রমপি প্রতিক্ষেপ্তুং সাংশয়িকত্বং বা অপনেতুমর্হতীতি যুক্তং। গৃহাবচ্ছিন্নেন চৈত্রাভাবেন গৃহসত্ত্বং বিরুদ্ধত্বাৎ প্রতিক্ষিপ্যতে নতু সত্ত্বমাত্রং, তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। তস্মাৎ গৃহাভাবেন লিঙ্গেন সিদ্ধেন সতো বহির্ভাবোঽনুমীয়তে ইতি যুক্তম্।

আভাস।

লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। অর্থাৎ চক্ষু তাহাকে দেখিয়া, তদাকারে আকারিত হইয়া যেমন মনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, মন তাহা নূতন বা পুরাতন বলিয়া প্রথমত সন্দিগ্ধ হইল। কারণ তাদৃশ চিহ্ন ঈষৎ পরিমাণে তাহাতে আছে; তখন সংকল্প বিকল্পাত্মক মন সেই সন্দিগ্ধ ছায়াকে অহঙ্কারের হস্তে সমর্পণ করিল। অহঙ্কার সেই ছায়ার সহিত কোথাও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল কি না, তজ্জন্য পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কারের আলোড়ন আরম্ভ করিল। বুদ্ধি তখন ব্যাকুল হইয়া, নিজ গর্ভে গচ্ছিত ভাব সকলের সহিত মিলাইয়া তদনুরূপ মূর্ত্তি, যদি পায়, তখনই স্মৃতির আকারে কোথায়, কি ভাবে, সেই লোকের ছায়া ছিল, তাহার উত্তোলনে বুঝিল যে, এ লোক নূতন নহে; অর গর্ভে তাহার ছায়া আছে। অমুক সময়, অমুক স্থানে ইহার ছায়া যাহা লওয়া হইয়াছিল, ঈষৎ পরিমাণে অথচ অলুপ্তভাবে আছে। তবে অনেক ছায়ার নিম্নে বিস্মৃতের ন্যায় আছে। এতএব এরূপ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলা যায় না। কারণ অর অঙ্গে একবার যাহার ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, সে প্রায় বিলুপ্ত হয় না; ইহা নূতন নহে। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সময় সে ব্যক্তি ব্যবসায়ের কথায়, চাউলের দর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং সম্প্রতি বাণিজ্যের কথা তুলিতেছে, তখন সে একজন দালাল! এই বলিয়া যে নূতন জ্ঞানের সাব্যস্ত হইল, তাহাকে অনুমান প্রমাণের বিষয় বলিয়া কথিত হয়।

তত্ত্বকৌমুদী।

এতেন বিরুদ্ধয়োঃ প্রমাণয়োর্বিষয়ব্যবস্থয়া অবিরোধাপাদনমর্থাপত্তের্বিষয় ইতি পরাস্তম্। অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নয়োর্বিরোধাভাবাৎ। উদাহরণান্তরাণি চার্থাপত্তেরেবমেবানুমানেঽন্তর্ভাবনীয়ানীতি। তস্মান্নানুমানাৎ প্রমাণান্তরমর্থাপত্তিরিতি সিদ্ধম্।

আভাস।

অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তৎ বিষয়ের সন্নিকর্ষ জনিত যে অভিনব ছায়ার সন্নিপাত জ্ঞস্বরূপে হয়, তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। কিন্তু পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইয়া, তৎসম্পর্কে অপর যে একটী অভিনব জ্ঞানের মীমাংসা ঘটে, তাহাকে অনুমান নামে প্রসিদ্ধ করা হইয়াছে। যথা; পর্ব্বত জানা বা দেখা আছে এবং অগ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধও অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা আছে; এক্ষণে কোন পর্ব্বতে ধূম উত্থিত হইতেছে প্রত্যক্ষ করিলে, সেই পর্ব্বতের গর্ভে নিশ্চয় বহ্নির অস্তিত্ব-প্রতীতিকে অনুমান প্রমাণ বলা যায়। সুতরাং এ পর্ব্বতটী নিশ্চয় আগ্নেয়গিরি; এই অনুমানকে বীতানুমান বলা হয়। পুনরায় অপর একটী পর্ব্বত দেখিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিভয় হইলেও, ধূম নির্গত হইতেছে না দেখিলে, ইহা কখনই আগ্নেয়গিরি নহে, বলিয়া মীমাংসায় যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ পর্ব্বত হইলেই যে আগ্নেয়গিরি হইতে হইবে, এমন নহে; অনেক পর্ব্বত আগ্নেয়-গিরি নহে, বলিয়া নিষেধ-মুখে প্রতিপন্ন ভাবকেও অবীত অনুমান নামে স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে উপমান, অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব প্রভৃতিকেও যে প্রমাণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সাংখ্যাচার্য্য সে সমস্ত এই তিন প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্ত-বাক্যরূপ প্রমাণেরই অন্তর্গত বিবেচনায়, উক্ত প্রমাণগুলিকে স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার শাস্ত্রে উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কেবল বাক্যের আড়ম্বরে সরল-হৃদয় পাঠকগণের হৃদয়ে পাছে বিরক্তির উদয় হয়, সেই ভয়ে এখানে আর তর্কজালের উত্থাপনে গ্রন্থ-বিস্তার করা হইল না।

তত্ত্বকৌমুদী।

এবমভাবোঽপি প্রত্যক্ষমেব। ন হি ভূতলস্য পরিণামবিশেষাৎ কৈবল্য-লক্ষণাদন্যো ঘটাভাবো নাম। প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি সর্ব্ব এব ভাবাঃ। ঋতে চিতিশক্তেঃ। স চ পরিণামভেদ ঐন্দ্রিয়িক ইতি নাস্তি প্রত্যক্ষাদনবরুদ্ধো বিষয়ো যত্রাভাবাহ্বয়ং প্রমাণান্তরমভ্যুপেয়মিতি।

আভাস।

উপমান ;—যথা একজন গবয় নামক জন্তু চিনে না। তাহাকে বলা হইল যে, গবয়ের দেহটী ঠিক্ গরুর ন্যায়, কিন্তু গলদেশ গরুর মত নহে; গরুর গলায় যে চর্ম্ম ঝোলে, গবয়ে তাহা নাই; মহিষের গলার ন্যায়, ঝোলা চামড়া নাই। অথচ গরুর মত যে জন্তু, তাহাকে গবয় বলে। সুতরাং উপমাতে আপ্ত-বাক্য, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই তিনটীই আছে। সুতরাং উপমা নামক প্রমাণও এই তিনেরই অধীন; স্বাধীন প্রমাণ নহে। অর্থাপত্তিও যথা; রমেশ কোথায় ? জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার ভ্রাতা বলিল, এক্ষণে গৃহে নাই। তখন বাহিরে অন্যত্র কোথায়ও আছে, এই ভাবিয়া যে মীমাংসা জ্ঞান, তাহাও অনুমানেরই অন্তর্গত।

সম্ভব যথা—এক সের ওজন বাটখারাটীর মধ্যে বিভিন্ন ষোড়শটী ছটাক যে অবশ্য আছে, তাহা অনুমানেই সিদ্ধান্ত করা যায়।

অভাব যথা—ঘরে প্রদীপ ছিল ; এখন নাই। তাহা প্রত্যক্ষের দ্বারাই উপলব্ধ হইতেছে।

জনশ্রুতিকেও প্রমাণ বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, প্রবাদও গুরু-পরম্পরায় শ্রুত আপ্তবাক্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

আপ্ত-শ্রুতিকেই আপ্তবাক্য বলা হইয়াছে বটে ; কিন্তু বালকের নিকট তাহার গুরুজনের উপদেশই সেই আপ্তবাক্য বলিয়া যে সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য, তাহা নহে। কারণ মর্ত্ত্য মানব মাত্রেরই ভ্রম বা প্রমাদের বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত কে ? বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, এক বেদকেই পূর্ণ বিশ্বাসের আধার বলিয়া স্বীকার করিতে

তত্ত্বকৌমুদী।

সম্ভবস্তু যথা খার্য্যাং দ্রোণাঢ়কপ্রস্থাদ্যবগমঃ। স চানুমানমেব। খারীত্বং হি দ্রোণাদ্যবিনাভূতং প্রতীতং খার্য্যাং দ্রোণাদিসত্ত্বমবগময়তীতি।

যচ্চানির্দ্দিষ্টপ্রবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্য্যমাত্রম্ "ইতি হোচুর্ব্বৃদ্ধা" ইতি ঐতিহ্যম্; যথা ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি, ন তৎ প্রমাণম্। অনির্দ্দিষ্টপ্রবক্তৃকত্বেন সাংশয়িকত্বাৎ আপ্তপ্রবক্তৃকত্বনিশ্চয়ে ত্বাগম ইত্যুপপন্নং ত্রিবিধং প্রমাণমিতি ॥৫॥

আভাস।

হইবে। মানব স্বীয় ভাব, অবগতি এবং সামর্থ্যের অনুসারে যে কোন অভিপ্রায় বা মন্তব্যের পরিচয় দিন, তাহা কখনই প্রকৃত সত্য নহে। একজন নীলবর্ণের চস্‌মা চক্ষে দিয়া, কখন বস্ত্রের শুভ্রবর্ণ দেখিতে পান না। কারণ উক্ত নীল চস্‌মার উপরোধে শুভ্র বস্ত্রকে দেখিয়া বা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাকে নীলবর্ণ বস্ত্র অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; চস্‌মার উপরোধে বস্ত্রের শুভ্র বর্ণ তিনি কখনই দেখিতে পাইবেন না। কামুক-হৃদয়েও সরস্বতীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে যাইলে, কারিকরের প্রদত্ত প্রতিমার সৌন্দর্য্য এবং সৌষ্ঠবের প্রতিই তাঁহার মন নিপতিত হইবে; দেবীর জ্ঞানপ্রদ ভাবের প্রতি ভক্তির উদ্রেকে হৃদয় কখনই অগ্রসর হইবে না। সেইরূপ মানবের স্বীয় অভিমতের প্রকাশক উপদেশকে প্রকৃত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভ্রমাত্মক হৃদয় হইতে ভ্রমপূর্ণ ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বেদ কিন্তু অপৌরুষেয়! অর্থাৎ কেহ নিজ মতের পরিচয়ে বেদ রচনা করেন নাই। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের স্বীয় ঐশী শক্তি প্রকৃতির সৃষ্টি, পালন এবং সংহার পদ্ধতিই বেদ। অকপট এবং নিষ্কলঙ্ক ঋষি-হৃদয়ে উক্ত পদ্ধতি প্রতিবিম্বাকারে যখন পতিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক তাহা অনুরূপ ব্যক্ত করিলেন, তখনই তাহা বেদ নামে অভিহিত হইল। অর্থাৎ বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাহা মানবের নিজের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি নহে। হৃদয়-মন্দিরে প্রকৃত সত্যের অনুভূতি বাহিরে বেদ নামে অভিব্যক্ত। বেদে ভ্রম বা প্রমাদ নাই। অভাব-শূন্য

আভাস।

হৃদয়ে যাহাই অভিব্যক্ত করা হয়, তাহাই ভ্রম বা প্রমাদ বিশিষ্ট। অতএব সম্পূর্ণ অভাব-শূন্য, সুতরাং জ্ঞান ও বিজ্ঞানপূর্ণ বিবেকীর উক্তিও বেদের ন্যায়, আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার্য্য।

কারণ বাক্যের অনুসারে কার্য্য হয় না; কার্য্যের অনুসারেই বাক্যের প্রয়োগ হয়। যাঁহাদের উপদেশ বাক্য মহাশক্তি প্রকৃতির কার্য্যানুসারে উপপন্ন, সেই বাক্যই আপ্তবাক্য এবং বেদের ন্যায় গ্রাহ্য। কিন্তু যাঁহাদের উপদেশ বাক্য স্বকপোল-কল্পিত, তাহা তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞানে অগ্রাহ্য।

এক্ষণে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইলে, কাহার গ্রাহ্য? জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ণ জ্ঞাতা জ্ঞস্বরূপের অবধারণ করা এখানে প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সূক্ষ্মতম বুদ্ধি পর্য্যন্ত করণ গ্রামের সাহায্যেই আমরা বুঝি। সুতরাং বুঝি ব্যাপার ইন্দ্রিয়াদি করণ-গ্রামেরও অতীত। অধিক কি! যাহা বুঝি তাহারও অতীত এই বুঝি ব্যাপার! অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করে; বুঝিও বিষয়কে বুঝে। কিন্তু কাষ্ঠ দগ্ধ ও অঙ্গারে পরিণত হইলেও এবং অঙ্গার অগ্নিময় হইলেও, অগ্নি হইতে অঙ্গার পৃথক্ এবং অগ্নিও অঙ্গার হইতে পৃথক্। সেইরূপ জ্ঞান জ্ঞেয়কে আশ্রয় করিয়া অবভাসিত হইলেও, জ্ঞেয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই জ্ঞেয়ের অতীত, পূর্ণ জ্ঞস্বরূপের অবধারণার্থ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি সাংখ্যাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ সংসার নিবৃত্তিঃ" বলায়, তিনি যে মানবকে কেবল স্ব শরীরের অন্তর্গত ব্যক্ত দেহাদি অবয়ব, অব্যক্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, চিত্ত এবং মূল প্রকৃতিকে উত্তরোত্তর অবধারণ পূর্ব্বক স্বকীয় জ্ঞ স্বরূপকে মাত্র অবধারণ করিতে বলিয়াছেন এবং বাহিরে দৃশ্য জগৎকে বিচার পূর্ব্বক, তাহার মূল কারণ প্রকৃতিকে নির্ণয় করত, পরম জ্ঞকে নির্দ্ধারণ করিতে বলেন নাই, এরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য নহে। বরং স্বশরীরে স্থূল

আভাস।

ব্যক্ত মাংসাদি, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি এবং অব্যক্ত বল, তেজঃ সহ প্রভৃতি এবং জ্ঞান-স্বরূপ জ্ঞভাবের পর্য্যালোচনার দ্বারা স্বকীয় হৃদয়ে উক্ত ভাবত্রয় সম্পূর্ণ অবধারিত হইলে, অনন্ত ব্যক্ত ক্ষিত্যাদি এবং অনন্ত অব্যক্ত মহামায়া প্রকৃতি এবং সর্ব্বান্তর্যামী পরম জ্ঞকে অবধারণ করা যে অতি সুগম হইবে, ইহাই তাঁহার শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ কারিকাতে "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" এই ভাবটী সাধারণতই প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের জন্য ত প্রয়োগ করেন নাই। তিনটীকেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যক্ত স্থূল দৃশ্য পদার্থকে বুঝিয়া, তাহাদের মূল কারণ অব্যক্ত প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে; তাহার পর যাহার দ্বারা বুঝি, সেই জ্ঞকেও বুঝিতে হইবে। স্বকীয় জ্ঞকে একবার প্রত্যক্ষের ন্যায় অবধারণ করিতে পারিলে, জীবমাত্রেরই হৃদয়ে সেই জ্ঞভাব যে অবশ্য আছে, তাহাও অনায়াসে বুঝিব; এবং নিজের অনুপাতে অনন্ত জীবের অন্তরে তাদৃশ অনন্ত জ্ঞস্বরূপকেও প্রত্যক্ষের ন্যায়, প্রতীতি করিতে পারিব। সর্ব্বান্তে যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীতি করিতেছেন সেই পরম জ্ঞও আমাদের জ্ঞ দ্বারা প্রতীত হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যেমন স্ব স্ব অনুরূপ বিষয় লাভে পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞও অসীম অপ্রমেয় জ্ঞতে মিলিয়া, তাঁহাকে অবধারণ করত, পরমানন্দ লাভে নির্বৃত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাই শাস্ত্রকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ কপিলদেবের গূঢ় রহস্য।

এক্ষণে জ্ঞস্বরূপের সুস্পষ্ট অবধারণ করিতে হইলে, আমরা বুঝিব যে, জানিবার পদার্থ এবং জানা ক্রিয়ারও অতীত এই জ্ঞভাব; যাহাতে জ্ঞেয় স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থ অন্তত ছায়ার আকারেও তাহাতে নিপতিত হয়। এদিকে আমরা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে, ছায়া পদার্থও যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, জড় প্রাকৃতিক বস্তু বলিয়া তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব জড়ের সম্পর্ক যখন জ্ঞস্বরূপকে

আলাপ।

স্পর্শ করে, তখন জড় জাতীয় পদার্থও কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদের এই জ্ঞস্বরূপে অবশ্যই আছে; নতুবা পরস্পরে স্পর্শ হইত না। কিন্তু প্রতি স্পর্শে যখন বোধেরও সম্পূর্ণ উদয় হয়, তখন বারুদ স্পর্শে অগ্নিরই উদ্দীপনার ন্যায়, জ্ঞেয় স্পর্শে জ্ঞান-স্বরূপ চৈতন্যভাগেরও উদ্দীপন হইয়া পূর্ণ জ্ঞস্বরূপের প্রতীতি হয়। অতএব চিৎ এবং জড় এই উভয়ের অভেদ মিলনই যে জ্ঞ, তাহা যেন ক্রমশ স্বীকার করিতে হয়; যাহা শাস্ত্রকর্ত্তা স্বয়ংই কারিকায় "পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ" বলিয়া পরে বিবৃত করিবেন। সুতরাং এস্থলে এতৎসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করা হইল না॥ ৫॥

তত্ত্বকৌমুদী।

এবং তাবদ্ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞলক্ষণপ্রমেয়সিদ্ধ্যর্থং প্রমাণানি লক্ষিতানি। তত্র ব্যক্তং পৃথিব্যাদি, স্বরূপতঃ ঘটপটোপলকোষ্ঠাদ্যাত্মনা পাংশুলপাদকো হালিকোঽপি প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে। পূর্ব্ববতা চানুমানেন ধূমাদিদর্শনাৎ বহ্ন্যাদীতি তদ্ব্যুৎপাদনায় মন্দপ্রয়োজনং শাস্ত্রমিতি দুরধিগমনেন ব্যুৎপাদনীয়ম্। তত্র যৎ প্রমাণং যত্র সমর্থং তৎ উক্তলক্ষণেভ্যঃ প্রমাণেভ্যো নিষ্কৃষ্য দর্শয়তি।

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥ ৬॥

অন্বয়ঃ।

তু কিন্তু সামান্যতঃ দৃষ্টাৎ অনুমানাৎ অতীন্দ্রিয়াণাং ইন্দ্রিয়াতীতানাং প্রধান-পুরুষাদীনাং প্রতীতিঃ সিদ্ধিঃ সাক্ষাৎকারঃ ভবতি। তস্মাৎ (সামান্যতোদৃষ্টাৎ বা শেষবতঃ প্রমাণাৎ) অসিদ্ধং অপরিজ্ঞাতং পরোক্ষং অদৃশ্যং বা অজ্ঞাতং বস্তু আপ্তাগমাৎ সিদ্ধং অবগতং ভবতি॥ ৬॥

অনুবাদ।

যে সকল বস্তু সাধারণত চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাদৃশ অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রতীতি করিতে হইলে, আমাদিগকে সামান্যত দৃষ্ট অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করা

অনুবাদ।

কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বর্গ বা দেবতা প্রভৃতি অনেক অলৌকিক পদার্থ আছে, যাহাদের অনুভূতির জন্য সম্পূর্ণ আপ্ত-বাক্য আগমের উপর নির্ভর করিতে হইবে॥ ৬॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তুশব্দঃ প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ববদ্‌ভ্যাং বিশিনষ্টি। সামান্যতো দৃষ্টাদনুমানাদধ্যবসায়াৎ অতীন্দ্রিয়াণাং প্রধান-পুরুষাদীনাং প্রতীতিঃ প্রতিপত্তিশ্চিতিচ্ছায়াপত্তি বুদ্ধেরধ্যবসায় ইত্যর্থঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শেষবত ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্।

তৎ কিং সর্ব্বেষু অতীন্দ্রিয়েষু সামান্যতোদৃষ্টমেব প্রবর্ত্ততে? তথাচ যত্র তন্নাস্তি মহদাদ্যারম্ভক্রমে স্বর্গাপূর্ব্বদেবতাদৌ চ তেষামভাবঃ প্রাপ্ত ইত্যত আহ— তস্মাদপীতি। তস্মাদপীত্যেতাবতৈব সিদ্ধে চকারেণ শেষবত ইত্যপি সমুচ্চিতমিতি॥ ৬॥

আভাস।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে আমরা তদপেক্ষা স্থূল ক্ষিত্যাদি বিষয়-সমূহের প্রতীতি করিতে পারি সত্য! কিন্তু তাদৃশ পঞ্চমহাভূতাত্মক স্থূল পদার্থের কারণ-স্থানীয় উত্তরোত্তর আরও অনেক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহাদের প্রতীতি সামান্যত এই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। সেস্থলে অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অনুমানও পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যত দৃষ্টভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে পূর্ব্ববৎ অনুমানও প্রত্যক্ষের অধীন। কারণ অগ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধ পূর্ব্বে দর্শন করা হইয়াছে; এক্ষণে অন্যত্র ধূম দর্শনে অগ্নির অনুমান করাকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলা হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যে পদার্থের স্বরূপ কোনরূপে লক্ষ্য করা হয় নাই, তাদৃশ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, যথা দেহের বল, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের স্বরূপ শক্তি বা তাহাদেরও কারণ-মূর্ত্তি মূলা প্রকৃতি এবং জ্ঞাতা পুরুষকে অবগত হইতে হইলে, আমাদিগকে সামান্যত দৃষ্ট অনুমান বা শেষবৎ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অন্য

আভাস।

অনেক পদার্থ আছে, যাহাদের প্রতীতি এই অনুমান পদ্ধতিতেও কুলা। হয় না। সুতরাং তাদৃশ পদার্থ সমূহের প্রতীতির জন্য আপ্তবাক্য বেদের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি যে, আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ নামে যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, কেবল তাহাদের সাহায্যেই যে বস্তু সমূহকে বুঝিতে পারি, তাহা নহে; বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরোত্তর মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্তস্বরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ে তাড়িৎশক্তির ন্যায়, একত্র কার্য্য হইয়া, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আনীত বিষয়টী জ্ঞস্বরূপে ছায়াপতনের ন্যায় অবভাসিত হয়। কারণ চিত্তটী যাবতীয় গচ্ছিত বিষয়-ছায়ার ভাণ্ডার। রাজা জ্ঞস্বরূপ পুরুষ; বুদ্ধি তাঁহার দ্বারদেশস্থ প্রধান মন্ত্রী। অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়গণ সকলেই উক্ত পুরুষের পর পর নিম্নতম কর্ম্মচারী। নিম্নতম কোন কর্ম্মচারী যেমন একাকী স্বয়ং স্বীয় সংগৃহীত করাদি সাক্ষাৎ রাজ সন্নিধানে সমর্পণের যোগ্যতা রাখেন না; স্বীয় সংগৃহীত ধন রত্নাদি আপন অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে প্রদান করেন; তিনি আবার তদপেক্ষা উচ্চকে প্রদান করেন, শেষ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী মহারাজকে সমর্পণ করেন, সেইরূপ বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের নিরন্তর সম্বন্ধ ঘটিলেও, মনের নিয়োগ ব্যতীত, কেবল ইন্দ্রিয় কোন বিষয়কে গ্রহণ করে না। আবার মনও অহঙ্কারের সম্বন্ধ না পাইলে, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা করে না; এবং অহঙ্কারও বুদ্ধির সাহায্য না পাইলে, প্রয়োজনের পরিচয় দেয় না এবং বুদ্ধিও মূল জ্ঞস্বরূপ পুরুষের উত্তেজনা না পাইলে, বিচারে অগ্রসর হয় না।

এই মূল জ্ঞস্বরূপ পুরুষ যখন স্বীয় আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন, তখন বহির্বৃত্তির কোন পরিচয় থাকে না; তখন জীব-দেহ নির্বৃত্ত সমাহিত বা নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করে। কিন্তু জ্ঞস্বরূপ পুরুষের

তত্ত্বকৌমুদী ।

স্যাদেতৎ, যথা গগনকুসুম-কূর্ম্মরোম-শশবিষাণাদিষু প্রত্যক্ষমপ্রবর্ত্তমানং তদভাবমবগময়তি এবং প্রধানাদিষ্বপি, তৎ কথং তেষাং সামান্যতোদৃষ্টাদিভ্যঃ সিদ্ধিরিত্যত আহ ।

আভাস ।

জানাই কার্য্য বা স্বভাব । জানিবার স্বরূপই জ্ঞ । অতএব স্বভাব হইতে যখন কেহ কখন বিচ্যুত হইতে পারে না, তখন জ্ঞ স্বরূপ যে কখন না জানিয়া বা জানা স্বভাবকে পরিহার করত, অজ্ঞ জড়ের ন্যায় অবস্থান করিবেন, এরূপ কখন হইতে পারে না । জানা ব্যাপার তাঁহার চিরসঙ্গী । তবে কখন বহির্মুখে, কখন অন্তর্মুখে । অবশ্য জানা ব্যাপারটী চৈতন্য-স্বরূপে চিরবিদ্যমান থাকিলেও, একবার বহির্মুখে আবার অন্তর্মুখে গতির পরিবর্ত্তনের কারণ যে কি ? তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য ! অর্থাৎ এমন কোন শক্তি সহজ-সম্পর্কে তাঁহার সহিত যে মিলিত আছে, তাহা অবশ্য অবধারণীয় । সেই শক্তি-তেই অবশ্য প্রসারণ এবং সংকোচন-ভাব আছে, যাহার অনুরোধে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞভাবকেও একবার বহির্মুখী ও একবার অন্তর্মুখী হইতে হয় । এই শক্তির নাম মায়া ; ইহা চৈতন্যস্বরূপের অন্তরঙ্গা শক্তি । অগ্নি যেমন কাষ্ঠের ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণাদি আকারের অনুরোধে আপনি আকারিত পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ এই অন্তরঙ্গা মায়ার প্রসারণে চিৎস্বরূপ পুরুষও বহির্মুখে প্রসারিতের ন্যায় এবং মায়ারই সংকোচনে অন্তর্মুখে আত্মস্বরূপে নিবৃত্ত-ভাবে সঙ্কুচিতের ন্যায়, অবস্থিত থাকেন ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই মায়া শক্তি কোথায় ছিল ? এবং কখনই বা চিৎস্বরূপ জ্ঞর সহিত সংযোগ লাভ করিল এবং এই উভয়ের সংযোগই বা কে করিল ? তদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্য বুঝাইয়াছেন যে, "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ ॥" অর্থাৎ গুণ এবং গুণী যেমন এক ; রাম নামক ব্যক্তি এবং তাঁহার বল ও যেমন একত্রে এক ; গায়ক

আভাস।

এবং গানশক্তির যেমন কোন ভেদ থাকে না, সেইরূপ চিৎস্বরূপ জ্ঞভাব এবং তাঁহার অন্তরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত কখন কোনরূপ পৃথক্‌ভাব ছিল না; সুতরাং উভয়ের সংযোগ কখন হয় নাই এবং বিয়োগও কখন হইবে না। তবে গায়কের যখন নিজ গান-শক্তির প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই গান-শক্তির বিকাশ; এবং গান-ক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে গান-ব্যাপার গায়কের অন্তরে যেন লুকাইয়া যায়; অন্তর্হিত হয় না; নিস্তব্ধে বিদ্যমান থাকে। চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞভাবে অন্তরঙ্গা মায়া যখন অন্তর্হিতের ন্যায় নিস্তব্ধে বিদ্যমান থাকেন, তখনই সমস্ত আমার আছে, এই ভাবিয়া নির্বৃতির স্বরূপ তৃপ্তি বা শান্তির প্রতীতিতে তাঁহার আত্মস্বরূপে বিশ্রাম ঘটে।

ইহাকেই পণ্ডিতগণ পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব গায়কের অনুস্মরণের ন্যায়, স্বকীয় গান-শক্তির প্রতি যখন অনুস্মৃতি ঘটে, তখনই গান-ক্রিয়া শব্দ-মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় এবং গায়ক যেন লুকাইয়া শব্দশক্তির অন্তরে নিভৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে থাকেন; অন্তরঙ্গা মায়া-শক্তির বিকাশে মায়ী পরম পুরুষও সেইরূপ মায়াসৃষ্ট বিরাটের অন্তরে নিহিত থাকিয়া, প্রেরক বা প্রকাশক-ভাবে অবস্থান করেন। পুরাণ কর্ত্তাগণ অণ্ডের দৃষ্টান্তে এই বিশ্ব সংসারকে ব্রহ্মাণ্ড নামে উল্লেখ করিয়াছেন। অণ্ডের অভ্যন্তরে জীবকলিকা বিদ্যমান থাকিয়া, অণ্ডের অন্তরস্থ লালাভাগকে একটী পক্ষী কলেবরে পরিণত করাইয়া, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, সহ, ওজঃ, বল, শুক্র, মজ্জা, অস্থি, মেধ, স্নায়ু, শিরা, রুধির, মাংস, ত্বক্, লোম, পক্ষ, চঞ্চু এবং নখাদি সৃজনে একটী কলেবরের সৃষ্টি করিয়া, অন্তরে ভোগকর্ত্তারূপে কিছুকাল ভোগ করে, আবার তাহা পরিত্যাগে নিদ্রিতের ন্যায় বিশ্রাম করে; পরমপুরুষ পরম জ্ঞও স্বীয় মায়ার প্রসারণে উত্তরোত্তর স্বকীয় আবরণের ন্যায়, স্থূল ও সূক্ষ্মক্রমে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করিয়া, অন্তরঙ্গা শক্তি মায়ার পরিচয়

আভাস।

গ্রহণ করেন এবং পুনরায় অন্তরঙ্গা শক্তিকে উপসংহার করিয়া, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্বরূপে লীন করত, নিজ পরম জ্ঞভাবে বিশ্রাম করেন। তাঁহার বিশ্রামে অনন্ত জীব-চৈতন্যেরও বিশ্রাম আপনা হইতেই হইয়া যায়। এই সমষ্টি-চৈতন্য পরম জ্ঞভাবকে বুঝিতে হইলে, ব্যষ্টিচৈতন্য স্বীয় জীব-ভাবের সৃষ্টি-পদ্ধতিকে অবধারণ করা বিধেয়। সেই অবধারণই মানবের পক্ষে আত্মসাক্ষাৎকার। এই আত্ম-সাক্ষাৎকার এবং স্বীয় দেহাদির বিষয়-সম্পর্কের পদ্ধতিকে যথা-নিয়মে অবগত হইতে পারিলে, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার এবং ব্রহ্মাণ্ড-রচনার পদ্ধতিকেও আমরা অবগত হইতে পারিব। এ বিষয়টী আমরা পরে বিশেষরূপে বিবৃত করিতে যত্ন করিব॥ ৬॥

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥ ৭

অন্বয়।

অতিদূরাৎ অতিদূরদেশবর্ত্তিত্বাৎ, অতিসামীপ্যাৎ অতি নিকটবর্ত্তিত্বাৎ, ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ ইন্দ্রিয়শক্ত্যভাবাৎ, মনসঃ অনবস্থানাৎ ঔদাসীন্যাৎ, সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মত্বাৎ অণুপরিমাণাৎ, ব্যবধানাৎ কুড্য-জবনিকাদি-ব্যবহিতত্বাৎ, অভিভবাৎ প্রবলপদার্থান্তরৈরভিভূতত্বাৎ, সমানাভিহারাৎ সমানৈঃ তত্তুল্যপদার্থান্তরৈঃ সহ একত্রাবস্থানাৎ, চ সতামপি বস্তূনাং অনুপলব্ধিঃ ভবতি। ৭॥

অনুবাদ।

অতি দূরত্ব নিবন্ধন, অতি নৈকট্য বশত, ঐন্দ্রিয়িক দোষ বশত, অন্যমনস্ক ভাব নিবন্ধন, অতিসূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন, পদার্থান্তরের অন্তরাল নিবন্ধন বা অভিভূতত্ব বশত এবং স্বজাতীয় সমতুল্য অসংখ্য পদার্থের সহিত একত্র অবস্থান নিবন্ধন সৎবস্তুরও সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতীতি ঘটে না॥ ৭॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অনুপলব্ধিরিতি বক্ষ্যমাণং সিংহাবলোকিত-ন্যায়েন অনুষজ্জনীয়ম্। যথা উৎপতন্ বিয়তি পতত্রী অতিদূরতয়া সন্নপি প্রত্যক্ষেণ নোপলভ্যতে। সামী-

তত্ত্বকৌমুদী।

পাদিষ্ব্যাপ্তিরনুবর্ত্তনীয়ঃ, যথা লোচনস্থমঞ্জনম্ অতিসামীপ্যাৎ ন দৃশ্যতে। ইন্দ্রিয়ঘাতঃ অন্ধত্ববধিরত্বাদিঃ। মনোঽনবস্থানাৎ যথা কামাদ্যুপহতমনাঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তিনম্ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টমপ্যর্থং ন পশ্যতি। সৌক্ষ্ম্যাৎ যথা ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টং পরমাণ্বাদি প্রণিহিতমনা অপি ন পশ্যতি। ব্যবধানাৎ কুড্যাদিব্যবহিতং

আভাস।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন বলিয়া সাধারণত তিনটী প্রমাণের উল্লেখ করা হইল বটে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারাদি অধ্যাত্মবিচার ব্যাপারে অনুমানই একমাত্র সহায়। প্রত্যক্ষ বা আপ্ত-বচন অনুমানেরই সহায়তা করে মাত্র। প্রত্যক্ষ ব্যাপারে ভোগী ব্যক্তি যে শান্তির কল্পনা করেন, যোগী অনুমানের আশ্রয়ে তদপেক্ষা কোটি গুণ শান্তি অন্তরে উপলব্ধি করেন। যাঁহারা বিষয়ানুভবের একমাত্র উপায়-জ্ঞানে প্রত্যক্ষকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের প্রতিবোধনার্থ আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, কেবল প্রত্যক্ষের দ্বারা অতি স্থূল সৎপদার্থেরও সময়ে সময়ে যে যে কারণে প্রতীতি ঘটে না, তাহাই এই কারিকায় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতি দূরত্ব নিবন্ধন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি পারাবতকে ছাড়িয়া দিলে, আকাশ-পথে উঠিতে উঠিতে এত উচ্চে চলিয়া যায় যে, আর তাহা দেখা যায় না। কিন্তু তখন তাহাকে নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে; কারণ কিছুক্ষণ পরে তাহাকে তাহার আপন বাসস্থানে উপবিষ্ট দেখা যায়। অতএব দূরস্থিতবস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমান প্রমাণের কার্য্যব্যাপার অনন্ত ও অসীম; প্রত্যক্ষের কার্য্য ব্যাপার অতি সামান্য, সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কুচিত। ইন্দ্রিয়ের শক্তি অনুসারেই প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র। অনুমানের ব্যাপার কিন্তু মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়; সুতরাং তাহাদের শক্তি যেমন অনন্ত ও অসীম, কার্য্যও সেইরূপ

তত্ত্বকৌমুদী।

রাজদারাদি ন পশ্যতি। অভিভবাৎ যথা অহনি সৌরীভির্ভাভিঃ অভিভূতং গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলং ন পশ্যতি। সমানাভিহারাৎ যথা তোয়দবিমুক্তান উদবিন্দূন্ জলাশয়ে ন পশ্যতি। চকারঃ অনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ, তেন অনুদ্ভবোঽপি সংগৃহীতঃ, তদ্যথা, ক্ষীরাদ্যবস্থায়াং দধ্যাদি অনুদ্ভবান্ন দৃশ্যতে।

আভাস।

অনন্ত এবং অসীম হইয়া থাকে। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদার্থ-জ্ঞানের উদ্বোধন করায় মাত্র; অনুমান তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেয়। তীক্ষ্ণ এবং কঠিন সূচিকার দ্বারা বস্ত্রখণ্ড বিদ্ধ হয় মাত্র, কিন্তু তাহার ছিদ্র সংলগ্ন কোমল সূত্রের দ্বারা ধারা-বাহিক ভাবে চেল-খণ্ডদ্বয় পরস্পরে সংযোজিত হইয়া, নবীনের ন্যায় প্রতীত হয়; সেইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষণ হয় মাত্র; কিন্তু অনুমানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত জ্ঞানের ধারাবাহিক-ভাবে সংস্থাপন ঘটিয়া, অনন্ত মহাজ্ঞানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

দূরস্থ পদার্থে প্রত্যক্ষের অধিকার লাভের কথা দূরে থাকুক্, অতীব নিকটস্থ পদার্থেও প্রত্যক্ষের অধিকার লাভ হয় না। এমন কি! অতি নিকট স্বকীয় ললাট-ভাগকে প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক্, চক্ষুর কেবল পার্শ্বে রেখাকারে অবস্থিত কজ্জলকেও চক্ষু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-গ্রামের অসামর্থ্যতা নিবন্ধন শব্দ স্পর্শাদি পদার্থের অনুভূতি হয় না; তথাপি তত্তৎ পদার্থের অভাব কখনই স্বীকার করা যায় না। অন্যমনস্ক-ভাবে চাবি খুজিয়া না পাইলে, দুঃখ হয়; নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়; আবার পাওয়াও যায়। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে পরমাণুকণা নয়নগোচর করিতে পারি না; সত্য! কিন্তু প্রাতে বা অপরাহ্নে গবাক্ষের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র সহকারে গৃহাভ্যন্তরে গোল রেখাকারে প্রবিষ্ট সূর্য্য-কিরণের ভিতর অনন্ত বীজাণুর ন্যায় উড্ডীয়মান অনন্ত পরমাণু যাহা নয়নগোচর করি, কিরণাতিরিক্ত স্থানে তাহা ত দেখিতে পাই না। যেন নাই, বলিয়া অনুভূত হইলেও,

তত্ত্বকৌমুদী।

এতদুক্তং ভবতি, ন হি প্রত্যক্ষনিবৃত্তিমাত্রাদ্বস্ত্বভাবো ভবতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাহি, ন হি গৃহাদ্বহির্নির্গতঃ গৃহজনমপশ্যংস্তদভাবং নিশ্চিনুয়াৎ, অপি তু যোগ্য-প্রত্যক্ষ নিবৃত্তেরয়মভাবং নিশ্চিনোতি। ন চ প্রধান-পুরুষাদীনামস্তি প্রত্যক্ষযোগ্যতেতি ন তন্নিবৃত্তিমাত্রাৎ তদভাবনিশ্চয়ো যুক্তঃ প্রামাণিকানামিতি॥৭॥

কতমৎ পুনরেষু কারণং প্রধানাদীনামনুপলব্ধাবিত্যত আহ।

আভাস।

আলোকময় স্থানে যখন তাহা অনুভূত হয়, তখন তাহারা অবশ্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না। গৃহের অভ্যন্তরে বা মৃত্তিকার নিম্নে পদার্থ নয়নগোচর না হইলেও, অন্তরালে বাহ্যাবরণে আবৃত পদার্থের অস্তিত্ব অবশ্য অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে হতপ্রভ নক্ষত্র-মণ্ডল নয়নগোচর না হইলেও, আকাশ-মণ্ডলে আছে বলিয়া অবশ্য অনুমানে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কারণ গ্রহণোপলক্ষে পূর্ণগ্রস্ত দিবাকরের কিরণজাল বিলুপ্ত হইলে, নক্ষত্রজাল প্রত্যক্ষে পরিদৃষ্ট হয়। অতএব অভিভূত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। বর্ষাকালে জলবিন্দু পুষ্করিণীর জলে পৃথক্‌ভাবে পতিত হইলেও, পতনের পর আর পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয় না। রাশীকৃত ধান্য-স্তূপের মধ্যে একটী ধান্য ফেলিয়া পুনঃ উত্তোলন করা বড়ই কঠিন হয়। দুগ্ধ বা দধির মধ্যে নবনী প্রত্যক্ষ না হইলেও, মন্থনের দ্বারা পরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা ঘটে। অতএব যে স্থলে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই, তাদৃশ মূলা প্রকৃতি বা পুরুষ-স্বরূপের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে; বরং অনুমান এবং আপ্ত-বাক্য আগমাদির আশ্রয়ে অগ্রসর হইলে, জন্ম কর্ম্মাদির কারণ এবং পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ পরম তত্ত্বের মীমাংসায় যাহাতে শান্তি লাভ হয়, তজ্জন্য ব্যক্তিমাত্রেরই যত্ন করা প্রয়োজন॥৭॥

সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতিসরূপং বিরূপঞ্চ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।

তস্য প্রধানস্য অনুপলব্ধিঃ তু সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মত্বাৎ এব, নতু অভাবাৎ; যতঃ কার্য্যতঃ কার্য্যাৎ লিঙ্গাৎ তস্য প্রধানস্য উপলব্ধেঃ হেতোঃ প্রকৃতিসরূপং উৎপাদি-শক্তিবত্তঃ, প্রকৃতি-বিরূপঃ উৎপন্ন-ভাবরূপং তৎ কার্য্যং চ মহদাদি মহদহঙ্কারাদি অস্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।

সর্ব্বকারণ-কারণ মূলা প্রকৃতি চিরবিদ্যমান থাকিলেও, অতি সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব পদার্থ বলিয়া তিনি জীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হন না। সেই মূলা শক্তির পরিণামে সমুৎপন্ন মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার প্রভৃতি কার্য্যবর্গই তাঁহার অস্তিত্বের পরিচায়ক; তাহারা প্রকৃতির অনুরূপও বটে এবং সম্পূর্ণ বিকার ভাব-বিশিষ্ট বিরূপও বটে। এই কার্য্যবর্গের উৎপত্তি দর্শনে মূল উৎপাদিকা শক্তি কারণ-স্থানীয়া প্রকৃতি যে চিরবিদ্যমান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অথাভাবাদেব সপ্তমরসবদেষামনুপলব্ধিঃ কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ নাভাবাৎ; কুতঃ, কার্য্যত স্তদুপলব্ধেঃ; তদিতি প্রধানং পরামৃশতি। পুরুষোপলব্ধৌ তু প্রমাণং বক্ষ্যতি "সঙ্ঘাতপরার্থত্বাদিতি"। দৃঢ়তরপ্রমাণাবধারিতে হি প্রত্যক্ষম-প্রবর্ত্তমানমযোগ্যত্বান্ন প্রবর্ত্তত ইতি কল্প্যতে। সপ্তমস্তু রসো ন প্রমাণেনাবধারিত

আভাস।

গীতাতে উক্ত আছে, "কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥" এই গীতা বাক্যটী কারিকার অনুরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ করি না, তাহা যদি না থাকার মধ্যে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে কোন বিষয়েরই সামঞ্জস্য থাকিবে না। সুতরাং আপ্ত বাক্যের ন্যায়, প্রথমত গ্রন্থকর্ত্তার উপদেশ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে প্রায় যাবতীয় আস্তিক শাস্ত্রের সহিত আমরা একবাক্যতায়

তত্ত্বকৌমুদী।

ইতি ন তত্র প্রত্যক্ষস্যাযোগ্যতা শক্যা অধ্যবসাতুমিতি ভাবঃ। কিন্তু পুনস্তৎ কার্য্যং যতঃ প্রাধানানুমানমিত্যত আহ মহদাদি তচ্চ কার্য্যম্। এতচ্চ যথা গমকং তথোপরিষ্টাৎ উপপাদয়িষ্যতে। তস্য চ কার্য্যস্য বিবেকজ্ঞানোপযোগিনী সারূপ্যবৈরূপ্যে আহ প্রকৃতিসরূপং বিরূপঞ্চ। এতে চোপরিষ্টাদ্বিভজনীয়ে ইতি ॥ ৮ ॥

আভাস।

উপনীত হইব। সংসারে কোন একটী পদার্থও স্বাধীন ভাবে বিদ্যমান নাই। বৃক্ষ যেমন বীজ হইতে গজাইয়া উৎপন্ন এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, আবার বীজও পৃথিবীর অন্তরস্থ উর্ব্বরাশক্তির সাহায্যে অঙ্কুরিত হয়। অথচ কোনটীই কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষের অন্তর্গত হয় নাই। পত্র পুষ্প ও ফলাদি পরিশোভিত পূর্ণাবয়ব বৃক্ষ দর্শনে প্রমাণবিদ্ পণ্ডিতগণ অবলীলাক্রমে ধারণা করিতে পারেন যে, উর্ব্বরা শক্তি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হইলেও, সম্প্রতি স্থূল বৃক্ষাদি মূর্ত্তিতে আত্মস্বরূপের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। একটী চুম্বক প্রস্তরখণ্ড এক টুকরা লৌহকে আকর্ষণ করিতেছে নয়নগোচর করিলে, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উক্ত খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে অতি সূক্ষ্ম কিন্তু কার্য্যে অতি প্রবল আকর্ষণ-শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিবেন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন গীতা-বাক্যে উপদেশ দিয়াছেন যে, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুনিচয় একা সূক্ষ্মা প্রকৃতির পরিণামে সমুৎপন্ন; সুতরাং এই স্থূল বস্তুই সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সর্ব্বকারণ প্রকৃতির অস্তিত্বের পরিচয়। এবং পুরুষ আছেন কি না, আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়াদির সহায়ে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও, সুখ বা দুঃখ বলিয়া যাঁহার নিকট অনুভূত হইতেছে, তিনি অবশ্যই আছেন; এবং তিনিই চেতনবান্ পুরুষ। এই কারিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ই এই যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম প্রধান বা প্রকৃতি কখন স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; অথচ সর্ব্ববিধ পদার্থের কারণ-মূর্ত্তিতে সেই প্রকৃতিই নিরন্তর বিদ্যমান আছেন। সুখ এবং দুঃখাদির অনুভূতি যখন ঘটিতেছে, তখন অনুভবকর্ত্তা চিৎস্বরূপ পুরুষও চিরবিদ্যমান; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ॥ ৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

কার্য্যাৎ কারণমাত্রং গম্যতে। সন্তি চাত্র বাদিনাং বিপ্রতিপত্তয়ঃ। কেচিদাহুরসতঃ সজ্জায়েত ইতি। একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সদিত্যপরে। অন্যে তু সতোঽসৎ জায়েত ইতি। সতঃ সজ্জায়তে ইতি বৃদ্ধাঃ। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষত্রয়ে প্রধানং ন সিধ্যতি। সুখদুঃখমোহভেদবৎ স্বরূপপরিণামশব্দাদ্যাত্মকত্বং হি জগৎকারণস্য প্রধানত্বং সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাবত্বম্‌। যদি পুনরসতঃ সজ্জায়েত অসন্নিরূপাখ্যং কারণং কথং সুখাদিরূপশব্দাদ্যাত্মকং স্যাৎ। সদসতোস্তাদাত্ম্যানুপপত্তেঃ। অথৈকস্য সতো বিবর্ত্তঃ শব্দাদিপ্রপঞ্চস্তথাপি সতঃ সজ্জায়ত ইতি ন স্যাৎ। ন চাদ্বয়স্য প্রপঞ্চাত্মকত্বমপি তু প্রপঞ্চস্য প্রপঞ্চাত্মকতয়া প্রতীতির্ভ্রম এব। যেষামপি কণভক্ষাক্ষচরণাদীনাং সত এব কারণাদসতো জন্ম তেষামপি সদসতোরেকত্বানুপপত্তের্ন কার্য্যাত্মকং কারণমিতি ন প্রধানসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রধানসিদ্ধ্যর্থং প্রথমং তাবৎ সৎকার্য্যং প্রতিজানীতে।

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্‌॥ ৯

অন্বয়ঃ।

অসদকরণাৎ (ন সৎ অসৎ তস্য অকরণাৎ অনুৎপাদনাৎ) উপাদানগ্রহণাৎ (উপাদানেন কারণেন গ্রহণাৎ সম্বন্ধাৎ) সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ (সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বস্য সম্বন্ধস্য উৎপত্তেঃ অভাবাৎ) শক্তস্য (কার্য্যানুকূল-শক্তিমতঃ কারণাৎ এব শক্যকরণাৎ (শক্যস্য জন্যস্য করণাৎ উৎপাদনাৎ) কারণভাবাৎ কারণাত্মকত্বাৎ চ কারণং সৎ তদভিন্নং কার্য্যং অপি সৎএব ভবতি॥ ৯॥

অনুবাদ।

যাহা পূর্ব্বে কখন ছিল না, অভিনব বেশে তাদৃশ পদার্থের উৎপত্তি কখন যুক্তিসঙ্গত নহে; ভাবগুলিতে বিদ্যমান পদার্থেরই বিকাশ ব্যক্তমূর্ত্তিতে ঘটিয়া থাকে। কারণ ব্যক্তভাব কার্য্যের সহিত অব্যক্ত কারণের সম্বন্ধ নিয়ত থাকা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা সকল পদার্থ হইতে সকল পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারিত। যেখানে যাহা নাই, সেস্থান হইতে

অনুবাদ।

তাহার উৎপত্তি হয় না। অতএব উৎপাদনের শক্তি যথায় থাকে, তথা হইতেই তাদৃশ বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। উৎপাদিকা শক্তির সহিত উৎপন্ন পদার্থের সম্বন্ধ অপেক্ষা করে। অতএব উৎপন্ন ব্যক্ত কার্য্যটী তাহার কারণস্থানীয় পদার্থে ভাব-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ছিল, সম্প্রতি ব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকাশ্য প্রকাশকের অভেদ সম্বন্ধ থাকায়, ব্যক্ত কার্য্য অব্যক্ত ভাবে ছিল স্বীকার্য্য। সুতরাং কার্য্য অভিনব নহে; পুরাতন। তবে একবার ব্যক্ত অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত এবং একবার বা পূর্ব্বে অব্যক্ত, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত হইলেও, সৎস্বরূপে ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

সৎ কার্য্যং কারণব্যাপারাৎ প্রাগপীতি শেষঃ। তথাচ ন সিদ্ধসাধনং নৈয়ায়িকৈরুদ্ভাবনীয়ম্। যদ্যপি বীজমৃৎপিণ্ডাদি-প্রধ্বংসানন্তরমঙ্কুর-ঘটাদ্যুৎপত্তিরুপলভ্যতে তথাপি ন প্রধ্বংসস্য কারণত্বমপি তু ভাবস্যৈব বীজাদ্যবয়বস্য। অভাবাত্তু ভাবোৎপত্তৌ তস্য সর্ব্বত্র সুলভত্বাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যোৎপাদপ্রসঙ্গ ইত্যাদি ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায়ামভিহিতমস্মাভিঃ। প্রপঞ্চপ্রত্যয়শ্চাসতি বাধকে ন শক্যো মিথ্যেতি বক্তুমিতি। কণভক্ষাক্ষচরণমতমবশিষ্যতে। তত্রেদং প্রতিজ্ঞাতং সৎকার্য্যমিতি। অত্র হেতুমাহ অসদকরণাৎ। অসচ্চেৎ কারণব্যাপারাৎ

আভাস।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, বুঝি ব্যাপার স্বভাবটী স্বরূপত এক প্রকার বলিয়া অনুমানে সিদ্ধান্ত হইলেও, যাহা বুঝি বা দেখি তাহা কিন্তু এক প্রকার নহে; বরং তাহা অনন্ত প্রকার! এবং তাদৃশ অনন্ত প্রকারেরও এক এক প্রকারও অনন্ত! প্রত্যেক স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক প্রকারও এত অনন্ত প্রকার যে, তাহার নির্দ্ধারণ করা যায় না। এক এক জাতীয় কীট বা পশু পক্ষী এবং মানব সংখ্যায় যে

তত্ত্বকৌমুদী।

পূর্ব্বং কার্য্যম্, নাস্য সত্ত্বং কেনাপি কর্ত্তুং শক্যম্। ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি শক্যং পীতং কর্ত্তুম্। সদসত্ত্বে ঘটস্য ধর্ম্মাবিতি চেৎ তথাপ্যসতি ধর্ম্মিণি ন তস্য ধর্ম্ম ইতি সত্ত্বং তদবস্থমেব। তথাচ নাসত্ত্বম্ অসম্বন্ধেনাতদাত্মনা চ অসত্ত্বেন কথমসন্ ঘটঃ। তস্মাৎ কারণব্যাপারাৎ উর্দ্ধমিব ততঃ প্রাগপি সদেব কার্য্যমিতি। কারণাচ্চাস্য সতোঽভিব্যক্তিরেবাবশিষ্যতে। সতশ্চাভিব্যক্তিরুপপন্না। যথা পীড়নেন তিলেষু তৈলস্য, অবঘাতেন ধান্যেষু তণ্ডুলানাং, দোহনেন সৌরভেয়ীষু পয়সঃ। অসতঃ করণে তু ন নিদর্শনং কিঞ্চিদস্তি। ন খলু অভিব্যজ্যমানং চোৎপদ্যমানং বা কচিদসদ্‌দৃষ্টম্।

আভাস।

কত, তাহা গণনাতীত! এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্রম-পরিণামে নিরাকার অব্যক্ত ভাব হইতে সাকার মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্য সমাধা করিতেছে; এবং একা প্রকৃতি তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য? তিনি কি আপন ইচ্ছা বা প্রয়োজন মত নূতনভাবে তাহাদের গঠন করিতেছেন? ইহারা কি তাঁহার ইচ্ছাধীন গঠিত পদার্থ? তাহা হইলে, এই সৃষ্টির প্রবৃত্তি এবং জ্ঞান তাঁহাকে কে দিল? যিনি তাঁহাকে এই সৃষ্টির প্রবৃত্তি এবং জ্ঞান দিয়াছেন, প্রকৃতি নিশ্চয়ই তাঁহার অধীন! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য? প্রকৃতি যাঁহার অধীন তিনি কে? যদি আমরা তাঁহাকে বেদান্তের সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা বলিয়াই নির্দ্ধারণ করি! এবং সমস্ত গঠনের জ্ঞান তাঁহাতেই আছে, স্বীকার করি; এবং কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকারূপ উপাদানের আশ্রয়ে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ পরমব্রহ্ম স্বীয় শক্তি প্রকৃতিরূপ উপাদানের আশ্রয়ে এই অনন্ত বিশ্বকে রচনা করিতেছেন, স্বীকার করি, তাহা হইলে, কুম্ভকারের ন্যায় তাঁহাকে নিরন্তর বিব্রত থাকিতে হয়। কারণ সংসার নিরন্তরই পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং তাদৃশ পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টি-কার্য্যের কর্ত্তার কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রামের অবসর থাকে না। তখন তাঁহার আনন্দ স্বরূপের মূর্ত্তি কোথায়? এবং কখনই বা হয়? অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন,

তত্ত্বকৌমুদী।

ইতশ্চ কারণব্যাপারাৎ প্রাক্ সদেব কার্য্যমিত্যাহ—উপাদানগ্রহণাৎ। উপাদানানি কারণানি তেষাং গ্রহণং কার্য্যেণ সম্বন্ধঃ। উপাদানৈঃ কার্য্যেণ সম্বন্ধাদিতি যাবৎ। এতদুক্তং ভবতি—কার্য্যেণ সম্বদ্ধং কারণং কার্য্যস্য জনকং। সম্বন্ধশ্চ কার্য্যস্যাসতো ন সম্ভবতি, তস্মাৎ সদিতি। স্যাদেতৎ অসম্বদ্ধমেব কারণৈঃ কস্মাৎ কার্য্যং ন জন্যতে, তথাচ অসদেব উৎপৎস্যতে, অত আহ—সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ। অসম্বদ্ধস্য জন্যত্বে অসম্বদ্ধত্বাবিশেষেণ সর্ব্বং কার্য্যজাতং সর্ব্বস্মাদ্ভবেৎ, নচৈতদস্তি। তস্মান্ন অসম্বদ্ধমসম্বদ্ধেন জন্যতে অপি তু সম্বদ্ধং সম্বদ্ধেন জন্যতে ইতি। যথাহুঃ সাঙ্খ্যবৃদ্ধাঃ—"অসত্ত্বে নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্ব-

আভাস।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি; আনন্দে এব অভিসংবিশন্তি। আনন্দং ব্রহ্ম ব্যজানাৎ। আনন্দের আবেগে কার্য্যের সূত্রপাত হয়; আনন্দই কার্য্যের গতি রক্ষা করে; এবং কার্য্যান্তে আনন্দেরই প্রতিভা পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ আনন্দ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়; এবং কার্য্যের সমাপনে আনন্দেরই প্রতীতি ঘটে। কিন্তু কার্য্যকালে কর্ত্তাকে বিব্রত থাকিতে হইলে, আনন্দ থাকে না। দ্বিতীয়ত: যদি কর্ত্তা পরমাত্মাকে নিরন্তর সৃষ্টির কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকেও কল্পনার অধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ এ সমস্ত কিছুই ছিল না, প্রত্যেকটী তিনি কল্পনা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন! এবং পরেও জিজ্ঞাসা আইসে যে, এমন কি তাঁহার প্রয়োজন হইল, যাহার অনুরোধে তিনি নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, নিরন্তর অভাব হইতে এই অনন্ত ভাবের উদ্ভাবন তাঁহাকে করিতে হইতেছে। সমগ্র বিশ্বকে ভ্রমও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে, ফলে ভ্রম বলিলে, কারণেও ভ্রমের আরোপ করা হয়। কার্য্যের পর ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলে, সে কার্য্যের আরম্ভও ভ্রমপূর্ণ সন্দেহ নাই। সুতরাং জীবের পক্ষে সৃষ্টি যদি ভ্রমপূর্ণ হয়, শিবেরও ভ্রমে সৃষ্টির প্রারম্ভ স্বীকার করিতে হয়।

তত্ত্বকৌমুদী ।

সঙ্গতিঃ । অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিরিতি" । স্যাদেতৎ অসম্বদ্ধমপি তদেব তৎ করোতি যত্র যৎ কারণং শক্তং । শক্তিশ্চ কার্য্যদর্শনাদবগম্যতে, অতো নাব্যবস্থেত্যত আহ—শক্তস্য শক্যকরণাৎ । সা শক্তিঃ শক্তকারণাশ্রয়া সর্ব্বত্র বা স্যাৎ শক্যে বা ? সর্ব্বত্র চেত্তদবস্থৈবাব্যবস্থা । শক্যে চেৎ কথমসতি শক্যে তত্রেতি বক্তব্যম্ । শক্তিভেদ এব স তাদৃশো যতঃ কিঞ্চিদেব কার্য্যং জনয়েন্ন সর্ব্বমিতি চেৎ হন্ত ভোঃ শক্তিবিশেষঃ কার্য্যসম্বদ্ধো বা স্যাদসম্বদ্ধো বা । সম্বদ্ধত্বে নাসতা সম্বন্ধ ইতি সৎকার্য্যম্, অসম্বদ্ধত্বে সৈব অব্যবস্থেতি সুষ্ঠুক্তং শক্তস্য শক্যকরণাদিতি ।

ইতশ্চ সৎকার্য্যমিত্যাহ কারণভাবাচ্চ, কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ । নহি কারণাদ্ভিন্নং কার্য্যং । কারণঞ্চ সদিতি কথং তদভিন্নং কার্য্যমসদ্ভবেৎ ।

আভাস ।

কিন্তু বীজভবে জগৎ প্রকৃতির গর্ভে চির বিদ্যমান স্বীকার করিলে, এরূপ তর্কের সম্ভাবনা আর থাকে না । ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

এই প্রত্যক্ষে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসার অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জ্ঞানের পর পার্শ্বে তর্কের অতীত বেশে নিদ্রিতের ন্যায় অজ্ঞাতভাবে বিদ্যমান ছিল ; এক্ষণে মূর্ত্তি ধারণে পরিদৃষ্ট হইয়াছে মাত্র । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন,

"নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরং ॥

বৎস অর্জ্জুন ! মৃত্যুভয়ে রোদন করিও না ! বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ন্যায়, মৃত্যুতে দেহের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র । তুমি, আমি বা উপস্থিত এই নরপতিগণকে যেমন সম্প্রতি বিদ্যমান দেখিতে পাইতেছ, জন্মের পূর্ব্বে অন্য মূর্ত্তিতে বা ভাবান্তরে বা সূক্ষ্মাবশেষে ইহাঁরা সকলেই বিদ্যমান ছিলেন ; এবং এই পরিধেয় বেশ পরিহার করিলেও

তত্ত্বকৌমুদী।

কার্য্যস্য কারণাভেদসাধকানি প্রমাণানি, ন পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তদ্ধর্ম্মত্বাৎ। ইহ যদ্‌যতো ভিদ্যতে তৎ তস্য ধর্ম্মো ন ভবতি, যথা গৌরশ্বস্য। ধর্ম্মশ্চ পটস্তন্তূনাং তস্মান্নার্থান্তরম্। উপাদানোপাদেয়ভাবাচ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ। যয়োরর্থান্তরত্বং ন তয়োরুপাদানোপাদেয়ভাবঃ, যথা ঘটপটয়োঃ। উপাদানোপাদেয়ভাবশ্চ তন্তুপটয়োঃ তস্মান্নার্থান্তরত্বমিতি। ইতশ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ সংযোগাপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। পদার্থান্তরত্বে হি সংযোগো দৃষ্টো যথা কুণ্ডবদরয়োঃ। অপ্রাপ্তির্ব্বা যথা হিমবদ্বিন্ধ্যয়োঃ,। ন চেহ সংযোগাপ্রাপ্তী। তস্মান্নার্থান্তরত্বমিতি। ইতশ্চ পটস্তন্তুভ্যো নভিদ্যতে, গুরুত্বান্তরকার্য্যাগ্রহণাৎ। ইহ যদ্‌যস্মাদ্ভিন্নং তস্মা-

আভাস।

বিদ্যমান থাকিবেন ; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আদি জ্ঞানবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা "যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথোস্বঃ" বলায় সৃষ্টির একবার ব্যক্তভাব এবং অপর সময়ে অব্যক্তভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব এই বিশ্ব সংসার যে মায়াবীজ অব্যক্তভাব হইতে ব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হয়, তাহারই যুক্তি প্রদর্শনার্থ সাংখ্যাচার্য্য নবম কারিকার সন্নিবেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বকারণ-কারণ প্রকৃতিতে পরমাত্ম চৈতন্যের ঈক্ষণে আলোড়িত এবং বিক্ষোভিত প্রভৃতি কার্য্য-ব্যাপারের পূর্ব্বে বীজভাবে এই জগৎ ছিল। তাহার যুক্তি যথা ;—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাবাক্যে উপদেশ প্রদানে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা এখনও নাই ; যাহা এক্ষণে আছে, কখনই তাহার অভাব ঘটিবে না। তবে ধ্বংস বলিয়া যে ভাবের আলোচনা জগতে রটিতেছে, সে ভ্রমমূলক। আমার দৃষ্টিগোচর না হইলেই পদার্থের অভাব বলা উচিত নহে। তবে বস্তুর একবার আবির্ভাব হইলে জন্ম, আবার তিরোভাবে অভাব বা মৃত্যু বলিয়া সঙ্গীত করা যায় মাত্র। জীবত্বের কথা দূরে থাকুক, সামান্য জড় পদার্থেরও নাশ বা অভিনব

তত্ত্বকৌমুদী।

গুরুত্বান্তরকার্য্যং গৃহ্যতে ; যথৈকপালকস্য স্বস্তিকস্য যো গুরুত্বকার্য্যোঽবনতি-বিশেষস্ততো দ্বিপলিকস্য স্বস্তিকস্য গুরুত্বকার্য্যোঽবনতিবিশেষোঽধিকঃ। ন চ তথা তন্তুগুরুত্বকার্য্যাৎ পটগুরুত্বস্য কার্য্যান্তরং দৃশ্যতে। তস্মাদভিন্নস্তন্তুভ্যঃ পট ইতি।

তান্যেতান্যন্বীতানি অভেদসাধনানি। তদেবমভেদে সিদ্ধে তন্তব এব তেন তেন সংস্থানভেদেন পরিণতাঃ পটঃ ন তন্তুভ্যোঽর্থান্তরং পটঃ। স্বাত্মনি ক্রিয়ানিরোধ-বুদ্ধিব্যপদেশার্থক্রিয়া-ক্রিয়াব্যবস্থাভেদাশ্চ নৈকান্তিকং ভেদং সাধয়িতুমর্হন্তি, একস্মিন্নপি তত্তদ্বিশেষাবির্ভাবতিরোভাবাভ্যামেতেষামবিরোধাৎ। যথাহি কূর্ম্ম-

আভাস।

বেশে জন্ম বা উৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করা, সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যাচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি "অসদ-করণাৎ"।

যাহা ছিল না, তাহা হয় না। যে ব্যক্তির হৃদয়ে বা মানস-শক্তিতে ঘট বা প্রতিমা অঙ্কিত আছে, সেই ব্যক্তিই মৃত্তিকাদির আশ্রয়ে স্বীয় অন্তরস্থ মূর্ত্তিখানিকে বাহিরে প্রতীয়মান করিতে পারেন। একখানি বিপুল প্রস্তরখণ্ডে কোন মূর্ত্তিই ছিল না, সত্য! কিন্তু ভাস্কর স্বকীয় হৃদয়-ছবি তাহার যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর খুদিয়া অঙ্কিত করিল। যাহার হৃদয়ে সে ছবি না থাকে, সে কখন মূর্ত্তি খুদিতে পারে না। যে মূর্ত্তি বাহিরে দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বে ছিল ; এক্ষণে তাহারই কার্য্য হইয়াছে। ভাস্করও অবশ্য কোথাও হইতে আপন হৃদয়ে যাহা তুলিয়া রাখিয়াছিল, উপাদান প্রাপ্তে তাহারই বিকাশ করিল। সরিষা বা তিলের মধ্যে তৈল ছিল, সুতরাং পেষণের দ্বারা বাহিরে নির্গত হয় ; না থাকিলে, বাহির হইত না। ইষ্টক পেষণে তৈল নির্গত হয় না। কারণ তদন্তরে তৈল ছিল না। সুতরাং সৎ পদার্থেরই আবির্ভাব বা উৎপত্তি দেখা যায় ; অসৎ পদার্থের উৎপত্তি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

দ্বিতীয় যুক্তি ; "উপাদান-গ্রহণাৎ"। উপাদান অর্থাৎ কারণ

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাঙ্গানি কূর্ম্মশরীরে নিবিশমানানি তিরোভবন্তি, নিঃসরন্তি চাবির্ভবন্তি, ন তু কূর্ম্মতস্তদঙ্গান্যুৎপদ্যন্তে প্রধ্বংসন্তে বা ; এবমেকস্যা মৃদঃ সুবর্ণস্য বা ঘটমুকুটাদয়ো বিশেষা নিঃসরন্ত আবির্ভবন্ত উৎপদ্যন্ত ইত্যুচ্যন্তে ; নিবিশমানাস্তিরোভবন্তো বিনশ্যন্তীত্যুচ্যন্তে ন পুনরসতামুৎপাদঃ সতাং বা নিরোধঃ ।

যথাহ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। ইতি। যথা কূর্ম্মঃ স্বাবয়বেভ্যঃ সঙ্কোচিবিকাশিভ্যো ন ভিন্নঃ এবং ঘটমুকুটাদয়োঽপি মৃৎ-সুবর্ণাদিভ্যো ন ভিন্নাঃ। এবঞ্চেৎ তন্তুষু পট ইতি ব্যপদেশোঽপি যথেহ বনে তিলকা ইত্যুপপন্নঃ।

আভাস।

মূর্ত্তিতে কার্য্য নামক ব্যক্ত পদার্থটী ভাবান্তরে ছিল ; তজ্জন্যই অভিব্যক্ত হইল। একটী বীজ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিলে, তদন্তর হইতে বৃক্ষটী বাহির হয় ; তাহা ভাব মূর্ত্তিতে বীজের অন্তয়েই ছিল। কিন্তু তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই ; কারণ যে মূর্ত্তিতে বা ভাবে বৃক্ষটী বীজের মধ্যে ছিল, সে ভাব দর্শনের যোগ্যতা মানবের নাই ; সুতরাং মানব তাহা নাই বলিয়া ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু প্রমাণপটু বিবেকী ব্যক্তি অনুমানের সিদ্ধান্তে বীজের অন্তরে বৃক্ষের অস্তিত্ব দিব্যচক্ষে দর্শন করেন। অধিক কি! বীজটী বৃক্ষভাবে পরিণত হইয়াও, ক্ষান্ত হয় নাই ; সমস্ত বৃক্ষময় হইয়া থাকে। কারণ বহুকাল পরে, যেরূপ বীজ হইতে বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ফল প্রসবের ছলে, শত সহস্র স্বকীয় বীজভাব জগতে প্রকাশ করত, কার্য্য-কারণের চিরবিদ্যমান নিত্যসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

তৃতীয় যুক্তি ; "সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।" অর্থাৎ অভিব্যক্ত কার্য্য কারণরূপে ছিল বলিতে যদি কেহ আপত্তি করেন ; অর্থাৎ পদার্থ-সমূহ স্বভাবত আপনিই জন্মে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে প্রতিবোধিত করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে কারণ বিশেষের নির্দ্দেশ থাকিত না ; সকল পদার্থ হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইবার

তত্ত্বকৌমুদী।

ন চার্থক্রিয়াভেদোঽপি ভেদমাপাদয়তি। একস্যাপি নানার্থক্রিয়াদর্শনাৎ। যথৈক এব বহ্নির্দাহকঃ প্রকাশকঃ পাচকশ্চেতি। নাপ্যর্থক্রিয়াব্যবস্থা বস্তুভেদে হেতুঃ। তেষামেব সমস্তব্যস্তানামর্থক্রিয়া ব্যবস্থাদর্শনাৎ। যথা প্রত্যেকং বিষ্টয়ো বর্ত্মদর্শনলক্ষণামর্থক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি ন তু শিবিকাবহনং, মিলিতাস্তু শিবিকাং বহন্তি, এবং তন্তবঃ প্রত্যেকং প্রাবরণমকুর্ব্বাণা অপি মিলিতা আবির্ভূতপটভাবাঃ প্রাবরিষ্যন্তি। স্যাদেতৎ আবির্ভাবঃ পটস্য কারণ-

আভাস।

ব্যবস্থা থাকিত। একটী যে কোন পশুর গর্ভে মনুষ্য-পুত্র অনায়াসে পাওয়া যাইত; এবং অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি নয়ন-গোচর হইত। কিন্তু তাহা হয় না। একটী সমতল ক্ষেত্রে পাঁচ প্রকারের বীজ বিভিন্ন স্থানে রোপণ করত, উপযুক্তরূপ জলাদির সিঞ্চন করিলে দেখা যায়, পাঁচ প্রকারেরই বীজ অবস্থান্তরিত হইয়া ধ্বংস ভাব প্রাপ্তের মত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ধ্বংস বলা যায় না। কারণ ধ্বংস স্বীকার করিলে, সকল বীজের পক্ষে তুল্যভাবেই ধ্বংস স্বীকার করিতে হয়; কারণ ধ্বংসের আর ইতর বিশেষ নাই। ধ্বংসের পর অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় বলিলে, ধ্বংসই অঙ্কুরের এক জাতীয় উৎপত্তির কারণ হইত; এবং পাঁচটী বীজস্থান হইতে এক জাতীয় অঙ্কুরেরও উৎপত্তি ঘটিত। কিন্তু তাহা ঘটিল না। যে স্থলে আম্র প্রভৃতি যেরূপ বীজ প্রোথিত করা হইয়াছিল, সেস্থলে সেই জাতীয় বৃক্ষেরই উৎপত্তি স্পষ্টত যখন প্রতীত হয়, তখন বীজের ধ্বংস স্বীকার করা, একান্তই অসম্ভব; বরং যাহাতে যে শক্তি আছে, তাহা হইতে তাহারই ব্যক্ত ভাবের উদয় স্পষ্টত দেখা যায়। সকল হইতে সকলের উৎপত্তি হয় না।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই "শক্তস্য শক্যকরণাৎ" ভাবের মীমাংসা পূর্ব্বেই হইয়াছে। অর্থাৎ, আমড়ার বীজে আম্র গাছ নাই। আমড়া গাছেরই বীজ ছিল; সুতরাং বৃক্ষ জন্মিয়া, আমড়া ফলই প্রসব করিল।

তত্ত্বকৌমুদী।

ব্যাপারাৎ প্রাক্ সদসদ্ বা? অসংশ্চেৎ প্রাপ্তং তর্হ্যসতঃ উৎপাদনম্। অথ সন্, কৃতং তর্হি কারণব্যাপারেণ। ন হি সতি কার্য্যে কারণব্যাপারপ্রয়োজনং পশ্যামঃ। আবির্ভাবে চাবির্ভাবান্তরকল্পনেঽনবস্থাপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদাবির্ভূতপটভাবা তন্তবঃ ক্রিয়ন্তে ইতি রিক্তং বচঃ। অথাসদুৎপদ্যত ইত্যত্রাপি মতে কেয়মসদুৎপত্তিঃ সতী অসতী বা? সতী চেৎ কৃতং তর্হি কারণৈঃ, অসতী চেত্তস্যা অপ্যুৎপত্ত্যন্তরমিত্যনবস্থা। অথোৎপত্তিঃ পটান্নার্থান্তরম্ অপি তু পট এবাসৌ

আভাস।

ফল বৃক্ষ হইতে প্রসূত হইতেছে দেখিলে, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, ফল সূক্ষ্ম কারণ মূর্ত্তিতে বৃক্ষের অন্তরে থাকে; সুতরাং তাহাই বাহির হয়। অতএব কার্য্য ব্যক্ত পদার্থ কারণ-মূর্ত্তিতে যখন থাকে, এবং ভাবান্তরেও ধ্বংস হয় না; বৃক্ষরূপেই পরিণত হয় মাত্র; এবং পুনরায় ব্যক্ত মূর্ত্তিতে ফলরূপে দেখা দেয়, তখন কার্য্য সৎ। অর্থাৎ যাহা কিছু দেখি, তাহা ছিল এবং থাকিবে। তরঙ্গে ভাসমান পদার্থ যেমন একবার ঊর্দ্ধে এবং পরক্ষণে গভীর তরঙ্গ-গর্ভে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ কাল-তরঙ্গে ভাসমান এই জগৎ সংসার বা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তুনিচয় একবার আবির্ভাবের বেশে এবং একবার অন্তর্ধানের মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিতেছে মাত্র।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কার্য্য-কারণ-ভাব অনেক স্থলে পরিদৃষ্ট হইলেও, দৃষ্টান্তের উপলক্ষ ব্যতীত, সাংখ্যকর্ত্তা তাদৃশ ব্যাপারে দৃষ্টি করেন নাই। তিনি পরমার্থের অন্বেষণে প্রবৃত্ত; সুতরাং সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি, ইষ্টকাদির সমবায়ে গৃহাদি অট্টালিকার নির্ম্মাণ, গাভী হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি বা কূর্ম্ম শরীর হইতে তাহার অঙ্গাদির প্রসার বা নিবিশমান-ভব প্রভৃতি কার্য্য-কারণ ভাবের পরিচয় তিনি শাস্ত্রে প্রতিপন্ন করেন নাই। এতাদৃশ স্থূলভাবে কার্য্য-কারণ ভাবের নিরূপণ করিতে উদ্যম করিলে, পরম তত্ত্বের নিরূপণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং ন্যায় মতে স্থূল

তত্ত্বকৌমুদী।

তথাপি যাবদুক্তং ভবতি পট ইতি তাবদুক্তং ভবত্যুৎপদ্যত ইতি। ততশ্চ পট ইত্যুক্তে উৎপদ্যত ইতি ন বাচ্যং, পৌনরুক্ত্যাৎ। বিনশ্যতীত্যপি ন বাচ্যম্, উৎপত্তিবিনাশয়োর্যুগপদেকত্র বিরোধাৎ। তস্মাদিয়ং পটোৎপত্তিঃ সকারণসমবায়ো বা স্বসত্তাসমবায়ো বা উভয়থাপি নোৎপদ্যতে। অথ চ তদর্থানি

আভাস।

পদার্থের আশ্রয়ে কার্য্য-কারণ লইয়া যে সকল তর্ক-জালের আবির্ভাব হইয়াছে, সে সমস্তের উত্থাপনে আমরা সরল-হৃদয় পাঠককে পরমার্থ-চিন্তায় পথভ্রষ্ট করিব না। এই স্থূলভাবে পরিদৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত মহাশক্তি অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পদ্ধতি মাত্র পাঠক-হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার সরল পন্থা এস্থলে বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিবার যত্ন তিনি করিয়াছেন। পুষ্প বা ফল যখন কঠিন কাষ্ঠমূর্ত্তিতে বিদ্যমান বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, তখন বৃক্ষ তাহাদের কারণ এবং পত্র, পুষ্প ও ফল তাহার কার্য্য স্থূল দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হইলেও, তাদৃশ কার্য্য-কারণভাবের পরিচয় দর্শনকার তাঁহার শাস্ত্রে দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন। অবশ্য কার্য্য-কারণ ভাবের এটী সুন্দর দৃষ্টান্ত বটে; তথাপি তাদৃশ দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হওয়া গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় নহে। তিনি সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান কিরূপে করিতে হয়, সেই পদ্ধতিরই অনুসরণার্থ কার্য্য দর্শনে কারণের অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার শাস্ত্র কার্য্যের পেক্ষা তাহার কারণ যে কত সূক্ষ্ম, তাহা কেবল তর্কে মীমাংসিত হইবে না। অন্তর্দৃষ্টিতে কিয়ৎকাল প্রণিধান করিলেই, সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। বেদান্ত যাহাকে ইন্দ্রজাল বা মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন, সাংখ্যকার অনুসন্ধানে সেই স্থলেই সূক্ষ্ম কারণের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। ভাষার প্রসার না থাকিলেও, ভাবের প্রসার অবশ্যই আছে। তিনি বৃক্ষটীকে দেখাইয়া, তাহার অব্যক্ত কারণ-ভাব বীজের মধ্যে যে অবশ্য ছিল এবং যাহা পৃথিবীর অতি সূক্ষ্ম

তত্ত্বকৌমুদী ।

কারণানি ব্যাপার্য্যন্তে। এবং সত এব পটাদেরাবির্ভাবায় কারণাপেক্ষোত্যুপপন্নম্। ন চ পটরূপেণ কারণানাং সম্বন্ধঃ, তদ্রূপস্য অক্রিয়ত্বাৎ ক্রিয়াসম্বন্ধিত্বাচ্চ কারকাণাম্। অন্যথা কারকত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ সৎকার্য্যমিতি যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

আভাস ।

নিরন্তর উর্ব্বরা শক্তির প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত এবং অবয়বীভূত হইয়াছে, তাদৃশ ভাবের প্রতিপাদনে কার্য্য-কারণের প্রতীতি সাধকের হৃদয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্যকে বুঝা যায়, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার কারণকে বুঝিতে হইবে। কারণ-ভাব যে স্তরে থাকিবে, কার্য্য তদপেক্ষা স্থূল; সুতরাং কার্য্যটী স্থূল, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য; কারণ কিন্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবধারণীয় ॥ ৯ ॥

শাস্ত্রকর্ত্তা এই নবম কারিকা পর্য্যন্ত শাস্ত্রের উপক্রম এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিরূপণোপায়ের বর্ণন করিয়াছেন। অবশ্য একখানি অর্ণবপোত প্রস্তুত করিতে হইলে, বিবিধ যন্ত্র এবং কাষ্ঠাদি উপকরণ অগ্রে সংগ্রহ করা প্রয়োজন; নতুবা কার্য্য আরম্ভ করিয়া কুঠারাদি যন্ত্রের সংগ্রহ করিতে হইলে, কার্য্যের বিশৃঙ্খলা এবং বৃথা কালাতিপাত হইয়া যায়; সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার শাস্ত্রের প্রারম্ভে সংসারে দুঃখনাশই যে একান্ত প্রয়োজন; তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদুপায় কল্পে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের উপায় প্রমাণ-জ্ঞান; এই কয়েকটী বিষয় শাস্ত্রের প্রারম্ভে পাঠককে প্রতিবোধিত করিয়াছেন। এই সমস্ত উপকরণ সঙ্গে লইয়া আমরা কি বুঝিতে অগ্রসর হইব, তাহারই সূচনা তিনি দশম কারিকা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এক্ষণে তিনি কি দেখাইবেন? বলিয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রথমতই জিজ্ঞাসা আইসে! তদুত্তরে তিনি আরম্ভ করিলেন যে, সত্যস্বরূপে (আসলে) সম্পদ্ এবং শান্তি; মিথ্যাতে (নকলে) বিপদ্

আভাষ।

এবং দুঃখ। অর্থাৎ মূলে সত্য; কিন্তু কার্য্যে মিথ্যা। অতএব অনুসন্ধানের দ্বারা মূল তত্ত্বকে নিরূপণ করিতে পারিলেই, নিরুদ্বিগ্না শান্তি; কিন্তু কার্য্যের প্রতি ধাবিত হইলে, ঘোর অশান্তি এবং প্রতি পদে বিপদের গণনা করিতে হইবে। হিতকারিণী জননীর প্রদত্ত দুগ্ধাদি প্রিয় পদার্থে অরুচি প্রকাশ করিলে এবং মাতৃ-সন্নিধান হইতে যথেচ্ছ অন্যত্র ধাবিত হইলে, জননী বালকের হিত-কামনাতেই তাহাকে ভয় প্রদর্শন করেন। নিতান্ত অবাধ্য বালককে আপনার অনুগত করাইবার জন্য জননীকে বেশ পরিবর্ত্তনে রাক্ষসী সাজিয়া, ভয় প্রদর্শন করাইতে হয়। বালক জননীর ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে আকুল প্রাণে স্বীয় মাতাকেই উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিতে থাকে এবং স্বীকার করে, মাগো! আর এমন কর্ম্ম করিব না! তুমি যাহা বলিবে, তাহাই শুনিব এবং করিব! তখন রাক্ষসীর বেশ পরিহারে স্বকীয় বেশে বালককে ক্রোড়ে লইয়া জননী স্তন্য প্রদান করেন। জগজ্জননী মহামায়া প্রকৃতিও আমাদের ন্যায় অশান্ত সন্তানকে স্বপথে আনিবার জন্য অনন্ত অশান্ত মূর্ত্তি প্রদর্শনে, সংসারে দারুণ ক্লেশের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। যাহারা বুঝিয়াছেন যে, এ সমস্তই সেই জননীর ক্রীড়া; আর তাঁহারা ক্রীড়া দর্শনে কৌতূহলী হন না; তাঁহারা জননীর শরণাগত হইয়া বলেন, জগদম্বে! নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল ক্রীড়া দেখাইয়া আর পুত্রগণকে ক্লান্ত করিও না! এক্ষণে স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লও! পীযুষপূর্ণ স্তন্য দানে, কৃতার্থ কর! অম্বে! পুত্রের জন্য তোমার এত ক্রীড়া! ভগবতি! তুমি ভোলানাথকেও ভিখারী করিয়াছ! অন্ন-ভিক্ষার ছলে ভূতভাবন ভবেশও তোমার সমীপে ভিখারীর বেশে দণ্ডায়মান! জ্ঞান-জগৎকে আনন্দ বিতরণার্থ তোমার এত লীলা! হে-ভয়ানকে! বুঝিলাম! তোমার ক্রীড়া নহে, পুত্রকে ভয় দেখান মাত্র!, ভয় পেয়েই সমস্ত বুঝিলাম! তোমারই ক্রীড়া মূর্ত্তি এই ব্রহ্মাণ্ড

আভাস।

সম্পূর্ণ বিষপূর্ণ! তুমিই অমৃতের খনি! সার বস্তু যাকে যে না ধরেছে, সেই বিপন্ন! কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে ছাড় নাই। তুমি অকূল পাথারে বুদ্ধিরূপ কাণ্ডারী সাজিয়া, স্বকীয় নিত্যসিদ্ধ পথে স্বীয় তনয়কে লইয়া যাইতেছ। তাই সাংখ্যকর্ত্তা প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষে প্রতীয়মান ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড-সাগরকে মন্থন পূর্ব্বক ভবানীর পাদপদ্ম কোন পথে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদভিপ্রায়েই দশম কারিকার অবতারণা করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

তদেবং প্রধানসাধনানুগুণং সৎকার্য্যমুপপাদ্য যাদৃশং তৎ প্রধানং সাধনীয়ং তাদৃশমাদর্শয়িতুং বিবেকজ্ঞানোপযোগিনী ব্যক্তাব্যক্তসারূপ্যবৈরূপ্যে তাবদাহ।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥ ১০॥

অন্বয়ঃ।

ব্যক্তং (কার্য্যং মহদাদি পৃথিব্যন্তং বস্তু) হেতুমৎ (হেতুঃ কারণং উপাদানং তদ্বিশিষ্টং, অতঃ উৎপন্নং) অনিত্যং ন স্থিতিশীলং বিনাশি ইতি, অব্যাপি ন সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি সসীমমিতি; সক্রিয়ং সদৈব ক্রিয়াবিশিষ্টং, অনেকং বহু, আশ্রিতং উপাদানাপেক্ষ্যং, লিঙ্গং প্রধানস্য কারণস্য পরিচায়কং; সাবয়বং সংযুক্তাবয়ব-বিশিষ্টং, পরতন্ত্রং কার্য্যোৎপাদনে অন্যং অপেক্ষতে পরাধীনং ইতি। পরন্তু অব্যক্তং মূলং প্রধানং হি তস্য ব্যক্তস্য বিপরীতং বিপরীতধর্ম্মবৎ; যথা অহেতুমৎ স্বপ্রধানং, নিত্যং, সর্ব্বব্যাপি, অক্রিয়ং, একং অদ্বিতীয়ং, অনাশ্রিতং, অলিঙ্গং অনবয়বং, স্বতন্ত্রং এব॥ ১০॥

অনুবাদ।

নাম এবং কর্ম্মাদির আকারে অভিব্যক্ত অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি) হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরোত্তর অতি স্থূলভাবে পরি-দৃশ্যমান ক্ষিত্যাদি যাবতীয় পদার্থই হেতুমৎ; অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব তদপেক্ষা অন্য কোন সূক্ষ্ম উপাদান কারণ হইতে তাহা উৎপন্ন

অনুবাদ।

স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং অনিত্যং। কারণ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া, ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম করিতে পায় না; নিজ স্বরূপ হইতে অপর বিজাতীয় পদার্থের উৎপাদনোপলক্ষে প্রতিক্ষণে পরিণত হইতে থাকে; এবং ক্রমশঃ আত্মস্বরূপ হারাইয়া ফেলে; সুতরাং অব্যাপি, অর্থাৎ বৃক্ষ পত্রে পরিণত হইলেও, বৃক্ষ পত্রাকারে কখন ব্যাপ্ত হয় না। সক্রিয়; অর্থাৎ পদার্থ মাত্রেরই অন্তরে একটী ক্রিয়া ব্যাপার নিরন্তর চলিতেছে; নিস্তব্ধভাবে কোন পদার্থই বিদ্যমান থাকে না। অনেকং; অর্থাৎ অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের একত্রীভুত-ভাবে প্রত্যেক পদার্থ যেমন সৃষ্ট হয় বলিয়া "সাবয়বং" বলা হইয়াছে, তেমনই প্রত্যেকেই স্বজাতীয় বেশে বহু হইয়া বিদ্যমান থাকে। আশ্রিত; অন্য একটী অবিকৃত শক্তির আশ্রয়ে পদার্থের পরিণাম ঘটে এবং পরিণত না হইয়া; থাকিতেও পারে না; সুতরাং পরতন্ত্রং। লিঙ্গং; অর্থাৎ যত প্রকার পদার্থেই পরিণত হউক না, মূল আশ্রয় শক্তিরই গুণের পরিচয় সকলে প্রদান করে। ব্যক্ত পদার্থ যে জাতীয়, মূল শক্তি অব্যক্ত কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ॥১০॥

তত্ত্বকৌমুদী।

ব্যক্তং হেতুমৎ হেতুঃ কারণং তদ্বৎ। যস্ত চ যো হেতুস্তস্য তমুপরিষ্টাদ্ বক্ষ্যতি। অনিত্যং বিনাশি তিরোভাবীতি যাবৎ। অব্যাপি সর্ব্বং পরিণামিণং ন ব্যাপ্নোতি, কারণেন হি কার্য্যমাবিষ্টম্, ন কার্য্যেণ কারণম্। ন চ বুদ্ধ্যাদয়ঃ প্রধানং বেবিষতি ইত্যব্যাপকাঃ। সক্রিয়ং পরিস্পন্দবৎ, তথাহি বুদ্ধ্যাদয় উপাত্তমুপাত্তং দেহং ত্যজন্তি দেহান্তরঞ্চোপাদদত ইতি তেষাং পরিস্পন্দঃ, শরীর-

আভাস।

শাস্ত্রকর্ত্তা প্রথম কারিকার দ্বারা শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন মানব মূর্ত্তি ধারণে কোন্ কার্য্যের

তত্ত্বকৌমুদী।

পৃথিব্যাদীনাঞ্চ পরিস্পন্দঃ প্রসিদ্ধ এব। অনেকঃ প্রতিপুরুষং বুদ্ধ্যাদীনাং ভেদাৎ পৃথিব্যাদ্যপি শরীরঘটাদিভেদেনানেকমেব। আশ্রিতং স্বকারণে আশ্রিতং বুদ্ধ্যাদি কার্য্যম্। অভেদেঽপি হি কথঞ্চিদ্ভেদবিবক্ষয়া আশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ। যথেহ বনে তিলকা ইত্যুক্তং; লিঙ্গং প্রধানস্য। যথা চৈতে বুদ্ধ্যাদয়ঃ প্রধানস্য লিঙ্গং তথোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতি, প্রধানন্তু প্রধানস্য ন লিঙ্গং পুরুষস্তু লিঙ্গং ভবদপীতি ভাবঃ।

আভাস।

সম্পাদনার্থ যে জগতে জন্মগ্রহণ করিলাম এবং কি করিয়াই যে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম? ভাবিলে আর উত্তর দিবার কিছুই থাকে না। অমৃতের অনুসন্ধানে বিবিধ জ্ঞান-যন্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিলাম বটে, কিন্তু অমৃতের পরিবর্ত্তে কালকূট হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া, মানব-জীবন যদি জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়, তবে তাহার ঔষধের ব্যবস্থা নিরৌষধ স্থানে কিরূপে সঙ্গত হইবে? আদি জ্ঞানবান্ কপিলদেব মানবের ভবরোগের ঔষধ নির্ব্বাচনোপলক্ষে প্রথম কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রোগের পিপাসায় যথেচ্ছ প্রচুর জল পান করিলে, শরীরের বলাধান না হইয়া, বরং রোগেরই বৃদ্ধি হয়। তজ্জ্ঞানান্ধ মানব সুখের প্রত্যাশায় অন্ধের ন্যায়, বিষয় ভোগেই নিরন্তর অগ্রসর হইলে, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকেই সংগ্রহ করিবে! তাহাই আদি জ্ঞানবান্ কপিলদেব প্রথম ও দ্বিতীয় কারিকাতে প্রতিপাদন করিয়া, প্রকৃত ঔষধের নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভোগ মানবের আদৌ লক্ষ্য নহে; ভোগোপলক্ষে বিষয়ের বিচারই প্রধান লক্ষ্য। কোন্ কোন্ বিষয়ের বিচার যে করিতে হইবে, তাহাও তিনি তৃতীয় শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিচার যে কিরূপে করিতে হয়, তাহারই মীমাংসার্থ নবম কারিকার সমাবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে দশম কারিকাতে কোন্ পদ্ধতিতে জগৎকে যে দেখিতে হয়, তাহারই বিচারে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শাস্ত্রের আরম্ভ হইল।

তত্ত্বকৌমুদী।

ভাবঃ। সাবয়বম্‌ অবয়বনমবয়বঃ মিথঃ সংশ্লেষো মিশ্রণং সংযোগ ইতি যাবৎ। অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ; তেন সহ বর্ত্তত ইতি সাবয়বং। তথাহি পৃথিব্যাদয়ঃ পরস্পরং সংযুজ্যন্তে এবমন্যেঽপি। ন তু প্রধানস্য বুদ্ধ্যাদিভিঃ সংযোগস্তাদাত্ম্যাৎ নাপি সত্ত্বরজস্তমসাং পরস্পরং সংযোগঃ; অপ্রাপ্তেরভাবাৎ।

পরতন্ত্রং বুদ্ধ্যাদি, বুদ্ধ্যা স্বকার্য্যেঽহঙ্কারে জনয়িতব্যে প্রকৃত্যা পূরণমপেক্ষতে। অন্যথা ক্ষীণা সতী নালমহঙ্কারং জনয়িতুমিতি ব্যবস্থিতিঃ। এবমহঙ্কারাদিভিরপি স্বকার্য্যজননে, ইতি সর্ব্বং স্বকার্য্যে প্রকৃত্যা পূরণমপেক্ষতে। তেন প্রকৃতিং পরামপেক্ষমাণং কারণমপি স্বকার্য্যোপজননে পরতন্ত্রং ব্যক্তম্‌।

বিপরীতমব্যক্তং ব্যক্তাৎ। অহেতুমন্নিত্যং ব্যাপি নিষ্ক্রিয়ম্‌। যদ্যপ্যব্যক্তস্যাস্তি পরিণামলক্ষণা ক্রিয়া, তথাপি পরিস্পন্দো নাস্তি। একমনাশ্রিতমলিঙ্গমনবয়বং স্বতন্ত্রমব্যক্তম্‌॥ ১০॥

আভাস।

তিনি মানবকে উপদেশ প্রদানে বলিয়াছেন যে, মানব! পূর্ব্বে যেরূপ দৃষ্টিতে জগৎ সংসারের প্রতি তুমি মনোনিবেশ করিতে, প্রণিহিতমনা হইয়া দেখিলে, আর তাহা সেরূপ দেখিবে না। কারণ জগৎ তোমার অভিপ্রেত ভোগ্য নহে; তোমার অভিপ্রেত পদার্থকে মাত্র বুঝাইবার জন্য,জগৎ দেখা দিতেছে। জগতের নিজের কোন গুরুত্ব বা গৌরব নাই; তবে সারাৎসার এবং পরাৎপর দুইটী নিত্য সত্য পরম পদার্থকে প্রকটিত করাইয়া দেয় বলিয়াই, সাধারণের পক্ষে তাহা এত বিশেষ আদরের বস্তু। এই দুইটী পরম বস্তুর মধ্যে একটী আমার আমি; অপরটী এই ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা তিনি। জগৎ প্রতিপদে সুখ দুঃখাদি ভোগ প্রদানে ভোক্তৃস্বরূপ আমাকে দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে প্রতিবোধিত করায়; এবং নিজের অনিত্যাদি অবস্থার পরিচয়ে, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং এই দশম কারিকাতে তাদৃশ ব্যক্ত জগৎ এবং তাহার কারণ অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধানের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আভাস।

এই কারিকাতে ব্যক্ত পদার্থের ধর্ম্ম এবং স্বরূপের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ব্যক্ত অর্থে পরিস্ফুট। অর্থাৎ দুগ্ধে নবনী অপরিস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, দেখা যায় নাই বা পৃথক্ ভাবে আত্ম-পরিচয় দেয় নাই; দুগ্ধাবস্থায় নবনীর অব্যক্ত ভাব। কিন্তু মন্থনের পর, দুগ্ধ হইতে নবনীর পৃথক্ অস্তিত্বকে তাহার ব্যক্ত দশা বলিয়া স্বীকার করা যায়। বৃক্ষমধ্যে পত্র, পুষ্প বা ফলাদির অব্যক্তভাব ছিল; এক্ষণে পত্রাদি মুর্ত্তিতে পৃথক্ অস্তিত্বের পরিচয়ই তাহাদের ব্যক্ত দশা। এই ভাবে মূলাশক্তি প্রধান বা প্রকৃতির অন্তরে এই পরিদৃশ্য-মান যাবদীয় জাগতিক পদার্থ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ছিল; পরে চৈতন্যের ঈক্ষণে তাহারা ব্যক্তভাবের পরিগ্রহে জীবের সমক্ষে পরিদৃষ্ট হইতেছে; এবং স্ব স্ব পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য এবং রূপেরও পরিচয় প্রদান করি-তেছে। আমরা স্ব স্ব প্রয়োজনের অনুরোধে পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি মাত্র; কিন্তু ইহারা যে কে এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছে? এবং ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াই, পরিণামের প্রবল গ্রাসে পতিত থাকিয়া, কোথায় কে বিলীন হইয়া যাইতেছে? তাহার কোন অনুসন্ধানই রাখি না। সুতরাং আমাদের দেখা, না দেখার মধ্যেই গণনীয়। অতএব গ্রন্থকর্ত্তা জাগতিক পদার্থকে কেমন করিয়া যে দর্শন করিতে হয়, তাহারই পদ্ধতি এই শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

ভগবান্ স্বয়ম্ভূ জীবকে তদীয় সৃষ্ট বিষয়কে অবধারণার্থ বহির্বিষয়া বুদ্ধি দিয়াছেন; যাহাতে তাহারা তদীয় সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ক পদার্থের প্রতীতি করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানবাদি জীব সমূহ আজীবন বাহিরের বিষয়ই অনুভব করিতে কাল অতিবাহিত করিল; অন্তর্দৃষ্টির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছে না। ভোগ্য পদার্থের অকিঞ্চিৎকরত্বের প্রতি যদবধি দৃষ্টি না পড়ে;

আভাস।

ততকাল তাহারা ব্যক্ত জগতের কারণের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে না। মানবের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত মোক্ষলাভে পরমানন্দের প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই কেবল অন্তর্দৃষ্টি সহকারে ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ মহামায়া এবং পরম মায়ীর স্বরূপ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া, নিরন্তর শান্তিময় পরমানন্দে নিমগ্ন হন।

অতএব ব্যক্ত বলিতে হইলে, অসীম প্রকৃতির গর্ভ হইতে নাম ও মূর্ত্তি গ্রহণে অভিব্যক্ত যাবদীয় ভাব বা বস্তুই ব্যক্তনামে অভিহিত। তাহাতে ব্রহ্মলোক হইতে তৃণ পর্য্যন্ত এবং বুদ্ধি হইতে হস্ত পদাদির নখর-দেশ পর্য্যন্ত ব্যক্ত পদার্থ নামে অভিহিত স্বীকার করিতে হইবে। নিরাকার অসীম অনন্তশক্তি প্রকৃতির অন্তর হইতে ক্রমশঃপরিণামে ইহারা অভিব্যক্ত এবং এই সমস্তের অসীম কারণভাবে, "অতস্তিমিত-গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততং। অনাখ্যমনভিব্যক্তং সং কিঞ্চিং অবশিষ্যতে।" একা প্রকৃতিই অবস্থিত। সেখানে ভাবের কোন আকার বা ইঙ্গিত নাই; কেবল স্তিমিত এবং গম্ভীর ভাবে, অথচ তেজ বা তমো নহে; কোন কার্য্য বা নাম নাই; অথচ জন্য জগতের সত্তাপ্রদ সংস্বরূপে চির বিদ্যমান, নিত্যসিদ্ধা পরমাত্ম-চৈতন্যের নিত্য-সহচরী ত্রিগুণাত্মিকা মহামায়া প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির গুণবৈষম্যে পরিণত উত্তরোত্তর যাবতীয় পদার্থই বিকৃতি বা ব্যক্তনামে অভিহিত। আমরা জ্ঞান-নেত্র পাইয়াও, অন্ধের ন্যায় বিষয় অন্ধকূপে পতিত থাকিয়া, মিথ্যা বিষয়ের অভিমুখেই ধাবিত হইতেছি! বিষয়ের প্রতিমূর্ত্তি যে কি! একবার স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে অগ্রসর হইতেছি না।

আদিজ্ঞানবন্ মহর্ষি কপিলদেব জাগতিক বিষয়ের ছবি আমাদের চিত্তে চিত্রিত করিবার মানসে, ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন যথা;—হেতুমৎ ইত্যাদি; অর্থাৎ জগতে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ। প্রত্যেক সামগ্রী অন্য একটী সূক্ষ্ম

আভাস।

কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফল পুষ্প হইতে, পুষ্প বা পত্র বৃক্ষ হইতে, বৃক্ষ উর্ব্বরা শক্তির সহযোগে বীজ হইতে এবং উর্ব্বরা শক্তি পৃথিবী হইতে প্রকাশমান পরিদৃষ্ট হইতেছে। পরিণত-বয়স্ক মানব একদিন অতি ক্ষুদ্র শিশুর মূর্ত্তিতে মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে ভ্রূণমূর্ত্তিতে মাতৃগর্ভে বাস করিতেছিল; তৎপূর্ব্বে পিতৃবীর্য্যে, বীর্য্য অন্নে, অন্ন ওষধিতে, ওষধীসমূহ পৃথিবীতে, পৃথিবী জলে, জল অগ্নিস্বরূপ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ পরম অহঙ্কার হইতে যখন ক্রম পরিণামে নির্গত, তাহা প্রত্যক্ষে এবং শাস্ত্রের সহায়ে বুঝিতে পারি, তখন ব্যক্ত কোন পদার্থই স্বয়ংসিদ্ধ নহে; অনুরূপ সুক্ষ্ম কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া, তদপেক্ষা স্থূল মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হইতেছে। অনিত্য; ক্ষণকালের জন্যও কোন পদার্থ স্বরূপে অবস্থান করে না। অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান কোন পদার্থই নয়নগোচর হয় না। একটী মুকুল ফল প্রসবার্থ মুকুলিত হইল বটে; কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তিকে যেন প্রতারিত করত, পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হয়; এবং কে যেন তাহাকে তাদৃশ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তনে অতি ক্ষুদ্র ফলের আকারে আকারিত করিয়া দেয়। আমার দেখা সাঙ্গ হইতে না হইতেই, সে পুষ্টকলেবরে ভাবান্তরিত হইয়াছে। একটী ক্ষুদ্র কলাইয়ের আকার হইতে একটী বড় আম্রের মূর্ত্তি ধারণ করিতে যদি দুইমাস কাল প্রয়োজন হয়, এক মাসে তাহার অর্দ্ধেক পরিবর্ত্তন, এক দিবসে তদনুরূপ এবং এক দণ্ড বা পলে তদনুরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, স্পষ্টত স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পরিণামের স্রোতে পদার্থ মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং যাহাকে যখনই দেখি, পরক্ষণে সে আর সেরূপে থাকে না। তবে ক্রমান্বয়ে দেখি বলিয়াই, তাহার পরিবর্ত্তন তাদৃশ উপলব্ধ হয় না। অতএব এ জগতে পুত্র কলত্রাদি কাহাকে আপন বলিয়া প্রেম করিব? এই দেখিলাম! এই নাই! পরিবর্ত্তনের বেগে প্রত্যেক পদার্থই অনিত্যতার স্রোতে ভাসিয়া

আভাস।

চলিতেছে! সন্তঃপ্রসূত বালককে দর্শন করিয়া, পিতা বিদেশে গমন করিলেন; এবং দুই তিন বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করত, স্বীয় সন্তানকে আর পূর্ব্বরূপে দেখিতে পান না; প্রসূত মূর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনে শিশুকে অন্য কেহ বলিয়া তিনি জ্ঞান করেন। পরিচয় পাইলে, মনে মনে স্বীকার করিয়া, পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন মাত্র। চিকিৎসা শাস্ত্রে বলেন যে, দ্বাদশ বৎসরে দেহস্থ যাবতীয় অণু পরমাণুর পরিবর্ত্তনে অভিনব পরমাণুর সঞ্চারে দেহ পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইয়া থাকে।

অব্যাপি;—মূল কারণ প্রকৃতি হইতে উত্তরোত্তর বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং দেহ সমুৎপন্ন হইলেও, দেহ দ্বারা প্রাণ এবং প্রাণের দ্বারা মন এবং মনের দ্বারা অহঙ্কার পুষ্টিলাভ করে না। সুক্ষ্মের দ্বারা স্থূল গঠিত হয়; স্থূলের দ্বারা সুক্ষ্ম গঠিত হয় না। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থকে স্থূল-দৃষ্টিতে ব্যক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং ইহাদের উৎপত্তির সুক্ষ্ম পদার্থকে কারণ শব্দে প্রয়োগ করিয়া থাকি। প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থ পরবর্ত্তী ব্যক্ত হইতে ভিন্ন গুণাক্রান্ত। পটোল পদার্থ যে লতা হইতে উৎপন্ন এবং যে শিকড়ের আশ্রয়ে লতা পরিবর্দ্ধিত, তাহারা পরস্পরে ভিন্ন গুণাক্রান্ত। পটোল, পল্‌তা এবং পল্‌তার শিকড় পরস্পরে বিভিন্ন গুণাক্রান্ত। অতএব ব্যক্ত পদার্থ যে কোন পদার্থকে উৎপাদন করে এবং যে কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা পরস্পরে আত্ম-স্বরূপের কোন ভাব রক্ষা করে না; উভয় ভাব হইতে উভয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্ মূর্ত্তিতে অবস্থান করে। বীজ, বৃক্ষ এবং পত্র তিনটীই পৃথক্ বস্তু। রসের দ্বারা বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত; রস কিন্তু বৃক্ষ বা তাহার কোন অঙ্গের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। সেইরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা তদুৎপন্ন মহান্ বা অহঙ্কারাদি পরিব্যাপ্ত হইলেও, মহান্ (বুদ্ধি) বা অহঙ্কারাদির দ্বারা মূলশক্তি অব্যক্ত প্রকৃতি অভিব্যাপ্ত নহে।

আভাস।

সক্রিয়; অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। কারণ সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; তৎস্বরূপে কোন ক্রিয়া নাই। কিন্তু উক্ত গুণত্রয়ের বৈষম্য ঘটিবামাত্র, একটী ক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটে, যাহাতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বুদ্ধি-তত্ত্বের উৎপত্তি হইলেও, তদন্তরস্থ গুণত্রয়ের বৈষম্যের নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং তদন্তরেও ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং সেই ক্রিয়ার উপলক্ষে বুদ্ধির অন্তরে অন্য আর একটী তদপেক্ষা বিজাতীয় ভাব অহঙ্কার-তত্ত্বের উদয় হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বের উদয়েও তদন্তরস্থ ক্রিয়া-শক্তির নিবৃত্তি ঘটে না; কারণ মূলে যে ত্রিগুণের বৈষম্য একবার উদিত হইয়াছে, উদ্যমের সম্পূর্ণ বা নিঃশেষে ফল বা কার্য্যের সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, বিপরীত ভাবে গতির উদয় হয় না। সুতরাং অহঙ্কার হইতে যে কোন তত্ত্বের উদয় হউক্ না, তত্তদন্তরে ক্রিয়ার নিবৃত্তি নাই। সুতরাং আমরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই এবং বুঝিতে পারি যে, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে রস, রক্ত ও মাংসাদির ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে; ক্ষণ-কালের জন্যও বিরাম নাই। আমাদের জাগরণ, স্বপ্ন বা নিদ্রার কালে দেহ-যন্ত্রের বা তত্রস্থ রসাদির ক্রিয়ার নিবৃত্তি নাই। বাহ্য জগতেও ঐ জাতীয় ক্রিয়ার নিবৃত্তি নাই। বৃক্ষে পৃথিবীর রস নিরন্তরই আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে; শাখা প্রশাখা, পত্র, পুষ্প এবং ফলাদির মধ্যে নিরন্তর রস-সঞ্চারণের কার্য্য চলিতেছে। অনুলোম অর্থাৎ বর্দ্ধনের গতিতে উন্নতি বা প্রতিলোম অর্থাৎ হ্রাসের গতিতে অবনতির ক্রিয়া নিরন্তর প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ তুল্য পরিমাণের তিন গুণের অবস্থানের নাম প্রকৃতি। তথায় কোন ক্রিয়াই নাই। নিরবয়ব, নির্ম্মল এবং শূন্যের ন্যায় অনন্তভাবে বিদ্যমান আকাশের

আভাস।

কোন এক স্থানে মেঘের উদয় হইলেও, সর্ব্বত্র মেঘ থাকে না; আকাশ নিজ স্বরূপেই বিশ্রাম করে; সেইরূপ মহাশক্তি প্রকৃতির কোন অংশে ত্রিগুণের বৈষম্যে ক্রিয়ার সূচনা হইবামাত্র, বুদ্ধির জন্ম হয়। বুদ্ধির অন্তরে ক্রিয়ার ব্যাপার থাকিলেও, অনন্ত এবং অসীম প্রকৃতিতে কোন ক্রিয়া নাই। তাহার একদেশে তত্ত্বের উদয়ে ক্রিয়া হইলেও, সর্ব্বত্র নহে। মহাকাশের একদেশে মেঘের অবস্থান ব্যতীত, সমগ্র নভোমণ্ডল মেঘাকুল বলা যায় না। সুতরাং জগজ্জননী প্রকৃতি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও, তদুৎপন্ন যাবতীয় তত্ত্ব সক্রিয়। বৃক্ষ লতা বা ফল পুষ্পের কথা দূরে থাকুক, প্রচণ্ড হিমালয় পর্ব্বতেরও অভ্যন্তরে হ্রাস বৃদ্ধির ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। যে ভূমণ্ডলে আমরা বাস করিতেছি, তাহারও অন্তরে ভূতপঞ্চকের ক্রিয়া নিরন্তর বিদ্যমান থাকিয়া, অন্তরে সলিলাদির নিরন্তর প্রবাহ বা আগ্নেয়গিরির উৎপাত এবং খনিজ পদার্থের জন্মাদি ক্রিয়া চলিতেছে। মৃত্তিকা কত ভাবে বা কত রূপে যে পরিণত হইতেছে, কে তাহার নির্ব্বাচন করিতে পারে!

অনেক,—একটী বীজ হইতে একটী অঙ্কুরের উদয় হইলেও, পরে আর একরূপ থাকে না। যতই বাহিরের অভিমুখে তাহার গতির প্রসার হয়, ততই বহুতে পরিণত হইতে থাকে। একটী স্কন্ধ হইতে কত শাখা, প্রশাখা এবং পত্রাদির যে উদয় হইতে থাকে, তাহা গণনা করা যায় না। অতএব প্রকাশ্য বস্তু অনন্ত হইলেও, প্রকাশককে কিন্তু একভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রকৃতি একা এবং অদ্বিতীয়া! তাঁহার প্রসূত পদার্থ কিন্তু বিচিত্রবীর্য্য এবং অনেক। অতএব মূল কারণ হইতে পরিণত ব্যক্তভাব যতই স্থূল ব্যক্ত মূর্ত্তিতে সংসারের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই অসংখ্য নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হয়। একখানি কাচনির্ম্মিত দর্পণে পূর্ণাবয়ব সূর্য্যের প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয়; কিন্তু উক্ত কাচখানি ভগ্ন হইয়া ক্ষুদ্রাকারে

আভাস।

পরিণত হইলে, সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কিন্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশে প্রতিবিম্বিত হইতে ত্রুটি করে না। সেইরূপ উপাধিস্বরূপ জীব কলেবরের যতই ক্ষুদ্রত্ব সাধিত হউক না কেন, চিদংশের প্রতিবিম্বিত হইবার কোন বাধা তথায় হয় না। এই ক্ষুদ্রত্বের কারণ গুণত্রয়ের একান্ত বৈষম্য মাত্র। এই বিষয়টী পরে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে।

আশ্রিতং;—ঘট বলিলে, মৃত্তিকা বলা হয় না বটে, কিন্তু মৃত্তিকার আশ্রয়ে ঘটের অস্তিত্ব জানিতে হইবে। এক রসের আশ্রয়ে বৃক্ষের যাবতীয় ভাব নির্ভর করে। পৃথিবীর আশ্রয়ে পার্থিব বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। অলঙ্কারের সুবর্ণভাগ সরাইয়া লইলে, যেমন অলঙ্কারের আর অলঙ্কারত্ব থাকে না, সেইরূপ মূলপ্রকৃতি অব্যক্তের অপসারণে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্যক্তভাবের আর কোন চিহ্নই থাকে না। বৃক্ষ বা তাহার পত্র তদবধি প্রসন্নভাবে অবস্থান করে, যদবধি রস উপযুক্ত পরিমাণে আশ্রয়ভাবে সকলের অন্তরে বিরাজ করে। আমাদের দেহ বা ইন্দ্রিয়ও যতক্ষণ জীবনীশক্তির আশ্রয় পায়, ততক্ষণই স্ব স্ব কার্য্য করিতে বা জীবিত থাকিতে সমর্থ হয়। আমরা দেহের আশ্রয়ে বলের অধিষ্ঠান মনে করি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে; বলের দেহ; বলের আশ্রয়ে দেহের পরিচয়। অকস্মাৎ মৃত ব্যক্তির কলেবর পুষ্ট থাকিলেও, বলের অভাবে দেহ পতিত বা মৃত হইয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্ম বলের আশ্রয়ে যেমন দেহ বিরাজ করে, বলও সূক্ষ্ম শুক্র শক্তির উপর নির্ভর করে। চিকিৎসা শাস্ত্র বলেন, অন্নের সূক্ষ্মাংশ হইতে শুক্রের সাহায্য হয়। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে যথেচ্ছ শুক্রক্ষয় না করিয়া, যাঁহারা বীর্য্য ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের সহ, ওজঃ এবং বল এই ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কারণ শুক্রের আশ্রয়ে এই তিন শক্তির বিকাশ।

দেহের শক্তি বল, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ওজঃ এবং অন্তঃকরণের শক্তি

আভাস।

সহ, এক শুক্রের আশ্রয়ে আমাদের দেহে বিরাজ করে। মনের সাহস, ইন্দ্রিয়ের ওজস্বিতা এবং দেহের বল এক শুক্রের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মৈথুন-ব্যাপারে যে শুক্র পত্নী-গর্ভে পতিত হইয়া সন্তানের উৎপাদন করে, তাহাকে আমরা যে আকারে বা মূর্ত্তিতে পরিণত পরিদর্শন করি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তাদৃশ নহে; তাহা তদপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম। কারণ শুক্র ধারণা-শক্তিরও শক্তিপ্রদ। একটী বৃহৎ পাত্রে স্থাপিত এক মণ দধি বা দুগ্ধকে মন্থন-দণ্ডের দ্বারা মন্থন করিলে, সমগ্র দুগ্ধ বা দধির সার একত্রিত হইয়া, নবনীতে পরিণত এবং উপরিভাগে ভাসমান পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ কামবাণে সমগ্র দেহ মথিত হইয়া, যে জীবনী শক্তির একত্র সমাবেশ হয়, তাহাকেই শুক্র নামে ঋষিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মৈথুন-ব্যাপারের পূর্ব্বে এই শুক্র নিরবয়ব জ্যোতির আকারে সমগ্র দেহে, ইন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অক্ষুণ্ণ শক্তিরূপে তাহাদেরই পোষণ-ব্যাপারে নিবিষ্ট ছিল। মৈথুন-ব্যাপারের দ্বারা শুক্রকে সেই সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া, সন্তান-জননে একমুখী করাইবার উপলক্ষে ঘনীভূত করান হইল। জল যেমন ঘনীভূত হইয়া, বরফে পরিণত হয়, পরিপাচিত অন্নরস ঘনীভূত হইয়া রক্ত, মাংস, মেধ, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুতে যেমন পরিণত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ-শক্তি, ইন্দ্রিয়-শক্তি এবং দেহ-শক্তি ঘনীভূত হইয়া, শুক্রাকারে পরিণত হয়। শক্তির স্থূলরূপ শুক্র। শুক্রের ক্ষয় করিলে, উক্ত ত্রিবিধ শক্তির ক্ষয়-সাধন করা হয়। অতএব বহির্মুখে যতই ব্যক্ত ভাবের প্রসারণ হয়, অব্যক্ত মূলাশক্তি কিন্তু স্বরূপে থাকিয়া, সকল ভাবের আশ্রয়-রূপে বিদ্যমান থাকেন এবং ব্যক্ত ভাবগুলিকে আত্মস্বরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইবার জন্য বলের পূরণ করেন। সুতরাং ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতির আশ্রিত এবং পরতন্ত্র। অর্থাৎ মেঘ বারি বর্ষণে স্বয়ং ক্ষীণ হইত, যদি আকাশ সন্নিধান হইতে পুষ্টি না

আভাস।

পাইত। অতএব সকল ব্যক্ত পদার্থকে মূলা প্রকৃতি নিরন্তর সাহায্য করিতেছেন; সুতরাং বিচিত্র কার্য্য পর পর বহির্ম্মুখে বিকশিত হইয়া, বিরাটের ব্যবস্থা হইতেছে।

লিঙ্গং;—লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন, পরিচায়ক; ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্তের স্বরূপের পরিচয় দেয়। ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় বা নাশ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়শক্তি-বিশিষ্ট কারণ হইতেই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার পরিচয় হয়। অতএব ভোগ্য বা ভোগায়তন ব্যক্ত পদার্থ যখন সুখ, দুঃখ ও মোহ-ময়, তখন তাহারা যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই মূল কারণ অব্যক্ত মায়া বা প্রকৃতিও সেইরূপ গুণময়ী; সন্দেহ নাই। পরিদৃশ্যমান ব্যক্ত জগৎ যখন জড় এবং জীবচৈতন্যের ভোগ্য বস্তু, তখন ইহার কারণ প্রকৃতিও জড়া এবং তাদৃশ পরম চৈতন্যের ভোগ্য বস্তু। অতএব ভোগ্য ব্যক্ত পদার্থের দর্শনে আমরা সর্ব্বকারণ-কারণ প্রকৃতি-স্বরূপকেও সামান্যতো-দৃষ্ট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তে আনয়ন করিতে পারি; এবং তিনি যখন জড় ভোগ্যারূপে চিরবিদ্যমান, তখন তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য পরম চৈতন্য অবশ্য বিদ্যমান আছেন; অনুমান করিতে পারি; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাবয়বং;—যাহাকে জ্ঞানের বিষয় বলা হয়, তাহাকেই জ্ঞানের আবরক বলা হইয়া যায়। যে কোন একটী পদার্থে দৃষ্টির সংযোগ হয় বলিলে, সেই পদার্থের পর পার্শ্বে দৃষ্টির নিরোধ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং পদার্থের আকার, তাহার বিস্তৃতি এবং স্থূলতাদি গুরুত্ব-ভাবের পরিচয় স্বীকার করা হয়। যে কোন ব্যক্ত পদার্থ আমরা নয়ন-গোচর করি, তাহা যে কত ক্ষুদ্র অগণ্য পদার্থের একত্রীকরণে উৎপন্ন, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে! এক মট্‌কি তরল ঘৃত উষ্ণতার অভাবে এবং সামান্য শৈত্যের প্রভাবে যেমন অনন্ত কোটী

দানা বা মণ্ডে পরিণত হয়, সেইরূপ নিরাকার এবং নিরবয়ব প্রকৃতির গর্ভে কেবল গুণত্রয়ের বৈষম্য-নিবন্ধন অণু বা পরমাণুর প্রকারে নানা অবয়ব-বিশিষ্ট ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। একটী অঙ্গুলির পর্ব্ব কত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের মিলনে প্রস্তুত! ব্যক্ত পদার্থ মাত্রই অনন্ত ক্ষুদ্র অবয়বের মিলনে প্রস্তুত; কিন্তু তরল ঘৃত বা নারিকেল তৈলের ন্যায়, প্রকৃতির স্বরূপে কোন অবয়ব নাই। কারণ তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা; সুতরাং আকারের সৃষ্টি তাঁহাতে নাই। গুণত্রয়ের বৈষম্যেই নানাত্বের, সৃষ্টি এবং সুতরাং আকারের গঠন হয়॥ ১০॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তদনেন প্রবন্ধেন ব্যক্তাব্যক্তয়োর্বৈধর্ম্ম্যমুক্তম্। সম্প্রতি তয়োঃ সাধর্ম্ম্যং পুরুষাচ্চ বৈধর্ম্ম্যমাহ।

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।

ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ সাধর্ম্ম্যং কথয়তি, যথা ব্যক্তং, তথা প্রধানং অপি ত্রিগুণং সত্ত্বরজস্তমোময়ং; অবিবেকি (বিবিক্তং পৃথক্‌ভূতং স্বতন্ত্রং রূপং যস্য তৎ বিবেকি ন তথা ইতি; অতঃ স্বতন্ত্রেণ ন বর্ত্ততে)। বিষয়ঃ দৃগ্‌গোচরঃ; সামান্যং সাধারণং বহুভি র্গ্রাহ্যং। অচেতনং অজ্ঞং জড়মিতি। প্রসবধর্ম্মি পদার্থান্তর-জননায় পরিণামস্বভাবং। পুমান্ পুনঃ জ্ঞস্বরূপঃ পুরুষঃ হি তথাচ তদ্বিপরীতঃ (তয়োঃ ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ বিপরীতঃ এব; যথা অত্রিগুণঃ, বিবেকী, অবিষয়ঃ, অসামান্যঃ চেতনঃ তথা অপরিণামিশ্চ॥ ১১॥

যে সকল ধর্ম্মের পরিচয়ে ব্যক্ত পদার্থের সহিত অব্যক্তা প্রকৃতির, সামঞ্জস্য আছে, তাহারই উল্লেখে বলা হইয়াছে যে, উভয় ব্যক্ত এবং অব্যক্তই ত্রিগুণ; অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময়।

অনুবাদ।

অবিবেকী অর্থাৎ অপরের সংশ্রব ব্যতীত, স্বয়ং পৃথক্‌ভাবে উভয়ের কোনটীই পরিদৃষ্ট হয় না। বিষয়;—অর্থাৎ জ্ঞান-গ্রাহ্য। সামান্য;—সাধারণতঃ গ্রাহ্য (একজাতীয় অনেক পদার্থে একভাবে পরিদৃষ্ট বা অনেকের অনুভূত হয়)। অচেতন—অর্থাৎ জড়; আত্ম-স্বরূপকে যেমন স্বয়ং জানে না, সেইরূপ অন্যকেও বুঝে না; সুতরাং অনভিজ্ঞ জড় পদার্থ। কিন্তু প্রসবধর্ম্মি; অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইতে পৃথক্ পদার্থ উৎপাদন করিবার যোগ্যতা এবং শক্তি নিরন্তর ধারণ করে। জ্ঞানরূপী পুরুষে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন কোন ধর্ম্মের কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকিলেও, আপাতত কথিত ব্যক্তাব্যক্তের ধর্ম্মের সহিত কোন সামঞ্জস্যই নাই; বরং পুরুষকে উক্ত প্রাকৃতিক ধর্ম্মের বৈপরীত্যে গুণাতীত, স্বরাট্, অবিষয়, অসামান্য, চৈতন্যস্বরূপ এবং অপরিণামী বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় ॥ ১১ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

ত্রিগুণং ত্রয়ো গুণাঃ সুখদুঃখমোহা অস্যেতি ত্রিগুণং। তদনেন সুখাদীনামাত্ম-গুণত্বং পরাভিমতমপাকৃতম্। অবিবেকি যথা প্রধানং ন স্বতো বিবিচ্যতে এবং মহদাদয়োঽপি ন প্রধানাদ্বিবিচ্যন্তে, তদাত্মকত্বাৎ। অথবা সম্ভূয়কারিত্বমবিবেকঃ। ন হি কিঞ্চিদেকং পর্য্যাপ্তং স্বকার্য্যে, অপি তু সম্ভূয়। তত্র নৈকস্মাৎ কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্ভব ইতি।

আভাস।

পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জাগতিক পদার্থ কোনটীই নূতন নহে; সকল গুলিই পূর্ব্বে ছিল। তবে ফুল যেমন তত্তৎ পাদপের অভ্যন্তর হইতে ফুটিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটী অনন্ত-শক্তি প্রকৃতির গর্ভ হইতে ফুটিয়া প্রকাশ মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমাদের দেহের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিভিন্ন স্তরকে অবলম্বন করিয়া সংযতভাবে ভাবিলেও, বিরাটের সহিত স্থূল সূক্ষ্মভেদে বিভিন্ন

তত্ত্বকৌমুদী।

যে আহুর্বিজ্ঞানমেব হর্ষবিষাদমোহশব্দাদ্যাকারঃ ন পুনরিতোহন্যস্তদ্ধর্মেতি তান্ প্রত্যাহ বিষয় ইতি। বিষয়ো গ্রাহ্যো বিজ্ঞানাদ্বহিরিতি যাবৎ। অতএব সামান্যং সাধারণং ঘটাদিবৎ অনেকপুরুষৈর্গৃহীতমিতি যাবৎ। বিজ্ঞানাকারত্বে ত্বসাধারণ্যাৎ বিজ্ঞানানাং বৃত্তিরূপাণাং তেঽপি অসাধারণাঃ স্যুঃ। বিজ্ঞানং যথা পরেণ ন গৃহ্যতে, পরবুদ্ধেরপ্রত্যক্ষত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

আভাস।

স্তরকে অবধারণার্থ একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে পারিব। তবে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া ভাবিতে অগ্রসর হইলে, কোন কোন স্থলে বুঝিবার সুগম হইলেও, অনেক স্থলে বিশেষ আয়াস-সাধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এমন কি! বিচারে অগ্রসর হওয়া চিত্তের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আবার কেবল দেহকে আশ্রয় করিয়া বিচার বা ধারণায় প্রবৃত্ত হইলেও, অনেক স্থলে অনুভব বা সিদ্ধান্ত যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও, দৃষ্টান্তের অভাবে মুগ্ধ হইতে হইবে। অতএব ইহার কোন একটীর অশ্রয় করিলে, মানব পূর্ণকাম হইতে পারেন না; তজ্জন্য বাহ্য জগৎ এবং অন্তর্জ্জগৎ এই দুইটীকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ভগবান্ কপিলদেব এক "ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞবিজ্ঞানাৎ" বলিয়া উভয় কটিকেই স্পর্শ করিবার কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ অন্তর্জগৎ স্ব স্ব দেহকে আশ্রয় করিয়া, স্বকীয় চিত্ত পর্য্যন্ত অব্যক্ত ভাবের পরিচয় নিজের জ্ঞস্বরূপ চেতন-ভাগ পুরুষের দ্বারা যেমন অবগত হওয়া যায়, তেমনই বহির্জ্জগতেও ব্যক্ত বস্তু-সমূহকে পরিদর্শন করত, তত্তৎ কারণের প্রতি দৃষ্টি করিলে, মূল অব্যক্তা প্রকৃতি পর্য্যন্ত যে পরম জ্ঞানে ঈশ্বর-চৈতন্যের দ্বারা চালিত বা মুখরিত হয়, সেই পরম্য পুরুষ পরম জ্ঞকেও অবধারণ করিতে পারিলে, ক্ষুদ্র জ্ঞর অপার শান্তি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

অতএব অন্তর্জ্জগতের অনুপাতে বহির্জ্জগৎকে এবং বহির্জ্জগতের অনুপাতে অন্তর্জ্জগৎকে যে ভাবে আমাদের বিচার করা কর্ত্তব্য,

তত্ত্বকৌমুদী।

তথাচ নর্ত্তকীভ্রূলতাভঙ্গে একস্মিন্ বহূনাং প্রতি সন্ধানং যুক্তম্। অন্যথা ন স্যাদিতি ভাবঃ। অচেতনং সর্ব্ব এব প্রধানবুদ্ধ্যাদয়োঽচেতনাঃ, ন তু বৈনাশিকবচ্চৈতন্যং বুদ্ধেরিত্যর্থঃ। প্রসবধর্ম্মি প্রসবরূপো ধর্ম্মো যঃ সোঽস্যাস্তীতি প্রসবধর্ম্মি। প্রসবধর্ম্মেতি বক্তব্যে মত্বর্থীয়ঃ প্রসবধর্ম্মস্য নিত্যযোগমাখ্যাতুম্। স্বরূপবিরূপপরিণামাভ্যাং ন কদাচিদপি বিযুজ্যত ইত্যর্থঃ।

আভাস।

তাহারই পদ্ধতি শাস্ত্রকার প্রদর্শন করাইতেছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করিতে পারি, তাহারাই যে কেবল ব্যক্ত নামে অভিহিত, তাহা নহে; অন্তঃকরণাদির দ্বারা যাহার মূর্ত্তি, ভাব বা ক্রিয়া আমরা ধারণা মাত্র করিতে পারি, তাহারাও ব্যক্ত নামে অভিহিত। অতএব প্রকৃতির প্রথম পরিণামে প্রস্তুত আমাদের চিত্ত বলিয়া আমরা যেমন ধারণা করি, সেইরূপ একটী বিরাট্ চিত্তেরও অস্তিত্ব আমরা বিশেষ চেষ্টা করিলে, অবশ্য ধারণা করিতে পারিব; সন্দেহ নাই। জগতে স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই প্রশংসনীয় এবং উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি উন্মত্ত বোধে উপেক্ষণীয়। যাহার চিত্ত স্থির, তিনি সংসারে অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

যাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, তাহার কোন কর্ম্মেই সুখ্যাতি নাই। অতএব আমাদের মূল সম্পত্তিই চিত্ত। কারণ চিত্তের দ্বারা আমরা সংসার সাজাই, হিতাহিত বুঝি এবং ইহকাল ও পরকালের ব্যবস্থা করি। এই চিত্তেরই তিনটী মূর্ত্তি বা পরিণাম; যাহাকে সাংখ্যকর্ত্তা বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, আমার ক্ষুদ্র দেহ বা এই সামান্য গৃহক্ষেত্র সুচারুরূপে সংসাধিত করিতে হইলে, স্থিরচিত্ত হইবার প্রয়োজন। কারণ চিত্তই সকল বস্তুর ব্যবস্থা করিতেছে। প্রণিহিত-চিত্তে ভাবিলে স্পষ্টত বুঝিতে পারি, আমার আমি (অহঙ্কার) আমার সকল কার্য্য বা ভোগ্যাদির ব্যবস্থা করে। অতএব উত্তমরূপে সাজান

তত্ত্বকৌমুদী।

ব্যক্তবৃত্তিম্ অব্যক্তেঽতিদিশতি তথা প্রধানমিতি। যথা ব্যক্তং তথা প্রধানম্। তাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যং পুরুষস্যাহ তদ্বিপরীতঃ পুমান্। স্যাদেতৎ অহেতুমত্ত্বনিত্যত্বাদি প্রধানসাধর্ম্ম্যমস্তি পুরুষস্য, এবমনেকত্বং ব্যক্তসাধর্ম্ম্যং। তৎকথমুচ্যতে তদ্বিপরীতঃ পুমানিত্যত আহ—তথাচেতি। চকারোঽপ্যর্থঃ। যদ্যপ্যহেতুমত্ত্বাদিসাধর্ম্ম্যং তথাপ্যত্রৈগুণ্যাদিবৈপরীত্যমস্ত্যেবার্থঃ॥ ১১॥

আভাস।

সংসারটীকে দেখিলে, লোক গৃহস্থকে প্রশংসা করিয়া বলে, এই লোকটী বড়ই বুদ্ধিমান্। অতএব লৌকিক গৃহক্ষেত্রাদি সংসার দেখিলে যখন সংসারী ব্যক্তির বুদ্ধির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিপতিত হয়, তখন এই অতুলনীয় সংসার সমুদ্রের সৃষ্টি কৌশল এবং বিস্ময়কর নৈপুণ্য ব্যাপার অবলোকন করিলে, এই সাজান ব্রহ্মাণ্ড যে একটী অসীম চিত্ততত্ত্ব হইতে পরিণামের প্রবাহে পরিস্ফুট হইয়া ক্রমশ, স্থূল কাষ্ঠ বা পাষাণে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনন্ত হিমকণা একত্রিত হইলে যেমন একটী মেঘের উদয় হয়, বা একটী মেঘের অন্তরে অনেক হিমকণা আছে বলিয়া যেমন সাব্যস্ত হয়, সেইরূপ অনন্ত মানবের অগণ্য চিত্ত একটী প্রশস্ত চিত্তের অন্তর হইতে সমুদিত হয়, বলিতে ত কোন দোষ হয় না। ব্যষ্টি পরমাণু একটী সমষ্টি পরমাণুপুঞ্জস্বরূপ পৃথিবীর অন্তরে বিদ্যমান যেমন নয়নগোচর করি, সেইরূপ ব্যষ্টি জীবচিত্ত একটী সমষ্টিভূত পরমেশ চিত্ত হইতে প্রকাশমান বলায়, কোন আপত্তির কারণ হয় না। সেই সমষ্টি চিত্ত ঈশ্বরে এবং ব্যষ্টিচিত্ত জীবে স্বীকার করা সকলেরই অনুভব-সাধ্য; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। একটীর বিচার করিলে, উভয়টীরই বিচার সমাপ্ত হইয়া যায়। যাহার পক্ষে যেটী অবলম্বনে বিচার ও ধারণার পথ সুগম হয়, তিনি সেইটিই আশ্রয় করিবেন; কিম্বা প্রয়োজন মত উভয় কটীকেই আশ্রয় করিতে পারেন।

ধীমান্ সাংখ্যাচার্য্য এরূপ নৈপুণ্যের সহিত শাস্ত্রের মীমাংসা করিয়াছেন যে, কোন পক্ষেই মতদ্বৈধের স্থল থাকে না। মানব

আভাস।

স্বীয় কলেবরের আশ্রয়ে স্থূলতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি বা চিত্ততত্ত্ব পর্য্যন্ত অবধারণে যে কোন তত্ত্বেরই মীমাংসা করিবেন, তখনই তাঁহার অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার সে স্তরটীও তজ্জাতীয় অনন্তের একদেশ মাত্র ; তাহার সমষ্টিভাবে তত্তুল্য এক একটী সমষ্টি বিরাট্ ভাব প্রতি স্তরে দেদীপ্যমান আছে ; নতুবা অনন্ত ব্যষ্টির পরিচালনা কখনই সঙ্গত নহে।

এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তা ত্রিগুণং অবিবেকি বিষয়ঃ, সামান্যং, অচেতনং এবং প্রসবধর্ম্মি এই কয়েকটী ধর্ম্ম উভয় পক্ষ ব্যক্ত এবং অব্যক্তে কি প্রকারে সঙ্গত হইতেছে এবং পুরুষ যে এই সকল ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

বেদান্তের বিচারে পদার্থকে দুইটী মাত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। একটী চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান ; অপরটী প্রকৃতি ও তৎ কার্য্য স্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থ। সুখ দুঃখ, ভাব অভাব, কাল সাদা, মনুষ্য গরু, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাহারই উল্লেখ করা হয়, সমস্তই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং জ্ঞেয়। অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞাতা চৈতন্য। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, আমরা ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের দ্বারাই বিষয়কে বুঝি ; তদতিরিক্ত চৈতন্যকে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করা ত যায় না। তদুত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন অহঙ্কার বা বুদ্ধিকে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়া এবং স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি ; সুতরাং সে সমস্তই জ্ঞানের বিষয়। যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা জড় পদার্থ। তাহারা আপনার স্বরূপ বা অন্যের স্বরূপ অবধারণ করিতে পারে না। কিন্তু আমরা হস্তের দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্র বা নবনী প্রভৃতির কোমলত্ব যে অনুভব করি, সে কেবল চৈতন্যের সাহায্যে চেতনায়মান হস্তের দ্বারা মাত্র। নিদ্রা বা মূর্চ্ছাকালে চৈতন্যের অভাবে সেরূপ প্রতীতি হস্তের দ্বারা আর হয় না। অতএব উষ্ণ লৌহে দগ্ধ

আভাস।

হয় দেখিলে, লৌহ দগ্ধ করে না; তত্রস্থ অগ্নিই দগ্ধ করিবার কারণ। সেইরূপ ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ বুঝিবার সম্পূর্ণ হেতু নহে; চৈতন্যই জ্ঞানের মূল হেতু। চৈতন্যের সহযোগে প্রকৃতি হইতে পরিণত উত্তরোত্তর বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সকলেই আপনার অনুরূপ পদার্থের সহিত মিলিত হইতে পারে এবং চেতনের ন্যায় কার্য্য করে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতি হইতে পরিণত কোন পদার্থই চৈতন্যস্বরূপ নহে। এদিকে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও কখন জ্ঞানের বিষয় নহেন; তিনি জ্ঞানেরই স্বরূপ। তাঁহাকে বুঝিবার জন্য জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হয় না। একটী দীপ অন্বেষণ করিতে, যেমন দীপান্তরের প্রয়োজন হয় না, দীপ স্বয়ংই প্রকাশমান; সেইরূপ বোধস্বরূপকে বুঝিবার জন্য, অন্য বোধের প্রয়োজন হয় না। বিশেষত বোধের বিষয়ই পদার্থ বা পদার্থের চিন্তা। যখন কোন বৃত্তি বা চিন্তা থাকে না, তাদৃশ নিশ্চিন্ত ভাবেরও ত উপলব্ধি হয়। অতএব গৃহে কে আছ হে! বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে শুনা গেল, কেহ নাই! কিন্তু কেহ নাই বলিয়া যে উত্তর প্রদান করিল, সে যেমন নিশ্চয়ই আছে, স্বীকার করা হয়, সেইরূপ বিষয়শূন্য চিত্তেরও নিষ্ক্রিয় সাক্ষীভাবে অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপের বিদ্যমানতা মানব মাত্রেরই হৃদয়ে অবশ্য অনুভবসিদ্ধ। এই পুরুষ কাহারও বিষয় অর্থাৎ গ্রাহ্য পদার্থ নহেন; তিনি স্বয়ং বিরাজমান পদার্থ। কিন্তু মূলা প্রকৃতি এবং তৎপরিণামে সমুৎপন্ন যাবতীয় ব্যক্ত পদার্থই এই চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের বিষয়; অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ।

পদার্থ মাত্রই ত্রিগুণান্বিত; অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ এবং তমো নামে যে গুণত্রয় মূলা প্রকৃতিতে চির বিদ্যমান, সেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যাবতীয় ব্যক্ত ভাব-পদার্থেও উক্ত গুণত্রয়ের অস্তিত্ব সেইরূপ চির বিদ্যমান, জানিতে হইবে।

অবিবেকি;—পৃথক্‌ভাবে বা স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোন্

আভাস।

পদার্থই আত্ম-পরিচয় দিতে পারে না। ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি তদুৎপন্ন শস্যাদিতেই পরিলক্ষিত হয় মাত্র। কি শস্য! কি উৎপাদিকা শক্তি, স্বতন্ত্রভাবে কেহই দেখা দেয় না। উৎপাদিকা শক্তির প্রভাবে শস্যাদির পরিচয় এবং শস্যাদি পরিদর্শনে উৎপাদিকা শক্তির অনুমান। প্রত্যক্ষে পৃথক্‌ভাবে উভয়ের কোনটীকে দেখা যায় না। ব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থের দর্শনে মূলা প্রকৃতির আশ্রয়-প্রদ ভাব অনুমান করা যায় এবং বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অতি স্থূল ভূমি প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থে মূলা প্রকৃতির অন্তঃসার-রূপে প্রসারণ-ভাবও অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। সুবর্ণের আশ্রয়ে কুণ্ডল এবং কুণ্ডলভাবে সুবর্ণ; পরস্পরে আশ্রয়-আশ্রয়ীভাবে যেমন বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি এবং ব্যক্ত পদার্থ পরস্পরে আশ্রয়াশ্রয়ীভাবে থাকা ব্যতীত কেহ স্বাধীন-ভাবে আত্ম-পরিচয় দিতে পারে না। প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থায় নিরুদ্বিগ্ন মূর্ত্তিতে কোন পরিণাম না ঘটাইয়া অবস্থান করেন, তখনও তিনি স্বাধীন নহেন। কারণ সেই পরমা শক্তি নিজ শক্তিমান্ পরম জ্ঞ-স্বরূপ পূর্ণ চৈতন্যে তখনও সম্পূর্ণ বিলীনের ন্যায়, অভেদে বিশ্রাম করেন। গীতা বলিয়াছেন, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

বিষয় অর্থে গ্রাহ্য। জড় জড়ের সহিত মিলিতে পারে মাত্র; বিষয়ভাবে গ্রহণ করিতে কেহ কাহাকে পারে না। সুখ বা দুঃখ বলিয়া যে উপলব্ধির ব্যাপার, তাহাকে মিলন বলা যায় না। সুতরাং বিষয় বলিলে, জড়াতিরিক্ত অজড় চেতন পদার্থ পুরুষের বিষয়কে উপলব্ধি করা উপলক্ষে গ্রহণ বলিতে হইবে। অতএব অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া তদুৎপন্ন অতি স্থূল যাবতীয় তত্ত্বই জ্ঞান-গ্রাহ্য; সুতরাং বিষয়। পুরুষ কিন্তু অবিষয়; অর্থাৎ স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হওয়ায়, অজ্ঞ জড়ের কখন গ্রাহ্য নহেন।

সামান্য অর্থে সাধারণ। অর্থাৎ অনেকের পক্ষে তুল্য পরিমাণে

আভাস।

বিদ্যমান। যথা রস সমগ্র বৃক্ষ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন শাখা, পল্লব এবং পত্র ও পুষ্পাদি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে যেমন চির বিদ্যমান, সেইরূপ জড়া শক্তি কারণ-মূর্ত্তিতে তাহার সকল কার্য্যের সন্নিধানে সাধারণ ভাবে চির বিদ্যমান; জানিতে হইবে। অলঙ্কার অনেক প্রকারের হইলেও, সুবর্ণ সেই সকল প্রকারেতে সাধারণভাবে যেমন চির বিদ্যমান, সেইরূপ প্রত্যেক কারণরূপী ভাব অনন্ত কার্য্যরূপী ভাবের সমীপে সাধারণ-ভাবে চির বিদ্যমান যে থাকে, সেই চির বিদ্যমান ভাবেই এইস্থলে সামান্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহামনা বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নর্ত্তকী স্বীয় ভ্রূলতার ভঙ্গিমা করিলে, দর্শকবৃন্দ সকলেই স্ব স্ব অভিমুখে সঞ্চালন জনিত ইঙ্গিত বলিয়া তাহা বুঝেন; ইহাকেই সামান্য ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ একটী ঘট কেবল একজন ব্যক্তিই কেবল দেখেন, তাহা নহে; অনেকেরই গ্রাহ্য বলিয়া সামান্য শব্দের বিশেষ অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থটী কিন্তু বিষয় বলিলেই যথেষ্ট প্রকাশ করা হয়; অর্থাৎ যে পদার্থ একজনের গ্রাহ্য, সে অনেকেরই গ্রাহ্য হইতে পারে; তখন বিষয় বলিয়া আবার সামান্য বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকর্ত্তা কপিলদেব কোথায়ও দ্বিরুক্ত বা অনুগত শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং বিষয় ও সামান্য এই দুইটী পৃথক্ শব্দ পৃথক্ ধর্ম্মের জ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব "বিষয়" ও সামান্য একরূপ ধর্ম্মের পরিচায়ক না বলিলেই ভাল হয়। অতএব প্রকৃতি-শক্তি পরম কারণ; সুতরাং তিনি যেমন সামান্যাকারে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থে অনুস্যূত ভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ প্রত্যেক কারণ স্থানীয় তত্ত্ব অনুস্যূত ভাবে তদুৎপন্ন অনন্ত কার্য্যের সন্নিধানে সাধারণ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান বলিলে, সামান্য ধর্ম্মের যেন কিছু অর্থের গৌরব করা হয়। অলঙ্কার সমূহের নিকট সুবর্ণের ন্যায়, বৃক্ষসমূহে রসের সাধারণ ভাবে অবস্থিতির ন্যায়,

আভাস।

ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বা স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যসমূহে সাধারণ ভাবে তত্তৎ কারণ চির বিদ্যমান থাকে। অচেতন অর্থ জড়; অবধারণে শক্তিহীন। চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ অবধারণের শক্তিবিশিষ্ট; সুতরাং চেতন বস্তু।

প্রসব-ধর্ম্মি; অর্থাৎ স্বীয় অভ্যন্তর হইতে অন্য পদার্থের উৎপত্তি করিবার যোগ্যতা তাহার নিরন্তর আছে। কারণ গুণত্রয়ের বৈষম্য নিবন্ধন প্রত্যেক ব্যক্ত বা অব্যক্ত পদার্থের অন্তরে নিরন্তর কার্য্য চলিতেছে; সুতরাং কার্য্য হইলেই, পৃথক্ ফল নিশ্চয়ই তাহা হইতে উৎপন্ন হইবে। সে ফল কিন্তু, কারণের অনুরূপ হইতে পারে না। বৃক্ষের স্কন্ধের অভ্যন্তরে কার্য্য থাকিলে, শাখা পল্লবাদিকে বৃক্ষ যেমন প্রসব করে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্ত এবং অব্যক্ত পদার্থ আভ্যন্তরিক কার্য্যের অনুরোধে তদতিরিক্ত পৃথক্ ভাব বা পদার্থের প্রসব করিয়া সৃষ্টি-কার্য্যের আনুকূল্য করিতেছে। কোন পদার্থ নিষ্ক্রিয়-ভাবে কখন বিদ্যমান থাকে না।

চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অন্তরে কোন কার্য্য নাই; সুতরাং চৈতন্যের কোন পরিণাম হয় না। যাহার পরিণাম বা আভ্যন্তরিক ক্রিয়া নাই, তাদৃশ পদার্থ অখণ্ড একরস নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্য স্বরূপে চিরবিদ্যমান; ইহাই আর্য্য দর্শনকারের মীমাংসা ॥ ১১ ॥

এক হইতে অনেকের জন্ম হয় না; এক চিরকালই এক থাকিবে। কিন্তু মহাশক্তি প্রকৃতি একা হইয়াও যখন ত্রিগুণা, সুতরাং তিনি অনেকের উৎপত্তির কারণ হইয়াছেন। তিনি একে তিন এবং তিনে এক। অতএব তাদৃশ গুণত্রয়ের স্বরূপাদি যাবদীয় ভাব পাঠকের সর্ব্বাগ্রে অবধারণ করা কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত গুণত্রয়ের স্বরূপ এবং কার্য্য নিম্নলিখিত দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ কারিকাতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা;—

তত্ত্বকৌমুদী।

ত্রিগুণমিত্যুক্তং, তত্র কে তে ত্রয়োগুণাঃ কিঞ্চ তল্লক্ষণমিত্যত আহ।

প্রীত্যপ্রীতি-বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ ॥
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥১২

গুণাঃ (সত্ত্বরজস্তমাংসি) প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ (প্রীতিঃ সুখং, অপ্রীতিঃ দুঃখং, বিষাদঃ মোহঃ তে আত্মানঃ স্বরূপাণি যেষাং তে) তথা প্রকাশ-প্রবৃত্তি-

অন্বয়।

নিয়মার্থাঃ (প্রকাশঃ প্রতীতিঃ, প্রবৃত্তিঃ উত্তেজন-ক্রিয়া, নিয়মঃ প্রতিবন্ধকঃ আবরণং তে অর্থাঃ প্রয়োজনানি যেষাং তে) অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুনবৃত্তয়ঃ (অন্যঃ গুণঃ অন্যস্ত গুণস্য অভিভবঃ অভিভবনং দুর্ব্বলীকরণং, আশ্রয়ঃ অবলম্বনং, জননং বৃদ্ধিকরণং, মিথুনং সর্ব্বদা সহচারিত্বেনাবস্থানং ইতি এতাঃ বৃত্তয়ঃ ক্রিয়াঃ যেষাং তে) তথা ভবন্তি ইতি। ১২॥

অনুবাদ।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো নামে গুণ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সত্ত্ব সুখস্বরূপ, রজঃ দুঃখ-মূর্ত্তি এবং তমঃ বিষাদ-ভাব; অর্থাৎ মোহের মূর্ত্তি। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, রজের কার্য্য উত্তেজন ক্রিয়া এবং তমের কার্য্য নিয়মন অর্থাৎ বাধা প্রদান করা। এই গুণত্রয় কখন পরস্পরে বিভক্ত না হইয়া, চিরকাল একত্র অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পরে পরস্পরের আশ্রয়রূপে বিদ্যমান থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের অভিভব অর্থাৎ অবনতি, জনন অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধি করত পরস্পরে সহচারিবেশে একত্রে ক্রিয়া করিতেছে॥ ১২॥

তত্ত্বকৌমুদী।

গুণা ইতি পরার্থাঃ। সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিত্যত্র চ সত্ত্বাদয়ঃ ক্রমেণ নির্দ্দেক্ষ্যন্তে, তদনাগতাবেক্ষণেন তন্ত্রযুক্ত্যা বা প্রীত্যাদীনাং যথাসংখ্যং বেদিতব্যম্। এতদুক্তং ভবতি—প্রীতিঃ সুখং প্রীত্যাত্মকঃ সত্ত্বগুণঃ, অপ্রীতির্দুঃখম্ অপ্রীত্যাত্মকো রজোগুণঃ, বিষাদো মোহঃ বিষাদাত্মক স্তমোগুণ ইতি। যে তু মন্যন্তে ন প্রীতির্দুঃখাভাবাদতিরিচ্যতে এবং দুঃখমপি ন প্রীত্যভাবাদন্যদিতি তান্ প্রত্যাত্মগ্রহণম্। নেতরেতরাভাবাঃ সুখাদয়ঃ, অপি তু ভাবাঃ। আত্মশব্দস্য ভাববচনত্বাৎ। প্রীতিরাত্মা ভাবো যেষাং তে প্রীত্যাত্মানঃ। এবমন্যদপি ব্যাখ্যেয়ম্। ভাবরূপতা চৈষামনুভবসিদ্ধা। পরস্পরাভাবাত্মকত্বে তু পরস্পরাশ্রয়ত্বাপত্তেরেকস্যাপি অসিদ্ধেরুভয়াসিদ্ধিরিতি ভাবঃ।

স্বরূপমেবামুক্ত্বা প্রয়োজনমাহ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ; অত্রাপি যথাসংখ্যমেব। রজঃ প্রবর্ত্তকত্বাৎ সর্ব্বত্র লঘু সত্ত্বং প্রবর্ত্তয়েৎ যদি তমসা গুরুণা

তত্ত্বকৌমুদী

ন নিয়ম্যেত। তথো নিয়তস্য ক্বচিদেব প্রবর্ত্তয়তীতি ভবতি তমো নিয়ামকম্। প্রয়োজনমুক্তং। ক্রিয়ামাহ; অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ। বৃত্তিঃ ক্রিয়া সা চ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে। অন্যোন্যাভিভববৃত্তয়ঃ। এষামন্যতমেনার্থবশাদুদ্ভূতেনান্যদভিভূয়তে। তথাহি সত্ত্বং রজস্তমসী অভিভূয় শান্তামাত্মনো বৃত্তিং প্রতিলভতে, এবং রজঃ সত্ত্বতমসী অভিভূয় ঘোরাম্, এবং তমঃ সত্ত্বরজসী অভিভূয় মূঢ়ামিতি। অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তয়ঃ। যদ্যপ্যাধারাধেয়ভাবেন নাশ্রয়ার্থো ঘটতে, তথাপি যদপেক্ষয়া যস্য ক্রিয়া স তস্যাশ্রয়ঃ; তথাহি সত্ত্বং প্রবৃত্তিনিয়মাবাশ্রিত্য রজস্তমসী প্রকাশেনোপকরোতি, রজঃ প্রকাশনিয়মাবাশ্রিত্য প্রবৃত্ত্যা ইতরয়োঃ, তমঃ প্রকাশপ্রবৃত্তী আশ্রিত্য নিয়মেনেতরয়োরিতি। অন্যোন্য-জননবৃত্তয়ঃ। অন্যতমোঽন্যতমং জনয়তি; জননঞ্চ পরিণামঃ স চ গুণানাং সদৃশরূপঃ। অতএব ন হেতুমত্ত্বং; তত্ত্বান্তরস্য হেতোরভাবাৎ। নাপ্যনিত্যত্বং; তত্ত্বান্তরে লয়াভাবাৎ। অন্যোন্যমিথুনবৃত্তয়ঃ। অন্যোন্যসহচরাঃ অবিনাভাববর্ত্তিন ইতি যাবৎ। চঃ সমুচ্চয়ে। ভবতি চাত্রাগমঃ।

"অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ।
রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ॥
তমসশ্চাপি মিথুনে তে সত্ত্বরজসী উভে।
উভয়োঃ সত্ত্বরজসোর্মিথুনং তম উচ্যতে॥
নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যতে" ইতি॥ ১২॥

আভাস।

এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার! কোথায় একটী সামান্য ক্ষুদ্র বীজ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ নয়নগোচর করিয়া, কারণের প্রতি ভাবিলে অদ্ভুত বিস্ময় রসে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত, যথাযথ উত্তর দিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। পুরাণকর্ত্তাগণের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, সৃষ্টির মর্ম্ম বা কারণের অনুসন্ধান করা মানবের কথা দূরে থাকুক! সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ সৃষ্টিবিধাতা ব্রহ্মা এবং সর্ব্বসংহর্ত্তা সাক্ষাৎ ত্রিলোচনও ইহার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন কিনা, সন্দেহ!

আভাস।

একটী মাত্র কারণ হইতে অনন্তের প্রস্তুত হওয়া ন্যায় যুক্তি বা মীমাংসার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। আবার অনেকের দ্বারা ঐকমত্যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব। আবার সে অনেককেই বা কে রচনা করিল! কিন্তু সৃষ্টির ক্রম এবং উন্নতি ও অবনতি বা হ্রাস বৃদ্ধির পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্পষ্টত প্রতীত হয় যে, একটী গূঢ় অথচ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম সকলের অন্তরে চির-বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব কার্য্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অনন্ত পদার্থ দেখা যাইতেছে বটে. কিন্তু তাহাদের কারণের প্রতি চিন্তা করিতে গেলে, যেন একটী ঘোর অন্ধকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, যাহাকে ভেদ করত পরপারে মীমাংসায় অগ্রসর হওয়া, নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সৃষ্টির ক্রমটী বুঝিতে পারিলে, সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অতএব এই সৃষ্টি কিরূপে কোথা হইতে যে হইতেছে, তাহাই প্রথমে নিরূপণ করা প্রয়োজন।

কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্বারা ঘটাদি পদার্থ প্রস্তুত করে; সেখানে মৃত্তিকা কেবল উপাদান কারণ মাত্র; মৃত্তিকাতে ঘটাদি কোন বস্তুরই আকার বা অস্তিত্ব ছিল না; কুম্ভকার স্বীয় চিত্তে সঞ্চিত ঘটাদির মূর্ত্তি স্বীয় হস্তাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মৃত্তিকার আশ্রয়ে অভিলষিত ঘটাদির প্রস্তুত করে। ব্রহ্মাণ্ড-রচনার ব্যাপার পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে হয় বলিলে, দুইটীর মিলনে একটীর উদয় হইবে, বহু হইবার কারণ কি? এবং সে বহুভাব কোথায় ছিল? এই প্রশ্ন আইসে। কুম্ভকারের ন্যায়, পুরুষের অন্তরে, এই বিচিত্র জগৎভাব প্রসুপ্ত ছিল, প্রকৃতির আশ্রয়ে প্রকটিত হইল বলিলে, চৈতন্যঘন-বিগ্রহ পরম-পুরুষ পরমাত্মাতে সংসার-মালিন্যের আরোপ করা হয়; এবং পুরুষের অন্তরে স্বভাবত উক্ত ভাবসমূহ সংস্কাররূপে চিরবিদ্যমান বলিলে, মুক্তির জন্য পুরুষের কখনই প্রার্থনা থাকিত না। একত্র অনেকের

আভাস।

সহিত অবস্থান করা যাহার অভ্যাস, তাহার পক্ষে একাকী থাকা কষ্টের কারণ, সন্দেহ নাই। বেদ বেদান্তাদিতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়াই পুরুষ-স্বরূপের কীর্ত্তন শুনা যায়। সুতরাং সৃষ্টি চৈতন্যস্বরূপ পুরুষে নহে। উপাদান কারণ প্রকৃতিতেই সৃষ্টি। এতদর্থে শ্রুতিও বলিয়াছেন, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং। অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ"। মহামহেশ্বর পরম পুরুষ পরমাত্মার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-শক্তির অন্তরে ক্রিয়ার উদ্রেক হইলেই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ক্রিয়ার তিরোধানে সেই প্রকৃতিরই গর্ভে ব্রহ্মাণ্ডাদি কার্য্যবর্গেরও লয় হইয়া যায়। অতএব পুং-প্রকৃতির মিলন অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ নিজ শক্তির প্রতি চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের দৃষ্টি-পতনই সৃষ্টির কারণ, জানিতে হইবে। সুতরাং তৎকালে স্বামী সন্নিধানে পতিব্রতা বনিতার রমণীভাবের পরিচয় প্রদানের মত, চৈতন্য সন্নিধানে প্রকৃতিরও আত্ম পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়াসের উদ্ভাবনেই সৃষ্টির আরম্ভ হয়; ইহাই সত্যস্বরূপ বেদের গূঢ় অভিপ্রায়। অবশ্য জননী প্রসব করেন, কিন্তু বীজদাতা পিতা। এখানে প্রকৃতি প্রসব করেন; ঈক্ষণকর্ত্তা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ। ইহাতে বহুত্বের কারণ প্রকৃতি, কি ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষ, তাহার কোন মীমাংসা হইল না। একা প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব সংসার রচিত হইতেছে বলায়, বিশেষ আশঙ্কার উদয় হয় যে, এক হইতে এক প্রকারের উৎপত্তি হইবে; কিন্তু তাদৃশ বৈচিত্র্যের উদয় কেন হইল? তদুত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃতি স্বয়ং একা হইলেও, অন্তরে তাঁহার শক্তিভাবে তিনটী গুণ আছে; যাহার বৈষম্যে এই সৃষ্টি এবং তাহাদের সাম্যে লয়। এই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয় প্রকৃতির অন্তরে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে না; ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে; যেন প্রকৃতির স্বকীয় স্বভাব।* অথচ তিনটীই পরস্পরে সম্পূর্ণ

আভাস।

বিপরীত গুণবিশিষ্ট; কিন্তু কেহ কাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না এবং কেহ কাহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে না। তিনটী চিরকাল একত্রেই থাকে; তবে চৈতন্যের ঈক্ষণে তাহাদের মধ্যে ন্যূনাতিরিক্ততা হওয়াই সৃষ্টি-কার্য্যের একমাত্র কারণ। পরস্পরে শত্রু হইলেও, পরস্পরের মধ্যে এত মিত্রতা যে, স্বয়ং ক্ষীণ হইয়াও অন্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কখন পরাঙ্মুখ হয় না এবং পরিবর্দ্ধিত গুণ অন্য গুণের আশ্রয়ে স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত হইতেও ত্রুটি করে না এবং তখন অন্যকে অভিভব করিতেও অন্য গুণ ছাড়ে না।

পরবর্ত্তী কারিকাতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ বলিয়া তিনটী গুণের নাম উল্লেখ থাকায়, পূর্ব্ববর্ত্তী কারিকাতে নাম না করিলেও, গুণ অনুসারে নাম করা হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ কারিকাতে গুণত্রয়ের স্বরূপ, পরস্পরের সম্বন্ধ এবং কার্য্যকারিতা ভাব প্রভৃতির বর্ণনে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী ভাবই এই বিশ্ব রচনা এবং তাহার নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপারের প্রধান কারণ। প্রকৃতি অদ্বিতীয়া হইলেও, তিনি ত্রিগুণময়ী। কিন্তু গুণ সংখ্যায় তিন হইলেও, মূলা প্রকৃতির স্বরূপ ব্যতীত অন্য নহে। সুতরাং এক হইলেও তিন এবং তিন হইলেও এক। কিন্তু একের অন্তর্গত হইলেও, স্বভাবের পরিচয়ে, গুণ কিন্তু তিনটী বলিয়া পরিচিত। গুণ ত্রিবিধ অবধারিত হইলেই এই গুণত্রয়ই বিচিত্র সৃষ্টির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। তখন গুণত্রয়ের স্বরূপ এবং তাহাদের কার্য্যের প্রতি পাঠক মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগিতার সহিত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই গূঢ় রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, বিবিধ সন্দেহ অপনোদিত হইবে, সন্দেহ নাই।

গুণবতী পত্নী যেমন সেবার দ্বারা স্বামীর চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন, গুণময়ী প্রকৃতিও সেইরূপ স্বকীয় গুণের প্রভাবে

পরিচয়ে পরম পুরুষের চিত্ত বিনোদনে তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকেন স্বীকার্য্য। যে নারীর গুণ নাই, সে সকল পুরুষের ত্যাজ্য। অতএব "যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী"; গুণই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, স্বভাব, সামর্থ্য এবং প্রাকৃতিক ভাব। ভাষাতে রমণীর গুণের ন্যায়, প্রকৃতির গুণ বলা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; গুণের প্রকৃতি, বা প্রকৃতির গুণ নহে। যেমন রসের বৃক্ষ, কি বৃক্ষের রস, মীমাংসা করা নিতান্ত সহজ নহে, সেইরূপ প্রকৃতির গুণ, কিম্বা গুণের প্রকৃতি নির্ণয় করাও নিতান্ত সহজ নহে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকর্ত্তা উভয় পক্ষ বজায় রাখিয়া, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই যে প্রকৃতি, তাহাই তিনি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব তিনটী গুণ, প্রকৃতির তিনটী ভাব মাত্র। এই ভাবত্রয়ের অতিরিক্ত প্রকৃতি নহেন। প্রকৃতির ভাবই এই তিন গুণে অভিব্যক্ত হয়। যখন যে ভাবের উদয় হয়, প্রকৃতি সেই স্বরূপেই অভিব্যক্তা হন। প্রকৃতির স্বকীয় সত্তাই সত্ব, রজঃ এবং তমো ভাবে পরিচিত হয়। সাধারণত মানব মাত্রেরই হৃদয় একবার সত্বগুণের উদ্রেকে আনন্দ-ভাবাপন্ন, একবার রজোগুণের উদ্রেকে দুঃখ-ভাবাপন্ন এবং একবার তমোগুণের উদ্রেকে বিষাদ-ভাবাপন্ন; অর্থাৎ কিছুই ভাল লাগে না; সম্পূর্ণ বিষাদবিশিষ্ট হয়। আমাদের একবার জাগ্রত-ভাবে আনন্দপূর্ণ সত্ত্বের উদ্ভাসন; তৎকালে দুঃখ বা বিষাদ ভাব নাই। অর্থাৎ কার্য্যের প্রবৃত্তি সে সময় উদ্রিক্ত হয় নাই; কেবল নিস্তব্ধে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করি, তখন সত্ত্বের উদয়; আবার যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি, তখন রজোগুণের উদয়। ক্ষণান্তরে আর পারিলাম না বলিয়া যে নিস্তব্ধে অবস্থান, সেটী তমোগুণের উদয়। নিদ্রা হইতে যখন জাগিলাম, তখন প্রকাশের পরিচয়ে সত্ত্বগুণ; কার্য্যে প্রবৃত্তি রজোগুণের পরিচয়; অক্ষমতার উদয় হইলে, তমোগুণের পরিচয়। এই তিন গুণের কার্য্য যদিও নিরন্তর হইতেছে বটে, কিন্তু জাগ্রত

আভাস।

ভাব নিরস্ত হইয়া নিদ্রার বৃদ্ধি হইলেও, জাগ্রতের আশ্রয়ে নিদ্রার অভিব্যক্তি হয়। কারণ নিদ্রাকালে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া, একটী জাগ্রতের ভাব অর্থাৎ বোধশক্তি নিদ্রাভাবেরও আশ্রয়-রূপে বিদ্যমান থাকে। অবশ্য নিদ্রা জাগ্রতকে অভিভূত করে বটে, কিন্তু জাগ্রত স্বয়ং অভিভূত হইয়া, নিদ্রার প্রশ্রয় দেয়। জাগ্রৎ ভাবের সম্পূর্ণ বিলোপে, নিদ্রার উদয় হয় না; কারণ নিদ্রার অবস্থিতি কালে নিদ্রার জ্ঞাতারূপে জাগ্রত অতি সূক্ষ্মবেশে নিদ্রার অভ্যন্তরে যেন সংসর্গীর বেশে বিদ্যমান থাকে। আবার নিদ্রার বিশ্রামে জাগ্রত ভাব প্রবল-ভাবে উদিত হয় এবং সেই প্রবল ভাবও রজোগুণাত্মক কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রধান আশ্রয়। জাগা, কর্ম্ম করা এবং অবসন্ন মূর্ত্তি নিদ্রা, যেমন পরস্পর পরস্পরের অভিভব, পরস্পরের আশ্রয়, জনন এবং মিথুন অর্থাৎ অপরিত্যক্ত ভাবে পরস্পরে কার্য্য করে, সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণও সর্ব্বত্রই একই রূপে কার্য্য করে। অথচ কেহ কখন কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হয় না। হ্রাস, বৃদ্ধি এবং আশ্রয়রূপে প্রকৃতির তিনটী ভাব, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ নিরন্তর একত্র সমবায় মূর্ত্তিতে কার্য্য করিতেছে॥ ১২॥

আত্মস্বরূপের জাগ্রৎ, অর্থাৎ উপলব্ধিভাব, ক্রিয়াভাব এবং সুষুপ্তি-ভাবের দৃষ্টান্তে পাঠক যখন জাগতিক প্রত্যেক ক্রিয়া বা উৎপন্ন বস্তুর প্রতি উক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়া উৎপত্তি, স্থিতি এবং নাশরূপ তিনটী ক্রিয়া লক্ষ্য করিবেন, তখনই প্রাকৃতিক ভাব সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সুস্পষ্ট পরিচয় স্বয়ং অনুভব করিবেন। সত্ত্ব গুণে বস্তুর ভাব, রজো গুণে পরিবর্দ্ধনাদি ক্রিয়া এবং তমোগুণে প্রতিবন্ধক ভাবের পরিচয় সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। বৃক্ষের অন্তরে প্রকৃতির স্বরূপে রস বিরাজমান ছিল; সেই রসের অন্তরস্থ রজোগুণ তাহাকে পরিচালিত করিয়া শাখার অগ্রভাগ দিয়া যে একটী ফলের অঙ্কুর

আভাস ।

উদ্ভাসন করিল, সেইটী প্রকাশ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইল বটে, কিন্তু ফলের স্বরূপে তমোগুণ রসকে প্রতিবন্ধক প্রদানে যদি ইতস্ততঃ পতিত হইতে না দেয়, তবেই ফলের আকার পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং তমোগুণ আবরক বা প্রতিবন্ধকের কারণ হইলেও, ফলোৎপাদন সৃষ্টিকার্য্যে আনুকূল্য সাধন করে। কোন একটী গুণের অন্তর্ধান হইলে, আর সৃষ্টি কার্য্য থাকিতে পারে না।

সত্ত্বগুণের স্বরূপ প্রীতি; সুতরাং প্রীতিময় ভাবই সত্ত্বগুণ। রজোগুণের স্বরূপ অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখ; সুতরাং দুঃখময় ভাবই রজোগুণ। বিষাদ-শব্দ মোহকে বুঝায়; তমোগুণ বিষাদাত্মক মোহময়। সুতরাং আলোকের অভাবে অন্ধকার এবং অন্ধকারের অভাবে আলোক হয়, এরূপ বলা যেমন ভ্রান্তিমূলক কথা, সেইরূপ সুখের অভাবে দুঃখ বা দুঃখের অভাবে সুখ, এরূপ মন্তব্যও সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কারণ সুখ এবং দুঃখকে যখন অনুভব করা যায়, তখন তাহারা উভয়ে জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং ভাবময় পদার্থ; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটাই অনুভবের বিষয়, সুতরাং এই তিনটীই ভাবাত্মক পদার্থ। এবং তাহারা প্রকৃতিরই ভাব; অর্থাৎ তিনটী ভাববিশিষ্টই প্রকৃতি। যখন এই তিনটী ভাব সমান ভাবে অবস্থান করে, তখনই প্রকৃতি এবং বিষম-ভাবে কার্য্য করে বা বিচলিত হয়, তখনই প্রকৃতির সেই অংশে একটা বিকৃতি ভাবের উদয় হয়; যাহা ক্রমশঃ পরিণত হইয়া, অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি বা রচনার কারণ হয়।

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থা ইত্যুক্তম্। তত্র কে তে ইত্যপেক্ষায়াং স্বরূপতঃ আহ

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবৎ চার্থতো বৃত্তিঃ॥ ১৩॥

অন্বয়।

গুণত্রয়াণাং সত্ত্বরজস্তমসাং উভয়োত্তরং স্বরূপং তথা কার্য্যকরণং চ বিবৃণোতি যথা; সত্ত্বং লঘু প্রকাশকং ইষ্টমোদকং ইতি ইষ্টং সাংখ্যাচার্য্যৈঃ অভিমতং;

অন্বয়ঃ ।

রজঃ তু উপষ্টম্ভকং প্রবর্ত্তকং, চলং চালকং ক্রিয়াশীলং ইষ্টং ; তথা তমঃ গুরু, ভারি ভারবিশিষ্টং, বরণকং আবরকং ইতি । অর্থতঃ পুরুষার্থতঃ পুরুষপ্রয়োজনায় সর্ব্বেষাং গুণানাং বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ প্রদীপবৎ অনল-বর্ত্তিতৈলানি, পরস্পর-বিরুদ্ধানি অপি মিলিত্বা যথা প্রকাশং জনয়ন্তি তথা বিরুদ্ধাঃ অপি গুণাঃ সম্ভুয় পুরুষার্থং জনয়ন্তি । ১৩ ॥

অনুবাদ ।

এস্থলে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের স্বরূপ এবং কার্য্য-ফল বর্ণিত হইয়াছে যথা ; সত্ত্বগুণ লঘু এবং বিষয়াবভাসক বলিয়া স্বীকৃত ; রজোগুণ উত্তেজক এবং ক্রিয়াশীল ; তমো-গুণ স্বয়ং গুরু অর্থাৎ ভারি এবং বিষয়াবরোধক । উক্ত গুণ-ত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন হইলেও, বিরুদ্ধ-স্বভাব বর্ত্তি তৈল এবং বহ্নি যেমন একত্র মিলিত হইয়া, প্রকাশ কার্য্য সাধিত করে, সেইরূপ এই গুণত্রয়ও মিলিত হইয়া চৈতন্য-স্বরূপ দর্শক পুরুষের জ্ঞান-ক্রিয়ার সাধনার্থ নিজেরা মহত্তত্ত্বাদির উৎপাদনে কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

সত্ত্বমেব লঘু প্রকাশকমিষ্টং সাঙ্খ্যাচার্য্যৈঃ । তত্র কার্য্যোদ্গমনে হেতুর্ধর্ম্মো লাঘবং গৌরবপ্রতিদ্বন্দ্বি, যতোঽগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং ভবতি তদেব লাঘবং । কস্যচিত্তির্য্যগ্গমনে হেতুর্যথা বায়োরেবং করণানাং বৃত্তিপটুত্বহেতুর্লাঘবং গুরুত্বে হি মন্দানি স্যুরিতি সত্ত্বস্য প্রকাশকত্বমুক্তম্ । সত্ত্বতমসী স্বয়মক্রিয়তয়া স্বস্বকার্য্য-প্রবৃত্তিং প্রত্যবসীদন্তী রজসোপষ্টভ্যেতে অবসাদাৎ প্রচ্যাব্য স্বকার্য্যে উৎ-সাহং প্রযত্নং কার্য্যেতে, তদিদমুক্তমুপষ্টম্ভকং রজ ইতি । কস্মাদিত্যত উক্তং চলমিতি । তদনেন রজসঃ প্রবৃত্ত্যর্থত্বং দর্শিতম্ । রজস্তু চলতয়া পরিতস্ত্রৈ-গুণ্যং চালয়দ্ গুরুণাবৃণ্বতা চ তমসা তত্র তত্র প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধকেন ক্বচিদেব প্রবর্ত্ত্যতে ইতি ততস্ততো ব্যাবৃত্ত্যা তমো নিয়ামকমুক্তং গুরুবরণকমেব তম ইতি ।

এবকারঃ প্রত্যেকং ভিন্নক্রমং সম্বধ্যতে · সত্ত্বমেব রজ এব তম এব ।

তত্ত্বকৌমুদী।

নন্বু পরস্পরবিরোধশীলা গুণাঃ সুন্দোপসুন্দবৎ পরস্পরং ধ্বংসন্ত ইত্যেব যুক্তং প্রাগেব তেষামেকক্রিয়াকর্ত্তৃতায়াঃ, ইত্যত আহ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ। দৃষ্টমেতৎ যথা বর্ত্তিতৈলে অনলবিরোধিনী অথচ মিলিতে সহানলেন স্বরূপ-প্রকাশলক্ষণং কার্য্যং কুরুতঃ, যথাচ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ পরস্পরবিরোধিনঃ শরীরধারণলক্ষণকার্য্য-কারিণঃ এবং সত্ত্বরজস্তমাংসি মিথো বিরুদ্ধান্যপি অনুবৎস্যন্তি চ স্বকার্য্যং করিষ্যন্তি চ। অর্থতঃ পুরুষার্থত ইতি যাবৎ। যথা বক্ষ্যতি—"পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্‌।" ইতি। অত্র চ সুখদুঃখমোহাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ স্বস্বানু-রূপাণি সুখদুঃখমোহাত্মকান্যেব নিমিত্তানি কল্পয়ন্তি তেষাঞ্চ পরস্পরমভিভাব্যাভি-ভাবকভাবান্নানাত্বম্‌। তদ্যথা একৈব স্ত্রী রূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না স্বামিনং সুখা-করোতি, তৎ কস্য হেতোঃ? স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ সুখরূপসমুদ্ভবাৎ। সৈব স্ত্রী সপত্নীর্দুঃখাকরোতি তৎ কস্য হেতোঃ? তাঃ প্রতি তস্যা দুঃখরূপসমুদ্ভবাৎ। এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দৎ সৈব মোহয়তি। তৎ কস্য হেতোঃ? তং প্রতি তস্যা মোহরূপসমুদ্ভবাৎ। অনয়া চ স্ত্রিয়া সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ।

তত্র যৎ সুখহেতুস্তৎ সুখাত্মকং সত্ত্বং, যৎ দুঃখহেতু তদ্দুঃখাত্মকং রজঃ, যন্মোহ-হেতু তন্মোহাত্মকং তমঃ। সুখ-প্রকাশ-লাঘবানাং ত্বেকস্মিন্‌ যুগপদুদ্ভূতাববিরোধঃ সহ-দর্শনাৎ। তস্মাৎ সুখদুঃখমোহৈরিব বিরোধিভিরেকৈকগুণবৃত্তিভিঃ সুখ-প্রকাশ-লাঘবৈর্ন নিমিত্তভেদা উন্নীয়ন্তে। এবং দুঃখোপষ্টম্ভকত্বপ্রবর্ত্তকত্বৈরেবং মোহগুরুত্বাবরণৈরিতি সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যমিতি ॥ ১৩ ॥

আভাস।

সত্ত্ব রজঃ এবং তমোনামক প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের স্বরূপ, কার্য্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধাদি সুস্পষ্ট অবগত হইতে না পারিলে, অধ্যাত্ম তত্ত্বের গভীর গহ্বরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। যেমন সা, রে, গা, মাদি সপ্ত সুরগ্রাম কণ্ঠে আয়ত্ত না হইলে, গীতি-সমস্যার রহস্য অবগত হওয়া যায় না; যোগ, বিয়োগ, হরণ, পূরণ না জানিলে, অঙ্কবিদ্যায় অধিকার হয় না, সেইরূপ গুণত্রয়ের স্বরূপাদি অবগত হইতে না পারিলে, অধ্যাত্ম-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায় না। সুতরাং গুণ-ত্রয়ের স্বরূপাবগতির জন্য গ্রন্থকর্ত্তা দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ কারিকায় সন্নিবেশ করিয়াছেন।

আভাস।

আমরা সংসারের যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টি-সন্নিবেশ করি, সকলকেই উৎপত্তি, স্থিতি এবং ভগ্নশীল মূর্ত্তিতেই দেখিতে পাই। কোন বস্তুই অক্ষয় বা অজর ভাবে কখনই বিদ্যমান থাকে না। প্রথমত উৎপত্তি রজোগুণে, স্থিতি সত্ত্বগুণে এবং সংহার রজোগুণে শাস্ত্র বাক্যে এবং যুক্তিতে অবগত হইতে পারি। কিন্তু ধারণায় অবধারণ করা প্রয়োজন। একটী বীজের মধ্যে কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছিল না; কিন্তু মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিলে, উৎপাদিকা শক্তি যথাকালে তাহাকে যে অঙ্কুরিত করিয়া দেয়, সেটী উৎপাদিকা শক্তির অন্তরস্থিত রজোগুণের কার্য্য; কিন্তু অঙ্কুররূপে যে প্রতীতি সেটী সত্ত্বগুণের কার্য্য; অর্থাৎ বীজের অন্তরে নিভৃত-ভাবে যে অঙ্কুরভাব সৎ স্বরূপে বিদ্যমান ছিল, রজোগুণ তাহাকেই উত্তেজিত করত অঙ্কুরভাবে প্রবৃত্ত করাইল। কিন্তু রজের কার্য্য উত্তেজনা এবং প্রবৃত্তি মাত্র; এবং যাহাকে প্রবৃত্তি করাইল, সেটী অজ্ঞাত বা অপরিস্ফুট থাকিলেও, ছিল; এক্ষণে প্রকাশ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তমোগুণের আবরণে যদি যথার্থ আকৃতিবিশিষ্ট না হয়, কেবল রজোগুণের প্রসারে উদ্রিক্ত মাত্র হয়, তাহা হইলে মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে পারিত না। আমরা কাচের শিশি প্রভৃতি গঠনের পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, বুঝিতে পারিব যে, ত্রিবিধ কার্য্যের একত্র সমন্বয়ে একটী কার্য্যের উদয় হইল। প্রথমত একটী লৌহাদির নলের এক মুখে রজনাদি আটাবিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগে কুচা কাচটুকরা অগ্নিতে গলান হয়; লম্বমান লৌহ-নলের অগ্রভাগে গালিত কাচের একটী মণ্ডের মূর্ত্তি হইল; কারিকর উক্ত নলটীকে দুলাইয়া উক্ত কাচ-মণ্ডকে কিছু লম্বমান করিয়া লয়; পরে একটী লৌহ নির্ম্মিত ছাঁচের গর্ভে উক্ত লম্বমান কাচ-মণ্ডটীকে আবৃত রাখিয়া, নলের অপর মুখের ছিদ্র সংযোগে যখন ফুৎকার দেয়, তখনই উক্ত কাচমণ্ড ছাঁচের আবরণে তদনুসারে প্রতিবন্ধক প্রাপ্তে ছাঁচের

আভাস।

আকারে গঠিত হইয়া একটী শিশি বা কূপিতে পরিণত হয়। যদি ছাঁচের প্রতিবন্ধক না পাইত, কেবল ফুৎকারে শিশি প্রস্তুত হইত না যথেচ্ছ বায়ুর উদ্রেক মণ্ডকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত। অতএব ফুৎকারের ন্যায়, রজোগুণ কাচমণ্ড স্বরূপ প্রকাশ মূর্ত্তি সত্ত্বগুণ স্থানীয় জগতের অনন্ত সৎ স্বরূপ বীজভাবকে প্রকাশার্থ উত্তেজিত করিলেও, লৌহ-ছাঁচের ন্যায়, তমোগুণ যদি প্রতিবন্ধক প্রদান না করিত, তাহা হইলে জগতে কোন পদার্থই মূর্ত্তি ধারণে অভিব্যক্ত হইত না। এই মূর্ত্তি কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থই নহে, আমাদের মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং চিত্তগ্রাহ্য ভাবময় সূক্ষ্ম তত্ত্ব-গ্রামের উৎপত্তির গতিও তুল্যভাবে অবধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে যে সমস্ত সূক্ষ্ম আমাদের অতীন্দ্রিয় অথচ অনুমানের আশ্রয়ে গ্রাহ্য বিরাট্, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্বগ্রামও উক্ত সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের পরস্পর ন্যূনাতিরিক্তভাবে মিলনের ফলে যে প্রস্তুত হইয়া বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চলিতেছে, তাহাই গ্রন্থকর্ত্তার প্রতিপাদনের বিষয়। অতএব প্রকাশ মূর্ত্তি সত্ত্ব, চালক মূর্ত্তি রজঃ এবং আবরক মূর্ত্তি তমের পরস্পর ঐকমত্যে সহচর-বেশে অবস্থান উপলক্ষে, প্রকাশ মূর্ত্তিতে অবস্থিত প্রদীপের ন্যায়, জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, মূল কারণ প্রকৃতি এবং তাঁহার কার্য্যস্বরূপ এই বিশ্ব সংসারকে আমরা সুস্পষ্ট অবধারণ করিতে পারিব। অথচ প্রত্যেক তত্ত্ব বা পদার্থের অন্তরে গুণত্রয়ের অনুরোধে নিরন্তর পরিবর্ত্তনের কার্য্য যে চলিতেছে, তাহা হৃদয়ে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবধারণ করিলে, কোন পদার্থের প্রতি মমতা বা স্নেহের সম্ভাবনা থাকিবে না। এবং যে চৈতন্য স্বরূপ পরম পুরুষের ঈক্ষণে মূলা প্রকৃতির গর্ভে উক্ত গুণত্রয়ের ক্রিয়ার ফলে এই অনন্ত সংসার চালিত হইতেছে, তাঁহার প্রতি একটী প্রগাঢ় ভক্তি এবং মমতার উদ্রেক হইবে, সন্দেহ নাই।

আভাস।

* এস্থলে আরও বক্তব্য যে, দুইটী তুল্য-প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি একত্র মিলিত হইলে, উভয়েরই ধ্বংস হইয়া থাকে। পৌরাণিকী গাথা আছে; প্রবল অসুর সুন্দ এবং উপসুন্দ নামে দুইটী ভ্রাতা পরস্পরে সৌহার্দ্দবন্ধনে যত কাল মিলিত ছিল, তত কাল বলের পরিচয়ে তাহারা সংসারের যথেষ্ট অনিষ্টকর কার্য্য করিয়াছিল। পরে তাহাদের নিধনার্থ ভগবান্ নারায়ণ একটী অলোক-সামান্য রূপবতী কমনীয়া কামিনী মূর্ত্তিতে উভয়ের সমীপে উপনীত হইলেন; এবং উক্ত কামিনীকে দর্শন করিয়া যখন উভয় ভ্রাতাই কামোন্মত্ত হইয়া বিবাহার্থ উক্ত নারীকে আহ্বান করিল, তখন সেই কামিনী-তাহাদিগকে বলেন যে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে যিনি প্রকৃত বলবান্ তিনিই আমার পতি হইবেন। এই কথায় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার স্থাপনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়; এবং পরিণামে উভয়েরই বিনাশ ঘটিল। গুণ কিন্তু তিনটী হওয়ায়, নাশের পরিবর্ত্তে কার্য্য হইয়াছে। মানবাদি জীবদেহে বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সমবায়ে শরীর রক্ষার ন্যায়, গুণত্রয়ের সমবায়ে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য্য সাধিত হইতেছে। হস্তী গণ্ডার এবং বলবান্ মানবাদির দেহ বহির্দৃষ্টিতে যতই স্থূল এবং প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট পরিলক্ষিত হউক, বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইবার প্রথম উপকরণ কিন্তু সর্ব্বাভ্যন্তরে অতি সুক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ ব্যাপার মাত্র। সেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে, প্রচণ্ড এবং প্রকাণ্ড কলেবরটীও মৃত হইয়া পড়িবে। একটী বৃহদাকার গির্জ্জার ঘড়ির বাদ্যধ্বনি এক মাইল দূর হইতে সুস্পষ্ট শুনা যায়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ন্যায়, তাহার চক্র বা হেয়ার স্প্রীং যেমন অতি ক্ষুদ্র এবং সুক্ষ্ম, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হৃৎপিণ্ড-স্থানীয় মূল স্প্রীং প্রকৃতির হেয়ার স্প্রীং এবং তিনটী কাঁটা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ও সেইরূপ অতি সুক্ষ্ম, বিজ্ঞানের

আভাস।

পরপারে বিদ্যমান! মূল স্প্রীংএ ঘড়ির দম দিবামাত্র হেয়ার স্প্রীং এর কাঁটা নড়িতে থাকে এবং সমগ্র ঘড়ির আভ্যন্তরিক চক্রাদির কার্য্য চলিয়া, ঘড়ি বাজে; এবং দূর হইতে তাহার শব্দও শুনা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ড রচনার মূল উপাদান কারণ প্রকৃতির প্রতি চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ঈক্ষণ হইবা মাত্র, গুণত্রয়ের বৈষম্যে ক্রিয়ার সূচনা হয় এবং প্রকৃতির গর্ভজাত যাবদীয় তত্ত্বগ্রাম উত্তেজিত হইয়া চেতনায়মান ক্রিয়াশীলের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। জগতে প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা; স্পষ্টত বুঝিতে পারিব যে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো গুণের ন্যায়, ত্রিবিধ ভাব একত্র কার্য্য না করিলে, কোন কার্য্যেরই ফল হয় না। প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং প্রতিবন্ধক সকল ব্যাপারে থাকা চাই; নতুবা কার্য্য হয় না। একটী বাঁশী বাজাইতে হইলে, প্রকাশ ভাব বায়ু, প্রবৃত্তিভাব ফুৎকার, প্রতিবন্ধক ভাব অঙ্গুলির আবরণে বাঁশীর ছিদ্রাবরোধ এই ত্রিবিধ ভাবেরই প্রয়োজন। বাঙ্‌বিন্যাস অর্থাৎ কথা কহিতে গেলে, গলায় আওয়াজ থাকা চাই; বায়ুর সঞ্চালনে তাহাকে উত্তেজিত করা চাই এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠকূপের প্রয়োজন মত নিরোধ আল্‌জিবের দ্বারা করা প্রয়োজন; ইহার কোন একটীর অভাবে শব্দের উচ্চারণ হইবে না। অতএব বাহ্য ব্যাপারে প্রত্যেক কার্য্যে যেমন প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিয়ম (প্রতিবন্ধক) ভাব চির বিদ্যমান, অন্তর্জগতের অন্তিম প্রারম্ভেও প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিয়মনের পরিচয়ে তিনটী ক্রিয়া শক্তি মূল প্রকৃতির গর্ভে চির বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। উক্ত তিনটী ক্রিয়াভাবের নাম আর্য্য গ্রন্থে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো নামে অভিহিত হইয়াছে। এই তিনটী প্রকৃতির মজ্জাগত ভাব। এই তিনের অভাবে প্রকৃতির অস্তিত্বই নাই। এই তিন লইয়াই প্রকৃতি; এবং প্রকৃতি লইয়াই পরম জড় পরমেশ্বর। অতএব আমাদের অন্তরে শক্তি থাকিতেও

আভাস।

তাহার কার্য্য হয় না, যতক্ষণ না তদ্বিষয়ে আমাদের মন পড়ে। মন পড়িলেই তদ্বিষয়ের কার্য্য হয়। গান-শক্তির প্রতি মন পড়িলেই গান গাই; নতুবা গান-শক্তি অন্তরে থাকিতেও, গাই না। সেই-রূপ ভগবানের ঈক্ষণ মাত্রেই প্রকৃতিতে কার্য্য আরম্ভ হয়; নতুবা নিস্তব্ধ ভাবে প্রকৃতির গর্ভে সমস্ত কার্য্য অস্তমিতের ন্যায়, অবস্থিত থাকে॥ ১৩॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, পৃথিব্যাদি স্থূল পদার্থ আমরা প্রত্যক্ষে দর্শন করিতেছি এবং তাহার সুখ বা দুঃখভাবও বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সকলেরই স্বীকার্য্য। পরন্তু প্রকৃতি বা সত্ত্বাদি গুণগ্রাম আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে এবং অনুভবেরও অতীত পদার্থ; সুতরাং তাহাদের স্বভাবগত ত্রিগুণ বা অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসব-ধর্ম্মিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কোন্ উপায়ে সিদ্ধান্তে আনয়ন করা যায়? এতদর্থে চতুর্দ্দশ কারিকার অবতারণা করা হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ অনুভূয়মানেষু পৃথিব্যাদিষু অনুভবসিদ্ধা ভবন্তু অবিবেকিত্বাদয়ঃ। যে পুনঃ সত্ত্বাদয়ো নানুভবপথমধিরোহন্তি তেষাং কুতস্ত্যমবিবেকিত্বং বিষয়ত্বং সামান্যত্বমচেতনত্বং প্রসবধর্ম্মিত্বঞ্চেত্যত আহ।

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাৎ তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ। কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধং॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ।

ত্রৈগুণ্যাৎ ত্রিগুণময়ত্বাৎ সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাৎ এব হেতোঃ অবিবেক্যাদেঃ (অবিবেকিত্বস্য, বিষয়ত্বস্য, সামান্যত্বস্য, অচেতনত্বস্য তথা প্রসবধর্ম্মিত্বস্য চ) সিদ্ধিঃ প্রতীতিঃ মীমাংসা চ ভবতি। যতঃ তদ্বিপর্য্যয়ে ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়ে গুণ-ত্রয়েতি গুণাতীতে পুরুষে তস্য অবিবেক্যাদেঃ অভাবাৎ। কার্য্যস্য ব্যক্তভাবেন অতীতস্য পদার্থস্য কারণগুণাত্মকত্বাৎ অব্যক্তং প্রধানং কারণং অপি সিদ্ধং অনুমানাদিনা প্রতীতং ভবতি॥ ১৪॥

অনুবাদ।

ব্যক্ত পদার্থ মাত্রেই সুখ দুঃখ ও মোহময়; সুতরাং গুণত্রয়-বিশিষ্ট। অতএব অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসব-ধর্ম্মী বলিয়া সকল ধর্ম্মই তাহাতে যথাযথ প্রযোজ্য। কারণ, গুণের অতীত জ্ঞানস্বরূপ পুরুষে পূর্ব্বোক্ত কোন ধর্ম্মেরই আরোপ হয় না। তিনি গুণত্রয়ের নিয়ন্তা ও সাক্ষী। এদিকে কারণের গুণ অনুসারে যখন কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তখন কার্য্যের ভাব এবং গুণের প্রতি দৃষ্টি করিলে, মূল কারণ অব্যক্তেরও স্বরূপ পর্য্যন্ত প্রতীত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অবিবেকিত্বমবিবেকি যথা দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্বয়োরিতি অন্যথা দ্ব্যেকেষ্বিতি স্যাৎ। কুতঃ পুনরবিবেকিত্বাদিসিদ্ধিরিত্যত আহ ত্রৈগুণ্যাৎ, যদ্ যৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং তদবিবেক্যাদিযোগি, যথেদমনুভূয়মানং ব্যক্তমিতি স্ফুট-ত্বাদন্বয়েনোক্তম্। ব্যতিরেকমাহ তদ্বিপর্য্যয়েহভাবাৎ। অবিবেক্যাদিবিপর্য্যয়ে পুরুষে ত্রৈগুণ্যাভাবাৎ? অথবা ব্যক্তাব্যক্তে পক্ষীকৃত্য অন্বয়াভাবেন ত্রৈগুণ্যাদি-ত্যবীত এব হেতুর্বক্তব্যঃ। স্যাদেতৎ অব্যক্তসিদ্ধৌ সত্যাং তস্যাবিবেকাদয়ো ধর্ম্মাঃ সিধ্যন্তি। অব্যক্তমেব ত্বদ্যাপি ন সিধ্যতি তৎকথমবিবেক্যাদিসিদ্ধিরিত্যত আহ কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য অব্যক্তমপি সিদ্ধম্। অয়মভিসন্ধিঃ,—কার্য্যং হি কারণগুণাত্মকং দৃষ্টং যথা তন্ত্বাদিগুণাত্মকং পটাদি। তথা মহদাদিলক্ষণেনাপি কার্য্যেণ সুখদুঃখমোহরূপেণ স্বকারণগত-সুখদুঃখমোহাত্মনা ভবিতব্যম্। তথাচ তৎকারণং সুখদুঃখমোহাত্মকং প্রধানমব্যক্তং সিদ্ধং ভবতি ॥ ১৪ ॥

আভাস।

আমরা বিশেষ মনোযোগিতার সহিত স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি যে, স্থূল পদার্থ সমূহ নিরন্তর পরিণাম-শীল; সুতরাং পরতন্ত্র। ভোগ-ব্যাকুল-হৃদয় মানব কখন তত্ত্বানুসন্ধা-নার্থ প্রকৃতির কার্য্যে কটাক্ষ করিতে যান না, সত্য! কিন্তু অতি তুচ্ছ কৃষকগণ হইতে অতি উচ্চ ফলমূলাহারী বনালয়চারী ঋষিগণও

আভাস।

এই প্রকৃতির শোভা এবং তৎকৃত কার্য্য-কলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আমরা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারি যে, একটী বীজ হইতে যখন একটী বিরাট্ বৃক্ষের উৎপত্তি হইতেছে, তখন বীজের অন্তরে উক্ত বৃক্ষটী অতি সূক্ষ্মভাবে অবশ্যই ছিল, নতুবা উৎপন্ন হইতে পারিত না; এবং ভূগর্ভে অতিসূক্ষ্ম একটী উৎপাদিকা শক্তিও আছে, যে উক্ত বীজকে বল প্রদানে পরিপুষ্ট করত, ক্রমশঃ বৃক্ষ-কলেবরে পরিণত করায়। এস্থলে প্রত্যক্ষ কার্য্য দর্শনের দ্বারা পরোক্ষ উৎপাদিকা শক্তিকে অনুমানের দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান এবং আপ্ত বাক্যের যে বিশেষ প্রয়োজন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহার উল্লেখ এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই করিয়াছেন। আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় স্থূল বাহ্যিক পদার্থ উপলব্ধি করিবার জন্যই মাত্র; এবং অন্তরিন্দ্রিয় আন্তরিক সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞান-লাভার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং স্থূল পদার্থ স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবগত হইয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে; অন্ত-রিন্দ্রিয়েরও অনুশীলনে পরম সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রধান কারণ-স্থানীয় অব্যক্ত প্রকৃতিরও প্রতীতি অন্তর্জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই অতীন্দ্রিয় এবং সূক্ষ্ম পদার্থের প্রতীতির নিমিত্ত, অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে সূক্ষ্ম বলিতে হইলে, নৈয়ায়িকমতে পরমাণু মাত্র বলিয়াই তুষ্ট হওয়া যায় না। কারণ এই পরমাণু শব্দ বৃহৎ কলেবর স্থূল জাগতিক পদার্থের অনু-পাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে; সূক্ষ্মের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ পরমাণু শব্দটীই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। পরম অণু, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র কথাটী কাহার অপেক্ষা জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর হয়, বড় বা বৃহতের অপেক্ষা। এই বৃহৎ শব্দ ব্যবহারিক কথা। অর্থাৎ যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার-যোগ্য কাষ্ঠ, পাষাণ ও গৃহাদি। এই বৃহৎ ভাবের অতি ক্ষুদ্রই পরমাণু; যাহা আর মানব-চিত্তে ছেদনাদির

আভাস।

দ্বারা বিভাগ করা যায় না, তাহাই পরমাণু; সুতরাং পরমাণু শব্দ ব্যবহারিক ভাবে ব্যবহৃত; পারমার্থিক ভাবে নহে। সূক্ষ্ম শব্দটী কিন্তু সেরূপ স্থূল ব্যবহারিক অর্থে প্রযুক্ত নহে; পারমার্থিক ভাবেই সাংখ্যাচার্য্য তাহার ব্যবহার করিয়াছেন। সূক্ষ্ম বলিলে, সাধারণ ব্যবহারে যাহা বুঝা যায়, সাংখ্যাচার্য্য তাহা বুঝান নাই। সূক্ষ্ম বস্ত্র, সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রভৃতির ব্যবহারে সূক্ষ্ম-শব্দের প্রয়োগ এস্থলে হয় নাই। অধিক কি! তাড়িৎ শক্তি, যাহার স্রোত তাম্র-তার সহায়ে প্রবাহিত হইয়া, বৃহৎকলেবর ট্রাম গাড়ি চালিত করিতেছে এবং ভারতবর্ষ হইতে তার-সহায়ে বিলাতে পর্য্যন্ত কথোপকথন চলিতেছে, তাহাও পারমার্থিক সূক্ষ্ম নহে। পৃথিবী অপেক্ষা তরল পদার্থ জল, জলের অপেক্ষ অগ্নি সূক্ষ্ম এবং অগ্নির অপেক্ষা বায়ু আরও সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া লৌকিক দৃষ্টি বা জ্ঞানে প্রতীত হইলেও, পারমার্থিক সূক্ষ্ম তাহারা নহে। কারণ বাতাসও বস্ত্রাদি পদার্থের আবরণে আবদ্ধ করা যায়। সুতরাং ব্যবহার-যোগ্য; অতএব পারমার্থিক সূক্ষ্ম নহে; অধিক কি! ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম হইলেও এবং ইহাদের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ তন্মাত্রও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম পদার্থ নহে, যাহার অন্বেষণে আমরা অগ্রসর হইতেছি। এ সূক্ষ্ম শক্তি পরম পবিত্র এবং একান্ত হিতৈষী পদার্থ! স্থূলকে সাহায্য করে; নিজে কখন কাহারও সাহায্য গ্রহণ করে না। একটী অশ্বের পৃষ্ঠদেশে বৃহৎকলেবর একখানি শকট সংযোজিত করিয়া, অশ্বকে উত্তেজিত করিলেই, অশ্বের শরীর মধ্যস্থ যে বল উক্ত শকটকে আকর্ষণ করিয়া লয়, সেই বল অশ্বের দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মা শক্তি। এই শক্তিই অশ্বের সমগ্র দেহকে সামর্থ্য প্রদানে কর্ম্মক্ষম করে। তাদৃশ শক্তিকে অশ্বের কলেবর অপেক্ষা পারমার্থিক সূক্ষ্ম নামে দর্শনকর্ত্তা অভিহিত করিয়াছেন। লতা পাদপাদির অন্তরে উত্তেজনা-মূলক শক্তি যাহা সমগ্র লতা বা পাদপকে প্রসারিতের পথে

ভাষ্যম্ ।

ধাবিত রাখিতেছে, অথচ রসাদি পাঞ্চভৌতিক পদার্থ নহে, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক পদার্থকে তন্তুদন্তুরে প্রসারিত করত লতা বা পাদপকে ফল, পুষ্প ও পত্রাদিতে সুশোভিত করিতেছে, সেই শক্তিকেই পারমার্থিক সূক্ষ্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।

ধরণীর মূল তত্ত্ব তাহার প্রাণস্বরূপ উৎপাদিকা শক্তি প্রথমত ভূমিতে শবনাগত ভাবে নিপতিত বীজের অন্তরে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া, বীজের অন্তরে অব্যক্তভাবে নিহিত যাবদীয় ভাবকে উন্মেষিত করেন; অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রাণ-দানের ন্যায়, জীবনী শক্তির সঞ্চার হইলে, সকলে স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু জীবনী শক্তির ন্যায়, যে উৎপাদিকা শক্তি তাহাদের সকল তত্ত্বে এবং সর্ব্বভাবে ভাবান্বিত হইয়া, ক্রমশঃ বাহ্যমুখে স্কন্ধ, শাখা পল্লব ত্বক্ পত্র পুষ্প ফল এবং রসের পরিচয়ে যেমন প্রবাহবিশিষ্ট হয়, আবার অধোভাগে স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে শিকড় মূর্ত্তিতে ধরণীর অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, বৃক্ষের পুষ্টি প্রদানার্থ নিরন্তর সাহায্য সংগ্রহ করিতেছে, সেইটীই বৃক্ষের প্রকৃত পারমার্থিক সূক্ষ্মা শক্তি। সে বৃক্ষের স্বজাতীয় কোন অংশ নহে; অথচ সকল অংশে প্রবেশ পূর্ব্বক অংশীরূপে পরিচিত হইতেছেন এবং নিরন্তর সাহায্য করিবার গুণে বৃক্ষ যেন স্বয়ংসিদ্ধ পদার্থের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ক্ষণকালের জন্য এই শক্তির বিরামে, বৃক্ষের মৃত্যু হয়। বৃক্ষের স্বনিষ্ঠ যাবতীয় ভাবে সেই শক্তিই বৃক্ষের স্বরূপগত পরিচয় প্রদানোপলক্ষে নিজেই পরিচিত হইতেছেন। কোথায় একটী ক্ষুদ্র বটবীজ এবং সেই বীজ হইতে উৎপন্ন একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষই বা কোথায়! এতদুভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, একা উৎপাদিকা শক্তিই উক্ত বীজের অভ্যন্তরে যত প্রকার অব্যক্ত ভাব ছিল, সেই সকল ভাবে স্বয়ং ভাবিত বা আকারিত হইয়া, প্রত্যক্ষত বৃক্ষ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপাদিকা শক্তিই এই অনন্ত পাদপাদি মূর্ত্তিতে

আভাস।

পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বীজ কেবল কল্পনামাত্র। মানব যেমন স্বীয় ইচ্ছা বা কামনা অনুসারে কার্য্য করে, কুম্ভকারের কল্পনাই বাহিরে ঘট শরাবাদিরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর-কল্পিত সংসার-বীজ উক্ত মায়া বা প্রধান নামক শক্তির আশ্রয়ে এই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মাণ্ড-ভাবে কল্পিত হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে মহাশক্তি যখন সংসার-বীজকে স্বরূপে প্ররোহিত করাইতে-ছেন বা স্বয়ং বীজগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, নিজেই বীজভাবের প্রকটিত অবস্থাতে পরিণত হইতেছেন, তখন তিনি নিজে বীজ নহেন। কারণ বীজের মূলে কিছু কল্পনা আছে; সুতরাং কিছু জ্ঞানেরও সম্বন্ধ আছে; এবং বীজের আকার বা ভাবের উপলক্ষে শক্তিরও আংশিক সম্বন্ধ তাহাতে আছে; সুতরাং সংসার-বীজে উভয় ভাব চৈতন্য এবং শক্তির অভেদ সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য; নতুবা সংসার বীজের উৎপত্তি স্থিতি বা লয় কিছুই স্বীকার করা যায় না। শুদ্ধ চৈতন্যে যেমন কোন কর্ম্ম বা উদ্দেশ্য নাই, কেবল শক্তিতেও সেইরূপ সংসার-বীজ নাই। কারণ সম্পূর্ণ জড়া প্রকৃতিতে ধারণা বা ভাবনা থাকিতে পারে না। তবে শক্তি যে বীজ-ভাবের উদ্ভাবনে স্বয়ং পরিণত হন, সে কেবল চৈতন্য-স্বরূপের অনুগ্রহে মাত্র। যেমন জল অগ্নির সাহায্যে উষ্ণ হইয়া, তণ্ডুলাদিকে সিদ্ধ করত অন্নেতে পরিণত করে, সেইরূপ চৈতন্য-স্বরূপের অনুগ্রহে চেতনায়মানা প্রকৃতি সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এক্ষণে প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বরূপ অবধারণ করিবার উপায় কি? জিজ্ঞাসা করায়, শাস্ত্রকার উত্তর দিলেন যে, এই ব্যাপারটী জিজ্ঞাসুর প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব-সিদ্ধ। কারণ মানিয়া লওয়া এবং অবধারণ করা দুইটী বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্। মানিয়া লওয়াটী অন্যের অনুরোধে মাত্র; কিন্তু অবধারণটী নিজের সম্পত্তি; সেখানে ভ্রম বা প্রমাদ নাই। শক্তির স্বরূপটী অবধারণের বিষয়। মানিয়া

আভাস।

লওয়া নহে। সুখ দুঃখ মোহ, কাম ক্রোধ দ্বেষ, বাল্য যৌবন জরা, উৎপত্তি স্থিতি এবং লয় প্রভৃতি যাবদীয় ভাব আমার অনুভব-সিদ্ধ। অনুভবের যাবদীয় বিষয়ই কিন্তু ত্রিগুণাত্মক; পরন্তু যিনি অনুভবের কর্ত্তা "আমি," তিনি যদি ত্রিগুণাত্মক হইতেন, তাহা হইলে বিষয়ের সহিত এক জাতিত্বের অনুরোধে তিনি মিশিয়া যাইতেন; পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতেই পারিতেন না। পৃথক্ বোধে এবং সুখময়, দুঃখময় এবং মোহময় মূর্ত্তিতে বিষয়কে যখন অনুভব করিতে-পারেন, তখন বিষয় যে জাতীয় পদার্থ, বিষয়ী জ্ঞান সে জাতীয় পদার্থ নহেন। বিষয় যখন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোময়, তখন বিষয়ী নিশ্চয়ই তদ্বিপরীত চৈতন্যময়; এবং ব্যক্ত বিষয় যখন ত্রিগুণাত্মক, তখন তাহারা অবিবেকী, বিষয়, সামান্য,অচেতন এবং প্রসবধর্ম্মী প্রভৃতি ধর্ম্ম যে ব্যক্তাব্যক্তে সঙ্গত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

এক্ষণে মূলা প্রকৃতির স্বরূপের সিদ্ধান্তের প্রতি অগ্রসর হইতে হইলে, তদুৎপন্ন ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপের প্রতি আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি করিতে হইবে। কারণ উৎপন্ন পদার্থ প্রায়ই উৎপাদক পদার্থের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট হইয়াই থাকে; সন্দেহ নাই। মিষ্টান্নদি বা ব্যঞ্জন প্রভৃতি পদার্থের স্বাদ গ্রহণ করিলে, তাহার উপাদানেরই স্বাদ গ্রহণ করা হয়; সেইরূপ ব্যক্ত বিষয়ের সুখ, দুঃখ এবং মোহময় ভাব গ্রহণ করিয়া, তাহার মূল উপাদান মহাশক্তি প্রকৃতির ভাব আমরা অনায়াসে বীতানুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। তবে মূলা প্রকৃতি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা; সুতরাং সেখানে কোন স্বাদের বা ভাবের তীক্ষ্ণতা নাই; কিন্তু ত্রিগুণের বৈষম্যে, ব্যক্তভাবে প্রকৃতি পরিণত হইলেই, তাহার তীক্ষ্ণতার পরিচয় হয়। অর্থাৎ সাধারণত জলে আমরা কোন বিশেষ আস্বাদ পাই না বটে; অনেক লোক বলেন, মূল জলের কোন আস্বাদই নাই; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। গুণের সাম্যাবস্থায় কোন স্বাদই পাওয়া যায় না। প্রকৃত

আভাস ।

প্রস্তাবে ধরণীর রসই যাবদীয় ফল বা শস্যাদিতে লবণ তীক্ষ্ণ বা মধুরাদি বিবিধ আস্বাদ প্রদান করিয়া থাকে। কারণ একটী অতি ক্ষুদ্র লঙ্কাবীজ বা শরিষার মধ্যে কতটুকু ঝাল, ঝাঁজ বা তীক্ষ্ণতার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ? যাহার অনুপাতে সেই সেই বীজ হইতে উৎপন্ন গুল্মাদি চারা গাছে কত প্রচুর লঙ্কা বা শরিষার উৎপত্তি হয় ! বীজের অন্তর্গত, মধুরত্বাদি রস কখন তজ্জাতীয় পাদপের বা ফলাদির উৎপত্তি করিতে পারে না ; তদন্তরস্থ রস কেবল আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ধরণীস্থ রসের নিকট প্রার্থনার ইঙ্গিত করিয়া থাকে মাত্র ; ধরণীর রস বা জল উক্ত ইঙ্গিতের অনুগতিতে স্বয়ং অনুগত হইয়া, নিজের প্রচ্ছন্ন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে এবং একটী মধুর-রস আমের অন্তরস্থ বীজের অনুরোধে তদুৎপন্ন বৃক্ষে প্রতি বৎসর পূর্ব্ববৎ মধুর আস্বাদ বিশিষ্ট সহস্র সহস্র আম্র-ফলের রসে নিজেই পরিণত হইবার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অতএব জল স্বাদহীন প্রতীত হইলেও, স্বাদ-হীন নহে ; সকল ফলের আস্বাদপ্রদ ; সেইরূপ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিতে কোনরূপ ভাবের উদ্বোধন না থাকিলেও, সর্ব্ববিধ ব্যক্ত ভাবের যাবদীয় অভাব পূরণে স্বয়ং পরিণত হইবার যোগ্যতা ধারণ করেন ; সুতরাং যাবদীয় ভাবের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন ॥ ১৪॥

স্যাদেতৎ ব্যক্তাদ্ব্যক্তমুৎপদ্যতে ইতি কণভক্ষাক্ষচরণয়াঃ। পরমাণবো হি ব্যক্তা স্তৈ র্দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাদিলক্ষণকার্য্যং ব্যক্তমারভ্যতে। পৃথিব্যাদিষু চ কারণগুণক্রমেণ রূপাদ্যুৎপত্তিঃ, তস্মাদ্ব্যক্তাদ্ব্যক্তস্য তদ্‌গুণস্য চোৎপত্তেঃ কৃতম ব্যক্তেনাদৃষ্টচরেণেত্যত আহ।

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্য-বিভাগাদবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ভেদানাং ভিন্নত্বেন বর্ত্তমানানাং মহদাদি-ক্ষিত্যন্তানাং পদার্থানাং পরিমাণাৎ পরিমিতত্বাৎ, সমন্বয়াৎ সুখদুঃখমোহসমন্বিতত্বাৎ, শক্তিতঃ কারণ-শক্তিতঃ, এব

অন্বয়ঃ।

প্রবৃত্তেঃ উৎপন্নত্বাৎ চ তথা বৈশ্বরূপস্য নানারূপস্য পদার্থস্য কার্য্যকারণ-বিভাগাৎ (কার্য্যস্য কারণাৎ তৎসকাশাৎ বিভাগঃ উৎপত্তিঃ পৃথক্ত্বেন অবস্থিতিঃ তস্মাৎ হেতোঃ) তথা অবিভাগাৎ (কার্য্যস্য কারণে আশ্রয়-স্বরূপে অবিভাগঃ অনন্যরূপেণ প্রবেশঃ অবস্থানং স্থিতিঃ তস্মাৎ হেতোঃ) চ মূলকারণং অব্যক্তং অস্তি॥ ১৫॥

অনুবাদ।

অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি স্থূল ক্ষিতি-জাতীয় বিচিত্র পদার্থ সমূহ যখন সীমাবদ্ধ মূর্ত্তিতে অসীমের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটী ত্রৈগুণ্য নিবন্ধন সুখ, দুঃখ এবং মোহময়ত্বের পরিচয় দিতেছে, অথচ ইহারা সকলে ব্যক্ত কার্য্য-মূর্ত্তিতে তদপেক্ষা কোন অসীম শক্তি হইতে সমুৎপন্ন অনুমিত হইতেছে; বিশেষত বিচিত্রবেশে এবং বিচিত্র মূর্ত্তিতে একবার ক্রম-পর্য্যায়ে উত্তরোত্তর প্রকাশমান হইয়া পরক্ষণে স্ব স্ব কারণে পর পর নিবিশমান হইয়া, সর্ব্বাভাবের প্রতীতি জন্মাইতেছে, তখন সকলের কারণভাবে একটী অনন্ত, অসীম এবং সুখ দুঃখ এবং মোহেরও কারণরূপী ত্রিগুণাত্মক সর্ব্বপ্রধান অব্যক্ত কারণ যে আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ১৫॥

তত্ত্বকৌমুদী।

ভেদানাং বিশেষাণাং মহদাদীনাং ভূম্যন্তানাং কার্য্যাণাং কারণং মূলকারণমস্ত্যব্যক্তং। কুতঃ কারণকার্য্যবিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য। কারণে সৎকার্য্যমিতি স্থিতম্। তথাচ যথা কূর্ম্মশরীরে সন্ত্যেবাঙ্গানি নিঃসরন্তি, বিভজ্যন্তে ইদং কূর্ম্মশরীরম্ এতান্যস্যাঙ্গানীতি; এবং নিবিশমানানি তস্মিন্নব্যক্তীভবন্তি, এবং কারণাৎ মৃৎপিণ্ডাৎ হেমপিণ্ডাদ্বা কার্য্যাণি ঘটকুণ্ডল-মুকুটাদীনি সন্ত্যেবাবির্ভবন্তি বিভজ্যন্তে, সন্ত্যেব চ পৃথিব্যাদীনি কারণাত্তন্মাত্রাদাবির্ভবন্তি বিভজ্যন্তে, সন্ত্যেব তন্মাত্রাণ্যহঙ্কারাৎ কারণাৎ, সন্নেবাহঙ্কারঃ কারণান্মহতঃ, সন্নেব চ মহান্ পরমাব্যক্তাদিতি। সোঽয়ং কারণাৎ পরমাব্যক্তাৎ

তত্ত্বকৌমুদী।

সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণান্বিতস্য বিশ্বস্য কার্য্যস্য বিভাগঃ। প্রতিসর্গে তু মৃৎপিণ্ডং হেমপিণ্ডং বা ঘটকুণ্ডলমুকুটাদয়ো বিশন্তোঽব্যক্তীভবন্তি তৎকারণরূপমেবানভিব্যক্তং কার্য্যমপেক্ষ্যাব্যক্তং ভবন্তি। এবং পৃথিব্যাদয়স্তন্মাত্রাণি বিশন্তঃ স্বাপেক্ষয়া তন্মাত্রাণ্যব্যক্তয়ন্তি, এবং তন্মাত্রাণ্যহঙ্কারং বিশন্তি অহঙ্কারমব্যক্তয়ন্তি, এবমহঙ্কারো মহান্তমাবিশন্ মহান্তমব্যক্তয়তি, মহান্ প্রকৃতিং স্বকারণং বিশন্ প্রকৃতিমব্যক্তয়তি, প্রকৃতেস্তু ন ক্বচিন্নিবেশ ইতি সা সর্ব্বকার্য্যাণামব্যক্তমেব। সোঽয়মবিভাগঃ প্রকৃতৌ বৈশ্বরূপ্যস্য নানারূপস্য কার্য্যস্য। স্বার্থিকঃ ষ্যঞ্। তস্মাৎ কারণে কার্য্যস্য সত এব বিভাগাবিভাগাভ্যামব্যক্তং কারণমস্তীতি।

ইতশ্চাব্যক্তমস্তীত্যাহ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। কারণ-শক্তিতঃ কার্য্যং প্রবর্ত্ততে ইতি সিদ্ধম্। অশক্তাৎ কারণাৎ কার্য্যানুৎপত্তেঃ। শক্তিশ্চ কারণগতা ন কার্য্যস্যাব্যক্তত্বাদন্যা। ন হি সৎকার্য্যপক্ষে কার্য্যস্যাব্যক্ততায়া অন্যস্যাং শক্তাবস্তি প্রমাণম্। অয়মেব হি সিকতাভ্যস্তিলানাং তৈলোপাদানানাং ভেদো যদেতেষ্বেব তৈলমস্তি অনাগতাবস্থং ন সিকতাস্বিতি। স্যাদেতৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তিঃ কারণকার্য্যবিভাগাবিভাগৌ চ মহত এব পরমাব্যক্তত্বং সাধয়িষ্যত ইতি কৃতং ততঃ পরেণাব্যক্তেনেত্যত আহ পরিমাণাৎ পরিমিতত্বাদব্যাপিত্বাদিতি যাবৎ। বিবাদাধ্যাসিতা মহদাদিভেদা অব্যক্তকারণবন্তঃ পরিমিতত্বাদ্ ঘটাদিবৎ। ঘটাদয়ো হি পরিমিতা মৃদাদ্যব্যক্তকারণকা দৃষ্টাঃ। উক্তমেতদ্ যথা কার্য্যস্যাব্যক্তাবস্থা কারণমেবেতি। যন্মহতঃ কারণং তৎ পরমব্যক্তং, ততঃ পরতরাব্যক্তকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ। ইতশ্চ বিবাদাধ্যাসিতা ভেদা অব্যক্তকারণবন্তঃ সমন্বয়াৎ। ভিন্নানাং সমানরূপতা সমন্বয়ঃ; সুখদুঃখমোহসমন্বিতা হি বুদ্ধ্যাদয়োঽধ্যবসায়াদিলক্ষণাঃ প্রতীয়ন্তে যানি চ যদ্রূপসমনুগতানি তানি তৎস্বভাবাব্যক্তকারণকানি; যথা মৃদ্ধেমপিণ্ডসমনুগতা ঘটমুকুটাদয়ো মৃদ্ধেমপিণ্ডাব্যক্তকারণকা ইতি কারণমস্ত্যব্যক্তং ভেদানামিতি সিদ্ধম্॥ ১৫॥

আভাস।

জগতে অনন্ত প্রকারের পদার্থ আমরা নয়নগোচর করিতেছি; এবং বুঝিতেছি যে প্রত্যেক পদার্থই তাহার উপযুক্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, দৃষ্ট বা অনুভূত পদার্থ যখন অনন্ত, তখন তাহার কারণও অনন্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

আভাস।

এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কার্য্য ক্রমশ উত্তরোত্তর স্থূলভাবে বিকশিত হইবার কালে যতই বিভিন্নবেশে পরিলক্ষিত হউক্ না, মূল কারণ কিন্তু একটী। একটী ব্যতীত দুইটীর কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই। যে যে কারণে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং লয় একটী মাত্র উপাদানভূত প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন মীমাংসিত হইয়াছে, তাহাই এই কারিকাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। .

"কারণ-কার্য্য-বিভাগাদ্ অবিভাগাৎ". একটী হেতু ;—অর্থাৎ ক্রমোন্নতির পরিচয়ে বস্তু সমূহ একবার বাহিরে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয় এবং আবার ক্রম পরিণামে পর পর লীন হইতে হইতে মূল কারণে অস্তমিত হয়। যেমন কূর্ম্মের মূল কলেবর হইতে তাহার চারিটী হস্ত পদ পুচ্ছ এবং মুখবিশিষ্ট গ্রীবাভাগ একবার বাহিরে বিকশিত হয়, আবার সমস্তগুলি মূল কলেবরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যায়। আমরা যখন জাগ্রত হই, আমাদের অন্তর হইতে অর্থাৎ মূল আমি ভাব অহঙ্কার হইতে ফুটিয়া ক্রম পরিণামে মন, ইন্দ্রিয় এবং উদ্যম প্রভৃতি ক্রিয়াভাব বাহিরে বিকাশ পায় এবং বিপরীত পরিণামে একে একে উদ্যম ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় মনে এবং মন অহঙ্কার আমি ভাবে বিলীন হইলে, আমরা নিদ্রিত হই। সুবর্ণপিণ্ড হইতে অলঙ্কারের উদয় হয়, আবার অলঙ্কার বা মৃৎপাত্র সুবর্ণপিণ্ড বা মৃত্তিকার পিণ্ডে লীন হইয়া যায়। সমুদ্রের জলে লবণের উৎপত্তির ন্যায়, অনন্ত জলরাশির অর্থাৎ আপ্যমণ্ডলের অন্তর হইতে সাতটী দ্বীপের মূর্ত্তিতে এই ধরণীর উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ জল হইতে স্থূল অবয়বে মৃত্তিকা ; জল অগ্নি হইতে, অগ্নি বায়ু হইতে, বায়ু আকাশ হইতে, আকাশ অহঙ্কার হইতে এবং অহঙ্কার বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে এবং বুদ্ধিতত্ত্ব মূলা প্রকৃতি হইতে যেমন জন্ম গ্রহণ করে, আবার প্রলয়ের পর্য্যায়ে পৃথিবী জলে, জল অনলে, অনল বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ

আভাষ।

অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার বুদ্ধিতে এই প্রকারে যে অসীম কারণে সকলের লয় হয়, তাহাকেই মূলা প্রকৃতি বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ কার্য্য দর্শনে কারণের অনুমান যখন চির-প্রসিদ্ধ, অথচ জাগতিক পদার্থ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, তখন তাহার মূল উপাদান কারণও নিশ্চয় ত্রিগুণাত্মক হইবে। সুতরাং প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। তৃতীয়ত যে পদার্থ সীমাবিশিষ্ট, সে নিশ্চয়ই কোন অসীম হইতে বাহির হইয়াছে এবং অসীমের আবরণে আবৃত এবং সীমাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এক টুকরা মেঘ সীমাবিশিষ্ট; অসীম আকাশের বেষ্টনে পরিচিত হয় এবং ক্ষণান্তরে আকাশেই লীন হইয়া যায়। সীমাবদ্ধ লতা বা পাদপাদি তদপেক্ষা অসীম ধরণী হইতে উৎপন্ন হয় এবং ধরণী গর্ভেই লীন হইয়া যায়। অতএব সীমাবদ্ধ সামগ্রী অসীম কারণ হইতে যখন উৎপন্ন, তখন এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি স্থান একটী অনন্ত এবং অসীম হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই;

এক্ষণে আশঙ্কা সে অসীমের আকার যদিও নির্ব্বাচিত না হয়, প্রকার অবশ্য জানা কর্ত্তব্য। তদুত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন, "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ"; কার্য্যং সৎ। অর্থাৎ যাহা আছে, তাহারই প্রকাশ হয়; যাহা নাই, তাহার উৎপত্তি বা প্রকাশ হয় না। অতএব একটী শক্তির বিকাশকে তাহার জন্ম বা আবির্ভাব বলা হয়, এবং তাহার ধ্বংসকে অবিকাশ বা তিরোভাব বলা হয়। আবির্ভূত পদার্থকে স্থূল সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্ত নামে অভিহিত করা হয়, তিরোভূত পদার্থকে সূক্ষ্ম অসীম এবং অব্যক্ত নামে অভিহিত করা হয়। অতএব অনন্ত পদার্থের নিরুদ্বিগ্না উৎপাদন-শক্তির বিশ্রাম-ভাবই মূলা প্রকৃতি বা প্রধান।

আদ্যাশক্তি প্রকৃতি ব্যতীত মহত্তত্ত্ব বা অহঙ্কার প্রভৃতিকে মূল কারণ বলিয়া অন্যান্য বাদিগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও

আভাস।

খণ্ডন করা হইয়াছে। কারণ স্থূল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলেই যে সীমাবিশিষ্ট বলা হইল, তাহা নহে; অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অহঙ্কারাদি পদার্থও সীমাবিশিষ্ট। কারণ নাম ও কার্য্য-বিশেষের পরিচয় তাহাতেও আছে। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থের সীমা আছে; পদার্থ জননের শক্তিময় ভাবই যখন প্রকৃতি, তখন তিনিই কেবল অসীম এবং সর্ব্বকারণেরও কারণীভূত ভাব ॥ ১৫ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অব্যক্তং সাধয়িত্বা অস্য প্রবৃত্তিপ্রকারমাহ।

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াৎ চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ॥১৬

অন্বয়ঃ।

অব্যক্তং কারণং অস্তি; যৎ কারণং ত্রিগুণতঃ (পরস্পরবিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন গুণত্রয়-বিশিষ্টত্বাৎ) সমুদয়াৎ (সমেত্য উদয়ঃ সমুদয়ঃ তস্মাৎ সম্ভূয় কারিত্বাৎ চ) প্রবর্ত্ততে (সর্গাদৌ গুণবৈষম্যভাবেন অনুলোমতঃ তথা নিবৃত্ত প্রসবে লয়াদৌ চ গুণসাম্যভাবেন প্রতিলোমতঃ। তস্য প্রবৃত্তেঃ প্রকারমাহ সলিলবৎ পরিণামতঃ (সলিলং যথা বীজাদীন্ আবিশ্য স্বয়মেব তত্তৎ বৃক্ষাদিরূপেণ পরিণমতে, তথা অব্যক্তমপি প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ প্রধানং গুণং আশ্রিত্য অবলম্ব্য যো বিশেষঃ ভেদঃ তং তং আবিশ্য তত্তদ্রূপেণ স্বয়মেব পরিণমতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

ভূগর্ভস্থ সলিল স্বয়ং কোন বিশেষ আস্বাদ-বিশিষ্ট না হইলেও, বিশেষ বিশেষ স্বাদ-বিশিষ্ট বিভিন্ন বীজের অন্তরে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ স্বাদানুরূপ ফল-পুষ্পোপশোভিত বৃক্ষাদিতে স্বয়ং পরিণত হইয়া যেমন বৈচিত্র্যের পরিণাম ঘটায়, সেইরূপ পরস্পরে চির সঙ্গিরূপে বিদ্যমান ত্রিগুণময় ভাবের বৈষম্যে যখন মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল পার্থিব পদার্থ পর্য্যন্ত উত্ত-

অনুবাদ।

রোত্তর গঠিত হইয়া, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কার্য্য সাধিত হইতেছে, তখন উক্ত ত্রিগুণময় ভাবের সাম্যাবস্থারূপ স্বয়ং অপ্রকটিত একটী অব্যক্ত সর্ব্বকারণ-কারণ মহাশক্তি প্রকৃতি যে চির বিদ্যমান আছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যাঁহার গুণ-বৈষম্যে অনন্তের সৃষ্টি এবং গুণ-সাম্যে অব্যক্ত সর্ব্বাধার এক সর্ব্বপ্রসবকারিণী মহাশক্তির স্বরূপে তাঁহার বিশ্রাম; তাঁহাকেই সর্ব্বকারণ-কারণ মূলা প্রকৃতি বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বঞ্চ রজশ্চ তমশ্চ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি। পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজো রজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ত্তন্তে; তদিদমুক্তং ত্রিগুণত ইতি। প্রবৃত্ত্যন্তরমাহ—সমুদয়াচ্চ। সমেত্যোদয়ঃ সমুদয়ঃ সমবায়ঃ, স চ গুণানাং ন গুণপ্রধানভাবমন্তরেণ সম্ভবতি; ন গুণপ্রধানভাবো বৈষম্যং বিনা, ন চ বৈষম্যমুপমর্দ্দ্যোপমর্দ্দকভাবাদৃতে ইতি মহদাদিভাবেন প্রবৃত্তির্দ্বিতীয়া।

স্যাদেতৎ কথমেকরূপাণাং গুণানামনেকরূপা প্রবৃত্তিরিত্যত আহ—পরিণামতঃ সলিলবৎ, যথা হি বারিদবিমুক্তমুদকমেকরসমপি তত্তদ্ভূমিবিকারানাসাদ্য নারিকেলতাল বিল্ব-চিরবিল্ব-তিন্দুকামলক-প্রাচীনামলক-কপিত্থ-ফলরসতয়া পরিণামান্মধুরাম্ললবণতিক্তকটুকষায়তয়া বিকল্পতে এবমেকৈকগুণসমুদ্ভবাৎ প্রধানং গুণমাশ্রিতা অপ্রধানগুণাঃ পরিণামভেদান্ প্রবর্ত্তয়ন্তি; তদিদমুক্তং প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ একৈকগুণাশ্রয়েণ যো বিশেষস্তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

আভাস।

পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গুণগুণীর পার্থক্যের ন্যায়, প্রকৃতি হইতে প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের তাদৃশ পার্থক্য নাই। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোনামক ভাবময় গুণপদার্থের ন্যূনাতিরিক্ত দশায় সৃষ্টি এবং সাম্যাবস্থায় কার্য্যশূন্য ভাব; সুতরাং তাহা অসীম ও অব্যক্ত। গুণত্রয়ের

আভাস।

বৈষম্য হইলেই, সাম্যভাব যে তথায় অবশ্যই ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ সাম্যভাব হইতেই বৈষম্যের উদয় হয়। সুতরাং সাম্যাবস্থাই মূল ভাব; কোন কারণ বশত সাম্যভাব হইতেই বৈষম্যের উদয় হয় এবং সেই কারণের অভাবে, গুণত্রয়ের সাম্য-ভাব ঘটিলেই মূলা প্রকৃতির স্বরূপের পরিচয় ঘটে। জল, তৈল ও বায়ু একটী শিশির মধ্যে লইয়া জোরে নাড়িলে, তিনটীর আত্মভাব বিশৃঙ্খল হইয়া, ছোট বড় মেজ সেজ এইরূপ অসংখ্য ও অনন্ত বুদ্‌বুদ্‌ ভাবের সৃজনে যেমন শিশির সমস্ত অভ্যন্তরটী পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আবার নাড়ান ব্যাপারটী থামিয়া গেলে, জল বায়ু এবং তৈল সুস্থ ভাবে স্ব স্বরূপে বিশ্রাম করে; বুদ্‌বুদ্‌ কালে বা থামিয়া থাকা কালে উক্ত তিন জল, বায়ু ও তৈল একত্রই থাকে, কোনটীর অভাব হয় না, সেইরূপ এক চৈতন্যের ঈক্ষণে গুণত্রয়ের আলোড়ন হইয়া এই বিচিত্র সৃষ্টির সূচনা হয় এবং ঈক্ষণের অভাবে গুণত্রয়ে সাম্য ভাবের উদয়ে প্রকৃতিত্বের পরিচয় হয়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি। সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার উদাহরণ গ্রন্থকর্ত্তা ভূগর্ভস্থ জলকে দিয়াছেন। জলের নিজের কোন স্বাদ নাই; অর্থাৎ নাই বলিয়াই প্রতীত; কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। ষড়্‌বিধ রসের সাম্যাবস্থাই জল। সর্ব্ববিধ রস তুল্য পরিমাণে থাকার উপলক্ষে জলে কোন বিশেষ রসের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটী ক্ষেত্রে মধুর, তিক্ত, অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ প্রভৃতি স্বাদবিশিষ্ট ফলোৎ-পাদক বৃক্ষের বীজ রোপণ করত, এক জাতীয় জল সিঞ্চন করিলেও, বিভিন্ন বৃক্ষ বা ফলে বিভিন্ন রসের স্বাদ যথেষ্ট উপলব্ধ হয়। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র বীজে এত পরিমাণে তন্নিষ্ঠ স্বাদ থাকিতে পারে না, যাহা পরি-বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত বৃক্ষে বা যাবতীয় ফলে তদপেক্ষা লক্ষ বা কোটিগুণ রসের সমাবেশ করিতে পারে। তবে যে বীজ যে জাতীয় রসের প্রত্যাশা করে, জল সেই জাতীয় ভাবে স্বয়ং পরিণত হইয়া, বৃক্ষ বা ফলাদিকে

আভাস।

সেই সেই রসে পরিপূর্ণ করে। অতএব জলের নিজের ভাণ্ডারে যদি সে রস না থাকে, কোথা হইতে তাহার পূরণ করিবে? একটী সামান্য আম্র বাজে তাদৃশ মধুর বা অম্ল রসের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে, যদ্দ্বারা সে প্রতি বর্ষে সহস্রাধিক আম্র ফল প্রসব করে। তবে বীজ আপনার পরিচয় প্রদানে ভূগর্ভস্থ জলের নিকট প্রার্থনা মাত্র করে। জলও প্রত্যেক বীজের প্রার্থনা অনুসারে স্বয়ং সেই সেই রূপে পরিণত হইয়া, যাবতীয় বৃক্ষরাজিকে তাহাদের স্বরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, তাহাদের অনুরূপ ফল ও পুষ্পাদিতে পরিশোভিত এবং রস-ব্যাপ্ত করে।

এই কারিকাতে সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যের অভিপ্রায় অতি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ কার্য্যবর্গের অতি সূক্ষ্ম কারণভাব বীজমূর্ত্তিতে মহাশক্তি প্রকৃতির গর্ভে চির বিদ্যমান ছিল; যখন যে জাতীয় বীজ বা কারণভাব সেই মহাশক্তির নিকট আত্ম-পরিচয় লাভের জন্য প্রার্থনা করে, তখনই মূলা প্রকৃতি তাহার প্রার্থনা অনুসারে স্বয়ং পরিণত হইয়া, সেই সেই কার্য্যবর্গের উৎপাদনে সৃষ্টি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াথাকেন। অনন্ত প্রকারের বৃক্ষাদি উৎপাদন করিয়াও জল তদপেক্ষা পৃথক্‌ভাবে স্বয়ং বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ সর্ব্বকারণ-কারণ মহাশক্তি প্রকৃতি সংসার-রচনার অনন্ত বীজকে তদপেক্ষা ব্যক্ত কার্য্যমূর্ত্তিতে পরিণত করাইয়াও, স্বয়ং গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অনন্ত ও অব্যক্ত ভাবে চির বিদ্যমান থাকেন। এটী জলভাবের ন্যায়, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। সুতরাং কোন গুণের আতিশয্যের অভাবে তিনগুণ থাকিতেও প্রকৃতি গুণহীনার ন্যায় অবস্থান করেন। এক্ষণে জল বা মূল উর্ব্বরা শক্তি যেমন ভূগর্ভে থাকে এবং সকল পাদপাদিকে উর্ব্বরিত করে, সেইরূপ মহাশক্তি প্রকৃতিও শক্তিরূপে পরম চৈতন্যের অন্তরে চির বিদ্যমান থাকিয়া, মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যবর্গকে অভিব্যক্ত

আভাস ।

করিয়াও আপন-স্বরূপে স্বয়ং চির বিদ্যমান রহিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আমরা পরে করিব। অপ্রাসঙ্গিক বোধে এখানে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত করা হইল না। ॥ ১৬ ॥

এই কারিকা পর্য্যন্ত ব্যক্ত বিষয়ের কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া, অব্যক্ত অর্থাৎ যাঁহার পরিচয় আপাতত যুক্তি ব্যতীত ধারণায় আসে না, সেই মহাশক্তি প্রকৃতিরই স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে মূলধন জ্ঞস্বরূপের পরিচয় ক্রমশ প্রদর্শিত হইতেছে ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

যে তু ভৌতিকাঃ অব্যক্তং বা মহান্তং বা অহঙ্কারং বা ইন্দ্রিয়াণি বা ভূতানি বা আত্মানমভিমন্যমানাস্তান্যেবোপাসতে তান্ প্রত্যাহ।

সংঘাত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যায়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥১৭॥

অন্বয়।

সংঘাত-পরার্থত্বাৎ (সংঘাতানাং মিলিতানাং পদার্থানাং যঃ সংঘাতঃ মেলনং সঃ পরার্থত্বাৎ পরপ্রয়োজন-সম্পাদনায় এব)। সঃ তু পরঃ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ (ত্রিগুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং বৈপরীত্যেন বর্ত্তমানাৎ) যতঃ অধিষ্ঠানাৎ (জড়ানাং সংঘাতস্য চেতনাধিষ্ঠানাৎ এব ভবতি) যতঃ ভোক্তৃভাবাৎ (কীদৃশং ইদং ইতি অনুভবিতৃত্বাৎ), তথা কৈবল্যার্থং (অসম্মিশ্রং অমিলিতং যৎ কৈবল্যং কেবলস্য ভাবঃ স্বরূপং তদর্থং জ্ঞস্বরূপাবগতয়ে) প্রবৃত্তেঃ উদ্‌যোগায় অব্যক্তাদেঃ ব্যতিরিক্তঃ পুরুষঃ (পুরি মায়াপুরি চিত্তে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপেণ শেতে যঃ অহংমমেত্যভিমানবান্) অস্তি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত মহাশক্তি প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ব্যক্তাব্যক্ত বা স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিচিত্র পদার্থের জ্ঞাতা এবং নিয়ন্তা মূর্ত্তিতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব যে চির বিদ্যমান আছে, তাহাই যুক্তি দ্বারা এই কারিকাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা ;—

প্রকৃতি জড়া এবং ত্রিগুণময়ী ; সুতরাং প্রকৃতির পরিণামে

অনুবাদ।

উৎপন্ন যাবদীয় পদার্থও ত্রিগুণময়, জড় এবং উত্তরোত্তর বহু অবয়বে মিলিত। কিন্তু মিলনের ব্যবস্থার জন্য নিরন্তর অপর একটী চেতন পদার্থের উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন, যাঁহার তত্ত্বাবধানে মিলনের ব্যবস্থা ঘটে এবং মিলনের ফলও অনুভূত হয়। সেই চৈতন্যময় পদার্থ কখন ত্রিগুণাত্মক নহেন। ত্রিগুণাত্মক হইলে, অপর ত্রিগুণাত্মক পদার্থের সমজাতিত্ব নিবন্ধন পরস্পরে মিলিতই হইতেন; বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন না হইলে, ত্রিগুণাত্মক পদার্থকে অবধারণের যোগ্যতা তাঁহার কখনই থাকিতে পারে না; গুণাত্মক পদার্থে তন্নিষ্ঠ সুখ দুঃখাদির অনুভব যাঁহাতে হয়, তিনি ভোক্তৃভাবাপন্ন চেতন পুরুষ। বিশেষতঃ সকল কার্য্যের অন্তে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্নভাবে অবস্থানের প্রয়াস চৈতন্যময় পুরুষে ব্যতীত ত্রিগুণময় মায়ার কার্য্যে কখন ঘটিতে পারে না। এই নিশ্চিন্ত ও নিরাময় ভাবে অবস্থানই কৈবল্যভাব; যাহা ঋষিগণের চিরপ্রার্থিত শান্তিময় অবস্থা। ইহা ত্রিগুণময় প্রকৃতি বা নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক পদার্থে কখন থাকিতে পারে না। অতএব পরিণামরূপ ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা, সুখদুঃখাদির ভোক্তা এবং নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মানুভূতির আনন্দ অনুভব করিবার জন্য চির বিদ্যমান চেতনময় পুরুষ যে অবশ্য আছেন, সে বিষয়ে যুক্তি ও অনুভূতিই উত্তম প্রকাশক ॥ ১৭ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

পুরুষোঽস্ত্যব্যক্তাদের্ব্যতিরিক্তঃ, কুতঃ সংঘাতপরার্থত্বাৎ, অব্যক্তমহদহঙ্কারাদয়ঃ পরার্থাঃ সংঘাতত্বাৎ শয়নাসনাভ্যঙ্গাদিবৎ। সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া অব্যক্তাদয়ঃ সর্ব্বে সংঘাতাঃ। স্যাদেতৎ শয়নাসনাদয়ঃ সংঘাতাঃ সংঘাতশরীরাদ্যর্থা দৃষ্টা ন তু আত্মানং প্রত্যসংহতং প্রতি পরার্থাঃ। তস্মাৎ সংঘাতান্তরমেব পরং

তত্ত্বকৌমুদী ।

পর্য্যবস্যেৎ নতু অসংহততয়াত্মানমিত্যত আহ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ। অয়মভিসন্ধিঃ—
সংহতপরার্থত্বে হি পরস্যাপি সংহতত্বাৎ তেনাপি সংহতান্তরার্থেন ভবিতব্য-
মেবং তেন তেনেত্যনবস্থা স্যাৎ । ন চ ব্যবস্থায়াং সত্যামনবস্থা যুক্তা, গৌরব-
প্রসঙ্গাৎ। নচ প্রমাণবত্ত্বেন কল্পনাগৌরবমপি মৃষ্যত ইতি যুক্তং; সংহতত্বস্য পারার্থ্য-
মাত্রেণান্বয়াৎ । দৃষ্টান্তদৃষ্টসর্ব্বধর্ম্মানুরোধেন ত্বনুমানমিচ্ছতঃ সর্ব্বানুমানোচ্ছেদ-
প্রসঙ্গ ইত্যুপপাদিতং ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায়ামস্মাভিঃ। তস্মাদনবস্থাভিয়া
অস্যাসংহতত্বমিচ্ছতা অত্রিগুণত্বমবিবেকিত্বমবিষয়ত্বমসামান্যত্বং চেতনত্বমপ্রসব-
ধর্ম্মিত্বঞ্চাভ্যুপেয়ম্। ত্রিগুণত্বাদয়ো হি ধর্ম্মাঃ সংহতত্বেন ব্যাপ্তাঃ। তৎ সংহত-
ত্বমস্মিন পরে নিবর্ত্তমানং ত্রিগুণত্বাদি ব্যাবর্ত্তয়তি; ব্রাহ্মণ্যমিব ব্যাবর্ত্তমানং
কঠত্বাদিকং, তস্মাদাচার্য্যেণ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াদিতি বদতা অসংহতঃ পরো
বিবক্ষিতঃ, স চাত্মেতি সিদ্ধম্।

ইতশ্চ পরঃ পুরুষোঽস্তি অধিষ্ঠানাৎ, ত্রিগুণাত্মকানামধিষ্ঠীয়মানত্বাৎ. যদ্যৎ
সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকং তৎ সর্ব্বং পরেণাধিষ্ঠীয়মানং দৃষ্টং; যথা রথাদি যন্ত্রাদিভিঃ
সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকঞ্চেদং বুদ্ধ্যাদি, তস্মাদেতদপি পরেণাধিষ্ঠাতব্যম্। স চ
পরস্ত্রৈগুণ্যাদন্য আত্মেতি ।

ইতশ্চাস্তি পুরুষঃ ভোক্তৃভাবাৎ, ভোক্তৃভাবেন ভোগ্যে সুখদুঃখে উপ-
লক্ষয়তি। ভোগ্যে হি সুখ-দুঃখে অনুকূল-প্রতিকূল-বেদনীয়ে প্রত্যাত্মমনুভূয়েতে।
তেনানয়োরনুকূলনীয়েন প্রতিকূলনীয়েন চ কেনচিদন্যেন ভবিতব্যং।
নচানুকূলনীয়াঃ প্রতিকূলনীয়া বা বুদ্ধ্যাদয় স্তেষাং সুখ-দুঃখমোহাত্মকত্বেন স্বাত্মনি
বৃত্তিবিরোধাৎ। তস্মাদ্ যোঽসুখাদ্যাত্মা সোঽনুকূলনীয়ঃ প্রতিকূলনীয়ো বা, স
চাত্মেতি ।

অন্যে ত্বাহুঃ, "ভোগ্যা দৃশ্যা" বুদ্ধ্যাদয়ঃ। ন চ দ্রষ্টারমন্তরেণ দৃশ্যতা
যুক্তা তেষাং। তস্মাদস্তি দ্রষ্টা দৃশ্যবুদ্ধ্যাদ্যতিরিক্তঃ, স চাত্মেতি। ভোক্তৃভাবাৎ
দৃশ্যেন দ্রষ্টুরনুমানাদিত্যর্থঃ। দৃশ্যত্বঞ্চ বুদ্ধ্যাদীনাং সুখাদ্যাত্মকতয়া পৃথিব্যাদি-
বদনুমিতম্।

ইতশ্চাস্তি পুরুষ ইত্যাহ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ শাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাঞ্চ দিব্য-
লোচনানাং। কৈবল্যমাত্যন্তিক দুঃখত্রয়প্রশম-লক্ষণং ন বুদ্ধ্যাদীনাং সম্ভবতি।
তে হি দুঃখাদ্যাত্মকাঃ কথং স্বভাবাদ্বিয়োজয়িতুং শক্যন্তে, তদতিরিক্তস্য তু তদ-
রহিতস্য আত্মন স্তেভ্যো বিয়োগঃ শক্যসম্পাদঃ। তস্মাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তের্মহী-
য়সাং মহর্ষীণাং বুদ্ধ্যাদিব্যতিরিক্ত আত্মাস্তীতি সিদ্ধম্। ১৭।

আভাস।

অচেতন জড় পদার্থে যে কোন ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়, তাহা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ ব্যতীত হইতে যে পারে না, তাহাই এই কারিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্ণবপোত বা বাষ্পীয়-রথ যে ক্রিয়ার পরিচয়ে দৌড়াইতেছে এবং বন্দুকের গর্ত্তস্থিত গুলি বিশেষ বলের পরিচয়ে যে শত্রুদেহের প্রতি ছুটিতেছে এবং অন্যান্য অসংখ্য এতাদৃশ জড়ের ক্রিয়া যে হইতেছে, তাহাদের মূলে একটী চেতনবান্ পুরুষের কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। ব্যবহারিক জীবনে এগুলি স্পষ্টত প্রতীত হইলে, অনুমান সাহায্যে আমরা কেন বুঝিব না যে, নৈসর্গিক ক্রিয়ারও মূলে আমাদের অজ্ঞাতসারে একটী অনির্ব্বচনীয় চেতনাময় পরম পুরুষের যে সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অতএব যে স্থলে ক্রিয়ার অভিব্যক্তি, তাহারই অন্তরে চেতনের সাহায্য নিশ্চয়ই আছে। বিশেষত ক্রিয়ার সর্ব্বাঙ্গে জ্ঞানের সংলিপ্ত ভাব না থাকিলে, ক্রিয়ার চরিতার্থতাও কখন হইতে পারে না। রেলওয়ে-এঞ্জিন দৌড়িতেছে বটে, কিন্তু জল বা অগ্নির সমাবেশ আছে কি না? গ্যাসের পরিমাণ কত আছে? ইত্যাদি সকল ব্যাপারে একজন জ্ঞানবান্ চালকের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন। এঞ্জিনের কল কবজার একত্র সমাবেশও আপনা হইতে হয় না; একজন বিচক্ষণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রয়োজন, যাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে এঞ্জিনখানি প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং শত শত চক্রাদি বিভিন্ন অংশের একত্র সমাবেশও যখন একজন জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিজ্ঞানবলে হইয়াছে, তখন পদার্থ-সমূহের একত্র মিলন জ্ঞানের দ্বারাই ঘটে; বস্তুসমূহ পরস্পরে আপনা হইতে মিলিতে পারে না। মিলনের একটী উদ্দেশ্য আছে এবং মিলনের ফলও অন্যে উপভোগ করে। যাহার উদ্দেশ্যে মিলন এবং যিনি তাহার ফল অনুভব করেন, উভয়েই মিলিত পদার্থের অতিরিক্ত বস্তু, চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানবান্ পুরুষ। এই চেতনবান্ পুরুষ কখন জড়

আভাস।

পদার্থ বা ত্রিগুণাত্মক বস্তু হইতে পারে না। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় পরস্পরে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ভাব; সুতরাং জ্ঞেয় বিষয় যখন ত্রিগুণাত্মক, তখন তাহার জ্ঞাতা কখনই ত্রিগুণাত্মক নহেন। তিনি সৎস্বরূপে (অর্থাৎ আছেন মূর্ত্তিতে) চির বিদ্যমান থাকিয়া, ত্রিগুণাত্মক পদার্থের যাবদীয় ক্রিয়া অর্থাৎ পরিবর্ত্তনাদি ব্যাপার এবং তাহার ফল সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন।

আমার দেহের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি, অন্নাদির পরিপাচন, মল মূত্রের সংগ্রহাদি এবং বেগের আনয়নে তাহাদের নিঃসরণাদি, রস রক্ত মাংস অস্থি এবং স্নায়ু ও শুক্রাদির গতি বা পরিবর্ত্তন যাহা নিরন্তর ঘটিতেছে, আমরা তাহার কিছু কিছু অনুভব মাত্র করিতে পারি, কিন্তু তত্তৎ ব্যাপার যে কিরূপে চলিতেছে, তাহার ধারণা পর্য্যন্ত করিতে শিখি নাই। দেহের বলাধান হইলে, বলের প্রকাশে অহঙ্কারের পরিচয় দিতে পারি মাত্র; কিন্তু বলের সঞ্চয় যে কি প্রকারে হয়, পীড়া কি প্রকারে প্রসারিত হইয়া দুর্ব্বল হইলাম, তাহার তত্ত্ব একবার স্বপ্নেও অনুসন্ধান করি না। অথচ জানি যে মিলন পরের জন্য, অপরে করে। আপনাকে আমি চিরায়ুঃ ও বলবান্ মনে করিলেও, দেহের অন্তরস্থিত পরিণামাদির প্রভাবে সুস্থ বা অসুস্থাদি নিবন্ধন যে সুখ এবং দুঃখের উপস্থিতি হয়, তাহা বুঝিবার জন্য কেবল আমি মাত্র জ্ঞাতারূপে দেহের অন্তরে বিরাজ করিতেছি বটে, কিন্তু দেহের যাবদীয় পরিবর্ত্তন যিনি নিরন্তর ঘটাইতেছেন, তিনি যে কোথায় এবং তাঁহার স্বরূপ যে কি? তাহার অনুসন্ধান আমার এ পর্য্যন্ত করা হইল না। অথচ বাষ্পীয় রথাদির এঞ্জিনভাগ বা তাহার প্রত্যেক অবয়ব যেমন বিজ্ঞ জ্ঞানবান্ তীক্ষ্ণ-দর্শী ইঞ্জিনিয়ারের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধানের উপর নির্ভর করে; সাধারণ মানব গাড়িতে আরোহণ করিবার ফল মাত্র ভোগ করে, গাড়ি বা এঞ্জিন প্রস্তুত কার্য্য বা চালাইবার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে না,

আভাস।

আমরাও সেইরূপ দেহে বাস করত তজ্জনিত সুখ বা দুঃখাদির অনুভব মাত্র করি, দেহের প্রস্তুত বা চালনাদি সম্বন্ধে তাহার প্রস্তুতকারী বা চালকের বিষয় একবার চিন্তা মাত্রও করি না। অতএব দেহস্থ সুখদুঃখাদির অনুভব করিবার জন্য জ্ঞ মূর্ত্তিতে চেতন পুরুষ আমি আছি বটে, কিন্তু নানা অবয়বের মিলনে প্রস্তুত মানবাদির দেহের সৃজন, পালন এবং সংহার কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অন্য একটী অসাধারণ চৈতন্যস্বরূপ মহাপুরুষ যে আছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই! যাহার নিরন্তর তত্ত্বাবধানে কেবল জীবদেহ কেন! এই জড় জগৎও পরিচালিত হইতেছে। আমার অনুভূতি জ্ঞ শক্তি যেমন আমার দেহের সর্ব্বাংশে সর্ব্বদা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এই প্রত্যক্ষত প্রতীয়মান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বহিঃ সর্ব্বাবয়বে সেই মহাপুরুষের পরম চৈতন্যও তত্ত্বাবধারক বেশে যে সেইরূপ নিরন্তর বিদ্যমান আছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এই চৈতন্যময় পুরুষের স্বরূপ কি? জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে দর্শনকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন, "অধিষ্ঠানাৎ ও ভোক্তৃভাবাৎ"। অর্থাৎ কর্ত্তৃভাব এবং অনুভব মূর্ত্তিই তাঁহার স্বরূপ। অর্থাৎ সামান্য অগ্নিকে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কিন্তু দাহকার্য্য এবং জ্যোতির্ম্ময় ভাবই অগ্নির মূর্ত্তি। সেইরূপ তত্ত্বাবধান ব্যাপারের উপলক্ষে এবং সুখ দুঃখাদির অনুভব করা উপলক্ষে যে অনুভূতির স্বরূপ, তাহাই জীব চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের আত্মপরিচয়ের প্রতীতি।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, প্রত্যেক কার্য্যে প্রথম ইচ্ছা, দ্বিতীয় উদ্যম, তৃতীয় ক্রিয়া, চতুর্থত কার্য্যান্তে নিবৃত্তি লাভে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি, এই চারিটী ভাব মানব জীবনে প্রত্যহ প্রত্যেক কার্য্যে অনুভূত হইয়া থাকে। হস্তপদাদির সঞ্চালন ব্যাপার বা কোন বিরাট্ কার্য্য এই প্রকারেই

আভাস।

সাধিত হয়; এবং কার্য্যের সমাপনে আমরা কার্য্যশূন্য নির্ব্ব্যাপারী আনন্দ-মূর্ত্তি ও নিবৃত্তি-স্বরূপ ভাব উপলব্ধ করি। সেই নির্ব্ব্যাপারী ভাবই যেন প্রার্থনীয় এবং নির্ব্ব্যাপারী হইবার প্রার্থনাতেই যেন সকলে কার্য্য করি। অতএব কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া এবং কার্য্যান্তে সুস্থভাবে অবস্থান করিতে যিনি চান, তিনিই আমার অন্তরে জ্ঞস্বরূপ চেতন পুরুষ। তিনি ক্রিয়া ব্যাপার ও কার্য্যের ফল প্রভৃতি সকল বিষয়ের অতীত। সুতরাং গুণাতীত পুরুষ যে আছেন, তাহা স্বীকার্য্য; তাঁহার ক্রোড়ে ত্রিগুণাত্মক বিষয়ের ক্রীড়া এবং ক্রীড়ার অবসানে তাঁহারই কৈবল্য মূর্ত্তিতে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় কেবল-ভাবে বিশ্রাম স্পষ্টত প্রতীত হইতেছে। এই কারিকাতে আরও প্রকাশ করা হইল যে, ব্যবহারিক জীবনে জীব-মাত্রেরই অন্তরে এক একটী চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বিরাজ করিতেছেন, যিনি দেহ-ব্যাপারের অতীত, চিন্ময় বস্তু। এই বিচারের অনুপাতে আমাদের আরও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, এই অনন্ত বিরাট্ কলেবরেরও অন্তরে ঐরূপ একটী বিরাট্ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ অবশ্য আছেন, যিনি দৃশ্য বা ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত চিন্ময় মূর্ত্তিতে অবস্থিত; যাঁহা হইতে ইচ্ছা, উদ্যম, ক্রিয়া এবং নিবৃত্তির পদ্ধতিতে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডেরও উদয় হইয়া, ক্রিয়ার সমাপনান্তে কেবল নিবৃত্তি-মূর্ত্তিতেও চিন্ময় বেশে তিনিও অবস্থান করেন। তিনিই পরম জ্ঞ; পরম পুরুষ! তাঁহার নামকরণ যে যাহা বলিয়া বর্ণন করুন, তাহাতে দর্শনকারের কোন আপত্তি নাই।

ষোড়শ কারিকা পর্য্যন্ত কেবল প্রকৃতি-স্বরূপের বর্ণন করা হইয়াছে; সপ্তদশ কারিকাতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব-বিশিষ্ট চৈতন্য-স্বরূপের বর্ণন শাস্ত্রকর্ত্তা আরম্ভ করিয়াছেন। এই চৈতন্য-স্বরূপকে পুরুষ, জ্ঞ, আত্মা বা জীব ইত্যাদি অনেক নামে যেমন অভিহিত করা হইয়াছে, পাঠকবর্গ যেন স্মরণ রাখেন যে, বিভিন্ন নাম অনুসারে এক চৈতন্যস্বরূপে বিচিত্র ভাব ও কার্য্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

আভাস ।

নামের অনুরোধে যেন বিচারের বিভ্রাটে তাঁহারা পতিত না হন। সামান্য অগ্নির স্বরূপ পর্য্যন্তও কেহ অবগত হইতে পারেন না, কিন্তু দাহ্য পদার্থ-বিশেষের আশ্রয়ে উক্ত সামান্য অগ্নিও বিশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহে বিভিন্ন বা বিচিত্র ভাব ও নামের পরিচয় দিয়া থাকে। চৈতন্যস্বরূপ বস্তুটী সৎ পদার্থ হইলেও, প্রাকৃতিক ত্রিগুণময় বা মিলিত পদার্থ নহেন। মিলিত পদার্থ অচেতন ও জড়; সে সমস্তই বোধের বিষয়; তাহারা স্বয়ং বুঝিতে পারে না। চৈতন্যস্বরূপ আপনাকে এবং অন্যকে স্বয়ং বুঝেন। অনুকূল এবং প্রতিকূল ভাবে সুখ এবং দুঃখকে যখন আমরা অবধারণ করি, তখন আমরা অবধারণের মূর্ত্তিকেও ধরিতে পারি। যন্ত্রণাকে উপলব্ধি সকলেই করে; তাহাতে কোন প্রশংসার কথা নাই; কিন্তু যন্ত্রণাকে আশ্রয় করিয়া যে উপলব্ধির প্রসার হয়, সেই উপলব্ধি-স্বরূপকে যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারই প্রশংসা এ জগতে ধরে না। সে প্রশংসা মর্ত্ত্যলোক হইতে উত্থিত হইয়া, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে। সাংখ্যকর্ত্তার কিন্তু এই ভাবটীকেই বুঝাইবার প্রধান প্রয়োজন। এ ভাবটী নিরুপাধিক ও নির্ম্মল। একটা যে কোন উপাধি কাষ্ঠ, প্রদীপ বা মশাল প্রভৃতির আশ্রয় ব্যতীত অগ্নিকে যেমন কাহাকেও দেওয়া বা দেখান যায় না, সেইরূপ এক একটী বৃত্তির আশ্রয় ব্যতীত চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান-ভাবের পরিচয় পরের সন্নিধানে প্রতিপাদন করা যায় না এবং নিজেও বুঝি না। সুতরাং প্রত্যেক বৃত্তিই চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের আশ্রয়ে স্বীয় স্বরূপ এবং পরস্পরের মধ্যে ভিন্নত্বের পরিচয়ও প্রদান করিতেছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজের পরিচয় লইতে হইলেও, আপনাকে কখন কতভাবে যে বুঝি, তাহারও ইয়ত্তা করিতে পারি না। সীমাবিশিষ্ট ভোগ্যের সংস্রবে ভোক্তারও স্বরূপের পার্থক্য হইয়া যায়। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত মনের ভাব, এমন কি! আত্মস্বরূপেরও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অগ্নির

আভাস।

অগ্নিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একাকার হইলেও, কার্য্য-ভেদে অগ্নি নামান্তর ও রূপান্তরে পরিচিত হইয়া থাকে। সাধারণত কাষ্ঠ, শুষ্ক পত্র, ধুনা, গন্ধক, বারুদ এবং তৈলাদির সংযোগে এক অগ্নি যেমন বিভিন্ন মূর্ত্তি, বর্ণ এবং বলবত্তার পরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান একাকার হইলেও, উপাধির আশ্রয়ে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। দীপক-বাজীর মশলার গুণে লাল, নীল বেগুণে প্রভৃতি রঙ্গে যেমন এক অগ্নিই আত্মপরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ আমি-ভাবাপন্ন চৈতন্যময় পুরুষও ক্রোধী, সরল, স্নেহবান্ দয়ালু এবং নিষ্ঠুর প্রভৃতি গুণের পরিচয়ে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন পুরুষের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ভিন্নত্বের প্রধান কারণ ভোক্তৃভাব। ভোক্তৃভাবের অনুরোধে পুরুষ স্বয়ং নির্লিপ্ত চৈতন্যময় হইলেও, ভোক্তৃভাবে আত্মজ্ঞানই চৈতন্য-স্বরূপকে একটী সীমাবদ্ধ ভাবে আনয়ন করে। কিন্তু অসীম চৈতন্যস্বরূপের স্বস্বরূপে সীমার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, সীমাবিশিষ্ট প্রাকৃতিক বুদ্ধি বা চিত্তে আত্মভাব ভাবনার উপলক্ষেই অসীম চৈতন্যস্বরূপেও সীমার আরোপ হইয়া থাকে। কারণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মভাব, সেই আশ্রয়স্বরূপ বুদ্ধি বা চিত্তই যখন সীমাবদ্ধ এবং চিত্তের প্রত্যেক বৃত্তিও সীমা-বিশিষ্ট; সুতরাং অসীম জ্ঞানও চিত্তের অনুরোধে সীমাবিশিষ্ট পুরুষ নামে অভিহিত হন। অতএব কামনা ও অনুভূতি যদবধি অভিন্ন তন্ময় মূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকেন, তখনই চৈতন্যস্বরূপের পুরুষ-সংজ্ঞা এবং জন্মজন্মান্তর ভোগ স্বীকার করা হয় এবং উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট গতিরও উল্লেখ হইয়া থাকে। অতএব চিত্তের উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বৃত্তিতে আত্মভাব ভাবনার উপলক্ষেই চৈতন্যময় আত্মার পুরুষভাব; কিন্তু চিত্ত পুরিতে অবস্থান করিয়াও, চিত্তস্থ বৃত্তি-সমূহের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে স্বরূপ যখন স্বকীয় ভাবের অবধারণ করেন, তখন তাঁহার তন্ময়

আভাস।

ভাবের অপগমে মোক্ষ; অর্থাৎ সংসার-জ্বালা হইতে পুরুষের অব্যাহতি হয়। এ সমস্ত বিষয় পরে ক্রমশ বর্ণিত হইবে॥ ১৮॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তদেবং পুরুষাস্তিত্বং প্রতিপাদ্য স কিং সর্ব্বশরীরেষেকঃ? কিমনেকঃ প্রতিক্ষেত্রম্? ইতি সংশয়ে তস্য প্রতিক্ষেত্রমনেকত্বমুপপাদয়তি।

জন্মমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ। পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥ ১৮!

অন্বয়ঃ।

জন্মমরণকরণানাং (দেহপরিগ্রহেণ জন্মনঃ, শরীরত্যাগেন চ মরণস্য তথা করণানাং বুদ্ধ্যাদিত্রয়োদশানাং নাম্যানাম্যাদিবৈচিত্র্যবিশিষ্টানাং) প্রতিনিয়মাৎ (প্রতিপুরুষং বিভিন্ন-ব্যবস্থাতঃ) তথা অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ চ (সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং একস্মিন্ ব্যাপারে এককালিন-প্রবৃত্তেঃ অভাবাৎ চ) ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াৎ (ত্রৈগুণ্যস্য সত্ত্বাদি-ত্রিগুণময়-ভাবস্য প্রতি-পুরুষং ভিন্নরূপত্বাৎ চ) পুরুষ-বহুত্বং পুরুষাণাং অনেকত্বং সিদ্ধং লোকৈঃ ব্যবহারতঃ অভিমতং॥ ১৮॥

অনুবাদ।

মানবাদি জীব-নিচয়ের জন্ম মৃত্যু এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের বৈচিত্র্য দর্শনে স্পষ্টত প্রতীত হয় যে, জীবের অন্তরাত্মা এক জাতীয় বা একটী মাত্র নহে; বিভিন্ন ভাবাপন্ন এবং অনেক। কারণ একের জন্মকালে অন্যের মরণ, অপরের যৌবন, অন্য ব্যক্তির বার্দ্ধক্য। একজন ধীমান্ ও সুস্থ, অন্যজন মূর্খ ও নির্ব্বোধ; একজন অন্ধ, অপর ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্, কেহ খঞ্জ কেহ নুলা ইত্যাদি নানাভাব বিশিষ্ট জীব যখন দেখা যায়, তখন অনেক দেহের অন্তর্বর্ত্তী পুরুষও এক নহে, অনেক। বিশেষত সকলে এক সময়ে এক জাতীয় কর্ম্মও কখন করে না; সকলেই বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন

অনুবাদ ।

প্রকারের কার্য্য করে। কেহ হাসে, কেহ সেই সময়ে ক্রন্দন করে, কেহ নিদ্রা যায়, কেহ ভোজন করে। চরিত্রও সকলের সমান নহে ; কেহ উদার, কেহ কৃতঘ্ন ইত্যাদি দর্শনে স্পষ্টত প্রতীত হয় যে, জীবরূপী পুরুষ অসংখ্য ; এক নহে ॥ ১৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং, কস্মাৎ ? জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ। নিকায়-বিশিষ্টাভিরপূর্ব্বাভি র্দেহেন্দ্রিয়মনোঽহঙ্কার বুদ্ধি-বেদনাভিঃ পুরুষস্যাভিসম্বন্ধো জন্ম, নতু পুরুষস্য পরিণাম স্তস্যাপরিণামিত্বাৎ। তেষামেব চ দেহাদীনামুপাত্তানাং পরিত্যাগো মরণং, নত্বাত্মনো বিনাশঃ, তস্য কূটস্থ-নিত্যত্বাৎ। করণানি বুদ্ধ্যাদীনি ত্রয়োদশ। তেষাং জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মো ব্যবস্থা, সা খল্বিয়ং সর্ব্ব-শরীরেষ্বেকস্মিন্ পুরুষে নোপপদ্যতে, তদা খল্বেকস্মিন্ জায়মানে সর্ব্বে জায়েরন্, ম্রিয়মাণে চ ম্রিয়েরন্, অন্ধাদৌ চৈকস্মিন্ সর্ব্ব এবান্ধাদয়ঃ, বিচিত্তে চৈকস্মিন্ সর্ব্ব এব বিচিত্তাঃ স্যুরিত্যব্যবস্থা স্যাৎ। প্রতিক্ষেত্রং পুরুষ-ভেদে তু ভবতি ব্যবস্থা। নচৈকস্যাপি পুরুষস্য দেহোপাদান-ভেদাদ্ ব্যবস্থেতি যুক্তং, পাণি-স্তনাদ্যুপাধিভেদেনাপি জন্ম-মরণাদি-ব্যবস্থা-প্রসঙ্গাৎ, নহি পাণৌ বৃক্তে, জাতে বা স্তনাদৌ মহত্যবয়বে যুবতি র্জাতা মৃতা বা ভবতীতি।

ইতশ্চ পুরুষভেদ ইত্যাহ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ, প্রবৃত্তিঃ প্রযত্ন-লক্ষণা যদ্যপ্যন্তঃ-করণ-বর্ত্তিনী তথাপি পুরুষে উপচর্য্যতে, তথাচ তস্মিন্নেকত্র শরীরে প্রযতমানে স এব সর্ব্ব-শরীরেষ্বেক ইতি সর্ব্বত্র প্রযতেত, ততশ্চ সর্ব্বাণ্যেব শরীরাণি যুগপচ্চা-লয়েৎ, নানাত্বে তু নায়ং দোষ ইতি।

ইতশ্চ পুরুষভেদ ইত্যাহ ত্রৈগুণ্যাদি-বিপর্য্যয়াচ্চৈব। এবকারো ভিন্নক্রমঃ সিদ্ধমিত্যস্যানন্তরং দ্রষ্টব্যঃ, সিদ্ধমেব নাসিদ্ধম্। ত্রয়ো গুণাঃ ত্রৈগুণ্যং, তস্য বিপর্য্যয়োঽন্যথাভাবঃ। কেচিৎ খলু সত্ত্বনিকায়াঃ সত্ত্ববহুলাঃ যথোর্দ্ধস্রোতসঃ, কেচিৎ রজোবহুলাঃ যথা মনুষ্যাঃ, কেচিৎ তমোবহুলাঃ যথা তির্য্যগ্যোনয়ঃ। সোঽয়মীদৃশস্ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়োঽন্যথাভাবস্তেষু তেষু নিকায়েষু ন ভবেৎ, যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্যাৎ, ভেদে ত্বয়মদোষ ইতি ॥ ১৮ ॥

আভাস।

এই কারিকায় পূজ্যপাদ বাচস্পতি-মিশ্র মহোদয় জন্ম এবং মরণের ব্যাখ্যা উপলক্ষে "নিকায়বিশিষ্টাভি রপূর্ব্বাভি র্দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-বেদনাভিঃ পুরুষস্যাভিসম্বন্ধঃ জন্ম; তথা উপাত্তানাং দেহাদীনাং পরিত্যাগো মরণং" এই স্মার্ত্তবাক্য উল্লেখ করায়, যেন সাংখ্যাচার্য্যের অনভিপ্রেত এবং দর্শনশাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ বাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। কারণ নিকায় শব্দে পুরুষ-দেহ বা আলয়াদি বুঝায়; অতএব পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল না, তাদৃশ ইন্দ্রিয় মন অহঙ্কার বুদ্ধি এবং জাত্যুচিত সংস্কার-বিশিষ্ট ভাবময় দেহের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ হয়, তাহাকেই জন্ম বলে এবং সম্বন্ধের পরিহারে দেহাদি হইতে জীবের উৎক্রমণকে মৃত্যু বলে। এতদ্দ্বারা যেন অনন্ত প্রকারের ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট দেহ সর্ব্বদাই প্রকৃতির গর্ভে প্রস্তুত থাকে; জীব একটী দেহ পরিত্যাগে, অপর দেহে প্রবেশ করিলেই তাহার জন্মগ্রহণ করা হয়, এই ভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অতএব গৃহে প্রবেশের ন্যায়, দেহে প্রবেশে জন্ম এবং নির্গমে মৃত্যু বলিলে, গমনাগমন উপলক্ষে নিষ্ক্রিয় আত্মার ক্রিয়া স্বীকার করা হয় এবং তাদৃশ ক্রিয়ার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া, ঘোর অনবস্থা দোষের উত্থাপন করা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু জগৎবীজ সৎরূপে প্রকৃতির গর্ভে চির বিদ্যমান স্বীকার করিলে, আর কোন দোষ থাকে না। বায়স্কোপ দর্শনে যাহারা তৃপ্তি-লাভ করেন, তাঁহারা এ ভাবটী সহজে গ্রহণ করিবেন। বায়স্কোপের (ফিল্ম্) অর্থাৎ ছবি এত ক্ষুদ্র, যে, সাধারণ চক্ষুতে তাহা পরিগ্রহ করা একান্ত অসম্ভব। কিন্তু তীব্র আলোকের আশ্রয়ে উক্ত বীজভূত সূক্ষ্ম ছবিগুলি যেন সজীব ও ক্রিয়াশীলের ন্যায় এবং পরিণত মূর্ত্তিতে যেমন প্রতীত হয়, সেইরূপ আলোক স্থানীয় চৈতন্য-স্বরূপের অনুগ্রহে বীজভূত দেহেন্দ্রিয় মন ও অহঙ্কার বুদ্ধি এবং বেদনা-বিশিষ্ট ভাব সমূহের

আভাস।

প্রভু দৃষ্টির নিপতনে অনন্ত জীব-জগতের জীবন্তভাবে স্বস্বরূপে প্রতীতি হয় বলিলে, আর কোন দোষাশঙ্কা থাকে না। অনন্ত প্রকারের বীজ এই ভূগর্ভেই চির বিদ্যমান; এবং বীজের অন্তরেই বৃক্ষাদি যাবতীয় পত্র ও পুষ্পাদির আকার অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে; যখন যে বীজে উৎপাদিকা শক্তির সম্বন্ধ ঘটে, তখনই সেই বীজ পূর্ণ বৃক্ষরূপে প্রকাশ পায়। প্রকৃতির গর্ভে অনন্ত জীব-বীজ এবং জড়-বীজ নিহিত আছে। এবং প্রত্যেক বীজে তাহার প্রকটিত ভাবের সূক্ষ্ম মূর্ত্তিও লীন থাকে। প্রয়োজন হইলে, স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণে সকল বৃত্তিরই প্রকাশ পায়; আবার কার্য্যান্তে উপেক্ষিতের ন্যায়, প্রকৃতির গর্ভেই তাহারা লীন হইয়া যায়। একটী বীজ ততকাল বৃক্ষাদিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, যতকাল তাহার অন্তরস্থ ভাবের সম্যক্ প্রকাশ না হয়। জীব-বীজ চিত্তও ততকাল দেহ পরিগ্রহে সংসারের সত্যাসত্য বিষয় সমূহের উপলব্ধি এবং বিচার করে; বিচারের সমাপ্তি হইলে, উক্ত জীববীজও ঘৃতাদির মণ্ড ঘৃতাদির তারল্যভাবে নিবিশমান হইবার ন্যায়, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির গর্ভে অব্যক্তভাবে লীন হইয়া যায়।

নাট্যমন্দিরের ভিত্তি-সংলগ্ন শত শত দর্পণে যেমন নাট্যমন্দিরান্তর্গত একটী প্রশস্ত আলোকের শত শত প্রতিবিম্বিত ভাবের নিপতনের ন্যায়, পরমাত্ম-চৈতন্যের প্রকৃতিনিষ্ঠ অনন্ত চিত্তবীজে প্রতিবিম্বিত ভাবের নামই জীবচৈতন্য বা পুরুষ। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ"। স্বশক্তি প্রকৃতি এবং স্বামিশক্তি চৈতন্য; এতদুভয়ের তন্ময়ভাবে আত্মোপলব্ধি, অর্থাৎ বিষয় এবং বিষয়ী ভাবও কেবল সংযোগের উপলক্ষে ঘটে। সংযোগই বেদান্তের ঈক্ষণ; পতঞ্জলি এবং সাংখ্যকর্ত্তার সংযোগ। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে শিবশক্তির অভেদ মিলন বলা হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, অর্থাৎ প্রকৃতিঃ

আভাস।

পুরুষের সংযোগই দুঃখ অর্থাৎ সংসারের কারণ। অতএব মিলন বা সংযোগই প্রতিবিম্বিত ভাব এবং তন্ময় পুরুষ। ঘৃতাদি তৈজস পদার্থের অন্তরে অনন্ত মণ্ড ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে যেমন চির বিদ্যমান, ভোগকারণ চিত্তবীজ ও প্রকৃতির গর্ভে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত মূর্ত্তিতে চির বিদ্যমান; এবং চৈতন্যের সংযোগও তথায় চির বিদ্যমান। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব এবং চির বিদ্যমান ভাব স্বীকার করিতে হয়। তবে পদার্থকে বুঝিয়া আত্ম-স্বরূপের বুঝি-ভাবের পরিচয় গ্রহণ উপলক্ষে সংসার-প্রবাহ এবং পরিচয় গ্রহণের সমাপ্তিতে নির্ব্বিঘ্ন ভাবে অর্থাৎ জ্ঞমূর্ত্তিতে বিশ্রামই মুক্তি বা পরম পুরুষার্থ। এরূপ মীমাংসায় বেদান্ত বা যোগশাস্ত্রের সহিত সাংখ্যাচার্য্যের কোন বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না॥ ১৮॥

আদিজ্ঞানবান্ মহর্ষি কপিলদেবের যুক্তি এবং বিচারের বলে আমরা স্পষ্টত অনুভব করিতে পারিতেছি যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরই পরিণাম বা ভাবান্তর ঘটিয়া অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অতি স্থূল জীবদেহ, জড়-দেহ এবং কাষ্ঠ পাষাণাদি পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষের ন্যায় তাহারা প্রতীতও হইতেছে। কিন্তু প্রতীতি ব্যাপারটী যে চৈতন্যস্বরূপের উপলক্ষে হইতেছে, তিনি গুণত্রয়ের অতীত বস্তু, কেবল জ্ঞানময় ভাবমাত্র। তাঁহার কোন পরিণাম ঘটে না। অর্থাৎ বৃক্ষের রস যেমন পত্রাদি মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, সেরূপ চৈতন্যস্বরূপের কোন পরিণাম বা অবস্থান্তর ঘটে না। কিন্তু উপলব্ধি স্বরূপের ভাবান্তর হয়। বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের অনুরোধে এক ব্যক্তিই যখন আপনাকে নানাভাবে প্রতীত করেন, তখন চৈতন্য-স্বরূপ ও প্রকৃতির বিচিত্র ব্যক্ত কার্য্যের সংস্রবে আপনাকে তন্ময়ভাবে অনুভব করেন। গৃহস্বামী স্বীয় পরিবারস্থ পত্নী, পুত্র, ভগ্নী মাতা পিতা এবং ভৃত্যের সম্পর্কে আপনাকে বিভিন্ন ভাবে যেমন অনুভব

আভাস।

করেন; অথচ সকলের অভাবে যে তিনি, সেই তিনিই থাকেন। সেইরূপ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা সেই মহাশক্তি প্রকৃতির অবান্তর পরিণামের সম্পর্কে পরমাত্মা, ঈশ্বর এবং জীবরূপে আপনাকে অনুভব করিতেছেন এবং প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিকে স্বীয় অন্তর্নিহিতা প্রেমময়ী আনন্দময়ী শক্তিজ্ঞানে নিজানন্দে নির্দ্বৈতের ন্যায় নিজেই অবস্থান করেন। প্রকৃতি বা তাঁহার প্রত্যেক পরিণামে চৈতন্যের ঈক্ষণ ব্যাপার কিন্তু নিরন্তরই আছে; কারণ উভয়েই নিত্য বস্তু; এবং প্রকৃতি ও তদন্তরস্থ জগতের বীজভাব কারণও চির বিদ্যমান। সুতরাং ঈক্ষণ উপলক্ষে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগও চির-বিদ্যমান। কারণ বিষয় থাকিলেই দেখিতে হইবে এবং দ্রষ্টা থাকিলেই দর্শনের বিষয়ও নিশ্চিতই বিদ্যমান আছে। গৃহের অভ্যন্তরে আলোক এবং বস্তু থাকিলে, গৃহস্থিত যাবদীয় বস্তুই আলোকিত হইবে। বস্তুর আলোকিত দশা এবং আলোকের আলোকিত করায় অভ্যাস কেহ রোধ করিতে পারে না। এস্থলে প্রকৃতি যখন নিত্য বস্তু, তাহার পরিণামও নিত্য-ব্যাপার; গুণত্রয়ের পরিণাম না ঘটিয়া ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম ঘটে না। অনুলোম গমনে ব্যক্তের অভিমুখে, কিম্বা প্রতিলোম গতিতে সাম্যভাবের অভিমুখে প্রকৃতির পরিণাম ব্যাপার নিরন্তরই চলিতেছে। সুতরাং চৈতন্যস্বরূপে জ্ঞভাবেরও বিরাম নাই। একখানি প্রশস্ত কাচ-দর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রশস্ত ভাবে নিপতিত হইলে, সূর্য্যের একটী প্রতিবিম্ব দেখা যায় বটে, কিন্তু কাচখানির সমস্ত অবয়বই আলোকিত থাকে; সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত দর্পনের কাচখানি যদি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, প্রত্যেক চূর্ণ স্বীয় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কলেবর অনুসারে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পাইতে কখন বঞ্চিত হয় না। অন্ততঃ চিক্‌চিকি ভাবে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন চূর্ণের সংখ্যা অনুসারে চিক্‌চিক্ ভাবেরও সংখ্যা যেমন স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ

আভাস ।

পরমপুরুষ পরমাত্মা চৈতন্যস্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য উপলক্ষে অসংখ্য ভাবে পরিণত হইলে, কোন পরিণামে চৈতন্যস্বরূপের ঈক্ষণেরও কোন ব্যাঘাত হয় না। কাচচূর্ণে চিক্কণভাবের ন্যায়, প্রকৃতির প্রত্যেক পরিণামে চৈতন্য-স্বরূপের তন্ময়ত্ব ভাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং প্রকৃতির প্রত্যেক পরিণাম জীবত্বের আধার এবং পরিণত অংশের গুণতারতম্যে চিক্কণীভূত সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায়, অনুভবকারী চৈতন্যস্বরূপ তন্ময়-ভাবে অবস্থানোপলক্ষে বিচিত্র এবং বহু ভাবে যে পরিদৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

অতএব প্রকৃতির পরিণামে এবং পরিণত ব্যক্ত বিভিন্ন অংশের উচ্চনীচ ভাগ অনুসারে এবং তদন্তরস্থ গুণত্রয়ের বৈষম্যের ব্যবস্থা অনুসারে দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য এবং অসংখ্য তির্য্যক্‌যোনি, এমন কি! ব্রহ্মাদি অনন্ত যে কোন দেব দেবীর স্বরূপেরও ব্যবস্থা হইতেছে স্বীকার করিলে, বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রের সহিত আদি-জ্ঞানবান্ কপিলদেবের কোন মতদ্বৈধ থাকে না। বরং ব্যক্তভাবে পরিদৃশ্য-মান কার্য্যসমূহ অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে প্রকৃতির গর্ভেই ছিল বলায়, সেই প্রকৃতি-নেতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরেই অস্তিত্ব কপিলদেবের স্বীকার করা হইয়াছে।

একখানি প্রশস্ত কাচনির্ম্মিত দর্পণে সূর্য্যের আভা পতিত হইয়া, অবশ্য সমগ্র কাচখানিকে আলোকিত করিয়াও, অতিরিক্ত একটী প্রতিবিম্ব সূর্য্যাকারে তথায় নিপতিত দেখা যায়। কাচ-খানি ভাঙ্গিয়া টুকরা বা চূর্ণ হইলে, সেগুলি কাচেরই অবয়ব স্বীকার করিতে হয়। ভগ্ন হইবার পূর্ব্বে এই অনন্ত অবয়বগুলি এমন ভাবে মিলিত ছিল, যেন একখানির মত দেখাইতে ছিল। কিন্তু কাচখানিতে অনন্ত বা অসংখ্য অবয়ব ছিল, নতুবা ভঙ্গে অনন্ত বা অসংখ্য হইতে পারিত না। সেইরূপ প্রকৃতি একা এবং অদ্বিতীয়া হইলেও, অনন্ত বা

আভাস।

অসংখ্য অব্যক্ত ভাবের একত্র সমাবেশ তথায় অবশ্য আছে স্বীকার্য্য; নতুবা অনন্ত বা অসংখ্য ভাবের পরিচয় ব্যক্তভাবে কখনই হইতে পারে না। অতএব কাচের সম্পূর্ণ অবয়বে এবং চূর্ণাবয়বে সূর্য্যরশ্মির সংযোগ যেমন সর্ব্বদাই সম্ভব, সেইরূপ প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় পূর্ণ অবয়বে যেমন চৈতন্য-স্বরূপের সংযোগ চির-বিদ্যমান, তাহার বিষমভাবে অনন্ত মূর্ত্তিতে পরিণত ও বিশ্লিষ্ট অবয়বেও চৈতন্য স্বরূপের সংযোগ চির-বিদ্যমান স্বীকার্য্য। অতএব বীজভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লীন থাকিলেও, তৎকালে অব্যক্তভাবে তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ সত্ত্বাও অবশ্য আছে স্বীকার করিতে হয় এবং চৈতন্য-স্বরূপের পৃথক্ সংযোগও সুতরাং তথায় স্বীকার করিতে হয়। অতএব মানবাদি জীবনিচয় ব্যক্তভাবে যেমন স্ব স্ব পার্থক্যের পরিচয়ে সংসার ভোগ করে, সংসার কার্য্যের বিরামে নিষ্ক্রিয় এবং অব্যক্ত ভাবেও জীব পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া পরমানন্দ স্বরূপ নির্ব্বৃতি অনুভব করে, সন্দেহ নাই॥

তত্ত্বকৌমুদী।

এবং পুরুষবহুত্বং প্রসাধ্য বিবেক-জ্ঞানোপযোগিতয়া তস্য ধর্ম্মানাহ।

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ।

অষ্টাদশ-কারিকোক্তন্যায়েন ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াৎ যথা পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং তথা একাদশ কারিকোক্ত তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ইতি ন্যায়েন তস্মাৎ বিপর্য্যাসাৎ চ ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ বৈপরীত্যাৎ চ অস্য বহুত্বেন গণনীয়স্য পুরুষস্য সাক্ষিত্বং কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং তথা দ্রষ্টৃত্বং অপি সিদ্ধং অকর্ত্তৃভাবশ্চ সিদ্ধঃ মীমাংসিতঃ চ এব ইতি॥১৯॥

অনুবাদ।

অষ্টাদশ কারিকাতে এক প্রাকৃতিক ত্রিগুণময় ভাবের বিচিত্রতার অনুরোধে এবং তন্নিষ্ঠ বিভিন্ন জন্মমরণাদি ব্যাপারের

অনুবাদ।

অনুরোধে তন্ময় পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিলেও, একাদশ কারিকাতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি এবং তদুৎপন্ন যাবদীয় ব্যক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাববিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তথায় অচেতন জড় এবং ত্রিগুণাত্মক পদার্থ বলিয়া যখন ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পুরুষ বলায়, পুরুষ বিষয়ের দ্রষ্টা কর্ম্মের সাক্ষী, সুখ দুঃখাদিতে নির্লিপ্ত অর্থাৎ মধ্যস্থ এবং অকর্ত্তা কেবল-বেশে যে চির বিদ্যমান তাহাও সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তস্মাচ্চেতি চঃ পুরুষস্য বহুত্বেন সহ ধর্ম্মান্তরাণি সমুচ্চিনোতি। বিপর্য্যাসাদস্যাদিত্যুক্তে ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াদিত্যানন্তরোক্তং সম্বধ্যেত, অতস্তন্নিরাসায় তস্মাদিত্যুক্তম্। অনন্তরোক্তং হি সন্নিধানাদিদমো বিষয়ঃ, বিপ্রকৃষ্টঞ্চ তদ ইতি, বিপ্রকৃষ্টং ত্রিগুণমবিবেকীত্যাদি সম্বধ্যতে।

তস্মাৎ ত্রিগুণাদে র্যো বিপর্য্যাসঃ স পুরুষস্য অত্রিগুণত্বং, বিবেকিত্বম্, অবিষয়ত্বম্, অসাধারণত্বং, চেতনত্বম্, অপ্রসব-ধর্ম্মিত্বঞ্চ। তত্র চেতনত্বেন অবিষয়ত্বেন চ সাক্ষিত্বদ্রষ্টৃত্বে দর্শিতে। চেতনো হি দ্রষ্টা ভবতি নাচেতনঃ, সাক্ষী চ দর্শিতবিষয়ো ভবতি। যস্মৈ প্রদর্শ্যতে বিষয়ঃ সঃ সাক্ষী। যথা হি লোকে অর্থি-প্রত্যর্থিনৌ বিবাদ-বিষয়ং সাক্ষিণে দর্শয়তঃ, এবং প্রকৃতিরপি স্বচরিতং বিষয়ং পুরুষায় দর্শয়তীতি পুরুষঃ সাক্ষী। ন চাচেতনো বিষয়ো বা শক্যো বিষয়ং দর্শয়িতুমিতি চৈতন্যাদবিষয়ত্বাচ্চ ভবতি সাক্ষী। অতএব দ্রষ্টাপি ভবতি।

অত্রৈগুণ্যাচ্চ কৈবল্যম্ আত্যন্তিকো দুঃখত্রয়াভাবঃ কৈবল্যং। তচ্চ তস্য স্বাভাবিকাদেবাত্রৈগুণ্যাৎ সুখ-দুঃখ-মোহ-রহিতত্বাৎ সিদ্ধম্। অতএবাত্রৈগুণ্যাৎ মাধ্যস্থ্যং। সুখী হি সুখেন তৃপ্যন্ দুঃখী হি দুঃখং দ্বিষন্ ন মধ্যস্থো ভবতি, তদুভয়-রহিতস্তু মধ্যস্থ ইত্যুদাসীন ইতি চাখ্যায়তে। বিবেকিত্বাদপ্রসব-ধর্ম্মিত্বাচ্চ অকর্ত্তেতি সিদ্ধম্। ১৯॥

আভাস ।

প্রকৃতির সংযোগে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা পুরুষের জন্ম-মরণরূপ সংসার যে কিরূপে সংগত হয়, এই রহস্য বুঝা বড়ই কঠিন । বেদান্ত এই রহস্যের মীমাংসায় অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মায়া বলিয়া মীমাংসার উপর যেন আবরণ দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন ; বরং পুরুষের বন্ধন-কল্পে মায়ারই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদন করা তাঁহার হইয়াছে । কিন্তু পুরুষ আপনার আত্মস্বরূপ বুঝিলে, মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, এ কথাও তিনি যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু কেন যে মায়ার ঘোরে পুরুষ পতিত হয়, প্রথম পতিত না হইলেই বা কি হয় ; এবং পতিত হওয়ার প্রয়োজন আছে কি না এবং পতনের পর মুক্ত হওয়া উচিত কি না ! এ সমস্ত কথা বেদান্ত উত্থাপন করেন নাই । তিনি কেবল সংসার-দুঃখে প্রপীড়িত জীব কোন্ উপায়ে মায়ার আবরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, তজ্জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ বা ভক্তি প্রভৃতির উপদেশে মানবকে শান্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । সাংখ্যাচার্য্য কিন্তু সে পদ্ধতিতে অগ্রসর হন নাই । তিনি মুক্তির অন্বেষণ অগ্রে করেন নাই ; বন্ধনের কারণকেই অগ্রে অনুসন্ধান করিয়াছেন । যেহেতু কারণের নিবৃত্তি না হইলে, কার্য্যের নিবৃত্তি কখনই হইবে না । যদি কোন উপায়ে জীব বৈরাগ্যাদির সহায়ে কথঞ্চিৎ কোন কোন বিষয় হইতে ক্ষণিক বা তৎকালিক মুক্ত হইলেও, তাহার পুনঃ বন্ধনের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে । সুতরাং সমূলে বন্ধনের নিবৃত্তি অথচ আত্মস্বরূপ এবং পরমানন্দভাবের নিরন্তর অবস্থিতি মানবের কিরূপে সাধিত হয়, তাহারই অন্বেষণার্থ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবৃত্তি । আত্মার বন্ধন যদি কেবল মায়া বা প্রকৃতির উপর ন্যস্ত থাকে, তাহা হইলে মুক্তিও প্রকৃতি বা মায়ার উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । জ্ঞান, কর্ম্ম, বৈরাগ্য বা ভক্তির দ্বারা মানবের আত্মোন্নতি ঐশ্বর্য্য-লাভ এবং সুখের প্রাপ্তি নানা প্রকারে হইতে পারে বটে, কিন্তু

আভাস।

তত্ত্ব সমূহের সাক্ষাৎকার না হইলে মুক্তি দূর-পরাহত। ভক্তির আশ্রয়ে সাধারণ দেব দেবী হইতে জগদীশ্বর পর্য্যন্ত যাঁহারই শরণাগত হইবে, তত্তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং তত্তল্লোকে বাসাদির দ্বারা কিছুকালের জন্য সুখী হইতে পারে। কিন্তু চিরদিনের জন্য নহে। গীতাতে উক্ত আছে "আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ব্রহ্মাদি লোকপাল এবং তত্তল্লোক সমস্তই প্রকৃতির গর্ভে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং সকলেই জন্ম মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তনের অধীন। সাংসারিক দৃষ্টিতে রাজাধিরাজের সহিত তাঁহার দুঃখী প্রজার যথেষ্ট পার্থক্য ভোগ-সম্বন্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সম্বন্ধে তুল্য কথা। সেই-রূপ অজ্ঞানী ভক্তির পাত্র ঈশ্বরতুল্য দেবদেবীগণ যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী এবং মানবের প্রতি প্রচুর কৃপা বিতরণ করিতে অধি-কারী হইলেও, মানবের মৃত্যুর ন্যায়, তাঁহারাও সকলে ভীষণ পরিবর্ত্তনের অন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক অসীম দুঃখ যে পাইয়া থাকেন, তাহা পুরাণাদিতে যথেষ্ট কীর্ত্তিত আছে। অতএব ভোগের লক্ষ্যে ভক্তি রত্নস্বরূপ; কিন্তু মুক্তি বা পরা শান্তির লক্ষ্যে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার এক মাত্র নিদান বলিয়া আদি জ্ঞানবান্ প্রাচীন ঋষি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমরা অনেক প্রাচীন বিজ্ঞগণের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা বলেন, "ওহে ভায়া! আমি কি জানিনা যে, পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" বনে গিয়া তপস্যা করত মুক্তিলাভ করিতে কি পারি না? আমি সব জানি! সব পারি! তবে হয়েছে কি! এই ছেলে-গুলোর কথা! যা করে হোক! তাহাদের গর্ভধারিণী মানুষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! এই পৌত্র দৌহিত্রগণ আমার এখন হাত পায়ের শৃঙ্খল হইয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে; নতুবা আমি এর কতদিন আগে; "অসারে খলু সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ং। কাশ্যাং বাসঃ সতাং

আভাস।

সঙ্গঃ গঙ্গাম্বুশম্ভুসেবনং" সংসারের এই আর চারিটী সার ধন ভোগ করিয়া আমি এতদিনে পুরাতন হইয়া যাইতাম"। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! তাঁহারা একবারও মনে ভাবেন না যে, অন্যের প্রেমে অন্য কখন বদ্ধ হয় না। নিজের প্রেমেই নিজে বদ্ধ হইতে হয়। গুটি-পোকা নিজের লালায় নিজে গুটি বান্ধে, যদ্দ্বারা সে নিজের মৃত্যুকে নিজেই আহ্বান করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যে কীট বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজকৃত গুটিকে নিজেই ছেদন করিতে পারে, সেই মনোহর অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রজাপতি মূর্ত্তি ধারণে আকাশ-পথে উড়িতে পারে। অতএব, স্বভাবের দৃষ্টান্তে প্রতীত হয় যে, বন্ধন স্বকৃত; পরকৃত নহে। ভক্ত রামপ্রসাদ হঠাৎ উক্তিতে বলিয়াছিলেন, "দোষ কারও নয় গো মা! আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"! অতএব কেবল প্রকৃতির স্কন্ধে দোষারোপ করত বর্ব্বরের ন্যায় অন্ধবিশ্বাসে কালাতিপাত না করিয়া, চক্ষু উন্মীলন করত দেখা কর্ত্তব্য যে, গোয়ালের ধোঁয়ায় এত অন্ধকার হয় নাই; নিজের শয়নাগারই পুড়িতেছে।

বেদান্ত এবং সাংখ্য শাস্ত্র উভয়েই বেদ বা উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন; তবে দৃষ্টির তারতম্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্রে আছে, মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ এস্থলে মায়া ও প্রকৃতি বলিয়া, একটী তত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; তবে জগৎরচনা প্রকৃতিতে হইলেও, রচনার পূর্ব্বে এই প্রকৃতিই যখন শক্তিরূপে পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের গর্ভে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, তখনই তিনি মায়া নামে অভিহিত। মহেশ্বরে এবং প্রকৃতিতে শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে নিরন্তর একত্র অবস্থিত থাকা ব্যতীত পৃথক্ ভাবে উভয়ে কখন অব-স্থান করেন না; তবে শক্তির প্রাধান্য খ্যাপনে যখন শক্তের উদ্যম, তখনই সংসার বা সৃষ্টি; এবং যখন শক্তের প্রাধান্য খ্যাপনে শক্তির-

আভাস।

উদয়, তখনই সংসারের বিলয়ে আত্মানন্দে জ্ঞানের বিশ্রাম; তখনই মুক্তি। এই উভয় ভাব উভয়ের অন্তরে কখন কেন যে হয়, তাহারই অন্বেষণ করা সাংখ্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু সংসার ভাবের বিলয়ে মুক্তিলাভ বা পরমানন্দের প্রাপ্তি যে কিরূপে হয়, তাহাই বেদান্তের লক্ষ্য।

সাংখ্যকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন যে, রোগের নিবৃত্তি না হইলে যেমন উপসর্গের নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কারণের নিবৃত্তি না হইলে, কার্য্যের নিবৃত্তি হয় না। কার্য্য সংসার; কারণ উভয় শক্তি এবং শক্তের একত্র সংযোগ। এই সংযোগটী অন্য অপর তৃতীয় তত্ত্বের দ্বারা হয় না; ইহা পরস্পরের আত্মনিষ্ঠ ভাবের অনুরোধে মাত্র। কারণ এ সংযোগে "অপ্রাপ্তি পূর্ব্বিকা প্রাপ্তি" নহে। দেহার্দ্ধযোগ চির কালই আছে; বিচ্ছেদ কখনই হয় না। কারণ অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা বলিলে, পূর্ব্বে দুই পদার্থ বিভিন্ন স্থানে ছিল, পরে মিলিত হইল বলিতে হয়। যেমন বৃক্ষের ফল ভূমিতে পতিত, চক্ষুর দৃষ্টি রূপে পতিত; ইহাকেও সংযোগ বলা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সেরূপ নহে। সুতরাং সজাত-পরার্থত্বাৎ বলিয়া পুরুষ প্রকৃতির সংযোগার্থ তৃতীয় পুরুষের অপেক্ষা করিল না। এ যেমন লৌহ ও চুম্বুকের পরস্পর আকর্ষণ পরস্পর-নিষ্ঠ, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগও পরস্পর-নিষ্ঠ; তৃতীয় তত্ত্বের উপস্থিতির প্রয়োজন নাই এবং এই দুই ব্যতীত তৃতীয় তত্ত্বও নাই। প্রকৃতি পুরুষও দুইয়ে এক; এবং একেই দুই।

দেহার্দ্ধযোগঃ শিবয়োঃ সঃ শ্রেয়াংসি তনোতু বঃ॥
দুষ্প্রাপমপি যৎ স্মৃত্বা জনঃ কৈবল্যমশ্নুতে॥

পুরুষ প্রকৃতির দেহার্দ্ধযোগ; অর্থাৎ চেতয়িতা চৈতন্যের সহবাসে তদীয় শক্তি প্রকৃতি কাষ্ঠের আশ্রয়ে অগ্নির ঔজ্জ্বল্যের ন্যায়, প্রকৃতির আশ্রয়ে কেবল-স্বরূপ চৈতন্যের জ্ঞান-মূর্ত্তি বা অনুভূতির

আভাস।

ভাব। পতি-পত্নীর সহবাসই পুত্র জননের কারণ; সেইরূপ পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগই সৃষ্টির হেতু। কিন্তু যদি উভয়ের একত্র বাসের কখন বিচ্ছেদ না হয়, চিরকালই উভয়ে মিলিতই আছেন, আবার সংযোগ বলিলে কেবল দ্বিরুক্তি হয় মাত্র, পাছে মনে হয়, তদুত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, "স্বস্বামি-শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ"। স্ব স্ব ভাবের পরিচয় পাইবার অনুরোধেই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টির উদ্যম এবং তাহারই নাম সংযোগ; পরস্পরের পরিচয় পাইবার পর, একত্র একাসনে অবস্থান করিলেও, দম্পতির সহবাস ব্যাপার যেমন বলা যায় না, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের শক্তি ও শক্ত-রূপে চিরকাল একত্র অভেদ মিলনে অবস্থান থাকিলেও, তাহাকে সংযোগ বলা যায় না। সংযোগকে কতকটা মনে পড়ার মত বলাও যায়। গান জানি, কিন্তু গাই না; যখন মনে পড়ে বা তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই তদ্বিষয়ক কার্য্য আরম্ভ হয়। গীতধ্বনি গৃহময় বাটীময় ব্যাপ্ত, শুনিতে পাই; কিন্তু ধরিতে বা রাখিতে পারি না। গাইয়ের কণ্ঠ নিবৃত্ত হইলেই, কোথায় মিলাইয়া যায়। সেইরূপ চৈতন্যের ঈক্ষণে প্রকৃতির পরিণাম ঘটিয়া সংসার আরম্ভ হয়; এবং ঈক্ষণের বিনিবৃত্তিতে, মনের কথা মনেই মিলাইয়া যাইবার ন্যায়, এই বিরাট্ সংসার-ব্যাপার জ্ঞানগর্ভে মিলাইয়া যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হয় যে, এই ঈক্ষণ চৈতন্যময় পুরুষ-হৃদয়ে কেন উঠে এবং কিছুক্ষণ পরে কেনই বা মিশাইয়া যায়? তদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্য উত্তর দিয়াছেন যে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষে অধিষ্ঠাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং কৈবল্যভাবে আত্মস্বরূপে নিশ্চিন্তের ন্যায় অবস্থানের প্রবৃত্তি এই তিনটী ভাব চির-বিদ্যমান। এই তিনটী চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের স্বভাব। বিষয়-মূর্ত্তিতে অবস্থিতা জ্ঞেয়া প্রকৃতিতে এজাতীয় স্বভাব নাই; বরং উক্ত ত্রিবিধ স্বভাবের পরিপোষণার্থ প্রকৃতি বা তৎকার্য্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করে। বিস্ময়কর খেলা প্রদর্শনার্থ যাদুকর

আভাস

সতত প্রস্তুত থাকে ; কিন্তু যদি কেহ তাহা দর্শনে অভিলাষী না হয়; সে আপন বিদ্যা আপনাতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, নিস্তব্ধে অবস্থান করে। জানিবার লোক তৎসমীপে উপস্থিত হইলেই, যাদুকর খেলা দেখাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু এত সতর্কতার সহিত ক্রীড়া দেখায়, যাহাতে সে দর্শক সমীপে ধরা না পড়ে। কারণ দর্শক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যকলাপের উপর অধিষ্ঠাতৃ-ভাবে অবস্থান করে। যাদুকর প্রত্যেক্ ক্রীড়াতে দর্শককে অভিনব দৃশ্যের পরিচয়ে আনন্দ প্রদান করে। কারণ আনন্দভোগই দর্শকের ভোক্তৃভাব। আবার খেলার সমাপ্তিতে দর্শক সমস্ত বুঝিলাম ; আর কিছু বুঝিবার নাই ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত-চিত্তে আপন মনে আপনি চলিয়া যায়। এস্থলে দর্শকের নিষ্ক্রিয়, আনন্দভোগী এবং নিশ্চিন্ত ভাবের ন্যায়, নিষ্কলঙ্ক নিষ্ক্রিয় এবং চিন্ময় পুরুষেও উক্ত অধিষ্ঠাতৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ভাব আমরাও স্বীয় অন্তরে অবধারণ করিতে পারি। অতএব সাংখ্যাচার্য্যের অভিপ্রায় সপ্তদশ কারিকাতে যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সাধারণের হৃদয়ে সুসঙ্গত। তবে তথায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও তাহার পরিণামে ব্যক্ত যাবতীয় তত্ত্ব বা পদার্থ-নিচয় ত্রিগুণাত্মক ; সুতরাং অচেতন জড় এবং জ্ঞেয়। পুরুষ কিন্তু-চেতন ত্রিগুণের পরপারে অবস্থিত। সুতরাং জ্ঞাতা। কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইতে যতই পৃথক্ ভাবে অবস্থান করুক্ না, বুঝিবার সময় জ্ঞেয় প্রত্যেক পদার্থের সহিত তাঁহাকে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। এই তন্ময় হওয়াই বহুত্বের কারণ। এই তন্ময় ভাবের নিবৃত্তি হইলে, পুরুষের নির্ম্মল পূর্ব্বাবস্থাই থাকে ; যাহা ঊনবিংশ কারিকাতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

গৃহের মধ্যস্থলে একটী দীপ রাখিলে, দীপের আলোককে গৃহের আকারে আকারিত হইতে হয় ; অগ্নিস্বরূপের দাহকার্য্য কিন্তু দীপাধারেই নিবদ্ধ থাকে ; সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ

আভাস।

স্বরূপে থাকিয়াও, বুঝা বা অবধারণের অনুরোধে জ্ঞেয় পদার্থের আকারে তাঁহাকে আকারিত হইতে হয়। আমরা যখন থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখি, তখন বাটীর কথা কিছু মনে থাকে না; যেন দর্শনীয় ব্যাপারের দর্শনে বা আকর্ষণে আমরা আত্মভাব ভুলিয়া তন্ময় হইয়া যাই। কিন্তু থিয়েটার ভাঙ্গিলেই, আপন কথা মনে পড়িয়া যায়; তখনই বাটী যাইবার জন্য ব্যস্ত হই; আর তথায় বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের বুঝিবার কার্য্য সমাপ্ত হইলে, আর বুঝিবার বাকী কিছু নাই, সমস্ত বুঝিয়াছি বলিয়া কৃতকৃত্য ভাবে যে অবস্থান, তাহারই নাম পরম-পুরুষার্থ। ইহাতে কেবল স্বীয় চিৎস্বরূপেরই যে অবধারণ করা হইল, তাহা নহে; স্বকীয় চৈতন্যস্বরূপ, মূলা প্রকৃতি এবং তাঁহার যাবদীয় বিক্রিয়া এবং প্রকৃতিরও ঈক্ষণ-কর্ত্তা পরম পুরুষ পরম জ্ঞ, যাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বে তদন্তরেই প্রকৃতির যাবদীয় ক্রীড়া হইতেছে, এ সমস্তই জ্ঞস্বরূপ কৃতার্থ পুরুষের অবধারণ করা হয়। সুতরাং সাংখ্যকারের পরমপুরুষার্থ অন্যান্য দর্শন-কারের মীমাংসার অপেক্ষা বরং কিছু প্রশস্ত ব্যতীত, কোন অংশে ন্যূন নহে। সাংখ্যাচার্য্যের যুক্তিতে "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" বলায়, বেদান্তের লক্ষ্য জগৎ, জীব এবং পরমাত্মারই কেবল পরিচয় কেন? এই তিনের স্বরূপ-সাক্ষাৎ-কারও ঘটিল, বলা হয়॥ ১৯॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, পদার্থ কিন্তু মোটে দুই প্রকার; একটী জ্ঞেয় ও অপরটী জ্ঞাতা। জ্ঞেয়া প্রকৃতি বা তাহার পরিণামে তাহার যাবদীয় ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাব। জ্ঞাতা চৈতন্য স্বরূপ আত্মা! তৃতীয় বস্তু পুরুষ আবার কে?

বিশেষত একাদশ কারিকার ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝা গিয়াছে যে, প্রকৃতি ত্রিগুন, অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, প্রসবধর্ম্মী এবং অচেতন বলিয়া যে জাতীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা পুরুষ-

আভাস।

কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব-বিশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয়, অবিষয় এবং জ্ঞানময় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। এই চেতনের যেমন কোন ক্রিয়া নাই, প্রকৃতি ক্রিয়াবিশিষ্ট হইলেও, জড় পদার্থ; তিনি যে কোন কার্য্য করিবেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। অথচ আমরা বুঝিয়া করি; এবং করিয়াও বুঝি। অতএব করা এবং বুঝা যেন একাধারেই উপলব্ধ হয়। ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এতদুত্তরে পরবর্ত্তী কারিকার সমাবেশ করা হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ, প্রমাণেন কর্ত্তব্যমর্থমবগম্য চেতনোঽহং চিকীর্ষন্ করোমীতি কৃতিচৈতন্যয়োঃ সামানাধিকরণ্যমনুভবসিদ্ধং; তদেতস্মিন্মতে নাবকল্পতে চেতনস্যাকর্তৃত্বাৎ কর্ত্তুশ্চাচেতনত্বাদিত্যত আহ।

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণ-কর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥ ২০॥

অন্বয়।

চৈতন্যং পুরুষাধিকরণং, কর্ত্তৃত্বং চ অন্তঃকরণাধিকরণং ইতি চৈতন্যকর্ত্তৃত্বে ভিন্নাধিকরণে যতঃ, তস্মাৎ অতএব, অচেতনং চৈতন্যরহিতং লিঙ্গং অন্তঃকরণাদিকং বুদ্ধিঃ চ তৎসংযোগাৎ (তস্য চেতন-পুরুষস্য সংযোগাৎ ভোগ্যভোক্তৃত্বেন সন্নিধানাৎ চেতনাবৎ ইব ভবতি তথা গুণস্য লিঙ্গস্য, কর্ত্তৃত্বে উদাসীনঃ পুরুষঃ কর্ত্তা ইব ভবতি॥ ২০॥

অনুবাদ।

চৈতন্য-ব্যাপার পুরুষে এবং কর্ত্তৃত্বের ব্যাপার প্রকৃতি বা বুদ্ধিতে। সুতরাং চৈতন্য এবং কর্ত্তৃত্ব দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার; একাধারে কখন থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন একাধারে উপলব্ধ হয়, তখনই মূলে ভ্রম বশতই পরস্পরে সংযোগ হইয়াছে। অর্থাৎ অচেতনা বুদ্ধি বা প্রকৃতি চেতন পুরুষের সান্নিধ্য বশত চেতনের ন্যায় হয় এবং ক্রিয়াশীলা বুদ্ধির সান্নিধ্যে নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও সক্রিয় "আমি কর্ত্তা" বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন মাত্র॥ ২০॥

তত্ত্বকৌমুদী।

যতশ্চৈতন্যকর্তৃত্বে ভিন্নাধিকরণে যুক্তিতঃ সিদ্ধে, তস্মাৎ ভ্রান্তিরিয়মিত্যর্থঃ। লিঙ্গং মহদাদি সূক্ষ্মপর্যান্তং বক্ষ্যতি। ভ্রান্তিবীজং তৎসংযোগস্তৎসন্নিধানম্। অতিরোহিতার্থমন্যৎ (ব্যক্তার্থমিতি)॥ ২০ ॥

আভাস।

প্রকৃতি-পুরুষ বা চিৎ জড়ের সংযোগে যে সৃষ্টি হয়, তাহা বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতাদি যাবতীয় আর্য্যগ্রন্থেই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংযোগের স্বরূপ যে কিরূপ? তাহা যুক্তিতে মীমাংসা করা সুকঠিন হইলেও, ব্যবহারিক জীবনে অবধারণ করা, তত জটিল নহে। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ; বুঝা বা অবধারণ করা তাঁহার একটী মাত্র ভাব; করা ব্যাপার তাঁহাতে নাই। কারণ বিশেষ মনোযোগিতার সহিত আমরা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, যখন করি, তখন বুঝি না এবং যখন বুঝি, তখন করি না। কিন্তু বুঝা এবং করা এত মিশাইয়া থাকে, যেন দুইটী ভাব এক আধারেই আছে। তৈল এবং জল একটী শিশিতে রাখিয়া নাড়িলে, যেমন সম্পূর্ণ মিলিতের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষণকাল বিশ্রাম বা নিস্তব্ধ ভাবে রাখিলে, উভয়ে মিলিত থাকিলেও বা এক আধারে থাকিলেও, পরস্পরে পৃথক্ ভাবে থাকে। অগ্নি এবং লৌহ উভয়ে সম্পূর্ণ বিজাতীয় পদার্থ। অগ্নি উষ্ণ ও দাহশক্তি-বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম পদার্থ। লৌহ কিন্তু শীতল, কঠিন এবং শ্যামগুণ বিশিষ্ট। কিন্তু পরস্পরে যখন মিলিত হয়, তখন পরস্পরের ধর্ম্মে পরস্পরে এরূপ সংযোজিত হইয়া পড়ে যে, পরস্পরের ধর্ম্মে উভয়ে সম্পূর্ণ একভাবাপন্ন হইয়া যায়। প্রথমত লৌহের গোলাকারাদি আকারে অগ্নি প্রতীত হয় এবং লৌহও স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ হারাইয়া সম্পূর্ণ অগ্নিবর্ণে প্রতীত হয়; এবং ক্রমশঃ কাঠিন্য পরিহারে জল বা তৈলের আকারে লৌহ পরিণত হইয়া, অগ্নির ন্যায় দাহাদি কার্য্য করিতে থাকে। অথচ স্বকার গুরুত্ব ব্যাপারের কোন পরিহার করে না। অগ্নির সংসর্গ হেতুই

আভাস ।

ন্যূন হইতে থাকে, ততই লৌহ ক্রমশ স্বকীয় স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করে। সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেও পরস্পরে পরস্পরের ধর্ম্মে এরূপ মিলিত হন, যেন এক ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় উভয়ে প্রতীত হন এবং কার্য্য করেন। অগ্নির সংসর্গে লৌহ ক্রমশ তরল; এমন কি! বাষ্পাকারের ন্যায় হইয়া, যেমন অনন্ত কার্য্য করে, সেইরূপ আকাশে অশনির ন্যায়, ধরণীগর্ভে উর্ব্বরা শক্তির ন্যায়, সর্ব্বব্যাপী বায়ুর ন্যায়, সর্ব্ব জীবদেহে প্রাণন শক্তির ন্যায় এবং চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি যাবদীয় পঞ্চ মহাভূতে এবং পঞ্চভূতাত্মক জড় কলেবরে আকর্ষণ, সঙ্কোচন এবং প্রকাশন ব্যাপারে বা প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং স্থিতি শীল মূর্ত্তিতে যে পরমা শক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছেন, তিনিই অগ্নির সম্পর্কে লৌহের ন্যায়, মহাচৈতন্যের সংসর্গে মহা প্রকৃতি। অগ্নির ন্যূনতায় তরল লৌহের আকার ধারণের ন্যায়, ভোগ্য-ভোক্তৃস্বরূপ প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ স্বরূপ হইতে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আকারিত হইতেছে এবং প্রত্যেকের অন্তরে ভোক্তা এবং নিয়ন্তা মূর্ত্তিতে পুরুষের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত হইতেছে।

এই সংযোগের মূলে কিন্তু ভ্রম। কেন যে সংযোগ হয় এবং সংযোগের পরক্ষণেই বুঝিয়াছি বলিয়া, আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে কেন যে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহা বুঝা মানব-জ্ঞানের অতীত। সুতরাং ভ্রম বলা ব্যতীত, উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আদি জ্ঞানবান্ কপিলদেব সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার! সুতরাং তাঁহার উক্তি আমাদের আপ্তবাক্য। আমাদের জ্ঞানে উক্ত মীমাংসা অনুভূত না হইলেও, সাক্ষাৎ ভগবানের উক্তিবোধে কপিলদেবের উক্তিকে আমরা শিরোধার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি; এবং তাঁহার উক্তি দ্বারা পরবর্ত্তী কারিকাতে উক্ত মীমাংসাও স্পষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ এই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগটীর কারণ ভ্রম নহে; ইহা পরস্পরের চিরস্থায়ী-প্রয়োজন;

আভাস ।

তাঁহাদের উভয়ের অন্তরে উহা চির বিদ্যমান ভাব। স্ত্রী পুরুষের সহবাস যেমন পরস্পরের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে; উভয়ে প্রসন্ন পরিতৃপ্ত এবং কৃতকৃত্য হইবার জন্যই সহবাস না করিয়া থাকিতে পারে না; ইহা পরস্পরেরই ধর্ম্ম; সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের মিলনও স্ব স্ব প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে; ইহা উভয়ের স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম্ম বা স্বভাব।

তত্ত্বকৌমুদী ।

তৎসংযোগাদিত্যুক্তং, নচ ভিন্নয়োঃ সংযোগোঽপেক্ষাং বিনা ন চেয়মুপকার্য্যোপকারকভাবং বিনেত্যপেক্ষাহেতুমুপকারমাহ।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।

পুরুষস্য (চৈতন্যস্বরূপেণ পুরুষেণ) প্রধানস্য প্রকৃতেঃ দর্শনার্থং ভোগ্যভাবনিরূপণরূপানুভবায়, তথা পুরুষস্য কৈবল্যার্থং (প্রধানং তৎ-কার্য্য-বর্গং চ ভোক্তৃরূপেণ অনুভূয় স্বকীয়ানুভব-রূপস্য সাক্ষাৎকারায়, পঙ্গ্বন্ধবৎ পঙ্গ্বন্ধয়োরিব সংযোগঃ ইব উভয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংযোগঃ সম্বন্ধবিশেষঃ; তথা তৎকৃতঃ সংযোগকৃতঃ, সর্গঃ পরিণামাদি ক্রিয়া চ ভবতি ইতি শেষঃ। ২১।

অনুবাদ ।

পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও, দর্শনের শক্তি আছে এবং দর্শন-শক্তিহীন অন্ধের গতিশক্তির পরিচয়ে চরণ আছে; সুতরাং উভয়ে পৃথক্‌ভাবে একাকী কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিলেও, পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিলে এবং অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে বহন করিলে, উভয়ের উভয় শক্তির মিলনে যেমন একটী সম্পূর্ণ মানবের যাবদীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ ভোগ্যা প্রকৃতি স্বকীয় ভোগ্যভাবের পরিচয়ার্থ জ্ঞানময় পুরুষকে এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ প্রকৃতির যাবদীয় পরিণামাদি ভাবকে উপলব্ধি করিয়া নিজের আত্মস্বরূপকে

অনুবাদ।

অবধারণ পূর্ব্বক, স্বীয় কেবল ভাবে বিশ্রামার্থ, প্রকৃতিকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং উভয়ের স্বভাব-সিদ্ধ উভয় অপেক্ষার অনুরোধে উভয় প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পরে যখন আত্মীয়তার পরিচয়ে সংযুক্ত হন, তখনই সৃষ্টির প্রসার হয়; এবং পরস্পরের প্রয়োজনের সমাপন হইলে, সৃষ্টির বিরামে স্ব স্বরূপে উভয়েরই বিশ্রাম হইলে, অনন্ত নির্ব্বৃতির পরিচয় ঘটে॥ ২১॥

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রধানস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, প্রধানস্য সর্ব্বকারণস্য যদ্দর্শনং পুরুষেণ তদর্থং। তদনেন ভোগ্যতা প্রধানস্য দর্শিতা। ততশ্চ ভোগ্যং প্রধানং ভোক্তারমন্তরেণ ন সম্ভবতীতি যুক্তাস্য ভোক্ত্রপেক্ষা। পুরুষস্যাপেক্ষাং দর্শয়তি পুরুষস্য কৈবল্যার্থং। তথাহি প্রধানেন সম্ভিন্নঃ পুরুষস্তদ্গতং দুঃখত্রয়ং স্বাত্মন্যভিমন্যমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে। তচ্চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি-নিবন্ধনং। ন চ সত্ত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতিঃ প্রধানমন্তরেণেতি কৈবল্যার্থং পুরুষঃ প্রধানমপেক্ষতে। অনাদিত্বাচ্চ সংযোগ-পরম্পরায়া ভোগায় সংযুক্তোহপি কৈবল্যায় পুনঃ সংযুজ্যতে ইতি যুক্তম্। ননু ভবত্বনয়োঃ সংযোগঃ, মহদাদি-সর্গস্তু কুতস্ত্য ইত্যত আহ তৎকৃতঃ সর্গঃ। সংযোগো হি ন মহদাদি-সর্গমন্তরেণ ভোগায় কৈবল্যায় বা পর্য্যাপ্ত ইতি সংযোগ এব ভোগাপবর্গার্থং সর্গং করোতীত্যর্থঃ॥ ২১॥

আভাস।

পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বোধ মাত্র। বোধের বিষয় না থাকিলে, বোধ-স্বরূপেরও বোধ হয় না। সুতরাং বোধ-স্বরূপকে বুঝিতে হইলে, বোধের বিষয় থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অগ্নির দাহিকা এবং প্রকাশিকা শক্তি আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু দাহ্য বস্তুর অভাবে যেমন দাহিকাদি শক্তির পরিচয় থাকে না, সেইরূপ বস্তুটীও দাহ্য কি না? জানিতে হইলে, দাহক অগ্নিরও প্রয়োজন হয়। সুতরাং দাহ্য-দাহক ভাব যেমন পরস্পরের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ভাবও পরস্পরের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে।

আভাস।

সম্বন্ধ না ঘটিলে, পরস্পরে পরস্পরের পরিচয় পায় না। পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্তে সুখী হইবার নিমিত্তই যেমন সংযোগ, সেইরূপ জ্ঞেয়া প্রকৃতি পুরুষের সন্নিধানে এবং জ্ঞাতা পুরুষ প্রকৃতির সন্নিধি লাভে আত্ম প্রতীতির পরিচয়ে অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সন্নিধি বা সংযোগ বিভিন্ন স্থানস্থিত বস্তুদ্বয়ের একত্র মিলনের ন্যায় নহে; ইহা মনে পড়ার মত মাত্র। আমি গান জানি; গাইবার শক্তিও আছে, কিন্তু গাই নাই। যখন মনে পড়ে বা উৎসাহ আইসে, তখনই গাই এবং গাইয়া গানের বা গান করিবার শক্তির পরিচয় লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া, নিবৃত্তের ন্যায় অবস্থান করি। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অন্তর্নিহিতা শক্তিই প্রকৃতি। পরস্পরের মধ্যে কখন বিচ্ছেদ ঘটে না; কিন্তু সর্ব্বদা সংযোগও নাই। তবে যখন চৈতন্যের দৃষ্টি পড়ে, তখনই লৌহাগ্নির অভেদ মিলনের ন্যায়, কর্ত্তৃত্ব এবং জ্ঞাতৃত্ব এক হইয়া যায়। তখন বুঝিয়া করি এবং করিয়া বুঝি, সমস্ত কথাই সঙ্গত হইয়া পড়ে॥

বিশেষত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের আত্মপ্রতীতি লাভ করিবার জন্যই জ্ঞেয়া প্রকৃতির প্রতি তাঁহার ঈক্ষণের প্রয়োজন; এবং ভোক্তা পুরুষের সন্নিধানে নিজের গুণের পরিচয় প্রদানে কৃতকৃত্য হওয়াই প্রকৃতির প্রয়োজন। পরস্পরের এই প্রয়োজন পূরণের জন্যই পরস্পরের ঈক্ষণ বা সংযোগ। ভ্রম-নিবন্ধন সংযোগ বলিলে, তত মধুর মীমাংসা হয় না; যেন সন্দেহ রহিয়া যায়।

এখানে সংযোগ-জনিত সর্গ, অর্থাৎ সৃষ্টি হয় বলাতে, ভ্রমের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। বরং পরস্পরের স্বভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভ্রম জ্ঞাননিষ্ঠ; জড়নিষ্ঠ নহে। অর্থাৎ জ্ঞানেই ভ্রমের উপস্থিতি সম্ভব; জড়ে ভ্রম হয় বলিলে, তাদৃশ বক্তারই সে ভ্রম, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কামিনী-কান্তের সংযোগে যে উন্মত্তবৎ

আভাস।

ভাবের পরিচয় ঘটে, তাহাকে ভ্রমাত্মক বলিলে, তত ভ্রম হয় না, কিন্তু অগ্নিসংযোগে বারুদের অগ্নিমূর্ত্তিতে এবং অগ্নির বারুদের আকারে উদ্দীপন ও প্রসারাদি ভাবকে ভ্রম বলিলে, যতটা ভ্রমের পরিচয় হয়। সৃষ্টির আদ্যোপান্ত ব্যাপারই প্রকৃতিনিষ্ঠ; চৈতন্যনিষ্ঠ নহে। তবে মূলে চৈতন্যের ঈক্ষণ করা মাত্র। অগ্নির স্পর্শ মাত্রেই যেমন বারুদের উদ্দীপন, লৌহের সম্পর্ক মাত্রেই যেমন চুম্বুকের আকর্ষণ ব্যাপার, সেই-রূপ কান্তের সংসর্গেও কামিনীর তাদৃশ উৎকণ্ঠা বা অবসন্নের ব্যাপার; এবং মূল চৈতন্যের সংসর্গেও প্রকৃতির তাদৃশ সৃষ্টির ব্যাপার। তথাপি ইহা ভ্রম নহে। এটী পরস্পরের স্বভাবসিদ্ধ ভাব। আরোপিত নহে।

যেটী যাহা নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান করার নাম ভ্রম। যেমন শুক্তিকাতে রজত-জ্ঞান; ইহাকে ভ্রম বলা যায়। চৈতন্যের ভোক্তৃ-ভাব এবং প্রকৃতির ভোগ্যভাব স্বভাবনিষ্ঠ; আরোপিত নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ভ্রমের কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভ্রমেরই পরিচয়। তবে ভ্রম বলিয়া যে ভাবের কল্পনা করা হয়, তাহা কোথায় এবং কিরূপেই বা হয়? জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে যে অভিনব অহংভাবের উদয় হয়, সেই অহং-ভাবেই ভ্রম বা প্রমাদাদির সম্ভাবনা। কারণ পূর্ণ অহম্ভাবে জ্ঞানাংশের প্রাচুর্য্য থাকিলেও, জ্ঞেয়া প্রকৃতির পরিণামের কোন অপ্রতুল হয় না। বায়স্কোপের আলোক তীব্র হইলেও, স্থিরভাবেই অবস্থান করে; কিন্তু ফিলম্ (ছবি) তীব্রবেগে পরিবর্ত্তনের পথে চক্রযোগে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াই যেমন ছবিগুলি জীবন্ত ও কার্য্য-কারীর ন্যায় অনুমিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ অহং ভাবের সমীপে প্রকৃতির পরিবর্ত্তিত ভাবের অনুরোধেই ভ্রমের উদ্-বোধন হয়। বায়স্কোপের ছবি প্রকৃত জীবন্ত নহে, মেসিন (কল) থামিলেই সব মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ প্রকৃতির কার্য্য থামিলে প্রাজ্ঞ জ্ঞানকে ভ্রম লইয়া বিব্রত হইতে হয় না। মূল চৈতন্যে বা

আভাস।

মূলা প্রকৃতিতে ভ্রমের কোন সম্ভাবনা নাই। উভয়েই সৎপদার্থ। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে এবং সর্ব্বতোভাবে সৎভাবেরই বিকাশ; ভ্রমের বিকাশ কখনই নহে। অগ্নির সংসর্গে লৌহ যেমন তরল জল বা বাষ্পের আকারে দ্রবীভূত হইয়া, একাত্মভাবে অবস্থান করে, পুরুষ-প্রকৃতিরও সেইরূপ একাত্মভাবে অবস্থিতিই পরম ব্রহ্মভাব বা পরম অহংভাব। এই পরম অহংভাবও পূর্ণ চিদানন্দের একদেশে মাত্র; সর্ব্বব্যাপী নহে। আমাদের ন্যায় জীবের অন্তরেও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে যেমন অনন্ত সংস্কারের অস্তিত্বের পরিচয় হয়, উক্ত পরম অহংভাবের অন্তরেও সেইরূপ অনন্ত জগদ্বীজ সদ্রূপে চির বিদ্যমান আছে। এই বীজভাব প্রকৃতির অংশ; তাহাতে পরম চৈতন্যের সংযোগে অনন্ত অহংভাবেরও সন্নিবেশ চির বিদ্যমান, বুঝিতে হইবে। এই অহংভাবেই ভ্রমের প্রতিষ্ঠা; পূর্ণ চৈতন্যে বা পূর্ণ সাম্যভাবাপন্ন প্রকৃতিতে ভ্রমের কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ সংযোগ ব্যতীত একাত্মতা হয় না। এবং একাত্মতা ব্যতীত আমি বা আমার বলিয়া ভাবের উদ্‌বোধন হয় না। সুতরাং আমি বা আমার বলিয়া অহংভাবের উদয় না হইলে, ভ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় না। সাম্যভাবাপন্ন প্রকৃতির প্রতি মনে পড়ার মত, পূর্ণ চৈতন্যের ঈক্ষণ হইবা মাত্র, একটী পূর্ণ পরম অহং ভাবের উদয় হয় এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণবৈষম্য আরম্ভ হয়। এবং উত্তরোত্তর গুণবৈষম্যের বিচিত্রতা অনুসারে পূর্ণ অহং ভাবেরও অন্তরে অবয়ব ভূত অনন্ত অহং ভাবেরও সৃষ্টি হইতে থাকে। বিষম-ভাবাপন্ন প্রকৃতির গর্ভে স্বল্প বৃহৎ আকার অনুসারে অহং ভাবেরও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এবং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেব, তির্য্যগ, মনুষ্য এবং স্থাবর জঙ্গমাদি দেহে তদনুরূপ অহংভাবেরও প্রতিষ্ঠা অনুভূত হইতেছে। অহং ভাবেরই সংসার এবং আমি ভাবেরই মোক্ষ। সুতরাং অহং ভাবেরই ভ্রম। পূর্ণ চিদানন্দে বা মুক্ত পুরুষে ভ্রম

। আভাস।

নাই। জানা গান গাইয়া যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ হয়। পূর্ব্বে সিন্দুক পেটরাদিতে তুলিয়া রাখা বস্ত্রালঙ্কারাদি বস্তুগুলি কেমন আছে দেখিবার জন্য যেমন তত্তৎ স্বামীর উদ্‌যোগ আইসে এবং দেখিয়া সন্তোষ লাভের পর পুনঃ যথাস্থানে তাহাদিগকে রাখিয়া নিজে নির্ব্বৃতের ন্যায় প্রভু অবস্থান করেন; এবং আমার সব ঠিক আছে জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হন; সেইরূপ উদাসীন চৈতন্যের গর্ভে সাম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত স্বকীয় শক্তি মায়া বা প্রকৃতি কেমন আছে বলিয়া তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টির নিপতনেই চৈতন্য স্বরূপে ভোক্তৃভাবের উদয় এবং প্রকৃতিতেও ভোগ্য ভাবের উদয় হইয়া থাকে। চৈতন্য স্বরূপের ভোক্তৃভাব এবং প্রকৃতির ভোগ্যভাব স্বভাব-সিদ্ধ। একবার উদাসীন থাকা, পুনঃ ভোক্তারূপে দর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া যেমন চৈতন্যস্বরূপের স্বভাবনিষ্ঠ ভাব, সেইরূপ একবার গুণত্রয়ের বৈষম্যে বিকৃত হওয়া এবং পুনঃ গুণত্রয়ের সাম্যে নিস্তব্ধ হওয়া, প্রকৃতিরও স্বভাবনিষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং পরস্পরে পরস্পরের অপেক্ষায় সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য করিতেছেন।

বুঝা ব্যাপার না থাকিলে, চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের কোন মূল্য হয় না। এমন কি! তাঁহার অস্তিত্বের পরিচয়ও থাকে না। সুতরাং বুঝা ব্যাপারের অনুরোধে বোধের বিষয় মহাশক্তি প্রকৃতিকে পুরুষ অপেক্ষা করেন; এবং ভোগ্য বিষয়স্বরূপ প্রকৃতিও ভোক্তা পুরুষকে অপেক্ষা করেন। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনেই নিজেরা সংযুক্ত হন; এবং প্রয়োজনের সমাপ্তিতে পুনঃ নিঃসঙ্গ ভাবে উভয়েই অবস্থান করেন॥ ২১॥

এই কারিকাতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। এই সৃষ্টির পদ্ধতিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। কারণ ইহাতে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে প্রস্তুত হইবার ন্যায় নহে। কুম্ভকার মৃত্তিকার আশ্রয়ে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে; এ সেজাতীয় সৃষ্টি নহে। ষোড়শ

আভাস।

কারিকাতে উক্ত হইয়াছে যে, জল যেমন বীজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তদ্ভাবে স্বয়ং ভাবিত হইয়া, বীজের অন্তরে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিদ্যমান যাবতীয় ভাবে স্বয়ং প্ররোহিত হইয়া বৃক্ষশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলাদিরূপে স্বয়ং দেখা দেয়, সেইরূপ চৈতন্যোপহিত সাম্যভাবাপন্ন প্রকৃতি স্বীয় অন্তরে বিদ্যমান যাবতীয় ভাবে স্বয়ং ভাবিত হইয়া, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপে নিজে বিকশিত হন। সৎ-কার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যের মতের অনুকূলে মহর্ষি পতঞ্জলিও তদীয় যোগসূত্রে বলিয়াছেন যে, "জাত্যান্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যা-পূরাৎ"। বৃক্ষজাতি হইতে ফলজাতির উৎপত্তির উপলক্ষে স্বয়ং আভ্যন্তরিক রসই সাহায্যদানে তাহার পূরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অব্যক্ত ভাবকে ব্যক্তমূর্ত্তিতে রস পরিণত করিয়া দেয়। কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণের ন্যায়, অভিনব ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। যাহা ছিল; তাহারই বিকাশ হয় মাত্র।

তত্ত্বকৌমুদী।

সর্গক্রমমাহ।

**প্রকৃতে মহাংস্ততোঽহঙ্কার স্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ ২২॥**

অন্বয়ঃ।

গুণত্রয়াণাং সাম্যাবস্থোপলক্ষিতাৎ প্রকৃতেঃ সকাশাৎ মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বং (বুদ্ধিসমষ্টিরিতি) উৎপদ্যতে। ততঃ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ মহত্তত্ত্বাৎ অভিমানাত্মকঃ অহঙ্কারঃ জায়তে; তস্মাৎ অহঙ্কারাৎ ষোড়শকঃ গণঃ সমূহঃ (একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি চ) তস্মাৎ অপি ষোড়শকাৎ গণাৎ পঞ্চভ্যঃ তন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চভূতানি স্থূলভূতানি আকাশাদীনি জায়ন্তে॥ ২২॥

অনুবাদ।

মূলা প্রকৃতির গুণ-বৈষম্যে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে সর্ব্বপ্রথমে মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধির প্রকাশ হয়।

অনুবাদ।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই ষোড়শ তত্ত্বের জন্ম হয়; এবং উক্ত ষোড়শ তত্ত্বের মধ্যে অতি জড়ভাবাপন্ন পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চ স্থূল ভূতের উত্তরোত্তর উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥২২॥

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রকৃতিরব্যক্তং, মহদহঙ্কারৌ বক্ষ্যমাণলক্ষণৌ, একাদশেন্দ্রিয়াণি বক্ষ্যমাণানি, পঞ্চ তন্মাত্রাণি চ। সোঽয়ং ষোড়শসংখ্যাপরিমিতো গণঃ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ অপকৃষ্টেভ্যঃ পঞ্চভ্যা তন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চভূতান্যাকাশাদীনি। তত্র শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দগুণম্। শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাদ্বায়ুঃ শব্দস্পর্শগুণঃ। শব্দস্পর্শতন্মাত্রসহিতাদ্রূপতন্মাত্রাত্তেজঃ শব্দস্পর্শরূপগুণম্। শব্দস্পর্শরূপতন্মাত্রসহিতাদ্রসতন্মাত্রাদাপঃ শব্দস্পর্শরূপরসগুণাঃ। শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্রসহিতাদ্গন্ধতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণা পৃথিবী জায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

আভাস।

শাস্ত্রকার এই কারিকাতে সৃষ্টির ক্রম মাত্র দেখাইয়াছেন; মানবাদি কোন প্রাণিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই। অতএব প্রাকৃতিক প্রত্যেক তত্ত্বকেই সমষ্টি এবং ব্যষ্টি এই উভয় ভাবেই তাঁহার বর্ণন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মেঘের উদয় বলিলে, তৎসঙ্গে অনন্ত তুষার-কণারও যেমন উল্লেখ করা হয়, সেইরূপ একটী মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি বলিলে, তদন্তরে তাহার সমষ্টি এবং ব্যষ্টি ভাবেরও পরিচয় দেওয়া হয়। বন বলিলে, অনন্ত বৃক্ষের একত্র জন্ম যেমন স্বীকার করা হয়, সেইরূপ প্রকৃতির প্রথম পরিণামে যে মহানের (বুদ্ধির) উদয় হইল, তাহার অন্তরে তজ্জাতীয় বৃহৎ ক্ষুদ্র ভেদে কত অনন্ত বুদ্ধির যে রচনা হইল, তাহার ইয়ত্তা কেহ করিতে পারেন না। যেমন বন বলিলে, অনন্ত প্রকারের অনন্ত সংখ্যা বৃক্ষলতাদির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষে পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রথম পরিণামে একটী বিরাট্ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইলেন, যিনি

আভাস।

স্বয়ং অনির্ব্বচনীয় মহেশ্বর মুর্ত্তিতে বিরাজমান থাকিয়াও, স্বকীয় অন্তরে, বনের অন্তরে বিবিধ লতা পাদপ ও গুল্মাদির ন্যায়, অসংখ্য দেব গন্ধর্ব্ব দৈত্য দানব মানব এবং পশ্বাদি জীব-বুদ্ধিতে স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন বলা হয়। আমরা যেমন একাকী থাকিয়াও, অন্তরস্থ অনন্ত সংস্কারের উপর আধিপত্য করি, সেইরূপ পরম মহান্‌ও একাকী হইয়াও অনন্ত জীব-দেহের মহত্তত্ত্বের উপর আধিপত্য করেন। তিনি যাবদীয় মহত্তত্ত্বের সমষ্টি; এবং প্রত্যেক মহত্তত্ত্ব তাঁহারই ব্যষ্টিভাব। সাংখ্যাচার্য্য সৃষ্টির পদ্ধতিতে যে যে তত্ত্বের উদয় যেরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সর্ব্বত্র উভয় সমষ্টি এবং ব্যষ্টিভাবেরই বর্ণন করিয়াছেন, আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। পরিদৃশ্যমান জগতের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগের সহিত দর্শন করিলেই আমরা এই সমস্ত ভাব প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করিতে পারিব। কিন্তু আমরা বেদান্তের উপদেশ মত সমষ্টি ভাবকে অবলম্বন পূর্ব্বক বিচারে বা তত্ত্বগ্রামের অবধারণে অগ্রসর হইলে, পাছে বিহ্বল হইয়া পড়ি, এইজন্য সাংখ্যাচার্য্য মন্দমতি মানবের উপদেশার্থ কেবল স্বকীয় আত্মস্বরূপের অন্তর্গত তত্ত্বগ্রামের বিচারেই যেন উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃত তাহা নহে। তবে স্বকীয় দেহে আত্মনিষ্ঠ তত্ত্বগ্রামের বিচারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন, তিনি সমষ্টি তত্ত্ব-গ্রামের বিচারে এবং তাহার সম্যক্ অবধারণেও কৃতকৃত্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

একা প্রকৃতিই অব্যক্ত; কিন্তু প্রকৃতির পরিণামে যে কোন তত্ত্বের উদয় হয়, সে সকলই ব্যক্ত পদার্থ। সুতরাং প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান-প্রচুর পদার্থ হইলেও, ব্যক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যে ব্যক্ত পদার্থ দর্শন-কর্ত্তা তাঁহার ১০ম দশম কারিকাতে হেতুমৎ অনিত্য মব্যাপি সক্রিয়ং অনেকং আশ্রিতং লিঙ্গং। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বলিয়া

আভাস ।

বর্ণন করিয়াছেন। অতএব ব্যক্ত পদার্থ সাবয়ব; অর্থাৎ মানব-দেহ বলিলে, হস্ত পদ এবং মস্তকাদি অনেক অবয়বের একত্র সন্নিবেশে যেমন একটী সম্পূর্ণ মনুষ্য কলেবর, সেইরূপ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ সত্ত্বপ্রধান রজপ্রধান বা তমঃপ্রধান ভেদে বহু মহত্ত্বের সমষ্টিতে উক্ত পরম মহানের উদয় জানিতে হইবে। ইহারা সকলে উক্ত পরম মহানের অবয়ব। এই প্রকারে মহত্তত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কারের উদয় হইল, তাহাও সাবয়ব। অর্থাৎ বহু ক্ষুদ্র অহঙ্কার অবয়বের একত্র মিলনে উক্ত পরম বা মহৎকলেবর অহঙ্কারের উদয় হইয়াছে; যাহাকে পুরাণ-কর্ত্তাগণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকারে যে কোন তত্ত্বের নাম এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, সমস্তই সমষ্টি এবং ব্যষ্টি ভেদে উভয়বিধ বলিয়াই জানিতে হইবে।

একবিংশ কারিকাতে সৃষ্টি বা লয়ের কারণ যেরূপ সাংখ্যাচার্য্য বুঝাইয়াছেন, তাহাতে পঙ্গু এবং অন্ধ যেমন পরস্পরের প্রয়োজন অনুসারে পরস্পরে মিলিত হয়, সুতরাং একটী পূর্ণ করচরণাদি বিশিষ্ট চক্ষুষ্মান্ মানবের কার্য্যের ন্যায় কার্য্য হয়। এস্থলে যদিও দেখা এবং করা একত্র উপলব্ধ হয়, তথাপি বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, যদিও উভয় ব্যাপার একত্রের ন্যায় উপলব্ধ হয়, তথাপি ঠিক একত্র নহে। দেখিয়া অগ্রসর হয় এবং অগ্রসর হইয়া দেখে। অর্থাৎ প্রথম দেখিয়া চরণকে চলিতে উৎসাহ দেয় এবং অগ্রসর হইয়া দর্শন কার্য্যে পরিতৃপ্ত হয়। সেইরূপ একবার চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ প্রকৃতিকে প্রসারিত হইতে উৎসাহ দেন এবং পরক্ষণে প্রকৃতির কার্য্য বা আত্মস্বরূপের প্রকটন হইলে, অর্থাৎ প্রকৃতির নিজ অন্তর্নিহিত যাবদীয় ব্যাপারের পরিচয় প্রদান করা হইলে, চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের সমস্ত বুঝিয়াছি ভাবিয়া, বুঝাভাবকে অন্তরে নিহিত রাখিয়া, নিস্তরঙ্গ ভাবে তাঁহার

আভাস।

নির্বৃতি আইসে। অতএব একবার প্রকৃতির প্রসারে সৃষ্টি এবং পরক্ষণে জ্ঞানের প্রশ্রয়ে নিবৃত্তি। প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পরে যখন বিচ্ছেদ নাই, নিরন্তর একত্র থাকাই অভ্যাস, তখন প্রকৃতির প্রসার কালে জ্ঞান-স্বরূপ চৈতন্যের প্রকৃতির গর্ভে অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাব; অর্থাৎ তিনি যখন প্রকৃতিকে প্রসারিত হইতে দেন, তখনই সংসার; আবার পরক্ষণে, আমার সকল কার্য্য দেখান সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞানগর্ভে প্রকৃতির শয়ান ভাব; তাহারই নাম প্রলয়। লৌকিক ব্যবহারে যে বিষয় আমরা যতক্ষণ না বুঝি, ততক্ষণ অতি নীচভাবে বুঝি-বার জন্য সেই বিষয়ের অনুগত থাকি; কিন্তু ব্যাপারটীকে বুঝিলেই, তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিবা মাত্র, তাহাকে উপেক্ষা করি। তখন উক্ত ব্যাপারটীও আমার হৃদয়গত হইয়া, নিজে আর কোন আড়ম্বর করিতে পারে না। তদ্রূপ একবার মায়া বা প্রকৃতির অনুগত চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান এবং অন্যক্ষণে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের অনুগত ক্রিয়ারূপা প্রকৃতি। প্রকৃতি শক্তিমূর্ত্তিতে জ্ঞানগর্ভে লীন হইলে, একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিবাক্যটী সার্থক হইল এবং চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান প্রকৃতির পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে তদনুগত হইয়া, তাহাকে প্রসারিত করাইতে গিয়া, "বহুস্থায় তদৈক্ষত" এই শ্রুতিবাক্যও সার্থক হইয়া যায়।

বহির্জগতে স্পষ্টত প্রতীত হইতেছে যে, ভূগর্ভস্থ উৎপাদিকা শক্তি একবার অতি ক্ষুদ্র বীজকে প্ররোহিত করিয়া, পত্র পুষ্প, ফল এবং স্কন্ধাদির আকারে বৃক্ষকে পরিণত করিতেছে, পুনরায় বৃক্ষ সর্ব্বাবয়বে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া, পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তিকে উদ্-বোধিত করিতেছে। জীবের অন্তর্নিহিত জ্ঞান বিষয়াভিমুখে প্রবর্ত্তিত হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রামকে কার্য্যাভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিতেছে; এবং পরক্ষণে বিষয়ের সংস্কার সমূহ সংগ্রহ করিয়া নির্বৃতের ন্যায়, আত্মস্বরূপে জ্ঞান নিমগ্ন হইতেছে; আবার কর্ম্মসংসারকে আশ্রয়

আভাস।

করিয়া, পুনঃ ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। একবার বীজ বৃক্ষকে প্ররোহিত করিতেছে; পুনরায় বৃক্ষ স্বীয় অন্তর হইতে বীজকে উৎপাদন করিতেছে। সেইরূপ একবার চৈতন্যের অনুগ্রহে প্রকৃতি পুষ্টকলেবরা হইয়া, জগৎ সংসারকে উৎপাদন করিতেছেন এবং পুনরায় কার্য্যের সমাপনে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশের অভ্যন্তরে শয়ান থাকিয়া, স্বর্ণরেখাকারে বিষ্ণুর বক্ষস্থল-স্থিতা হইয়া, শান্তি অনুভব করিতেছেন।

বীজের অন্তরে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে যেরূপ যে যে ফল এবং পুষ্পাদির অস্তিত্ব থাকে, তাহাই প্ররোহিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির গর্ভে যে কিছু তত্ত্ব সন্নিহিত থাকে, সেই সমস্ত ব্যাপারই ব্যক্তমূর্ত্তিতে জগৎ-রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পুং-প্রকৃতির সংযোগে উভয়ত যে চেতন-ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা অসীম ও অনন্ত। তিনি পরম ব্রহ্মভাব বা আদ্যাশক্তি কালী বা অন্নপূর্ণা। তিনি স্বয়ং স্বকীয় স্বরূপে চির বিদ্যমান থাকিয়া, মূলা প্রকৃতি বা মায়াশক্তির গর্ভে যে সমস্ত জগদ্বীজ সংস্কার-মূর্ত্তিতে চির বিদ্যমান ছিল, উৎপাদিকা শক্তি বা সলিল ভূগর্ভে স্বয়ং চির বিদ্যমান থাকিয়াও, যাবদীয় লতা পাদপাদিকে যেমন উর্ব্বরিত করে, সেইরূপ সেই সমস্ত জগৎ বীজকে "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" পূর্ব্ববৎ স্বয়ং তাহাকে বলাদি প্রদানে প্ররোহিত করিয়া দেন; তথাপি তাঁহার স্বকীয় ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য বা অভাব হয় না। সেই সর্ব্বজননী ব্যক্তভাবকে প্রসব করিয়া, ক্ষীণ হন না এবং পুষ্টির জন্য অন্য কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না। কারণ তিনি স্বয়ং বিভু পদার্থ! এবং অনন্ত-দেবের অনন্ত শক্তি। তাঁহার গর্ভ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় ব্যক্ত মহতাদি কিন্তু সীমাবিশিষ্ট পদার্থ; তাহারা আপন স্বরূপ হইতে অন্য তত্ত্বের উদ্ভাবন করিবার কালে, সেই মহাশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং মহাশক্তি সর্ব্বজননী উত্তরোত্তর সকল তত্ত্বকে এবং

আভাস।

স্থূল মূর্ত্তিতে বিরাজমান যাবদীয় ব্যক্ত জগৎ সংসারকে স্বীয় শক্তিতে পরিপুষ্ট করিয়াও, স্বয়ং অক্ষুণ্ন ভাবে চির বিদ্যমান আছেন। এই জগৎসংসার এবং ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত আমরা সকল জীবনিচয় করজোড়ে সেই আদ্যাশক্তির সমীপে শান্তির কামনায় নিরন্তর বর প্রার্থনা করিতেছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞানময়ী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তিনি পুরুষও বটেন এবং স্ত্রীও বটেন। কারণ পুংপ্রকৃতির একত্র সমন্বয়! তিনি দেহার্দ্ধযোগঃ শিবয়োঃ; তিনিই শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের অভেদ মিলন। এ মিলন তাৎকালিক নহে; চির মিলন। তবে কখন কাহারও উৎকর্ষ এবং কখনও কাহারও অনুগত ভাব মাত্র।

ধীমান্ পাঠকবর্গ যেন স্মরণ রাখেন যে, এই পুংপ্রকৃতির ভোগ্য-ভোক্তৃভাবে যে অভেদ সমন্বয়ে প্রথম মিলিত একাত্মভাব, এই আশ্রয়েই সংসারবীজ জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী। তিনিই স্ফূর্ত্তমূর্ত্তি ঐং বীজে প্রতিভাসিত; এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এই সরস্বতীর উপাসনা করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়াছেন। ইনিই তন্ত্রের গুরুবীজ ঐং, যাঁহাকে সাধকগণ নিদ্রাভঙ্গের পরক্ষণেই স্বীয় মস্তিকস্থ সহস্রার পদ্মমধ্যে অবস্থিত, বর এবং অভয়দাতা শ্বেত-বর্ণ গুরুমূর্ত্তিকে চিন্তা করিয়া থাকেন। যাঁহার দক্ষিণভাগে শ্বেতবর্ণ জ্ঞান এবং বামপার্শ্বে রক্তবর্ণা প্রকৃতি-শক্তি অভেদ মিলনে অবস্থিত, ধারণা করিয়া থাকেন; এবং ঐং বীজ জপ ও ভাবনার বলে উক্ত উভয় মূর্ত্তির অভিন্ন ভাব চিন্তনের পর, যখন সহস্রার হইতে মূলা-ধার পর্য্যন্ত সমগ্র দেহে উক্ত জ্ঞানক্রিয়ার সন্নিবেশ অনুভব করেন, তখনই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সাধক ইষ্টচিন্তা পূর্ব্বক গাত্রো-খান করেন। এ বিষয়গুলি পরে প্রয়োজন মত পরিস্ফুট করা হইবে।

এই শ্লোকে সৃষ্টির ক্রম মাত্র গ্রন্থকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মীমাংসিত ভাবে প্রত্যেক তত্ত্বের ধারণা করিবার উপায়

আভাস।

এস্থলে নির্দ্দেশ করেন নাই। কারণ উপদেশ তাঁহার হস্তে, ধারণা করা কিন্তু মানবের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। ধারণা করিতে না পারিলে, বিষয়ের সামঞ্জস্য হওয়া দুর্ঘট। সৃষ্টির প্রকরণ ধারণা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ভোগপ্রিয় মন্দবুদ্ধি মানবের পক্ষে বিশেষ যত্ন-সহকারে অগ্রসর হওয়াই প্রয়োজন। কঠোপনিষদের মন্ত্র যথা—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাংপশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"

প্রভু পরমাত্মা জীবের ইন্দ্রিয়নিচয়কে বিষয় গ্রহণার্থ বহির্মুখা-বৃত্তি-বিশিষ্ট করিয়াই সৃজন করিয়াছেন; সুতরাং ইন্দ্রিয়কুল বাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং মানবের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই বিষয়-সম্ভোগে বিরক্ত হইয়া, দর্শন-শক্তিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হন এবং অমৃতত্ত্ব কামনায় ধৈর্য্য ধারণে অন্তরাত্মা আমি-স্বরূপকে দর্শনে অভিলাষ করেন।

ভোগের অভিপ্রায়ে স্থূলের অভিমুখে দৃষ্টি পড়িবে, সত্য! কিন্তু বিচার-শক্তিকে সঙ্গে লওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্রবে ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বিচার করিতে ত নিষেধ করেন নাই; বরং বিচারের যোগ্যতা দিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, কে কত সত্বর ভোগের মধ্য দিয়া ভোগদাতাকে ধরিতে পারে! কারণ ভোগ অকিঞ্চিৎকর! কেবল প্রয়োজনের অনুরোধে তৎপূরণ-কাল পর্য্যন্ত ভোগের আদর; পরক্ষণেই ভোগ্যবস্তু ঘৃণা বা বিরক্তির হেতু হইয়া পড়ে! অতএব যিনি এরূপ অপূর্ব্ব ক্রীড়ার কৌশলে মানবাদি জীবনিচয়কে নাচাইতেছেন, তিনি নিত্যসিদ্ধ পরম পবিত্র প্রেমময় পুরুষ! আমার ভ্রমের সংশোধনার্থ এত পরিশ্রম যিনি করিতেছেন, তিনিই ত জানিবার বা দেখিবার একমাত্র প্রধান পদার্থ-জ্ঞানে যাহারা দৌড়ায়, তাহারাই জগতে ধন্য! আমরা স্থূলদর্শী! তাহাতে ক্ষতি নাই!

আভাস।

স্থূলকে ধরিয়া, বিচার-বুদ্ধিতে অগ্রসর হইয়া দেখি! সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্ব-রচনা বুঝিতে পারি, কি না! কপিলদেব যোগী; তিনি জ্ঞান চক্ষুতে ব্রহ্মাণ্ড-রচনার ক্রম অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়াছেন; সত্য! আমরা সেগুলি শুনিয়া লই! কিন্তু বুঝিতে হইলে, নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে তদনুরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে কোন উপায়ে ধারণা করিতে পারি, তাহাই বিধেয়। আমরা স্থূলদর্শী; আমাদের অতি সান্নিহিত নিজেদের দেহ এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎই বিষয়। এই দুইটী বিষয়ের কোন একটীকে অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টিতে ইহাদের সৃষ্টির পদ্ধতিকে পর্য্যালোচনা করিলেই, আমরা সাংখ্যাচার্য্যের সৃষ্টির রহস্য অবগত হইতে পারিব।

শাস্ত্রকর্ত্তারা পৃথিবীকে গন্ধগুণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ফলে আমরা তাহার কোন বিশেষ পরিচয় পাই না। কারণ পৃথিবীর গন্ধ অপেক্ষা কর্পূরাদি পদার্থের গন্ধ অনেকগুণ অধিক স্পষ্টত উপলব্ধি করিতে পারি। অতএব শাস্ত্রের কথা কি সম্পূর্ণ কল্পনা মাত্র? একটু বিশেষরূপে প্রণিধান করিলে, বুঝিতে পারি যে, কর্পূর একটী বৃক্ষের নির্য্যাস মাত্র! সে বৃক্ষও অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে পৃথিবীর আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, এই গন্ধমূর্ত্তি কর্পূরের আধার হইয়াছে। একটী বীজে এত বড় বৃক্ষ বা তত পরিমাণের কর্পূর থাকা কখনই সম্ভব নহে। ধরণীর শক্তিই ঐ সমস্ত রূপে স্বয়ংই পরিবর্ত্তিতা হইয়াছেন। অতএব ধরণীর গর্ভেই শক্তিরূপে এই গন্ধ নিহিত ছিল; এবং সেই শক্তিই বীজের প্রার্থনা এবং অনুকূল মূর্ত্তিতে স্বয়ং পরিবর্ত্তিত এবং প্রতিভাসিত হইয়া, কর্পূরের আকার ও প্রকার ধারণ করিয়াছেন।

আমরা সাধারণত গন্ধকে দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে নির্ব্বাচন করিয়া থাকি; একটী সুগন্ধ ও অপরটী দুর্গন্ধ; কিন্তু গন্ধ যে কত

আভাস ।

প্রকারের তাহা আমাদের নিরূপণ করিবারও যোগ্যতা নাই। কেবল যেটী আমার অনুকূল, সেইটী সুগন্ধ; যেটী প্রতিকূল তাহাকেই দুর্গন্ধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হই মাত্র। কিন্তু তাহার প্রকার-ভেদ যে কত, তাহা ধারণা করিতেও শিখি নাই। তবে ফল পুষ্পাদিকে আশ্রয় করিয়া গন্ধের নামকরণ করিয়া থাকি। কিন্তু ভাবি না যে গন্ধ অনন্ত প্রকার এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর প্রকারের ভেদ নিরূপে যে রক্ষিত হইতেছে, তাহা ধারণা বা ভাবিতে গেলে বিস্ময় ব্যতীত, মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব না। এক এক প্রকারের পুষ্পের গন্ধ এক এক প্রকার এবং এক এক জাতীয় লতা পাদপ এবং গুল্মের গন্ধও এক এক প্রকার; কেহ কাহার সহিত তুলনায় সদৃশ হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, লতা পাদপের গন্ধ, কি গন্ধের লতা পাদপ? জগতে কত প্রকারের পুষ্প এবং লতা পাদপাদি যে আছে, তাহা সংখ্যা করা অসম্ভব; সুতরাং গন্ধ-জাতিরও সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ধরণী এই সকলগুলিকে নিজ অন্তরে অবশ্য পৃথক্ ভাবেই রক্ষা করিয়া থাকেন; নতুবা পৃথক্ মূর্ত্তিতে তাহাদের পরিচয়ে লতা, গুল্ম ও পাদপাদির পরিচয় কি প্রকারে দিবেন! কিন্তু ধন্য তাঁহার রক্ষা কৌশল! আমরা পৃথিবীকে সামান্য মৃত্তিকা বলিয়াই চিনিয়াছি! কিন্তু তিনি যে অনন্ত প্রকার গন্ধের আধার, তাহা এই ওষধির উৎপত্তি দ্বারা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে অবধারন করিতে পারি। অমৃত-রস-বিশিষ্ট সুপক্ব আম্র বা কাঁঠাল ফল যেমন অপেক্ষাকৃত স্থূল ত্বকের দ্বারা বেষ্টিত, সেইরূপ গন্ধগুণা ধরিত্রীও মৃত্তিকা-বেষ্টনে বেষ্টিতা। সে মৃত্তিকাও সাধারণ পদার্থ নহে! কত প্রকার খনিজ ধাতু-দ্রব্যেরও আধার বা কারন মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে! অনন্ত লতা পাদপাদির বীজও কখন স্বর্গ হইতে আইসে নাই। অতি সূক্ষ্মাকারের গন্ধশক্তিই ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া, যখন স্থূলাকারে পরিণত হয়,

আভাস।

তখনই বীজ নামে আখ্যাত হয়। পুষ্করিণী প্রভৃতিকে কিছু গভীর ভাবে খনন করিয়া, যে মৃত্তিকারাশি তত্তৎ পার্শ্বে রাশীকৃত নিক্ষিপ্ত হয়, তদুপরি অনেক সময় কুশ৷ কাশা এবং অন্যান্য অনেক প্রকারের ওষধি জন্মিতে দেখা যায়। তখন মৃত্তিকার অতি নিম্ন গর্ভে উক্ত ওষধিগণের বীজ মূর্ত্তি-ধারণে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল। অনেক নিম্নে ছিল বলিয়া, জানা যায় নাই; উক্ত স্তরের মৃত্তিকা উপরে আনয়ন করায়, তাহারা ওষধির আকারে জন্মগ্রহণে দেখা দিল।

অতি স্থূল ধরণীর অন্তরে পাদপাদির সৃষ্টির পদ্ধতি এবং সূক্ষ্মাকারে গন্ধ-মূর্ত্তিতে তদন্তরে পৃথক্ সত্তায় তাহাদের অবস্থিতি এবং ক্রম-পরিণামে মূর্ত্তি-ধারণে তাহাদের বিকাশ ভাবের প্রতি পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কতকটা ধারণা করিতে পারিব যে, এই পৃথিবীও অব্যক্ত মূর্ত্তিতে তাহার কারণ তত্ত্বে লীন ছিল। এবং এইরূপে পর পর সূক্ষ্ম ব্যক্ত পদার্থও উত্তরোত্তর তাহার কারণ-স্থানীয় অব্যক্ত-ভাবে লীন থাকে। সর্ব্বান্তে পরম অব্যক্ত মূলা প্রকৃতিতে সকলের প্রলয় ঘটিলে, একা প্রকৃতি শক্তিরূপে পরম সত্যস্বরূপ মহান্ চৈতন্যের গর্ভে প্রসুপ্তের ন্যায় শয়ান থাকেন। আবার সৃষ্টির কালে প্রত্যেকে স্ব স্ব আকার ধারণে ব্যক্ত হইলে, এই মহা-বিরাটের ব্যবস্থা হয়।

এক্ষণে আদি-জ্ঞানবান্ পরম যোগী সাংখ্যাচার্য্য সৃষ্টির ক্রমটী-কেবল সূত্রাকারে এই কারিকাতে বর্ণন করিয়াছেন মাত্র; পরবর্ত্তী কারিকা সমূহে প্রত্যেক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত উত্তরোত্তর ব্যক্ত পদার্থের ও তত্তদ্ ভাবেরও পরিচয় ক্রমশ প্রদান করিবেন। এক্ষণে বক্তব্য যে, পঙ্গু ও অন্ধের একত্র মিলনের ন্যায়, প্রকৃতি-পুরুষের ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবের মিলনে যে অভেদ ভাবের উদয় হয়, তিনি মহা-প্রাণ পরম ব্রহ্ম। যাবতীয় ভাবের বৃংহণ-শক্তি যেমন তাঁহাতে নিহিত, সেইরূপ যাহাকে বৃংহিত করিয়া, এই বিরাট্ স্থাবর-

আভাস।

জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের মূর্ত্তিতে পরিণত করিতেছেন, তাহাদের অব্যক্ত মূর্ত্তিও তদন্তরে নিহিত ছিল। পৃথিবী যেমন পাদপাদিকে প্রসব করিয়াও, স্বয়ং পৃথক্ স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন, ক্ষীণ হন না; তদনুপাতে মহাপ্রাণও অনন্তকে প্রসব করিয়াও, ক্ষীণ হন না। কারণ তিনি নিত্য সিদ্ধ বস্তু। তাঁহার সন্নিধান হইতে যে সমষ্টি মহত্তত্ত্ব উদিত হইলেন, তিনিও স্বীয় অন্তর হইতে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের উদ্ভাসন করেন এবং নিজে মহাপ্রাণ প্রকৃতি হইতে পুষ্টিলাভ করেন। কারণ তিনি প্রকৃতির আশ্রয়ে চির বিদ্যমান। আমরা এখানে মহাপ্রাণ শব্দ প্রয়োগ করিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি চৈতন্যোপহিতা মূলা প্রকৃতি। তিনি সর্ব্বজ্ঞানময় এবং সর্ব্বশক্তিময়। তিনি পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপা প্রকৃতির অভেদ অবস্থান। এই মহাপ্রাণেই বুঝিয়া করি এবং করিয়া বুঝির সূত্রপাত; এবং যাবতীয় ব্যক্ত পদার্থের সংস্কারাকারে বীজভাবেরও সূত্রপাত। তবে যতই উত্তরোত্তর মহদাদি তত্ত্বের উদ্ভাসন হইতে থাকে, ততই উক্ত বীজভাবের স্পষ্টীকরণ হইয়া থাকে।

কারিকাতে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়, বলিয়াছেন; কিন্তু এখানে কেবল প্রকৃতি নহেন; চৈতন্যোপহিতা মূলা প্রকৃতিকেই প্রকৃতি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। অগ্নির উত্তাপে লৌহ যেমন জলবৎ তরল হইয়া একাত্মভাব ধারণ করে, সেইরূপ চৈতন্যের দৃষ্টি-সংযোগে জড়া প্রকৃতিও চেতনায়মান হইয়া, পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ করেন। ইহাতে সর্ব্বজ্ঞ ভাবটী পূর্ণ চৈতন্যের এবং সর্ব্বশক্তিময়ী ভাবটী মূলা প্রকৃতির। কিন্তু উভয়ে একত্রিত এবং সংযুক্ত হওয়ায়, অভেদে একভাবাপন্ন হইয়া আছেন। পতিপত্নীর একত্র মিলনে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহাতে তুল্যভাবে আপন-বোধ উভয়ের অন্তরে উদিত হইয়া থাকে। পত্নী যখন আমার পুত্র বলেন, পতির তাহাতে বিরক্তি হয় না; এবং পতির ঐরূপ

আভাস।

উক্তিতে পত্নীরও দুঃখ হয় না; কারণ তাঁহারা উভয়ে একাত্মস্বরূপে আপনাদিগকে জ্ঞান করেন। পত্নী গর্ভধারণ করেন, উদর মধ্যে সন্তানকে নিজ শরীরস্থ রস ও রক্তাদির দ্বারা তাহাকে পরিপুষ্ট করেন এবং প্রসবান্তে স্তন্যপ্রদানে সন্তানের পরিবর্দ্ধন করেন। মাতৃকলেবর হইতেই বালকের পরিচয়; তথাপি পিতৃনামেই সন্তান অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ বীজপ্রদ পিতা। এই মীমাংসার অনুপাতে আমরা অবধারণ করিতে পারি যে, নিরন্তর বিচিত্র ব্যাপারের প্রদর্শন উপলক্ষে পরিণামশীলা প্রকৃতির অন্তরে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের নানাপ্রকারের উন্মেষণই জগদ্বীজ। প্রকৃতির পরিণাম নিত্য; তাঁহার প্রত্যেক স্তরে জ্ঞানের উন্মেষণও নিত্য। সুতরাং পরম অহংভাবই বিচিত্র বেশে জগদ্বীজের কারণ এবং ভ্রমের আশ্রয়॥ ২২॥

সত্ত্ব-রজঃ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থাস্বরূপ প্রকৃতিই কেবল সম্পূর্ণ অব্যক্ত পদার্থ; চৈতন্যের শক্তিরূপে তিনি তদন্তরেই চির বিদ্যমান থাকেন; কিন্তু যখনই পুরুষের দৃষ্টি তৎপ্রতি পতিত হয়, তখনই প্রকৃতির গুণের বৈষম্য আরম্ভ হয়। গুণের ন্যূনাতিরিক্ত ভাবই প্রকৃতির বৈষম্য। এই গুণবৈষম্যেই বিচিত্র ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়া থাকে। যদবধি অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত অভেদ-মূর্ত্তিতে চৈতন্য-স্বরূপের অবস্থান ঘটে, তদবধি আমি ও আমার বলিয়া, উভয় তত্ত্বের কোনরূপ উদ্ভাসন হয় না। কিন্তু দেখিবার বা অনুভব করিবার বিষয় ভিন্নরূপে যখনই প্রকৃতির গর্ভে প্রকটিত হয়, তখনই 'দ্রষ্টা' পুরুষ তদ্দর্শনে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেছি বোধে, আত্মোপলব্ধি করিতে পারেন। অতএব পৃথক্‌ভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইলে, দৃশ্য ব্যক্ত পদার্থের সৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে হওয়া প্রয়োজন।

অব্যক্ত বলিলে যে কেবল প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করা হইল, তাহা নহে; অব্যক্ত প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করিবার কালে, মূল চৈতন্য-

আভাস।

স্বরূপ জ্ঞান পদার্থও অব্যক্ত স্তরে পতিত থাকেন ; কারণ দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি বলিয়া, অনুভব করিতে না পাইলে, আমি দ্রষ্টা বা অনুভবের কর্ত্তারূপে স্বয়ং চৈতন্যও আপনাকেও অনুভব করিতে পারেন না। সুতরাং দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে আপনাকে অনুভব করিতে হইলে, কোন্ বিষয়ের সাক্ষী বা দ্রষ্টা যে তিনি? সে বিষয়ের নির্ব্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

শীতকালে শীতক্লিষ্ট ব্যক্তি যখন লেপাদির আবরণে দেহকে আবৃত করত শয়ান থাকেন, তখন লেপের সাহায্যে শীতল বায়ুর সম্পর্ক থাকে না এবং স্বীয় দেহের উত্তাপ বা উষ্মাভাব বাহিরে প্রসারিত হইতেও পায় না। লেপের আবরণে তখন নিজের উষ্মাভাবই দেহের আবরণরূপে বিদ্যমান থাকায়, আমরা আরাম বোধ করি। এখানে যেমন আপন উষ্মাতে আমরা এত আরাম বোধ করি যে, আত্মভাব ভুলিয়া যাই, সেইরূপ আপন শক্তিতে আপনি চৈতন্য-স্বরূপ নিমগ্ন থাকায়, আত্মভাব ভুলিয়া, অপার আনন্দে থাকিবেন ; তাহাতে আর বক্তব্য কি! কিন্তু আরামের কালে যদি কেহ জলসিক্ত শীতল হস্ত গাত্রে স্পর্শ করায়, অমনি তাহার অনুভবে আরামের ভঙ্গ হয় এবং আমি বলিয়া, আমার উপলব্ধি হয় ; তেমনই অব্যক্ত অহংভাব হইতে ব্যক্ত বুদ্ধি প্রভৃতির যখন উদয় হয়, তখনই তৎপ্রতি দৃষ্টি-সংযোগের উপলক্ষে দ্রষ্টৃস্বরূপের স্বকীয় পৃথক্‌ভাব উপলব্ধ হয় এবং সুখ দুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া পুরুষ-স্বরূপের আত্ম-প্রতীতি ঘটে। অতএব আত্মস্বরূপের প্রতীতি ঘটাইবার জন্য, অব্যক্ত প্রাকৃতিক ভাব হইতে ব্যক্ত পদার্থের উদয় হওয়া আবশ্যক হইল ; এবং সেই প্রথম ব্যক্ত তত্ত্বই, মহান্ বা বুদ্ধির স্বরূপ, যাহা পরবর্ত্তী কারিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উদয় হয় বলায়, বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ চেতনের ঈক্ষণ হইলে, উভয়ের যে একাত্মভাব মহাপ্রাণ বা ব্রহ্মভাব,

আভাস।

সেই ভাব হইতেই মহত্তত্ত্বের উদয় হইল। এক্ষণে এই মহত্তত্ত্বই যখন সৃষ্টির প্রথম বিকাশ, তখন সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বশত ইহাতে চৈতন্যের ভাগ অনেক অধিক এবং প্রকৃতির জড়াংশ অনেক অল্প। অর্থাৎ তখন চৈতন্য-প্রধান ক্রিয়া; ক্রিয়া-প্রধান চৈতন্য নহে। এস্থলে ক্রিয়া অল্প বলিলেও, পরিমাণে অল্প নহে; অভিব্যক্তিতে অল্প। তমোগুণের উৎকর্ষে ক্রমশ অভিব্যক্ত হইবার যোগ্যতা তাহাতে আছে; এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই। ক্রমশ গুণত্রয়ের বৈষম্য যতই তদন্তরে হইতে থাকিবে, ততই মহত্তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইবে; এবং অবশেষে এই মহতের গর্ভ হইতেই যে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হয়, তাহা শাস্ত্র এবং যুক্তির সহায়ে আমরা ক্রমশ অবধারণ করিতে পারিব।

সৃষ্টির সম্বন্ধে এই সমষ্টি মহত্তত্ত্ব যতই প্রবল হউন না, তিনিও ব্যক্ত পদার্থ। সুতরাং ১০ম কারিকাতে উক্ত নিয়মানুসারে তিনিও মূল কারণ মহাপ্রাণ অব্যক্ত পূর্ণ ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং হেতুমৎ প্রভৃতি ধর্ম্মেরও তিনি অনুগত। অর্থাৎ অনিত্য; তাঁহারও প্রতিলোম গমনে কোন সময়ে মহাপ্রাণে লীন হইতে হইবে। তিনিও অব্যাপী, অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট পদার্থ। মূল মহাপ্রাণের ন্যায়, অসীম নহেন। সক্রিয়; অর্থাৎ তাঁহারও কেবল একটী মূর্ত্তিতে সমভাবে অবস্থান করিবার যোগ্যতা নাই; কারণ গুণত্রয়ের বৈষম্যে তদন্তরে নিরন্তর তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহাররূপ ক্রিয়া ঘটিতে থাকে। অনেক, অর্থাৎ সমষ্টিরূপে তিনি এক হইলেও, ব্যষ্টিভাবের মহত্তত্ত্বরূপ অসংখ্য অবয়ব তাঁহাতে আছে। পৃথিবী হইতে পাদপাদির উৎপত্তির ন্যায়, মহাপ্রাণ হইতে অনেক মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি তথায় স্বীকার্য্য; অথচ মহাপ্রাণের আশ্রয়ে তিনি আশ্রিত; এবং মূর্ত্তি পরিগ্রহ নিবন্ধন তিনিও লিঙ্গ; অর্থাৎ কারণের অনুরূপ চিহ্নও বটে; অর্থাৎ বুঝা বলিয়া একটী বিশেষ কার্য্যের পরিচয়ও প্রথম বুদ্ধিরূপে উদ্ভাসিত হইল। সত্ত্ব রজঃ এবং তমোনামে গুণত্রয়ের বিভাগ প্রকৃতির গর্ভে

আভাস ।

স্বীকার করা হইয়াছে, তখন তাহার পরিণামে বুদ্ধি এবং তাহারও পরিণামে যে কোন তত্ত্বের উত্তরোত্তর উদয় ক্রমশ হয়, সকলের অন্তরে তজ্জাতীয় বিভাগ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বরং এই বিভাগের উত্তরোত্তর স্থূলতা নিবন্ধন, ক্রমশ তাহার স্থূল ভাবেরই অনুভব করিতে হইবে। অতএব মহাপ্রাণ হইতে অনন্ত মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি এবং প্রত্যেক মহত্তত্ত্ব সমষ্টিও ব্যষ্টিভেদে অসংখ্য মহত্তত্ত্বের উৎপাদনে অসংখ্য দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া, কীট পতঙ্গের বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত যে উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা কল্পনা করিলে, কোন আপত্তির সম্ভাবনা নাই। এই মহত্তত্ত্বও পরতন্ত্র! অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ নহে। আপনা হইতে অন্য যে কোন তত্ত্বের উদ্ভাসন কালে মহাপ্রাণ পূর্ণ ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন মহা প্রকৃতির আশ্রয়ে আশ্রিত থাকায়, চিরকাল পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং কার্য্যের সমাপনে সেই মহাপ্রাণেই মহত্তত্ত্ব প্রলীন হইয়া থাকেন। কিন্তু মহাপ্রাণ ব্রহ্মভাবাপন্ন প্রকৃতিস্বরূপের আর ক্ষয় ব্যয় নাই। তিনি নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বপ্রসূ পদার্থ। তিনি অনাদি ও অনন্ত।

পাঠকগণ! স্মরণ রাখিবেন যে, মহাপ্রাণে উভয় প্রকৃতি এবং পুরুষের একাত্মভাবে অবস্থানোপলক্ষে পরমানন্দ-ভাবেরই বিশ্রাম ছিল; এবং পরমানন্দ-ভাবে আত্মস্বরূপে আত্মোপলব্ধি হইলেও, বিষয়ান্তরের অভাবে বহির্মুখী বৃত্তির প্রয়োজন ঘটে না এবং আপনাকে বিষয়ী বলিয়াও তাঁহার ধারণা আইসে না। মহত্তত্ত্বের উদয় হইবা মাত্র, বিষয়ান্তরের উপস্থিতি যখনই আত্মস্বরূপ হইতে ঘটিল, তখনই স্বরূপাবস্থার ব্যাঘাত হইল এবং বুঝি বলিয়া, বিষয়া-ন্তরের প্রতি উক্ত মহাপ্রাণেরও দৃষ্টি নিপতিত হইল। মহাপ্রাণের বুঝিবার ব্যাপারই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই মহাপ্রাণের জ্ঞানপ্রচুর পরিণত ভাব। সুতরাং সেই মহত্তত্ত্বও কি বুঝিবেন? বলিয়া, তদীয়া শক্তি জ্ঞেয় মূর্ত্তিতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য এই চারিটী সাত্ত্বিক মূর্ত্তিতে এবং অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য এবং

আভাস।

অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী তামসিক মূর্ত্তিতে উক্ত বুদ্ধিরই অন্তরে বিষয় মূর্ত্তিতে একত্র উৎপন্ন হইল।

মহাপ্রাণের যে অংশে বহির্মুখা বৃত্তির উদয় হইল, সেই মহত্তত্বেই জ্ঞভাব জীবত্বের স্থাপনা হইল। পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে, "কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধি স্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ। প্রাণানাং ধারণাৎ জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে" ॥ কূটস্থ শব্দটী মহাপ্রাণ ব্রহ্মভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। নিশ্চল নির্ব্বিকল্প আত্মভাবে পরমানন্দের অনুভব ব্যাপারই কূটস্থ চৈতন্য। সেই কূটস্থ চৈতন্য হইতে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বা উদয় হইলে, জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায়, এই বুদ্ধিতে জ্ঞানাংশের প্রাচুর্য্য ঘটে; সুতরাং তৎকালে তাহার অঙ্গীভূত শক্তির বিকাশ-ভাব অবলম্বনে ভোক্তা জ্ঞভাবকেই এখানে জীব নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যও প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত মহাপ্রাণের বহির্মুখা বৃত্তিতে একাত্মভাবে উভয় পুরুষ-প্রকৃতিরই-প্রসার হইতে থাকে। জ্ঞেয়া বা দৃশ্যা প্রকৃতির উত্তরোত্তর স্থূলভাবের প্রসারে যেমন ব্রহ্মাদি দেবদেহ এবং তির্য্যক্ দেহাদির উৎপত্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইয়াছে, আবার এই সমস্ত জ্ঞেয় দেহাদিতে অন্তঃকরণাবিষ্ঠিত জ্ঞাতা পুরুষভাবেরও উত্তরোত্তর বিচিত্র জ্ঞাতৃত্বের অনুরোধে, উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট আত্মভাবেরও পরিচয়ে পুরুষ-বহুত্বের পরিচয় হইতেছে।

উক্ত মহাপ্রাণ হইতে মহত্তত্ব বুদ্ধির উৎপত্তির ন্যায়, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে; এবং শেষোক্ত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতেরও সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য তত্ত্ব-কৌমুদী টীকাকার এস্থলে কেবল পঞ্চ মহাভূতেরই সৃষ্টিক্রমে পর পর পর্য্যায়ে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে পরিচয় দেওয়ায়, কারণের গুণ

আভাস।

কার্য্যে বর্ত্তায় এই নিয়মানুসারে আকাশের একটী গুণ শব্দ, বায়ুতে শব্দ এবং স্পর্শ দুইটী গুণ আছে বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং বায়ু হইতে রূপ বা তেজ গুণ উৎপন্ন হওয়ায়, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই তিন গুণেরই সমাবেশ হইয়াছে; আবার তেজ হইতে জলের উৎপত্তি হওয়ায়, জলে উক্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস এই চারিটী গুণেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; এবং রস-তন্মাত্র হইতে গন্ধ-গুণের উদয় হওয়ায়, গন্ধগুণা পৃথ্বীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ গুণেরই সম্পর্ক হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোড়শ গণ অর্থাৎ তত্ত্ব সমূহ যে কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা ধারণা করিবার পদ্ধতি আমাদিগের নিকট তিনি পরিচয় দেন নাই। আমরাও এই শ্লোকের আভাসে তাহার বিশেষ পরিচয় এস্থলে না দিয়া, সময়ান্তরে বিশেষরূপে বর্ণনের চেষ্টা করিব ॥ ২২ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অব্যক্তং সামান্যতো লক্ষিতং "বিপরীতমব্যক্তমি"ত্যনেন, বিশেষতশ্চ "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমি" ত্যাদিনা। ব্যক্তমপি সামান্যতো লক্ষিতং "হেতুমদ"-ত্যাদিনা। সম্প্রতি বিবেকজ্ঞানোপযোগিতয়া ব্যক্তবিশেষং বুদ্ধিং লক্ষয়তি।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্‌।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্‌ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অধ্যবসায়ঃ কর্ত্তব্যনিশ্চয়রূপ-ব্যাপারঃ এব বুদ্ধিঃ; তস্যাঃ ধর্ম্মঃ জ্ঞানং বিরাগঃ ঐশ্বর্য্যং ইতি চতুষ্টয়ং সাত্ত্বিকং রূপং, তথা অস্মাৎ সাত্ত্বিকাৎ বিপর্য্যস্তং বিপরীতং অধর্ম্মঃ অজ্ঞানং অবৈরাগ্যং অনৈশ্বর্য্যং চ ইতি তস্যাঃ তামসং চতুষ্টয়ং রূপং ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

কর্ত্তব্যের অবধারণ-রূপা বিচার-শক্তিই বুদ্ধি। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ নিবন্ধন এই বুদ্ধির গর্ভ হইতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য

অনুবাদ ।

এবং ঐশ্বর্য্য এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ের উদয় হইয়া থাকে ; এবং তমোগুণের উৎকর্ষে সেই বুদ্ধি হইতেই পুনঃ উক্ত ধর্ম্ম-চতুষ্টয়ের বৈপরিত্যে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী ধর্ম্ম বৃত্তিরূপে বুদ্ধিরই অন্তরে উদিত হইয়া থাকে ॥২৩॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ, ক্রিয়াক্রিয়াবতোরভেদবিবক্ষয়া। সর্ব্বো ব্যবহর্ত্তা আলোচ্য মত্বা, অহমত্রাধিকৃত ইত্যভিমত্য কর্ত্তব্যমেতন্ময়েতি অধ্যবস্যতি ততশ্চ প্রবর্ত্ততে ইতি লোকপ্রসিদ্ধম্। তত্র যোঽয়ং কর্ত্তব্যমিতি বিনিশ্চয়শ্চিতিসন্নিধানাদাপন্নচৈতন্যায়া বুদ্ধেঃ, সোঽধ্যবসায়ো বুদ্ধেরসাধারণো-ব্যাপারস্তদভেদা বুদ্ধিঃ। স চ বুদ্ধের্লক্ষণং, সমানাসমান-জাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বাৎ ।

তদেবং বুদ্ধিং লক্ষয়িত্বা বিবেকজ্ঞানোপযোগিনস্তস্যা ধর্ম্মান্ সাত্ত্বিক-রাজস-তামসানাহ, ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং, তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্। ধর্ম্মোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ। তত্র যাগদানাদ্যনুষ্ঠানজনিতো ধর্ম্মোঽভ্যুদয়হেতুঃ। অষ্টাঙ্গ-যোগানুষ্ঠান-জনিতশ্চ নিঃশ্রেয়সহেতুঃ। সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতি র্জ্ঞানম্। বিরাগঃ বৈরাগ্যং রাগাভাবঃ। তস্য যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা, বশীকারসংজ্ঞেতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ। রাগাদয়ঃ কষায়াশ্চিত্তবর্ত্তিনস্তৈরিন্দ্রিয়াণি যথাস্বং বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে, তন্মাত্র প্রবর্ত্তিষত বিষয়েম্বিন্দ্রিয়াণীতি তৎপরিপাচনায়ারম্ভঃ প্রযত্নো যতমানসংজ্ঞা। পরিপাচনে চানুষ্ঠীয়মানে কেচিৎ কষায়াঃ পক্কাঃ পক্ষ্যন্তে চ কেচিৎ, তত্রৈবং পূর্ব্বাপরীভাবে সতি পক্ষ্যমাণেভ্যঃ কষায়েভ্যঃ পক্কানাং ব্যতিরেকেণাবধারণং ব্যতিরেকসংজ্ঞা। ইন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যসমর্থতয়া পক্কানামৌৎসুক্যমাত্রেণ মনসি ব্যবস্থানমেকেন্দ্রিয়সংজ্ঞা। ঔৎসুক্যমাত্রস্যাপি নিবৃত্তিরূপস্থিতেম্বপি দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়েষু যা সংজ্ঞাত্রয়াৎ পরাচীনা সা বশীকার-সংজ্ঞা। যামত্রভবান্ পূজ্যপাদঃ) পতঞ্জলির্ব্বর্ণয়াঞ্চকার ; "দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য"মিতি। সোঽয়ং বুদ্ধি-ধর্ম্মো বিরাগ ইতি।

ঐশ্বর্য্যমপি বুদ্ধিধর্ম্মো যতোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ। তত্রাণিমা অণুভাবঃ, যতঃ শিলামপি প্রবিশতি। লঘিমা লঘুভাবঃ, যতঃ সূর্য্যমরীচীনালম্ব্য সূর্য্যলোকং যাতি। মহিমা মহতো ভাবঃ, যতো মহান্ ভবতি। প্রাপ্তিরঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রম্। প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতো যতো ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে। বশিত্বং

তত্ত্বকৌমুদী।

ভূতভৌতিকং বশীভবত্যস্যাবশ্যম্। ঈশিত্বং ভূতভৌতিকানাং প্রভবস্থিতিমীষ্টে। যচ্চ কামাবসায়িত্বং সা সত্যসঙ্কল্পতা, যথাস্য সঙ্কল্পো ভবতি ভূতেষু তথৈব ভূতানি ভবন্তি।

অন্যেষাং নিশ্চয়া নিশ্চেতব্যমনুবিধীয়ন্তে, যোগিনস্তু নিশ্চেতব্যাঃ পদার্থা নিশ্চয়মিতি, চত্বারঃ সাত্ত্বিকা বুদ্ধিধর্ম্মাঃ। তামসাস্তু তদ্বিপরীতা বুদ্ধিধর্ম্মাঃ, অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাভিধানাশ্চত্বার ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

আভাস।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি। ইহার স্বরূপের বর্ণনের আর আবশ্যক হইল না; বুদ্ধি শব্দই তাহার স্বরূপের অবভাসক। নাপিত শব্দ প্রয়োগ করিলে, আর নাপিতের লক্ষণের কোন প্রয়োজন যেমন করে না, তাহার কার্য্যই তাহার পরিচয়; সেইরূপ বুদ্ধি শব্দটীর প্রয়োগের দ্বারাই তাহার পৃথক্ লক্ষণের আর প্রয়োজন করিল না। গ্রন্থকর্ত্তা বুদ্ধি বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন,; কারণ বুদ্ধি-শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিলেই, স্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়া যায়। বুধ্ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় করিয়া, বুদ্ধি হয়। অর্থাৎ বোধের ভাব। বুঝিবার মূর্ত্তির নামই বুদ্ধি। প্রকৃতি যখন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সংসর্গ লাভ করিলেন, তখনই তিনি সচেতনা হইলেন; এবং পুরুষ উদাসীন হইলেও, কর্ত্তা সাজিলেন। সুতরাং উভয়ে একাত্মা হইয়া, পরস্পরের ভাবে এক হইয়া অবসন্নের ন্যায়, পরমানন্দ ভাবে বিলীন হইলেন। আমরা কোন সময়ে আপনাতে আপনি থাকি, আবার পরক্ষণে বিষয়ের অভিমুখে অগ্রসর হই; তখনই আত্মবিস্মৃত হইয়া, কি যেন ভাবিতে থাকি! শাস্ত্রে ইহাকে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দিবাভাগে দীপ প্রজ্বলিত হইয়া, আত্মস্বরূপেই অবস্থান করে; কোন বস্তুকে আলোকিত করে না। কিন্তু ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিকালে দীপ প্রজ্বলিত হইয়াই, নিকটস্থ পদার্থ-সমুহকে এরূপ আলোকিত

আভাস।

করে যে, তাহার আত্মস্বরূপের প্রতি কেহ লক্ষ্য করে না। আত্ম-স্বরূপে অবস্থানের ভাবকে শাস্ত্রকার অন্তরঙ্গা এবং অন্যকে অব-ভাসিত করিবার প্রবৃত্তিকে অভিব্যঙ্গা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আমাদেরও আত্মভাবে অবস্থিতির নাম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপে অবস্থান এবং বিষয়-দর্শন উপলক্ষে তৎপ্রতি বহিরঙ্গা প্রবৃত্তি সহকারে গতির নাম অভিব্যঙ্গা প্রবৃত্তি। আমরা পূর্ব্বে প্রকৃতি পুরুষের একাত্মভাবে অবস্থানে যে মহাপ্রাণের নাম উল্লেখ করিয়াছি, সেই পরমানন্দ স্বরূপ মহাপ্রাণ অবস্থায় কেবল অন্তরঙ্গা শক্তির উদয় ব্যতীত অভিব্যঙ্গা শক্তির উদয় যে হয় না, তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু মহাচৈতন্যের সম্বন্ধকালে প্রথমত নিরুদ্ধিয়া প্রকৃতির স্বরূপে স্থিতি ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই প্রকৃতি পূর্ব্বে চৈতন্যের গর্ভে তৎশক্তিরূপে লীনা ছিলেন, কিন্তু দৃষ্টিলাভ করিবার পরই, পরস্পরের পরমানন্দ উপভোগ আরম্ভ হইল এবং তৎপরক্ষণেই প্রকৃতির একদেশে গুণত্রয়ের বৈষম্য আরম্ভ হইয়া, বুঝি-ভাবের উদ্রেক হইল। বুঝিব বলিয়া আত্ম স্বরূপের উদ্রিক্ত ভাবের নামই বুদ্ধি। এ বুদ্ধিতেও কিন্তু উভয় প্রকৃতি-পুরুষের একাত্মভাব আছে; কেবল চৈতন্য বা কেবল প্রকৃতি বুদ্ধি নহেন। উভয়ের একাত্মভাব। কিন্তু প্রকৃতি চৈতন্যের অন্তরে থাকি-লেও, তাহাতে গুণের বৈষম্য নিবন্ধন বিবিধ পরিণাম ঘটে। প্রথমত সত্ত্বের উৎকর্ষে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য এবং তমোগুণের আধিক্যে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই ধর্ম্ম সমূহের উদয় হয়; এবং চৈতন্যের সংসর্গ নিবন্ধন উক্ত বুদ্ধিতেও জ্ঞানের সম্বন্ধ চির বিদ্যমান থাকায়, দীপের অবভাসনের ন্যায়, অন্তরস্থ পরিণামগুলিও তাহাতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। কাষ্ঠের অবভাসক অগ্নি; কাষ্ঠ না থাকিলে, অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায় না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়াই অগ্নি দেদীপ্যমান; আবার

আভাস ।

অগ্নির দাহনে কাষ্ঠ অঙ্গার-মূর্ত্তি। সেইরূপ আমার ভাব এবং ভাবের আমি, এই পরস্পর পরস্পরের উপর আশ্রয় করায়, সংসার-প্রবৃত্তির মূলই এই জ্ঞানৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব মিলনরূপা বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব।

এই বুদ্ধিতত্ত্বকে নিরাকার বলিয়া সাধারণে সন্তুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু বিবেকী সংখ্যাচার্য্য সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কার্য্যেতেই আকারের সন্নিবেশ প্রতীত হয়, কারণ বা কর্ত্তাতে কোন আকারের অনুভব না হইলেও, কারণ বা কর্ত্তাতে উক্ত আকার সূক্ষ্ম ভাবে ছিল, নতুবা তদুৎপন্ন কার্য্যে আকারের সন্নিবেশ হইতে পারে না। যে আকার বা দেহকে দর্শনে মাতা বলিয়া আমরা সাব্যস্ত করি, জননী নিদ্রিতা হইলে, বলিয়া থাকি, জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না; তিনি নিদ্রিতা। অতএব আকার বা দেহ জননী নহেন; তিনি প্রকৃত নিরাকার জ্ঞান-মূর্ত্তি! সেই নিরাকার মাতৃমূর্ত্তি হইতে স্নেহ, দয়া, উগ্র বা সরল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয় এবং কার্য্যের অনুরোধে সেই সমস্ত ভাবও দেহে বিকাশ পায়; তথাপি মাতা কিন্তু স্বয়ং নিরাকার। মাতার মৃত্যু হইলে, তদীয় আকার বা দেহ পতিত থাকে; যিনি মাতা তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কারণ তিনি নিরাকার জ্ঞানমূর্ত্তি মাত্র। অতএব এক জ্ঞানমূর্ত্তি মাতৃভাব হইতে যেমন অনন্ত ভাবের বিকাশ পায়; এমন কি! কার্য্যকারণভাব দেহাদি রূপে পরিণত হইয়াও, উক্ত ভাবসমূহ সম্পূর্ণ মাতৃভাবের পরিচয় দেয়, সেইরূপ এক বোধময়ী বুদ্ধি হইতে এই অনন্ত আমার ও আমি-ভাবের এবং এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডভাবের ও তদাকারের অভিনয় হইয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত স্থির-জঙ্গমাদি জগৎ সংসার সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে মহত্তত্ত্বের গর্ভে নিহিত ছিল; এবং ক্রম পরিণামে ব্যক্ত আকারে পরিস্ফুট হইয়া, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীব-নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বই যাবদীয় আকারের আকর।

আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে, তমোগুণে আবরণ এবং

আভাস।

রজোগুণে বিক্ষেপ ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু কাহার বিক্ষেপ বা উত্তেজনা এবং কাহাকেই বা আবরণ করিবে বলিয়া প্রশ্ন করিলে, প্রথমেই আশ্রয়স্বরূপ সত্বগুণের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য পড়িবে। সুতরাং প্রকৃতির পরিণামে সর্ব্বাগ্রে সত্বগুণের উদ্ভাবন হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে আছি বলিয়া সন্ধান না হইলে, সুখে আছি বা দুঃখে আছি বলিয়া উপলব্ধিই হয় না। আছিই সত্বগুণের কার্য্য। আছিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতির প্রথম পারিণাম। সুতরাং রজঃ এবং তমোগুণকে অভিভূত রাখিয়া, সত্বগুণের যে প্রথম উৎকর্ষ-ভাব, তাহাকেই বুদ্ধি-নামে অভিহিত করা হইয়াছে; এবং মহাপ্রাণের বা চেতনায়মানা প্রকৃতির এইটীই প্রথম পরিণাম বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

চেতনায়মানা প্রকৃতিতেই পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং পরমানন্দের উদ্‌বোধন কালে জ্ঞানের আর অন্বেষণ থাকে না; নিজানন্দে নির্বৃতের ন্যায়, জ্ঞান অবস্থান করেন। বিশেষতঃ প্রকৃত আনন্দের সময়, প্রায় নিদ্রারই আকর্ষণ হয়; সুতরাং তৎকালে যেন অভিভূতের ন্যায়, জ্ঞান বিরাজ করেন। যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখনই জ্ঞান যেন আপনাকে আরাম-ভাব হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝেন; এবং স্বীয় বুঝিবার ভাবকে অবধারণার্থ, বুঝিবার পদার্থও অন্বেষণ করেন। কিন্তু বুঝিবার পদার্থও তাঁহার কল্পনার আশ্রয়ে তদন্তরেই নিমগ্ন থাকে। নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা মনে মনে কল্পনা করি, পরে কল্পিত বিষয়ের ব্যবস্থার জন্য বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-নিচয়কে বাহিরে প্রয়োগ করি; অর্থাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, সেই সকল কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ মনোনিবেশ করি। অতএব বাহিরের কার্য্য প্রথমত আন্তরিক কল্পনার উপর নির্ভর করে। এস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা মূলা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উদয় হয় বলাতে, পরমানন্দ উপভোগের পরম আরাম ভাব হইতেই বুদ্ধি ভাবের পৃথক্ সত্বার পরিচয় দিয়াছেন। এই বুদ্ধিভাব কিন্তু বেদান্তের শিবভাব ও জীবভাব, যাহা পরমানন্দ-স্বরূপ কূটস্থ চেতনা-

আভাস।

য়মানা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত। সাংখ্যাচার্য্য এই বুঝিভাবটী প্রথম বুদ্ধিতে আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বুদ্ধিতেই ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। কারণ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে যে প্রথম পরিণাম বা অবস্থান্তর ঘটিল, তাহাই বুদ্ধি। অতএব প্রকৃতিনিষ্ঠ পরমানন্দ-ভাবের অপেক্ষা, বুদ্ধির আনন্দ-ভাব কিছু সীমাবদ্ধ এবং বিকৃত। কারণ গুণত্রয়ের বৈষম্য-ভাবের আরম্ভ হওয়াই উহার উৎপত্তির কারণ। তবে প্রথমত সত্ত্বগুণের উদ্ভাসনে বুদ্ধির সূচনা হইলেও, তৎকালে রজঃ এবং তমোগুণও তদন্তরে কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে এবং পরক্ষণেই কার্য্য করিতেছে। অতএব সত্ত্বগুণের উদ্ভাসনও গুণত্রয়ের বৈষম্যের পরিচয়।

সত্ত্বগুণের উদ্ভাসন কালে বুদ্ধিতে বুঝি-ভাবের প্রণয়নে আমি-ত্বের সৃষ্টি হইল; এবং তদন্তরে বোধরূপের উদয় হইবামাত্র, বোধের বিষয়ের জন্য তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। বোধের বিষয়ও তদন্তরে সত্ত্বপ্রধানা আনন্দরূপা প্রকৃতি স্বয়ং তমোগুণে পরিণত হইয়াই বিচিত্রবেশে দেখা দিতে লাগিলেন।

বুদ্ধিস্থ সত্ত্বগুণকে রজোগুণ সঞ্চোদিত করত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ এবং ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিল এবং পরক্ষণে তমোগুণ বলবান্ হইয়া উক্ত প্রত্যেক ধর্ম্মের আবরণে তদ্বিপরীত্যে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উৎপাদনে বুদ্ধিতেই অষ্টৈশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিল এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্যরূপ এই আটটী ধর্ম্মের উপর আধিপত্য স্থাপনে জ্ঞ-স্বরূপ জীবাত্মা স্বকীয় বোধ-ব্যাপারের পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অতএব একা বুদ্ধিই স্বীয় জ্ঞভাবের এবং জ্ঞেয় ধর্ম্মাদির আধার। গুণ-পরিণামে উক্ত জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও আবার যখন অভেদ মিলনে আমি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, তখনই পরস্পরের উত্তেজনায় বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের সৃষ্টি হয়; যাহা আমরা পরবর্ত্তী কারিকাতে বর্ণন করিব।

আভাস।

এক্ষণে ধর্ম্মাদি অষ্টপ্রকার বুদ্ধিধর্ম্মের ব্যাখ্যার উপলক্ষে পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র প্রকাশ করিয়াছেন, আত্মার উন্নতি-কল্পে ধর্ম্মই প্রধান আশ্রয়। কারণ অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়ই ধর্ম। দেবার্চ্চনা, যজ্ঞ এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি সুখময় ভোগ্যলাভের নাম অভ্যুদয় এবং যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান-জনিত স্বীয় শক্তিলাভে যে আন্তরিক উন্নতি, তাহাকেই নিঃশ্রেয়স নামে অভিহিত করা যায়। প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পরের স্বরূপাবধারণের নামই জ্ঞান। সর্ব্ববিধ বিষয়াসক্তির সম্পূর্ণ অন্তর্ধানের নামই বিরাগ। এই বৈরাগ্যকে যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় এবং বশীকার নামে চারিটী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ বিষয়াসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি ত্যাগী হইবার বাসনা একবার করিলেই, তাঁহাকে ত্যাগী বলা যায় না। যাহারা আসবসেবী, তাহারা আসব-পান নিমিত্ত দুর্গতি, নানাপ্রকার ক্লেশ এবং অপমানাদি সহ্য করিতে হয় ভাবিয়া, মনে মনে মদ্য পান পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইতে পারেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে মদ্য পানের নিন্দা স্বজনবর্গের নিকট শতমুখে বর্ণন করত, পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতেও পারেন; কিন্তু অপরাহ্ণ হইলেই সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং সায়ংকালে আর ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম না হইতেও পারেন। অতএব দোষ বিবেচনায় ক্রমশ পরিত্যাগের চেষ্টার নাম যতমান-সংজ্ঞা বৈরাগ্য। অর্থাৎ মনোমধ্যে ত্যাগের বাসনা হইলেও, যে পর্য্যন্ত কার্য্যে তাহা পরিণত না হয়, তদবধি ত্যাগের চেষ্টার নাম যতমান-সংজ্ঞা বৈরাগ্য।

বিষয় আমাদিগকে আসক্ত করে না। বিষয়-সম্ভোগে চিত্তমধ্যে যে অনুরাগ সঞ্চিত থাকে, সেই আমাদিগকে বিষয়াভিমুখে প্রণোদিত করে। অতএব একে একে বিষয়ানুরাগকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু একত্র সকল অনুরাগকে বিদায় দেওয়া অসম্ভব। তখন পর্য্যালোচনা করিতে হয় যে, এইগুলি ব্যতীত অন্য কয়একটীকে

আভাস।

নিরস্ত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট এইগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে মনস্থ করিয়া যে চেষ্টা, তাহাকে ব্যতিরেক-সংজ্ঞা বৈরাগ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। তৃতীয়ত; একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা; অর্থাৎ অহি-ফেন-সেবন ত্যাগ করিয়াছি; আর সেবন করি না বটে, কিন্তু উক্ত পদার্থের সেবনে যে আনন্দ মনোমধ্যে অনুভূত হয়, সেটার প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইতে পারি নাই। সেবন না করিয়াও আমি তদ-পেক্ষা বিশেষ আনন্দে আছি বলিয়া, সেবনের আনন্দকেও মন হইতে নিক্ষেপ করিতে যখন পারিব, তখনই তদ্বিষয়ক বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্য আয়ত্ত হইল, বলিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলি তদীয় যোগসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যং ইতি" যে যোগী এই সংসারের যাবদীয় ভোগ্য বিষয় এবং বেদে পরিকীর্ত্তিত স্বর্গাদি অনুপম যাবদীয় সুখের প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি প্রদানে, কেবল আত্ম-সুখেই পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহারই বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যের সাক্ষাৎকার প্রকৃত প্রস্তাবে হইয়াছে। ইহাই বুদ্ধির ধর্ম্ম প্রকৃত বিরাগ।

ঐশ্বর্য্যও বুদ্ধির সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়; সুতরাং ইহাও বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। এই ঐশ্বর্য্যও অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব ভেদে অষ্ট প্রকার। এগুলি বুদ্ধি বা চিত্তের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের পরিচয়। এই বুদ্ধির আধারে বুদ্ধিকে মাত্র কলেবর রূপে ধারণ করিয়া, যে জ্ঞমূর্ত্তি পুরুষ সন্তুষ্ট থাকেন, তদপেক্ষা স্থূলতর অহঙ্কারতত্ত্বে অবতরণ না করেন, তিনিই উক্ত বুদ্ধির চারিপ্রকার ধর্ম্মে চির-বিভূষিত থাকিয়া, মার্কণ্ডেয়াদি ঋষির ন্যায়, অবস্থান পূর্ব্বক চির শান্তিতে থাকিতে পারেন। কিন্তু যাহারা ভোগের অনুরোধে অজ্ঞানান্ধ হইয়া লক্ষ্যচ্যুত হন, তাঁহারাই বুদ্ধির প্রসূত অহঙ্কার-তত্ত্বকে পুনঃআশ্রয়রূপে আলিঙ্গন

আভাস।

করত, প্রবল আবরণের বেষ্টনে অভিভূত হইয়া পড়েন; সুতরাং বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম্মাদি ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া, তিনি অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে ভ্রমের ঘোর ভাঙ্গিয়া সত্যপথে দৃষ্টি পড়িলে, ক্রমশঃ ভোগ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রবৃত্তি যখন আইসে, তখনই তিনি উক্ত স্থূল বেষ্টনকে উপেক্ষা করত, উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম তত্ত্বে আরোহণ করেন। অর্থাৎ ভোগের অনুরোধে বুদ্ধিতত্ত্বকে অহঙ্কারের বেষ্টনে, অহঙ্কারকে স্থূল মাংস মজ্জাদি বিশিষ্ট দেহের আবরণে এবং দেহকেও গার্হস্থ্য ভোগের আবরণে যিনি আবৃত করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধির যাবতীয় সাত্ত্বিক ধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া, ঘোর তামসিক অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্যাদি পাপপঙ্কিলে আপনাকে নিমগ্ন করত, নিরন্তর অশান্তি অনুভব করিয়া থাকেন; সন্দেহ নাই। পুনরায় এই পুরুষই যখন ভোগের গভীর গহ্বরে সুখ বা শান্তি পাইবার প্রার্থনায় নিরন্তর ডুব দিয়াও, কণামাত্র সুখ বা শান্তি না পাইয়া, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রবৃত্তিকে মুখরিত করিতে কৃতসংকল্প হন, তখনই একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের গুণে, যাবদীয় ভোগ্য পদার্থকে দেহের অনুরোধে স্বীকার করিতে হয় মাত্র বুঝিয়া, তাহাদিগকে উপেক্ষা করত দেহকে অভিমান-স্বরূপ স্বকীয় অহঙ্কার-তত্ত্বে এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধিতত্ত্বে নিবেশ করাইতে পারিবেন, তখনই তিনি বুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভাসনে যাবদীয় ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যের বিকাশে পরমা শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। এমন কি! বুদ্ধি প্রবল হইলে, প্রারব্ধক্ষয়ের অনুরোধে শরীর ধারণ করিয়াও, অধ্যবসায়ী যোগী বুদ্ধির ধর্ম্ম অণিমাদি ধর্ম্ম চতুষ্টয়কে আপন ব্যবহারে আনিতে পারেন! যাহা মহর্ষি পাতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক বিদেশে আগমন করিয়া বাসোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করত

অন্বয়।

কিছুকাল বাস করিয়া যদি কখন বিরক্ত হন, সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া, যেমন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন; আবার ইচ্ছা করিলে, যাবদীয় দ্রব্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়াও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন; সেইরূপ ভোগের অনুরোধে দেহ ধারণ কালেও, যোগী স্বীয় বুদ্ধিতত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, স্থূল দেহাদিকেও বুদ্ধির এরূপ অনুগত করিতে পারেন যে, দেহাদিও অতি সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে বাধ্য হয়। কারণ পূর্ব্বে ভোগকালে দেহাদির ইঙ্গিতে বুদ্ধি নৃত্য করিতেছিল, এক্ষণে বুদ্ধির ইঙ্গিতে দেহ কার্য্য করিতে থাকে। সুতরাং ছায়ার ন্যায়, দেহাদি যাবদীয় বুদ্ধির আবরণও বুদ্ধির অনুকূল হইয়া পড়ে; এবং বুদ্ধিতে যখন অণিমা ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হয়, তখন বুদ্ধিই কেবল হিমালয়াদি কঠিন প্রস্তরের মধ্যে যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা নহে; যে আধারে বুদ্ধি তৎকালে প্রারব্ধের বশবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেছিল, সে দেহাদি পর্য্যন্ত বুদ্ধির ঐকাত্ম্য ধারণে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম ভাব ধারণে পর্ব্বতেরও অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পর্ব্বতের অণু পরমাণুর অন্তরে সর্ব্বজ্ঞ মূর্ত্তিতে বুদ্ধি যেমন প্রবেশ করত, সর্ব্ব ভাবে অবস্থান করিতে পারে, বুদ্ধির আধার যোগীর স্থূল দেহও অতি সূক্ষ্ম প্রাণের ন্যায় সঞ্চরণ করত, বুদ্ধির সহিত একত্র পর্ব্বতের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। যোগীর সামর্থ্য অসাধারণ! তিনি স্বকীয় বুদ্ধিতত্ত্বে সংযত হইয়া, এতই অধিকার লাভ করেন যে, কেবল নিজে কেন! অন্যকেও আপন ইচ্ছামত সেইরূপ হওয়াইতেও পারেন। মহাযোগী মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বীয় পত্নী অহল্যাকে পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণতা করাইয়াছিলেন; ইহা তাঁহার ঈশিত্বের পরিচয়। মহামনা বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের চরণ স্পর্শ করাইয়া, উক্ত প্রস্তর-ফলক হইতে উক্ত গৌতমীকে পুনরায় মানবী মূর্ত্তিতে পরিণতা করিয়াছিলেন।

আভাস।

লঘিমা অর্থাৎ লঘু হওয়া। এত লঘুভাব বুদ্ধিতে আছে যে, সূর্য্য-জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে আমরা সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারি। মহিমা, অর্থাৎ ইচ্ছামত অতি বৃহদাকার রূপ ধারণ করা যায়। প্রাপ্তি বলিলে, অতি দূরবর্ত্তী দ্রব্যকে নিকটে আনয়ন করা যায়; হস্ত প্রসারণে তাহাকে স্পর্শও করা যায়। গোবর্দ্ধনোৎসব উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ উক্ত পর্ব্বতের চূড়ায় উপবেশন পূর্ব্বক দূরস্থিত দ্রব্যসামগ্রীকে হস্ত-প্রসারণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগী অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারেন। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাকে ঘটাইবার শক্তির নাম প্রাকাম্য। দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ করিয়া, জলমধ্যে বাস করিতে পারিতেন। বিন্ধ্যের পর্ব্বত এত উচ্চ হইয়াছিল যে, চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ হইবার উপক্রম হইল। তখন মহর্ষি অগস্ত্য তদভিমুখে অগ্রসর হইলে, পর্ব্বত তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য যেমন অবনত হইল, মুনি পর্ব্বতকে তদবস্থায় থাকিতে অনুমতি করিলেন এবং পর্ব্বতও তাঁহার আদেশ এযাবৎ প্রতিপালন করিতেছে; এই শক্তির নাম বশিত্ব। সকলে যোগীর বশীভূত।

ঈশিত্ব-শব্দে ঈশ্বরবৎ কার্য্য করিবার শক্তিকে বুঝায়। অর্থাৎ যোগী যাহা মনোমধ্যে করিবার কল্পনা করেন, বাহ্য জগতে তাহাই ঘটে। পর্ব্বত হও! বলিলে সমতল ভূমিতে পর্ব্বতের জন্ম হওয়া। কামাবসায়িত্ব শব্দে যোগীর কামনানুসারে জগতে কার্য্য হয়। অতি গ্রীষ্মের সময় মেঘের আড়ম্বরে বৃষ্টি আনয়ন প্রভৃতি নৈসর্গিক জগতে যোগীর যথেচ্ছ ব্যবহার।

এই কারিকার মূল মর্ম্ম এই যে, সত্ত্বগুণের অভিভবে যখন তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ভূতভৌতিক পদার্থ সমূহের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু সত্ত্বগুণ আশ্রয়-রূপে সকলেরই অন্তরে বিদ্যমান থাকে। অতএব সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারিলে, সৃষ্ট

আভাস।

যাবদীয় তামসিক পদার্থের উপরও আধিপত্য স্থাপন করা যায়। সত্ত্বগুণা বুদ্ধি; তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভোগে অগ্রসর হওয়ায় ক্ষতি নাই; কিন্তু ভোগ্য বিষয় অনিত্য; তাহাতে আস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াই, নিরস্ত হওয়া বিধেয়! অভিভূত বা আকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে; তাহাতে ঐশ্বর্য্যের হানি হইবে। সত্ত্বগুণা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিলে, সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে; অথচ নিজের ঐশ্বর্য্যেরও কোন ব্যাঘাত হয় না। ভোগী হইয়াও যোগী জীবন্মুক্ত-বেশে সংসারের সুখৈশ্বর্য্য অনুভব করিতে পারেন ॥ ২৩ ॥

অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণ স্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব ॥ ২৪ ।

অন্বয়ঃ।

অহঙ্কারঃ (অহংভাবং যঃ করোতি সঃ) অভিমানঃ (অভি সমন্তাৎ সর্ব্বদিক্ষু, বিষয়ান্ প্রতি আত্মপ্রতিপত্তিং মনুতে যঃ সঃ) এব তস্মাৎ অহঙ্কারাৎ দ্বিবিধঃ সর্গঃ (সৃজ্যতে ইতি সর্গঃ) কার্য্যং প্রবর্ত্ততে উৎপদ্যতে। একাদশকঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকং জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকং মনঃশ্চ ইতি সাত্ত্বিকঃ গণঃ সমূহঃ, তথা তন্মাত্র-পঞ্চকঃ (তামসঃ) গণঃ চ উৎপদ্যতে ইতি ॥ ২৪ ।

অনুবাদ।

আত্মসম্বন্ধীয় পদার্থ সমূহের প্রতি আমার-জ্ঞানে আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপনে আমি বলিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিই অহঙ্কার। সে অহঙ্কারও জড়-চেতনের অভেদ মিলন ভাব। চেতনাংশে কেবল অনুভূতি মাত্র; কিন্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনু-ভূতির বিকাশ, সেই প্রকৃতির জড়াংশে গুণত্রয়ের বৈষম্যে দ্বিবিধ সৃষ্টির উদয় হইয়া থাকে। রজোগুণের উত্তেজনায় সত্ত্ব উপাদানে মন এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই একাদশ তত্ত্ব; এবং তমোগুণের উপাদানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ তামস তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে ॥২৪॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অভিমানোঽহঙ্কারঃ, যৎ খল্বালোচিতং মতঞ্চ তত্রাহমধিকৃতঃ, শক্তঃ খল্বহমত্র, মদর্থা এবামী বিষয়াঃ মত্তো নান্যোঽত্রাধিকৃতঃ কশ্চিদস্তি অতোঽহমস্মীতি যোঽভিমানঃ, সোঽসাধারণব্যাপারত্বাদহঙ্কারঃ, তমুপজীব্য হি বুদ্ধিরধ্যবস্যতি "কর্ত্তব্যমেতন্ময়েতি"। তস্য কার্য্যভেদমাহ তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ। প্রকারদ্বয়মাহ একাদশকশ্চ গণঃ ইন্দ্রিয়াহ্বয়ঃ, তন্মাত্র-পঞ্চকশ্চৈব। দ্বিবিধ এব সর্গোঽহঙ্কারাৎ, ন ত্বন্য ইত্যেবকারেণাবধারয়তি ॥ ২৪ ॥

আভাস।

সত্ত্বগুণের পূর্ণ প্রকাশে বুদ্ধিতত্ত্বের সৃষ্টি এবং তাহাতে চিদানন্দময় পুরুষ-স্বরূপের আত্মপ্রতীতি স্বীকার করিলেও, তাহাকে মুক্তির স্বরূপ-বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ গুণবৈষম্যে তথায় স্বরূপ-নিষ্ঠ উৎকর্ষ নহে। তৎকালে অপর দুইটী রজঃ এবং তমোগুণকে অভিভূত রাখিবার প্রয়াস তখনও সত্ত্বগুণে বিদ্যমান থাকে। সেই উপলক্ষে বুঝিবার চেষ্টা সত্ত্বগুণে আছে, স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যখন বুঝিয়াছি! আর বুঝিবার কিছু অপেক্ষা নাই বলিয়া যখন রজঃ এবং তমোগুণ নিস্তরঙ্গভাবে সত্ত্বগুণের অন্তরেই সাম্যভাবে বিদ্যমান থাকে, তখনই সেই নিশ্চেষ্ট সত্ত্বস্বরূপে যে নিরীহ জ্ঞানের উদয়, তাহাকেই মুক্তিস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইবে।

এক্ষণে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে বুদ্ধির অস্তিত্ব বর্ণন করিলেও, পরক্ষণেই তমোগুণের উৎকর্ষ আসিতেছে, স্বীকার করিতে হইবে। কারণ গুণত্রয় বিচিত্রভাবে পরিণত না হইয়া, নিশ্চেষ্টভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। সুতরাং সত্ত্বের উৎকর্ষে বুদ্ধিতত্ত্বের উদয় হইবামাত্র, রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণের উৎকর্ষ হইয়া পুনঃ সত্ত্বগুণকে যে সঙ্কোচিত হইতে হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তমোগুণ গুরু অর্থাৎ স্থূল ভাবাপন্ন এবং আবরক, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, গুরু এবং আবরক মূর্ত্তিতে সত্ত্বগুণ বুদ্ধিকে অসীম ভাব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট সমষ্টি ও ব্যষ্টি

আভাস।

ভাবে আনয়ন করে এবং বুদ্ধি তাহার বেষ্টনকে আমার-বোধে স্বয়ং আমি হইয়া অহঙ্কার মূর্ত্তিতে ভাবান্তরে দণ্ডায়মান হয়; এবং স্বকীয় বেষ্টন-ভাবকে বুঝিবার লক্ষ্য বিবেচনায়, বিচার আরম্ভ করে। বেষ্টনও স্বকীয় স্বরূপের বিকাশে বুদ্ধিকে নৃত্য করাইতে আরম্ভ করিল; বুদ্ধিও তৎদর্শনের উপলক্ষে আত্মদর্শন বিস্মৃত হইয়া, বেষ্টনের সংস্রবে অধিকারীর ন্যায়, পুত্রের জন্মে, "আমি পিতা" হইবার মত, দ্বিতীয় অহঙ্কার মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। ইহাই মূল প্রকৃতির বা চৈতন্যো-পহিত মহাপ্রাণের অনুলোম গতি। বুদ্ধির একদেশ হইতে যখন অহঙ্কারের পরিণতি হয়, তখন ক্রমশ অহংভাবের উৎকৃষ্ট সত্ত্বেরও মলিনভাব এবং তমোগুণের গুরু এবং আবরণ মূর্ত্তিতে পরিণাম ঘটিতে থাকে। অগ্নিসংযোগে তরল লৌহ তাপোপশমে যেমন ক্রমশ জমিয়া স্থূল ভাব ধারণ করে, উৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম তরল রস যেমন গতিশক্তি যোগে ক্রমশ স্থূল ভাবাপন্ন হইয়া, পত্র পুষ্প শাখা ও পল্লবাদি বিশিষ্ট কঠিন বৃক্ষরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মলিন সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কারও মূলা প্রকৃতির পোষণে পুষ্টিলাভ করত, এক একটা জীব কলেবর এবং জড় কলেবরে পরিণত হইয়া থাকে।

অহঙ্কারের প্রথম পরিণাম মন। উক্ত মলিন সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কার যে পর্য্যন্ত "ইহারা আমার" এই চিন্তায় তুষ্ট থাকে, তখনই তাহার নাম অহঙ্কার বা অন্তরঙ্গ ভাব। আবার উহারা কি? বলিয়া উদ্বিগ্নের ন্যায়, যখন দর্শনে বা গ্রহণে অগ্রসর হয়, তখনই অহঙ্কারের একদেশ ভাবান্তরে মনে পরিণত হয়। মনের আকারও এক প্রকার নহে; প্রথমত গ্রহণ ও ত্যাগ উপলক্ষে দ্বিবিধ। পরে গ্রহণ পঞ্চ-বিধ এবং ত্যাগও পঞ্চপ্রকার; সুতরাং মনই দশধা। যাহাকে বেদান্তে "মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতং" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসন এবং ঘ্রাণনামে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সংগ্রহ-মূর্ত্তিতে এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু

আভাস।

এবং উপস্থ এই পাঁচটী প্রদান-মূর্ত্তিতে এক মনই বিরাজ করিতেছে। দর্শনেন্দ্রিয় বা বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি যে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, সর্ব্বদা সে কার্য্যে মনের আনুকূল্যের প্রয়োজন হয়। মনের সংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি কার্য্যে পরিণত হয় না। সুতরাং মনেরই আংশিক ক্রিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া প্রকটিত হয়, বলিয়া মনও ইন্দ্রিয়নামে অভিহিত।

পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও মোট পঞ্চবিধ। এই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ও পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাবে এক অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান ভাবে ভোক্তা এবং তমঃপ্রধান ভাবে ভোগ্য। অহঙ্কারের সত্ত্বপ্রধান ভাব হইতে দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং তমঃ প্রধান ভাব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ ভোক্তার অর্থাৎ বুঝিবার বেশে এবং শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র ভোগ্য বিষয়-বেশে ক্রমবিকাশে অহঙ্কার হইতে প্রসূত হইয়া, সূক্ষ্ম আবরণ-মূর্ত্তিতে সেই অহঙ্কারকেই বেষ্টন করত বিদ্যমান থাকে। অহঙ্কারও সমষ্টি এবং ব্যষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। সমষ্টি মেঘের অন্তর্নিহিত ব্যষ্টি তুষার কণার ন্যায়, সমষ্টি হিরণ্যগর্ভরূপ অহঙ্কারের অন্তরে দেব, নর ও তির্য্যগাদি বিচিত্র ব্যষ্টি অহঙ্কারেরও সন্নিবেশ আমরা বিচার বুদ্ধিতে অবগত হইতে পারি। তন্মাত্রও ইন্দ্রিয়-তুল্য সূক্ষ্ম পদার্থ; সুতরাং উক্ত তন্মাত্র যখন স্থূল মহাভূত-বেশ ধারণ করে, তখনই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়॥ ২৪॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ, অহঙ্কারাদেকরূপাৎ কারণাৎ কথং জড়প্রকাশকৌ গণৌ বিলক্ষণৌ ভবত ইত্যত আহ।

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্॥ ২৫॥

অন্বয়।

বৈকৃতাৎ (গুণানাং উত্তরোত্তর-বৈষম্যভাবাপন্নাৎ) অহঙ্কারাৎ তস্য সত্ত্বোৎ-

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মভাগাৎ সত্ত্বিকঃ একাদশকঃ একাদশানাং ইন্দ্রিয়াণাং গণঃ, তথা তামসাৎ ভূতাদেঃ অহঙ্কারাৎ তামসঃ তন্মাত্রঃ প্রবর্ত্ততে উৎপদ্যতে। তৈজসাৎ অহঙ্কারস্য তেজোমাত্রাৎ উভয়ং গণদ্বয়ং রজঃপ্রবৃত্তিতাৎ অহঙ্কারাদেব উভয়ং সাত্ত্বিকং তামসং গণদ্বয়ং উৎপদ্যতে॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।

অহঙ্কারের অন্তর্নিহিত গুণত্রয়ের উত্তরোত্তর বৈষম্য নিবন্ধন বিকারভাব আরম্ভ হইলে, সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে সত্ত্বপ্রকাশক একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তমোগুণের আশ্রয়ে তামসিক পঞ্চতন্মাত্রের উদয় হয়। উভয় কার্য্যেই রজোগুণের প্রেরণা থাকায়, উক্ত উভয় কার্য্যই সাধিত হয়; সুতরাং এস্থলে রজোগুণের আর পৃথক্ কার্য্যের উল্লেখ করা হইল না ॥ ২৫ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রকাশলাঘবাভ্যামেকাদশক ইন্দ্রিয়গণঃ সাত্ত্বিকো বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাৎ প্রবর্ত্ততে। ভূতাদেস্তহঙ্কারাৎ তামসাত্তন্মাত্রো গণঃ প্রবর্ত্ততে, কস্মাৎ? যতঃ স তামসঃ। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপ্যেকোঽহঙ্কারস্তথাপি গুণভেদোদ্ভবাভিভবাভ্যাং ভিন্নং কার্য্যং করোতীতি। ননু যদি সত্ত্বতমোভ্যামেব সর্ব্বং কার্য্যং জন্যতে তদা কৃতমকিঞ্চিৎকরেণ রজসেত্যত আহ তৈজসাদুভয়ং, তৈজসাৎ রাজসাদুভয়ং গণদ্বয়ং ভবতি। যদ্যপি রজসো ন কার্য্যান্তরমস্তি তথাপি সত্ত্বতমসী স্বয়মক্রিয়ে সমর্থে অপি ন স্বস্বকার্য্যং কুরুতঃ, রজস্তু চলতয়া তে যদা চালয়তি তদা স্বস্বকার্য্যং কুরুত ইতি তদুভয়স্মিন্নপি কার্য্যে সত্ত্বতমসোঃ ক্রিয়োৎপাদনদ্বারেণাস্তি রজসঃ কারণত্বমিতি ন ব্যর্থং রজ ইতি॥ ২৫ ॥

আভাস।

অহঙ্কার তত্ত্বেও পুরুষ-প্রকৃতির তাদাত্ম্য আছে; তবে বুদ্ধির প্রসূত পদার্থ, সুতরাং বুদ্ধির অপেক্ষা অহঙ্কার স্থূল ভাবাপন্ন। সুতরাং অহঙ্কার ভাবে অবস্থিত পুরুষও বুদ্ধিস্থ চৈতন্যের ন্যায়, বিচারদক্ষ না হইয়া, আপনার বলিয়া নিকটস্থ বিষয় সমূহে আত্মবোধ

আভাস।

মাত্র করিতেই বিলক্ষণ সক্ষম। অতএব বুদ্ধিস্থ পুরুষ অনেকাংশে অহঙ্কারস্থ পুরুষভাব অপেক্ষা উদার এবং হিতাহিত বিচারে সক্ষম। অহঙ্কারের আবরণে অবস্থিত পুরুষের স্বরূপ অপেক্ষাকৃত মলিন হইয়া পড়ে। বুদ্ধিস্থ পুরুষের বিচারশক্তি অসীম; কিন্তু অহঙ্কারস্থ পুরুষের বোধশক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যেমন রোগাক্রান্ত পণ্ডিত ব্যক্তি রোগের যন্ত্রনা ভোগ করিবার কালে, দর্শন-শাস্ত্রের বিচারে সক্ষম হন না, কিন্তু রোগ উপশমিত হইলে, পূর্ব্ববৎ দর্শন শাস্ত্রের বিচারে বা গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন, সেইরূপ অভিমান রূপ অহঙ্কারের বেষ্টন হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ পুনরায় বুদ্ধিস্থ বা মহাপ্রাণস্থ পুরুষচৈতন্যের ন্যায়, নির্ম্মল ভাব ধারণ করেন। পাঁচ বা সাতখানি সরাতে জল রাখিয়া যদি সূর্য্য-প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে যাওয়া যায়, তখন যে সরাতে স্বচ্ছ জল থাকে, তাহাতে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব যেমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত ভাবে প্রতীত হয়, অপর অস্বচ্ছ বা উত্তরোত্তর কর্দ্দমময় জলে সেরূপ পরিষ্কৃত বা স্বচ্ছ ভাবে প্রতীত হয় না; অথচ প্রতিবিম্ব পতনের ব্যাঘাতও হয় না; সেইরূপ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় এবং কলেবরের আধারে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের জ্ঞাতৃত্ব এবং সাক্ষিত্বের কোন ব্যাঘাত না হইলেও, আধারের উত্তরোত্তর মালিন্যের অনুরোধে এক চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষও উত্তরোত্তর ম্লানভাবে ও সীমাবিশিষ্ট মূর্ত্তিতে অনুভূতির কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব উপাধির দোষ যখন উপহিত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষে বর্ত্তায়, তখন উপাধির মালিন্যের প্রতিই সাধকের বিশেষ দৃষ্টি করা বিধেয়। উপহিত চৈতন্যের মার্জ্জনার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ নিত্য সিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্যস্বরূপ। তাঁহার যদি স্বভাবত মলিন হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে কখন তাঁহার মুক্তি বা শান্তিলাভ সম্ভবপর হইত না। শাস্ত্র বলেন,

আভাস।

আত্মাচেৎ মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারিশ্চ স্বভাবতঃ।

নহি তস্য ভবেন্মুক্তি র্জন্মান্তরশতৈরপি" ॥

অতএব উপাধি-স্বরূপা প্রকৃতি গুণবৈষম্যে পরিণত হইতে হইতে উত্তরোত্তর কীদৃশ এবং কতপ্রকার যে স্থূল ভাবাপন্ন হন, সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক স্তরে প্রতিবিম্বাকারে উপহিত এবং তত্তদ্ভাবাপন্ন হইবার উপলক্ষে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষেরও যে কি দুর্গতি ঘটে, তাহারই পরিচয় প্রতিপাদন মানসে গ্রন্থকর্ত্তা উপরোক্ত কারিকার সন্নিবেশ করিয়াছেন।

দশম কারিকাতে উক্ত যুক্তি অনুসারে অহঙ্কারতত্ত্বও ব্যক্ত পদার্থ। সুতরাং গুণত্রয়ের বৈষম্য নিবন্ধন অহঙ্কারও সক্রিয় পদার্থ বটে। অতএব স্রোতঃশীল জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র বা সুর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেমন চঞ্চল পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ অহঙ্কারে অধিষ্ঠিত পরুষও সক্রিয় এবং অহঙ্কারবান্ এবং কর্ত্তাভাবে প্রতীত হইয়া থাকেন। এদিকে অহঙ্কারতত্ত্বও ক্ষণকালের জন্য স্থির ভাবে থাকিবার অবসর পায় না; নিরন্তর পরিণত এবং পরিবর্ত্তিত হইতেই থাকে। অহঙ্কারের আত্মভাবে থাকাই তাহার অন্তরঙ্গ বা অভিমান ভাব এবং বহির্মুখী প্রবৃত্তি সহকারে নিম্নগতি বা অপেক্ষাকৃত স্থূলভাবে ঐকদেশিক অবতরণের নামই মন। আত্মভাবে থাকাই অহঙ্কার এবং তাহার বহির্মুখীন ভাবই মন। অহং জ্ঞানং অহংঙ্কারঃ; ইদং জ্ঞানং মনো ভবেৎ"। বাহিরের চিন্তা না করিয়া, নিশ্চিন্ত-ভাবে যখন অবস্থান করি, তখনই আমাতে অর্থাৎ অহঙ্কারে থাকি; এবং অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিতে বাহ্যিক বস্তুর প্রতি যখন অভিনিবেশ আইসে, তখনই অহঙ্কার মনোমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। অহঙ্কারের সহিত মনের পার্থক্য অবধারণ করিতে শিক্ষা করিলে, মনের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের পার্থক্যও আমরা সহজে অবধারণ করিতে পারিব। অর্থাৎ অহঙ্কারের বহির্মুখ ভাবই মন; এবং মনেরও কোন বস্তুবিশেষের প্রতি

আভাস।

নিপতন-ভাবই ইন্দ্রিয়। এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তির পরিচয়-স্থলই পঞ্চ মহাভূত। এখানেই সৃষ্টি-পদ্ধতির সীমার সমাপ্তি। ইহারই ক্রম-বিকাশ বা ক্রমভঙ্গে যে কোন বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট বা অনুভূত হয়, সে কেবল গুণত্রয়ের অবান্তর পরিণামে মাত্র। বৃক্ষ, পাষাণ বা কাচাদি যে কোন স্থূল পদার্থ এবং ইচ্ছা দ্বেষ ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধাদি যে কোন সূক্ষ্ম পদার্থ, সমস্তই পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অবান্তর ভেদে উৎপন্ন হইয়াছে; ধারণা করিতে হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রও, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চ মহাভূতেরই অনভিব্যক্ত ভাব মাত্র; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ভাবে অবস্থিত সূক্ষ্মাকার তত্ত্ব গ্রাম। অহঙ্কারের পরিণামে প্রথম মন, তৎপরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। তবে রজোগুণের উত্তেজনায় সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইলে, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তমোগুণের উৎকর্ষে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি, বিবেচনা করিতে হইবে। সকল কার্য্যেই রজোগুণের উত্তেজনা আছে; সুতরাং এস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা রজোগুণের কার্য্য বিশেষের উল্লেখে নিরস্ত রহিলেন। কিন্তু ভাবুক পাঠক গুণত্রয়ের পরিণাম এবং স্বভাবের প্রতি মনোনিবেশ করিলে, রাজসিক অনেক বিষয় পরিস্ফুট ভাবে অবধারণ করিতে পারিবেন, যাহা গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এস্থলে আর বিবৃত করা হইল না॥ ২৫॥

তত্ত্বকৌমুদী।

সাত্ত্বিকমেকাদশকমাখ্যাতুং বাহ্যেন্দ্রিয়দশকং তাবদাহ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাখ্যানি।
বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ

চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাখ্যানি এব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, (বুদ্ধেঃ জ্ঞানস্য সাধনানি এব) তথা বাক্ পাণিঃ পাদঃ পায়ুঃ উপস্থঃ এব কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মণঃ ক্রিয়ায়াঃ সাধনানি ইন্দ্রিয়াণি ইতি পণ্ডিতাঃ আহুঃ॥ ২৬॥

অনুবাদ ।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ অর্থাৎ উচ্চারণ শক্তি, পাণি গ্রহণ-শক্তি, পাদ গমন-সামর্থ্য, পায়ু বিষ্ঠাদি নিঃসারণের শক্তি এবং উপস্থ স্ত্রী-পুং-সংযোগে আনন্দোপভোগ উপলক্ষে সন্তান-জনন-শক্তি এই পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে শাস্ত্রাচার্য্যগণ উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকত্বমিন্দ্রিয়ত্বং, তচ্চ দ্বিবিধং বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চ। উভয়মপ্যেতদিন্দ্রস্যাত্মনশ্চিহ্নত্বাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে। তানি চ স্ব-সংজ্ঞাভিশ্চক্ষুরাদিভিরুক্তানি। তত্র রূপগ্রহণলিঙ্গং চক্ষুঃ, শব্দ-গ্রহণলিঙ্গং শ্রোত্রং, গন্ধগ্রহণ-লিঙ্গং ঘ্রাণং, রসগ্রহণ-লিঙ্গং রসনং, স্পর্শগ্রহণ-লিঙ্গং ত্বক্, ইতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং সংজ্ঞাঃ। এবং বাগাদীনাং কার্য্যং বক্ষ্যতি ॥ ২৬ ॥

আভাস ।

পঞ্চবিংশ কারিকাতে সাত্ত্বিকগুণে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে পরবর্ত্তী কারিকাতে মন ব্যতীত বাহ্যিক দশটী ইন্দ্রিয়েরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রশব্দের উত্তর ইয় প্রত্যয় করিয়া, ইন্দ্রিয় শব্দ হইয়াছে। ইন্দ্র অর্থে প্রধানকে বুঝায়; অর্থাৎ দেহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চৈতন্যস্বরূপ পুরুষই ইন্দ্র। অতএব পুরুষের অস্তিত্বের পরিচয় যে প্রদান করে, তাহাকেই ইন্দ্রিয়নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের জীবদেহে অস্তিত্বের পরিচায়ক শক্তি দুইপ্রকার; প্রথম গ্রহণের সামর্থ্য; দ্বিতীয় প্রদানের সামর্থ্য। গ্রহণ সামর্থ্যকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং প্রদান-সামর্থ্যকে কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে কথিত হইয়াছে। সেই প্রত্যেক সামর্থ্যও পঞ্চবিধ; কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভেদে বিষয় পঞ্চপ্রকার; সুতরাং তাহার আদান ও প্রদানের শক্তিও পঞ্চবিধ হইয়াছে। শব্দগ্রহণ লিঙ্গ যে শক্তিতে আছে,

আভাস।

তাহার নাম কর্ণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়; স্পর্শ গ্রহণের শক্তিকে ত্বক্; রূপ গ্রহণ শক্তি চক্ষু; রসগ্রহণ শক্তি জিহ্বা এবং গন্ধগ্রহণ শক্তিকে নাসিকা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারা সকলে জ্ঞানেন্দ্রিয়। প্রদান-শক্তিও পঞ্চবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দ অভিব্যক্ত করিবার শক্তিকে বাক্ নামে, স্পর্শের অভিব্যক্তি-শক্তিকে পাণি বা হস্ত; রূপ বা তেজঃ প্রদানের শক্তিকে পাদ; রসপ্রদান শক্তিকে পায়ু এবং গন্ধপ্রদান শক্তিকে উপস্থ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পাঠকগণ যেন স্মরণ রাখেন যে, শব্দ স্পর্শ, রূপ রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উত্তরোত্তর উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কলেবর গঠিত হওয়ায়, উভয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের উপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয় না; কেবল পঞ্চ মহাভূতের আদান প্রদানের দ্বারাই স্বকীয় অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় যে সূক্ষ্ম তন্মাত্রের দ্বারা প্রস্তুত, সে তদনুরূপ স্থূল ভূতের আদান প্রদানাদি করিয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ তন্মাত্রে প্রস্তুত, সে স্থূল শব্দকে গ্রহণ করে। ত্বক্ ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম স্পর্শতন্মাত্রে প্রস্তুত; সুতরাং সে স্থূল বায়ুকে গ্রহণ করে; অক্ষি বা চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শন-শক্তি রূপতন্মাত্রের দ্বারা প্রস্তুত, সুতরাং তাহাতে স্থূল রূপকে গ্রহণের যোগ্যতা আছে; রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা সূক্ষ্ম রস-তন্মাত্রায় প্রস্তুত, সুতরাং তাহাতে স্থূল স্বাদ-সূচক রসকে মাত্র গ্রহণের যোগ্যতা আছে; এবং নাসিকা সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্রায় প্রস্তুত, সুতরাং সে কেবল স্থূল ভৌতিক গন্ধকে গ্রহণে অধিকারী। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও উত্তরোত্তর পঞ্চতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, উত্তরোত্তর পঞ্চ মহাভূতের প্রকাশের দ্বারা আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রায় প্রস্তুত বাগিন্দ্রিয় স্থূল স্ফোটরূপ

আভাস ।

ধ্বনির প্রকাশক ; স্পর্শতন্মাত্রায় প্রস্তুত পাণি হস্তেন্দ্রিয় স্থূল স্পর্শের প্রকাশক ; রূপ-তন্মাত্রায় প্রস্তুত পাদ গমনেন্দ্রিয় স্থূল গতিশক্তির প্রকাশক ; রসতন্মাত্রায় প্রস্তুত পায়ু নির্গমনেন্দ্রিয় স্থূল রস ও বিষ্ঠাদি আভ্যন্তরিক নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থের নিঃসারণে জীবিত পুরুষের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং উপস্থেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম গন্ধ তন্মাত্র দ্বারা প্রস্তুত হওয়ায়, স্থূল গন্ধগুণ দেহের অনুসরণে উভয় নর-নারী সঙ্গত হইয়া, স্থূল ক্ষিতি-জাতীয় সন্তান প্রকাশনে কার্য্য করিতেছে। এই দশবিধ ইন্দ্রিয় স্বীয় উৎপাদক অহঙ্কারের স্থায়, সমগ্র দেহে স্ব স্ব বৃত্তির পরিচয়ে বিরাজমান থাকিয়াও, দেহের যে যে দ্বার দিয়া তাহারা অভিব্যক্ত হয়, সেই সেই দ্বারই সেই সেই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই ইন্দ্র-নামা দেহস্থ পুরুষের তথায় অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াকারিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

একাদশকমিন্দ্রিয়মাহ ।

উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণ-পরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ ।

অত্র (একাদশসু ইন্দ্রিয়েষু মধ্যে) মনঃ উভয়াত্মকং ; সঙ্কল্পকং (বস্তূনাং সম্যক্ কল্পকঃ নিরূপকঃ তথা) সাধর্ম্ম্যাৎ (ইন্দ্রিয়ান্তর-সমানধর্ম্মাৎ তথা সাত্ত্বিকা-হঙ্কারোপাদানকত্বরূপাৎ) ইন্দ্রিয়ং চ। গুণ-পরিণাম-ভেদাৎ যথা বাহ্যভেদাঃ (বাহ্যানাং পৃথিব্যাদীনাং, তথা ইন্দ্রিয়াণাং ভেদাঃ বাধিরত্বাদিভেদাঃ ; তথা মনসি অপি সাত্ত্বিক-রাজস-তামসাদিলক্ষণাঃ ভেদাঃ বিবিধভাবাঃ) ভবন্তি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ।

মানবের অন্তরে অন্তঃকরণ এবং বহিঃকরণ ভেদে মন উভয় মূর্ত্তিতেই বিরাজ করিয়া থাকে। কোন ইন্দ্রিয়ই মনের প্রেরণা ব্যতীত, বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং মনও

অনুবাদ।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গণনীয়। বিশেষত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সামান্য-ভাবে বস্তু আলোচিত হয় মাত্র; মনই তাহার স্বরূপের নির্ণয় করে; সুতরাং মন অন্তঃকরণও বটে। এদিকে সকল মানবের হৃদয়ে মন একজাতীয়ও নহে। কারণ গুণত্রয়ের পরিণাম বিশেষে বাহ্যিক ক্ষিত্যাদি ভূত-সমূহে যেমন বৈচিত্র্য সাধিত হয়, মনও গুণ-বৈষম্যের অনুরোধে বিচিত্র বেশে সর্ব্বদাই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে॥ ২৭॥

তত্ত্বকৌমুদী।

একাদশসু ইন্দ্রিয়েষু মধ্যে মন উভয়াত্মকং, বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চ; চক্ষুরা-দীনাং বাগাদীনাঞ্চ মনোঽধিষ্ঠিতানামেব স্ব-স্ব বিষয়েষু প্রবৃত্তেঃ। তৎ অসাধারণেন রূপেণ লক্ষয়তি সঙ্কল্পকং মন ইতি, সঙ্কল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে, আলোচিতমিন্দ্রিয়েণ বস্ত্বিদমিত্থং সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি। বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তীতি যাবৎ। যদাহুঃ,—

"সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রাগ্ গৃহ্ণাত্যবিকল্পিতম্।
তৎ সামান্য-বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ॥"

তথাহি,—

অস্তি হ্যালোচনজ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্।
বালমূকাদি-বিজ্ঞান-সদৃশং মুগ্ধবস্তুজম্॥ ইতি
ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তু-ধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভি র্যয়া।
বুদ্ধ্যাবসীয়তে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥

সোঽয়ং সঙ্কল্পলক্ষণো ব্যাপারো মনসঃ সমানাসমান-জাতীয়াভ্যাং ব্যব-চ্ছিন্দন্ মনো লক্ষয়তি। স্যাদেতৎ, অসাধারণ-ব্যাপার-যোগিনৌ যথা মহদহঙ্কারৌ নেন্দ্রিয়মেবং মনোঽপ্যসাধারণব্যাপার-যোগি নেন্দ্রিয়ং ভবিতুমর্হ-তীত্যত আহ ইন্দ্রিয়ঞ্চ, কুতঃ সাধর্ম্ম্যাৎ ইন্দ্রিয়ান্তরৈঃ। সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানত্বঞ্চ সাধর্ম্ম্যং, নতু ইন্দ্রলিঙ্গত্বং। মহদহঙ্কারয়োরপ্যাত্মলিঙ্গত্বেনেন্দ্রিয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ [ব্যুৎপত্তিমাত্রমিন্দ্রলিঙ্গত্বং, নতু প্রবৃত্তিনিমিত্তম্।

তত্ত্বকৌমুদী।

অথ কথং সাত্ত্বিকাহঙ্কারা- দেকস্মাদেকাদশেন্দ্রিয়াণীত্যত আহ গুণপরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ। শব্দাদ্যুপভোগসম্প্রবর্ত্তকাদৃষ্ট-সহকারিভেদাৎ কার্য্যভেদঃ। অদৃষ্টভেদোঽপি গুণপরিণাম এব। বাহ্যভেদাশ্চেতি দৃষ্টান্তার্থং, যথা বাহ্যভেদা স্তথৈতদপীত্যর্থঃ। ২৭॥

আভাস।

পূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে যে, অহংবৃত্তি রহঙ্কারঃ, ইদং বৃত্তির্মনো-ভবেৎ। অহঙ্কার হইতে মনকে পৃথক্ করা বড়ই দুরূহ; তথাপি মন হইতে অহঙ্কারের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমি বলিয়া যখন অবস্থান করি, তখন আর বাহ্যিক বস্তুর নির্ণয় করা হয় না; এবং একাগ্রচিত্তে কোন বিষয় বা ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবার কালে, আত্ম স্বরূপ অহঙ্কারেরও যেন কোন অস্তিত্ব থাকে না। আগ্রহ সহকারে কোন চিত্র বা ঘটনার প্রতি দৃষ্টি করিবার সময়, আমি (অহঙ্কার)-আছি কি না, লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবৃত্ত হইলেই, অহংভাবের উদয় হয়; এবং বিষয়ের অভিমুখে দৃষ্টি করিতে হইলেই, অহংকে মনে পরিণত হইতে হয়। অতএব চিত্তে সংগৃহীত বা সংস্কার বেশে অবস্থিত নিজস্ব ভাব-সমূহকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অবস্থিত আত্মস্বরূপের নামই অহঙ্কার এবং পুনঃ অতিরিক্ত সংগ্রহের উপলক্ষে ইন্দ্রিয়-কুলের সহ-গমনে প্রবৃত্তি-সূচক আত্মভাবের নামই মন। সুতরাং অহঙ্কারের বিষয়াভিমুখী গতি বা প্রবৃত্তিই মন এবং কার্য্যের সমাপনে মনের নিবৃত্ত-ভাবই অহঙ্কার। অন্যান্য দর্শনকার বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনকে চিত্তের উত্তরোত্তর বৃত্তি বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্যা প্রকৃতি, এতদুভয়ের সংযোগ-নিবন্ধ। প্রকৃতির নির্ম্মল সত্ত্বগুণের উদ্ভাসন রূপ যে পরিণাম, তাহাকে তাঁহারা চিত্তনামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে সূর্য্য প্রতিবিম্বাকারে পতিত হন; কিন্তু অন্যত্র অস্বচ্ছ পদার্থে কেবল আলোক-মূর্ত্তিতেই যেমন পতিত হন, সেইরূপ নির্ম্মল সত্ত্ব-গু

আভাস।

চিদানন্দ পুরুষাকারে এবং অন্যত্র দেহাদিতে কেবল অনুভূতির মূর্ত্তিতে অবস্থান করায়, প্রকৃতির নির্ম্মল সত্ত্বপরিণামকেই চিত্ত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। অগ্নি সমগ্র অরণিতে ব্যাপ্ত থাকিলেও, কোন স্থানে প্রজ্জ্বলিত হইলে, ধরা পড়ে বা সম্পূর্ণ অগ্নি মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ চৈতন্যভাগ প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে অভেদ মিলনে পরিব্যাপ্ত; সুতরাং কেবল চিৎভাবে কুত্রাপি পরিকল্পিত না হইলেও, নির্ম্মল সত্ত্বপরিণামে চিৎস্বরূপে অবভাসিত হন; সেই জন্য চিতের ভাব চিত্ত বলিয়া, নির্ম্মল সত্ত্বপরিণামে উক্ত শব্দটীর উল্লেখ হইয়াছে। দর্পণ এবং সূর্য্যের একত্র সম্বন্ধই যেমন প্রতিবিম্ব, সেইরূপ প্রকৃতির নির্ম্মল সত্ত্বগুণে চৈতন্যের সম্পর্কই চিত্ত বা জীবভাব। এই চিত্তই কিন্তু দেহধারী মাত্রেরই দেহ ধারণের মূল ভিত্তি বা জীবত্বের আদি বীজ। কারণ এই চিত্তই ক্রমশ পরিণত হইয়া প্রথম বুদ্ধিরূপে, বুদ্ধি অহঙ্কার-রূপে, অহঙ্কারও পূর্ব্ববৎ গুণপরিণামে পরিণত হইয়া, সত্ত্বগুণে মন ও ইন্দ্রিয়-রূপে এবং তমোগুণে পঞ্চতন্মাত্র রূপে এবং পঞ্চতন্মাত্রও আবার পঞ্চ মহাভূতের স্বরূপে পরিণত হইয়া, যাবদীয় দেহ এবং দেহাবাস স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল প্রভৃতি লোক সমূহ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বিজ্ঞ সাংখ্যাচার্য্য চিত্তকে সৃষ্টির আদি বীজ না ধরিয়া, বুদ্ধিকেই আদি বীজ ধরিয়াছেন; এবং রজঃ ও তমোগুণের অভিভবে নির্ম্মল সত্ত্বগুণে যে চিৎসংক্রমণ তাহাকেই বিচারভাব বুদ্ধি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বুদ্ধি বা বিচারের প্রসার যে স্থানে আরম্ভ হইল, সেই স্থানেই বোধরূপী জীবত্বেরও প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়াছেন। চিত্তই জীবভাব এবং তাহা বুদ্ধিতেই পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং চিত্ত বলিয়া পৃথক তত্ত্বের নির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন বিধায়, তত্ত্বের সংখ্যা আর তিনি পরিবর্দ্ধিত করেন নাই। বুদ্ধিই স্বীয় অন্তরস্থ জীবভাব এবং জগদ্ভাবকে বিচার করত, উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ পূর্ব্বক

আভাস।

পুরুষকে নিরাময় করত, মুক্তিপথে আনয়ন করেন; যাহা সাংখ্যাচার্য্য পরে বর্ণন করিবেন।

এক্ষণে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি হইতে যখন অহঙ্কার-তত্ত্বের উদয় হয়, তখন পরস্পরের মধ্যে জন্য-জনক সম্বন্ধ। অর্থাৎ বুদ্ধি জনক, অহঙ্কার জন্য পদার্থ। আবার অহঙ্কার হইতে যখন মন প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন অহঙ্কার জনক, ষোড়শ পদার্থ জন্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মন. ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র পরস্পরে ভ্রাতৃভাব। অর্থাৎ এক জাতীয় স্তরে সকলগুলিই বিদ্যমান; তবে গুণের তারতম্যে পরস্পরের মধ্যে ভেদের তারতম্য আছে। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল সত্ত্বগুণে মন; সত্ত্বগুণের সহিত কিয়ৎপরিমাণে রজোগুণের সংস্রবে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ; তৎসহ তমোগুণের ঈষৎ প্রাদুর্ভাবে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তদপেক্ষা তমোগুণের উদ্দীপনে পঞ্চ তন্মাত্র প্রস্তুত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়-শক্তির আশ্রয়রূপে পঞ্চ তন্মাত্রই সর্ব্বত্র উত্তরোত্তর ভূমিকারূপে বিদ্যমান থাকে। যথা শ্রোত্র এবং বাগিন্দ্রিয়ের আশ্রয় শব্দ, অর্থাৎ আকাশ-তত্ত্ব; ত্বক্ এবং পাণি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্পর্শ অর্থাৎ বায়ুতত্ত্ব; অক্ষি এবং পাদ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় রূপ, অর্থাৎ অগ্নিতত্ত্ব; এবং রসনা এবং পায়ু ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় রস, অর্থাৎ আপ্ তত্ত্ব; এবং ঘ্রাণ ও উপস্থেন্দ্রিয়ের আশ্রয় গন্ধ অর্থাৎ ক্ষিতি-তত্ত্ব। প্রকৃতির পরিণামে যে কোন তত্ত্বের উদয় হউক না কেন, সর্ব্বত্র সকল তত্ত্বে চিৎজড়ের একত্র সমাবেশ যে আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে চৈতন্যের আধিক্য অনুসারে অনুভূতি প্রভৃতি ভাবের আধিক্য থাকিলেও, সর্ব্বত্র জড়ভাগ যে তত্তদন্তরে আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রকৃতির প্রথম পরিণামে বুদ্ধির সৃষ্টি হইল; সে বুদ্ধিতে চেতন ভাগের আধিক্য নিবন্ধন, বিচার প্রভৃতি কার্য্যের সমাপত্তি হইলেও, তদন্তরে জড়ের ভাগ অবশ্য প্রচুরই আছে, নতুবা

আভাস।

তাহার পরিণামে অহঙ্কারের সৃষ্টি হইত না। অতএব তদন্তরস্থ জড়-ভাগের যেমন পরিণাম হইল, সেই পরিণামের অনুরূপ মালিন্য লাভে চিদংশেরও প্রতীতি ঘটিয়া, অহঙ্কার নামে আখ্যাত হইল। এই মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর জড়াংশের আধিক্য ঘটিয়া, মন প্রভৃতি ষোড়শ তত্ত্বের উৎপাদন হইল বটে, কিন্তু কোথায়ও সম্পূর্ণ নির্ম্মল চেতন-ভাগ থাকে না। সুতরাং অহঙ্কারের জন্য মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ চেতনের ন্যায় অনুভূত হইলেও, তদন্তরে তাহার আশ্রয়-রূপে জড়াংশও অবশ্য আছে, যাহা প্রাণনশক্তি রূপে চির-বিদ্যমান। তাহা পরে অভিব্যক্ত করা হইবে।

গ্রন্থকর্ত্তা ষোড়শ তত্ত্বের উল্লেখ উপলক্ষে পঞ্চতন্মাত্রের নাম করিয়াছেন; এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তিও বুঝাইয়াছেন; কিন্তু তন্মাত্র পঞ্চকের পৃথক্ অস্তিত্বের পরিচয়ে তাহা-দিগকে ধারণা করিবার পন্থা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু প্রত্যেক তত্ত্বের আশ্রয়ে জড়ভাগ যে উত্তরোত্তর স্থূলত্ব লাভে স্থূল ক্ষিত্যাদি পদার্থ পর্য্যন্তেরও সৃষ্টি করিতেছে, তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঘোলা জলের উপরিভাগে তারল্য ভাগ যেমন অধিক, নিম্নে ঘনীভূত মৃত্তিকার অংশও সেইরূপ অধিক; সেইরূপ অহঙ্কার-তত্ত্বের উপরিভাগে চিদংশের আধিক্য এবং জড়াংশের ভাগ নিম্নে আধার বা কলেবর মূর্ত্তিতে বিরাজ করে। সে কলেবর-ভাগও চিৎ-জড়ের সমাবেশে প্রথম চৈতন্যাংশে মন, তদপেক্ষা মলিন চিদাংশে দশটী ইন্দ্রিয় এবং ঘনীভূত জড়-শক্তিরূপে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হই-য়াছে। এই পঞ্চতন্মাত্রও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনের বৃত্তি বা শক্তিরূপে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত সমাবিষ্ট এবং নিম্নে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের প্রেরণাশক্তিরূপে এবং দেহাদি স্থূল পদার্থে প্রাণন শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া, প্রত্যেক ব্যাপারের বৃত্তিরূপে কার্য্য করিতেছে। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র আমাদের দেহে বল-মূর্ত্তিতে

৩০

আভাস ।

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া, ইন্দ্রিয়-গ্রামকে স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি যেমন প্রণোদিত করিতেছে, আবার হস্ত পদাদিকে সঞ্চালন করত কার্য্য করাইতেছে ; বাহ্যিক ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করত, বিচিত্র সৃষ্টি-কার্য্যের পরিচয়ও দিতেছে। সূক্ষ্ম প্রাণ-শক্তিই স্থূল পঞ্চতন্মাত্র ; এবং তাহাদের ঘনীভূত ভাবই পঞ্চমহাভূত বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা এখানে কেবল ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র।

সাংখ্যাচার্য্য কারিকাতে বলিয়াছেন, "গুণ পরিণাম-বিশেষাৎ নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ"। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি সকল জীবের সমান নহে। প্রত্যেক হৃদয়ে উক্ত প্রত্যেক তত্ত্বের স্বরূপে কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। তাহার প্রধান কারণ গুণের পরিণাম। পরিণামের বৈচিত্র্যে প্রত্যেক হৃদয়ে অন্তঃকরণের পার্থক্য এবং দেহ, রূপ এবং গুণাদিরও পার্থক্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই অভিমতের অনুকূলে পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র গুণপরিণামের কারণ পূর্ব্ব-সঞ্চিত অদৃষ্ট বা কর্ম্ম-ফলকে স্বীকার করিয়া, জন্মান্তরাদি গূঢ় রহস্যেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সাধারণত ধারণা হয় যে, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যেই আমরা বাহ্যিক বস্তুর সহিত সম্পর্ক করি ; কিন্তু তাহা প্রচুর নহে। কারণ বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক হইতে হইলে, তৎসহ মনের সম্পর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যিক পদার্থের সম্পর্ক হয় বটে, কিন্তু বস্তুর মূর্ত্তি, অপর বস্তুর তুলনায় তাহার গুণ, প্রয়োজনীয়তা এবং ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীতি করিতে হইলে, প্রথমত মন, পরে অহঙ্কার এবং অন্তে বুদ্ধির সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা বালক যেমন একটী গরু দেখিলে, কি একটী দেখিল মাত্র ; তাহার কার্য্য কি ? কি গুণ ? ইত্যাদি কিছুই বুঝে না ; সেইরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন্

আভাস।

বস্তু আমরা দেখি, বুদ্ধিকে সঙ্গে লইয়া মন এবং অভিমান তাঁহার পর্য্যালোচনা না করিলে, দেখা না দেখা দুইই সমান হইয়া পড়ে। অতএব দেখিবা মাত্র বা শুনিবা মাত্র, মনের সহকারিত্ব সম্পর্কে এটী কি? আর কোথায়ও ইহা দেখিয়াছি কি না এবং ইহার গুণ কি? এবং উপকারিতা বা অপকারিতার সহিত মিলাইয়া বিচারের সমাপ্ত করিলে, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমাপ্ত হয়। সুতরাং কেবল ইন্দ্রিয় কিছু নহে; এবং কেবল মন, কেবল অহঙ্কার বা কেবল বুদ্ধিও কিছু নহে। তবে সকলে পরস্পর একত্র হইয়া যখন কার্য্য করে, তখনই কার্য্যটী প্রত্যক্ষে আসিল বা সুসম্পন্ন হইল। অতএব ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি এই চারি প্রকার তত্ত্বেরই প্রয়োজন এবং ইহারা যুগপৎ এবং ক্রমান্বয়ে পর পর যে কার্য্য করে, নতুবা কোন বিষয়েরই যে মীমাংসা হয় না, তাহা দর্শন-কর্ত্তা স্বয়ংই বর্ণন করিবেন। গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে আর বিশেষ বিবৃত করা হইল না। অবশ্য বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে অন্তরেন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে; কিন্তু মনকে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের সহিত গণনা করিয়া একাদশ বলা হইয়াছে; ইন্দ্রিয়গণের ন্যায়, মনের অভিব্যক্ত হইবার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোলকের উল্লেখ করা হইল না, তাহাতে কোন বিশেষ দোষ হয় নাই; কারণ মন যেমন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অনুগমনে ইন্দ্রিয়-কার্য্য দর্শনাদির ব্যবস্থা করে, আবার অহঙ্কার এবং বুদ্ধির সাহায্যকারী হইয়া, অন্তঃকরণেরও কার্য্যসাধন করে। তখন মনও অন্তঃকরণের মধ্যে পরিগণিত হয়। এই নিমিত্ত মনকে উভয়াত্মক বলিয়া, শাস্ত্রকর্ত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তদেবমেকাদশেন্দ্রিয়াণি স্বরূপত উক্ত্বা দশানামসাধারণীর্বৃত্তীরাহ।

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্র মিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদান-বিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

পঞ্চানাং (শ্রোত্র-ত্বক্-অক্ষি-রসন-ঘ্রাণানাং) শব্দাদিষু (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধেষু উত্তরোত্তর-বিষয়েষু) আলোচনমাত্রং (নতু সম্যগবধারণরূপেণ অপি তু অবিকল্পকং এব) বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ এব ইষ্যতে অঙ্গীক্রিয়তে সাংখ্যাচার্য্যৈঃ) তথা পঞ্চানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং (বাক্-পাণি,-পাদ বায়ুপস্থানাং) বচনাদান-বিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ (ভাষণ,-গ্রহণ-গমন-মলবিসর্জ্জন,-বনিতাসম্ভোগাঃ চ যথা ক্রমং বৃত্তয়ঃ ইষ্যন্তে) ইতি॥ ২৮॥

অনুবাদ।

শ্রোত্র, ত্বক্; অক্ষি, রসনা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় নামক পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে পাঁচটী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ নামক বিষয়ের সম্পর্কে সামান্যাকারে বোধের উদয় হইয়া থাকে; এবং বাক্, পাণি পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা, কথা বলা, গ্রহণ করা, গমন করা, মূত্র পুরীষাদির বিসর্জন এবং স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি পাঁচটী ব্যাপার যথাক্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ২৮॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং সম্মুগ্ধবস্তুদর্শনমালোচনমাত্রমুক্তম্। বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম্। কণ্ঠতাল্বাদিস্থানমিন্দ্রিয়ং বাক্, তস্যা বৃত্তির্বচনম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ২৮॥

আভাস।

জ্ঞান এবং কর্ম্মভেদে দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য শরীরের মধ্যে যে যে স্থান বা ছিদ্রাদির দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সাধারণত তাহাদিগকেই ইন্দ্রিয় নামে অভিব্যক্ত করা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে; ইহারা সকলে দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন শক্তি-

আভাস।

বিশেষ। মূল অহঙ্কার অর্থাৎ আমি-ভাব শক্তিরূপে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান বা কর্ম্ম-মূর্ত্তিতে দেহের যে যে স্থান বা ছিদ্রকে অবলম্বন করত বাহিরে বিকসিত হয়, সেই সেই স্থান বা ছিদ্রই সেই সেই ইন্দ্রিয়-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব দশবিধ শক্তিই প্রকৃত ইন্দ্রিয়। তাহা যে কেবল এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান বা ছিদ্রের দ্বারেই নিবদ্ধ আছে, তাহাও নহে। শরীরের মধ্য হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়া বা প্রস্রাবের নির্গমনও যখন মল বিসর্জন ব্যাপার, তখন তাহাও পায়ু শক্তির কার্য্য ; এবং রমণ যে কেবল উপস্থেন্দ্রিয়ের কার্য্য, তাহা নহে। কারণ স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, কথোপকথন, গুহ্যভাষণ, স্পর্শ, আলিঙ্গন এবং মৈথুন এই অষ্ট প্রকারই রমণ নামে অভিহিত এবং অষ্টপ্রকার ব্যাপারই রমণের আনুকূল্য করিয়া থাকে ; কেবল মৈথুন রমণ নহে। আমরা বাঙ্নিষ্পত্তি করিয়া থাকি, তাহা কেবল মুখে বা কণ্ঠে নহে। "অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানাং উরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ" ॥ এই আটটী স্থানকে স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ-শক্তি নির্গত হইলে, বর্ণের উচ্চারণ হয় ; এবং বর্ণ সমূহও তালব্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব অহঙ্কারের পরিণত শক্তিই ইন্দ্রিয় ; এবং উক্ত শক্তিসমূহের অভিব্যক্ত স্থান সকলই কেবল সাধারণ ইন্দ্রিয়-নামে অভিহিত হয় মাত্র ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলেও, অন্তঃকরণের মধ্যেই প্রকৃত গণনীয়। সুতরাং সেই অন্তঃকরণও ত্রিবিধ। যথা বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন। ইহারাও করণ বটে। অর্থাৎ যাহার দ্বারা জ্ঞমূর্ত্তি পুরুষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন, তাহারাই করণ-নামে অভিহিত। অতএব দশটী ইন্দ্রিয়কে বহিঃকরণ এবং মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে অন্তঃকরণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্তঃকরণ ত্রয় উত্তরোত্তর অতি

আভাস।

সূক্ষ্ম পদার্থ। বহিঃকরণ ইন্দ্রিয়-গণের সাহায্য ব্যতীত স্থূল জাগতিক পদার্থের সহিত ইহাদের সম্পর্ক হওয়া অসঙ্গত। সুতরাং অন্তঃকরণের অপেক্ষা স্থূলতম, কিন্তু জাগতিক পদার্থের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়গ্রাম স্থূল জাগতিক পদার্থের সহিত সম্পর্ক করিয়া, তাহার সূক্ষ্ম অংশ মাত্র গ্রহণ করে। যেমন দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে দেহাদির সূক্ষ্ম ছায়া অংশ বা প্রতিবিম্বাকারে নিপতিত হয়, সেইরূপ জাগতিক পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ বা মূর্ত্তিকে প্রথমত ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে, যাহা তন্ময়-ভাবে ইন্দ্রিয়ে প্রতীত হয়। আবার তন্ময় ইন্দ্রিয় হইতে, উক্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম অংশ বা মূর্ত্তিকে মন গ্রহণে তন্ময় ভাব ধারণ করে; পরক্ষণে অহঙ্কার আবার তন্ময় মনের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তন্ময় মূর্ত্তিকে নিজ স্বরূপে গ্রহণ করত, তন্ময়ভাব ধারণ করে; এবং তন্ময় অহঙ্কারের নিকট হইতে তাহার সূক্ষ্মাংশ বা সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি গ্রহণে বুদ্ধি তন্ময়-ভাব ধারণ করে। তখন বুদ্ধিস্থ চেতন পুরুষও জবা-রঙ্গে রঞ্জিত শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, স্বয়ং বুদ্ধিভাবে ভাবিত হইয়া, অনুকূল এবং প্রতিকূল বিচারে সুখ-দুঃখাদির উপভোগ করেন। বিশুদ্ধ চৈতন্যে স্পর্শাদির উপভোগ নাই; এবং সম্পূর্ণ জড়েও অনুভূতি নাই। অতএব বিবাহের পর, পুরুষে স্বামিভাবের উদয় হইলে, সেই স্বামি-ভাবেই যেমন পত্নী-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা হয়, সেইরূপ অন্তর্নিহিত স্বীয় বৈষ্ণবী-শক্তি মায়ার প্রতি চেতনের ঈক্ষণে বা সংযোগে শক্তিমান্ বলিয়া চেতনের আত্মপ্রতীতি যখন হয়, সেই আত্ম-প্রতীতিই পুরুষ এবং সেই পুরুষ-স্বরূপেই সুখ দুঃখাদির প্রতীতি ঘটে। অতএব দেহের কার্য্য যাহা বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহার মূল সুত্রপাত অন্তঃকরণে আরম্ভ হয়। সুতরাং অন্তঃকরণের স্বরূপাবধারণ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

তত্ত্বকৌমুদী।

অন্তঃকরণত্রয়স্য বৃত্তিমাহ।

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

ত্রয়স্য অন্তঃকরণত্রিতয়স্য বুদ্ধ্যহঙ্কারমনসাং স্বালক্ষণ্যং স্বানি লক্ষণানি অধ্যবসায়াভিমান-সঙ্কল্পাঃ এব যথাক্রমং বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ ভবতি। সা এষা বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ অসামান্যা অসাধারণী চ প্রত্যেকং ভিন্নত্বেন প্রতীতা ভবতি। প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ তু অন্তঃকরণ-ত্রিতয়স্য সামান্য-করণবৃত্তিঃ সাধারণী বৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন ভেদে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ ; এবং ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়াও সম্পূর্ণ পরস্পরে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় ; কাহারও সহিত কাহারও সাদৃশ্য নাই। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান এবং মনের ব্যাপার সঙ্কল্প বিকল্প করা। সুতরাং এই অসাধারণ ব্যাপারে কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু উক্ত করণত্রয়ের একটী সাধারণ ক্রিয়া আছে, যাহা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুরূপে দেহ মধ্যে সর্ব্বত্র কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য, স্বমসাধারণং লক্ষণং যেষাং তানি স্বলক্ষণানি মহদহঙ্কারমনাংসি, তেষাং ভাবঃ স্বালক্ষণ্যং, তচ্চ স্বানি লক্ষণান্যেব। তদ্‌যথা মহতোঽধ্যবসায়ঃ, অহঙ্কারস্যাভিমানঃ, সঙ্কল্পো মনসো বৃত্তির্ব্যাপারঃ। বৃত্তি-দ্বৈবিধ্যং সাধারণাসাধারণত্বাভ্যামাহ সৈষা ভবত্যসামান্যা অসাধারণী। সামান্য-করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ। সামান্যা চাসৌ করণবৃত্তিশ্চেতি, ত্রয়াণামপি করণানাং পঞ্চ বায়বঃ জীবনং বৃত্তিঃ, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। তত্র প্রাণো নাসাগ্রহৃন্নাভিপাদাঙ্গুষ্ঠবৃত্তিঃ। অপানঃ কৃকাটিকাপৃষ্ঠপাদপায়ু-পস্থপার্শ্ববৃত্তিঃ। সমানো হৃন্নাভিসর্ব্বসন্ধিবৃত্তিঃ। উদানো হৃৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধ-ভ্রূমধ্যবৃত্তিঃ। ব্যানস্ত্বগ্‌বৃত্তিরিতি পঞ্চ বায়বঃ ॥ ২৯ ॥

আভাস।

বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন এই তিনটীকে সাংখ্যাচার্য্য অন্তঃকরণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্যও বিভিন্ন। অর্থাৎ কর্ত্তব্য বোধে নিশ্চয় করা ব্যাপারটী কেবল মহত্তত্ত্ব বুদ্ধির। আমার বলিয়া অভিমানের পরিচয় অহঙ্কারের এবং সংকল্পাদির দ্বারা বিষয়কে প্রকৃত মূর্ত্তিতে পরিচয় গ্রহণ করা, মনের কার্য্য। অবশ্য এই তিনটীও ব্যক্ত পদার্থ; সুতরাং ইহাদেরও অবয়ব আছে; এবং ১০ম কারিকাতে উক্ত ধর্ম্মানুসারে হেতুমৎ, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র এই সমস্ত ভাব-বিশিষ্ট অবয়বী পদার্থই হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই তিনের অবয়ব স্বরূপের কল্পনা করা, মানবের পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু অবয়ব অবশ্য আছে, স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, চিৎ-জড়ের সংযোগ ব্যতীত ব্যক্ত কোন পদার্থেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। পদার্থ মাত্রেরই অন্তরে চিৎজড়ের একাত্ম-ভাবে মিলন যে আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে আধারে জ্ঞানের প্রাচুর্য্য এবং জড়ভাগ শক্তিরূপে অন্তরে নিহিত, তাহাকে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলা হইয়াছে; এবং যে আধারে জড়াংশের আধিক্য এবং চেতন বা জ্ঞানভাগ কেবল অনুগত ভাবে থাকে, তাহাকে স্থূল পদার্থ বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং যুক্তিতেও তাহা অনুমেয় বটে। কারণ দেহ-দেহীর বিভাগ সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে অনুমান-সিদ্ধ। কেবল দেহ বা কেবল দেহী কুত্রাপি মীমাংসিত করা যায় না। যেখানে দেহ আছে, তদন্তরেই দেহী আছে; এবং যেখানে দেহীর কল্পনা করা হয়, তদাশ্রয়ে দেহের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। দেহ দেহী অভেদ মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র যে বিরাজ করিতেছে, তাহা স্পষ্টত প্রতীত হইয়া থাকে।

একটী প্রচণ্ড-কলেবর পর্ব্বতকে অবলোকন করিয়া সম্পূর্ণ জড় পদার্থ বলিয়া আমরা মনে ভাবিতে পারি, সত্য! কিন্তু তাহাকে

আভাস।

অতি ক্ষুদ্র অবয়র হইতে তাদৃশ বৃহদাকারে পরিণত করিবার জন্য একটী অসীম সর্ব্বজ্ঞ সূক্ষ্মশক্তি তদন্তরে তাহার অণু পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রসৃত আছে ; যাহার কল্যাণে সে শক্তি, বল এবং পুষ্টিলাভে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত পর্ব্বতের পরিবর্দ্ধন, প্রসার এবং হ্রাসাদি ভাব সমূহকে অনুভব করিবার অনুরোধে জ্ঞ-মূর্ত্তিতে একটী চেতন-স্বরূপ দেহীও সেই পর্ব্বতকে দেহরূপে আশ্রয় করত, তদন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ গীতাবাক্যে পরিচয় দিয়াছেন ;

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রং ইত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়ো র্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম॥

হে অর্জ্জুন, ! জগৎ কর্ম্মময়। কর্ম্ম বা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই জগতে প্রত্যেক অবয়বের সৃজন হইয়াছে। এই প্রত্যেক অবয়বের অন্তরালে বোধ-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান বস্তুকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয় ; এবং এই অবয়ব বিশেষকে অবয়ব-ভাবে পরিণত করিবার জ্ঞানও আমি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ। যে পুরুষ এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে অবধারণ করিতে পারেন, তিনি আমাকেও অবধারণ করিলেন, জানিতে হইবে।

অতএব অবয়ব যতই সূক্ষ্ম বা স্থূল হউক্ না, প্রত্যেক অবয়বে অবয়ব এবং অবয়বীর যে ভেদ আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রকৃতির প্রথম পরিণামে যে বুদ্ধিতত্ত্বের সূচনা হইল, সেই বুদ্ধিদেহে দেহীর মূর্ত্তি কেবল বিচার করা। অর্থাৎ বিচার-মূর্ত্তিতে পুরুষ আত্মপরিচয় দিতেছেন ; কিন্তু তাহার বুদ্ধিদেহেও কিছু পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। হস্ত পদাদিতে ঝিঁঝিঁ, লাগিয়াছে বুঝিলেই, হস্ত পদাদির প্রসারণ করিয়া থাকি ; সেইরূপ

আভাস।

কর্ত্তব্যের অবধারণ বুদ্ধিস্থ পুরুষে উদয় হইলে, দেহবিভাগে তাহার কিছু করিবার প্রয়োজন হয়। ঐরূপ অহঙ্কার-দেহেও একটী জ্ঞান-রূপী দেহী আছেন; যিনি নিজের অনুকূল বা প্রতিকূল বিবেচনায় অভিমানের অভিনয় করিতেছেন। মনও ইন্দ্রিয়কুলের অনুগত হইয়া, বাহ্য পদার্থ সমূহকে তাহাদের রূপ,গুণ এবং প্রয়োজনীয়তার পুরস্কারে যে ব্যবস্থা করিতেছে, সেটী মনের পুরুষভাগ। সুতরাং মনেরও একটী দেহভাগ আছে, যাহার ক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী। অতএব জ্ঞান-মূর্ত্তিতে অহঙ্কারে অভিমান, বুদ্ধিতে বিচার এবং মনে সংকল্পাদি ব্যাপার হইলেও, জড়মূর্ত্তিতে বা অবয়ব-ভাবে উক্ত ত্রিবিধ ব্যক্ত পদার্থের দেহভাগের যে কি ব্যাপার হয়, তাহার উত্তরে গ্রন্থকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেটী সাধারণ মূর্ত্তিতে এক প্রাণ-ব্যাপারেই পরি-কল্পিত। অর্থাৎ প্রকৃতি-শক্তি পুরুষের বা চৈতন্যের ঈক্ষণে প্রসূত হইয়া, যে অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়াসাধক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাহাই প্রাণ নামে অভিহিত হইল। সেই প্রাণন-শক্তি ক্রমশ যতই স্থূলভাব ধারণ করেন, ততই তিনি বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন রূপে পরিণত হইয়া, কার্য্যানুসারে ত্রিবিধ নাম ধারণ করিলেন; এবং পরে উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়া সম্পূর্ণ জড়ভাবে ইন্দ্রিয়গণের এবং এমন কি! স্থূল দেহ পর্য্যন্তকে বল বীর্য্য সামর্থ্য রূপ এবং আকারাদি প্রদানে সকল ভাবে স্বয়ং অভিব্যক্ত হইতেছেন। ধরণীর উর্ব্বরা-শক্তি স্বয়ং নিরাকার হইয়াও, বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, ফল এবং রসাদি রূপে স্বয়ং পরিণত হইয়া, বৃক্ষের পরিচয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ প্রাণন-শক্তি সৃষ্টির সকল ভাবে স্বয়ং পরিণত হইয়া, সৃষ্টির পরিচয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন।

অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে স্পষ্টত মন্ত্র আছে, যথা;

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতং।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি নঃ॥

আভাস।

সৃষ্ট জগতে প্রাণই সৃষ্টির মূল এবং সর্ব্বস্ব ধন। আত্মস্বরূপের ক্রিয়া-মূর্ত্তিই প্রাণ। সুতরাং স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বা অন্তরীক্ষ যাবতীয় লোকই প্রাণের সাহায্যে প্রকটিত হইয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু ধরণীর রস যেমন বৃক্ষের যাবদীয় অবয়বাদি-রূপে পরিণত হইয়াও, স্বয়ং পৃথক্‌রূপে প্রত্যেক অবয়ব বা পরিণত স্কন্ধ পত্র পুষ্প এবং ফলাদির অন্তরে রস-রূপেই বিরাজ করে, সেইরূপ প্রাণন-শক্তি সৃষ্টির প্রারম্ভে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে অতি স্থূল তত্ত্ব ক্ষিত্যাদি সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বের অন্তরে হিতকারিণী এবং পুষ্টিকারিণী মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়াও পৃথক্‌ভাবে স্বকীয় প্রাণন ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন। শ্রুতি প্রার্থনা করত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হে প্রাণ! তুমিই জগৎরূপে দেখা দিতেছ! সুতরাং জগতে তুমি! এবং তোমাতে জগৎ! জননী যেমন সন্তানকে প্রতিপালন করেন, তুমিও আমাদের ন্যায় পুত্রগণকে প্রতিপালন কর! অতএব প্রাণ সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থের অন্তরে সৃষ্টি স্থিতি ও পালন-শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছে। সুতরাং মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং মন, এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারে বিচার, অভিমান এবং সংকল্পের কার্য্য পুরুষভাবে করিলেও, উক্ত তিনের আশ্রয়-শক্তি রূপে এক প্রাণই বিদ্যমান থাকিয়া সর্ব্বত্র তুল্যভাবে ক্রিয়া করিতেছে। দেহের অন্তরে অণু পরমাণু পর্য্যন্ত প্রাণের দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে; হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রাণের দ্বারা যেমন চালিত হইতেছে, এই পরিদৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য্য বা নক্ষত্র-মণ্ডল সমস্তই এক প্রাণেরই পরিণাম এবং প্রাণেরই ক্রিয়া নিরন্তর সকলের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। কেহ কার্য্য-শূন্য হইয়া, নিস্তব্ধের ন্যায় ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। বায়ু যেমন বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে, জল স্রোতস্বতীরূপে যেমন প্রবাহিত হইতেছে, আবার পৃথিবীর গর্ভেও

আভাস ।

জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ নিমেষ মধ্যে কতই ভাবান্তরের পরিচয় দিতেছে ! অনন্ত নভোমণ্ডল এক প্রাণের কল্যাণে জীবন্তের ন্যায় পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক জীবদেহে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনের একত্র সম্বাসে যে জীবিত ভাব, তাহাও প্রাণন-বৃত্তি শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা পরিলক্ষিত হইতেছে। মন অহঙ্কার এবং বুদ্ধির অস্তিত্বে জীবিত থাকার পরিচয়ই প্রাণন-বৃত্তি শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রাণের প্রবাহ থাকিলে, কেবল দেহ জীবিত, তাহা নহে; অন্তঃকরণের বিষয়-চিন্তারূপ কার্য্যও চলিতেছে, বুঝা যায়। অর্থাৎ তখনও অন্তঃকরণের বিষয়াভিমুখে গতি আছে, জানিতে হইবে। অন্তঃকরণের গতি ঊর্দ্ধমুখী অর্থাৎ বিষয়-বিমুখ হইলে, প্রাণক্রিয়ারও গতি পরিবর্ত্তিত হয়; প্রাণও বিপরীত গতিতে ক্ষণকাল কার্য্য করিয়া যেমন নিরস্ত হয়, তখন দেহও তাহার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে যাবদীয় ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। তখন দেহ মৃত বলিয়া পরিচিত হইল। যতক্ষণ অন্তঃকরণ কার্য্যকরী মূর্ত্তিতে থাকে, ততক্ষণ প্রাণের কার্য্য থাকে; এবং দেহের কার্য্যও থাকে। প্রাণের অবসানে জীবনের অবসান; এবং দেহেরও অবসান হয়। এই প্রাণই দেহাবয়ব-ভেদে বিচিত্র কার্য্য করিবার উপলক্ষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্বরূপত এক প্রাণই পঞ্চনামে কথিত হয়; যথা প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে হৃদয়, নাভি এবং চরণের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া যে বায়ু কার্য্য করে, তাহার নাম প্রাণ; কৃকাঠিকা (শিরঃসন্ধি ঘাড়) পৃষ্ঠ, পাদ পায়ু উপস্থ এবং দুই পার্শ্বকে অবলম্বন করিয়া, অপান বায়ু থাকে। সমান বায়ু হৃদয়, নাভি ও যাবদীয় সন্ধিস্থলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু মস্তক এবং ভ্রূমধ্যে উদান বায়ুর সঞ্চরণ স্থান; এবং ত্বক্ অর্থাৎ যাবদীয় দেহভাগকে আশ্রয় করিয়া, ব্যান বায়ুর ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

আভাস ।

অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় হইলে, হাস্যের বিকাশে মুখমণ্ডলে যেমন তাহা অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের বিষয়াভিমুখী ক্রিয়ার পরিচয়ে সমগ্র দেহে প্রাণের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিশেষত শ্বাস প্রশ্বাসের পরিচয়ে প্রাণন-বৃত্তির ক্রিয়া জীবিত দেহেই পরিলক্ষিত হয়। প্রাণন-ক্রিয়াই জীবিত দেহের পরিচয়। জীবনী-শক্তিই প্রাণ, যাহা রস রক্ত মাংস স্নায়ু অস্থি মজ্জা এবং শুক্রাদি যাবদীয় পদার্থকে যথাক্রমে ও যথাভাবে সঞ্চারিত করিয়া, জীবিত দেহের ব্যবস্থা করিতেছে। জড় দেহেও অতি সূক্ষ্ম, মূর্ত্তিতে এক প্রাণেরই ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রাণ অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি স্থূল পদার্থের অন্তরেও সার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকিয়া, সাধারণ ভাবে সকলের সকল কার্য্য সাধিত করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

অস্যাসাধারণীষু বৃত্তিষু ক্রমাক্রমৌ সপ্রকারাবাহ।

ক্রমঃ পৌর্ব্বাপর্য্যম্। অক্রমঃ যৌগপদ্যম্। সপ্রকারৌ উভয় প্রকারেণ সদ্ভাবস্থানঃ।

যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ ।

দৃষ্টে প্রত্যক্ষস্থলে চতুষ্টয়স্য চক্ষুরাদিবহিরিন্দ্রিয়ান্যতম-সহিতস্য তস্য অন্তঃকরণত্রয়স্য যুগপৎ একদা এব, ক্রমশঃ পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রকারেণ চ বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ নির্দ্দিষ্টা নিণীতা। অদৃষ্টে অপ্রত্যক্ষে অনুমানাদিস্থলে ত্রয়স্য মনোঽহঙ্কার-বুদ্ধি-লক্ষণান্তঃকরণস্য তথা যুগপৎ ক্রমশঃ চ তৎপূর্ব্বিকা প্রত্যক্ষ-পূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ ভবতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ।

যে কোন ইন্দ্রিয়ের বাহ্যবিষয়ের সহিত যখন সম্পর্ক

অনুবাদ ।

ঘটে, তখনই তৎসঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিরও স্ব স্ব ব্যাপার সংকল্প, অভিমান এবং নিশ্চয় করা বৃত্তি অর্থাৎ অধ্যবসায়-ব্যাপার, কখন পর পর ক্রম অনুসারে এবং কখনও বা এককালীন একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে বাহিক ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহিক বিষয়ের সম্পর্ক হইবার প্রয়োজন হয় নাই, এরূপ অনুমানাদি স্থলেও উক্ত মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির ব্যাপারও যথাক্রমে বা একত্র, এই উভয় ভাবেই হইতে অনুভব করা যায় ॥ ৩০ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

দৃষ্টে যথা, যদা সন্তমসান্ধকারে বিদ্যুৎসম্পাতমাত্রাদ্ব্যাঘ্রমভিমুখমতিসন্নিহিতং পশ্যতি তদা খল্বস্যালোচন-সঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়া যুগপদেব প্রাদুর্ভবন্তি, যতস্তত উৎপ্লুত্য তৎস্থানাদেকপদেঽপসরতি। ক্রমশশ্চ যদা মন্দালোকে প্রথমং তাবদ্বস্তুমাত্রং সম্মুগ্ধমালোচয়তি, অথ প্রণিহিতমনাঃ কর্ণান্তাকৃষ্ট-সশর-শিঞ্জিনী-মণ্ডলীকৃত-কোদণ্ডঃ প্রচণ্ডতরঃ পাটচ্চরোঽয়মিতি নিশ্চিনোতি, 'অথ চ মাং প্রত্যেতীত্যভিমন্যতে, অথাধ্যবস্যতি অপসরামীতঃ স্থানাদিতি। পরোক্ষে তু অন্তঃকরণত্রয়স্য বাহ্যেন্দ্রিয়বর্জ্জং বৃত্তিরিত্যাহ—অদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ। অন্তঃকরণত্রয়স্য যুগপৎ ক্রমেণ চ বৃত্তির্দৃষ্টপূর্ব্বিকেতি। অনুমানাগমস্মৃতয়ো হি পরোক্ষেঽর্থে দর্শনপূর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে, নান্যথা। যথা দৃষ্টে তথা অদৃষ্টেঽপীতি যোজনা। ৩০ ॥

আভাস ।

এই কারিকাতে বহিঃকরণ দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি এই সর্ব্বসমেত চারিপ্রকার উত্তরোত্তর উপলব্ধির উপায় দ্বারা জ্ঞস্বরূপ পুরুষ কোন্ প্রণালীতে যে অবগত হন, তাহারই পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। কোন বিষয়ের শ্রবণ বা দর্শন করিলেই যেন তাহার সম্যক্ প্রতীতি হইল, মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। ক্রম পর্য্যায়েই কার্য্য হইয়া থাকে।

আভাস।

অর্থাৎ প্রথমত যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপযুক্ত বিষয়ের সহিত যখন তাহার সম্পর্ক হয়, তখনই সহগামী মনের দ্বারা সেই পদার্থের জাতি, গুণ এবং আকারাদির নির্ণয়ে পদার্থের স্বরূপ নির্ণীত হয়। পরে অহঙ্কার বা অভিমানের দ্বারা তাহার উপকারিতা বা অপকারিতাদি স্বরূপের সম্পর্ক ঘটে; এবং পরক্ষণেই বিচাররূপা বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্যের নিরূপণ হয় এবং সেই ভাবটী জ্ঞস্বরূপ পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া, কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা ঘটে। জপা-সন্নিধানে স্ফটিক যেমন জপারঙ্গে রঞ্জিত প্রতীত হয়, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও বুদ্ধির ভাবে ভাবিত হইয়া, তদাকারে আপনাকে আকারিত অনুভব করেন; এবং বুদ্ধির কার্য্যকে স্বকীয় কার্য্যজ্ঞানে বুদ্ধির ক্রম-পরিণামে পরিণত অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহাদির কার্য্যেও কর্ত্তা সাজিয়া, সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে অনুভূতির পরিচয় দেন।

দেহের হস্ত পদাদি কোন স্থানে কণ্টকাদি স্পর্শ হইবা মাত্র, ত্বকে কেবল স্পর্শের অনুভূতি হইল; কিন্তু কিসের স্পর্শ? এবং কিরূপ অনুসন্ধান আসিলে পর, মন স্পর্শকে অবলম্বন করিয়া কণ্টক বলিয়া নির্ণয় করে? বা তখন দেহের কোন্ স্থানে কিরূপ বেধন অবলম্বন করিয়া অহঙ্কার যে তাহাকে নির্ণয় করিল; বা আমার চরণে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইয়াছে! এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? বলিয়া বুদ্ধিতে স্থির হইল, এবং এক্ষণে কণ্টককে উত্তোলন পূর্ব্বক চরণকে নিরাময় করা প্রয়োজন! এই অবস্থাগুলিকে বিচারের দ্বারা নিরূপণ করা প্রয়োজন। তখন বুদ্ধি স্বয়ং কিছু না করিয়া, অহঙ্কারকে কার্য্যার্থ নিয়োগ করিল; অহঙ্কার স্বীয় অঙ্গবোধে মনকে এবং চক্ষুকে তদন্ত করিতে উত্তেজিত করিল। তখন মনও চক্ষুর দ্বারা কণ্টককে নির্দ্ধারণ করত, হস্তের দ্বারা কণ্টককে উত্তোলন পূর্ব্বক নিরস্ত হইল।

অতএব বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগের পর যেমন উত্তরোত্তর মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিতে কার্য্য হইয়া, চিত্তস্থ চিদানন্দে অনুভূতি

আভাস।

ঘটে, আবার ভোগের অভিমুখে আগমন করিতে হইলেও, চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের প্রথম অবতরণ বিচাররূপা বুদ্ধিতে, বুদ্ধির অবতরণ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারের অবতরণ মনে এবং মনের অবতরণ তদুচিত ইন্দ্রিয়ে হইলে, কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই অবতরণ বা আরোহণ ব্যাপার প্রায় সময়ে সময়ে এত দ্রুত ঘটিতে পারে যে, তাহাতে যেন ক্রম-ভঙ্গ হইয়া যায়, এরূপ ধারণাও হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, ন্যায়ানুসারে ক্রম-বৃত্তি অবশ্য স্বীকার করিলেও, ক্রমের ধারণা করা অসম্ভব। দুই দিস্তা ৫০ খানি কাগজ একত্র রাখিয়া খাতা বাঁধিবার ইচ্ছায় একটী তীক্ষ্ণধার সূচিকা কাগজের উপর রাখিয়া, যদি একটী হাতুড়ির দ্বারা জোরে আঘাত করা যায়, সুচিকা সেই এক আঘাতেই ৫০খানি কাগজকেই বিদ্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু পঞ্চাশখানি কাগজ উপর্য্যু-পরি থাকিলেও এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ে অতি সামান্য ফাঁক থাকিলেও এবং সুচিকাও প্রত্যেক কাগজকে পর পর বিদ্ধ করিলেও, যেমন ক্রমের পর পর নিরূপণ করা যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির ব্যাপার পরস্পরের মধ্যে এত দ্রুত হইতে পারে যে, তাহার ক্রমের নিরূপণও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষত ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যিক বিষয়ের সম্পর্ক হইবার কালে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির কার্য্য ক্রম বিকাশে স্পষ্টত উপলব্ধ হইলেও, অতি সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন এত যুগপৎ কার্য্য হইয়া থাকে যে, তাহার ক্রম বা পর্য্যায় ধারণা করা একান্ত অসম্ভব।

প্রত্যক্ষ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের যুগপৎ ব্যাপার এবং ক্রম-ব্যাপারের সরল দৃষ্টান্ত টীকাকার নিম্নে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা ; ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ কালে ক্ষণ-প্রভার ক্ষণিক আভায় অকস্মাৎ একটী প্রচণ্ড ব্যাঘ্রকে স্বসমীপে উপনীত এবং আক্রমণে উদ্যত অবলোকন করিলে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদানে

আভাস।

পলায়ন করে, তখন তাহার আলোচন, মনন, অভিমান এবং কর্ত্তব্যাবধারণ ব্যাপার একত্রই হইয়া যায়। কিন্তু মন্দালোকে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি অনতিদূরে নয়ন-গোচর হইলে, দর্শক প্রণিহিত-মনে প্রথমত সাব্যস্ত করিল যে, কেবল মানুষ নহে, হস্তে একটী ধনুর্ব্বাণও লক্ষীকৃত আছে; পরক্ষণে নিজের অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আত্মাভিমানের উদয় হইল; এবং এইস্থান হইতে পলায়ন করাই আমার কর্ত্তব্য বোধে যখন তাহার নিশ্চয় হইল; তখনই সে ব্যক্তি অন্যত্র পলায়ন করে। ইহাই অন্তঃকরণের ক্রম-বৃত্তির পরিচয়।

কেবল প্রত্যক্ষস্থলেই যে যুগপৎ এবং ক্রম বৃত্তির পরিচয় হয়, এমত নহে; কেবল অন্তঃকরণ-ত্রয়েরও যুগপৎ এবং ক্রম-বৃত্তিও এইরূপ হইয়া থাকে। সে স্থলে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আপাতত না হইলেও, পূর্ব্বে হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অনুমান, আগম বা স্মৃতি কখন পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থের সম্বন্ধ ব্যতীত হয় না। পূর্ব্বে যে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সকল বিষয়েরই আশ্রয়ে আগম, অনুমান এবং স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে॥ ৩০॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বহিঃকরণ ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ত্রিবিধ অন্তঃকরণ এই চারিপ্রকারই বিষয়-গ্রহণের উপায়; এবং ছায়ার আকারে বিষয় এই চারিপ্রকার করণেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বিশেষত মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিতে লব্ধ বিষয়-সমূহের ছায়া সংস্কারবেশে প্রায় স্থায়ীভাবেই বিদ্যমান থাকে; তখন বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগকালে অপর অন্তঃকরণত্রয় একমতে যে সকলে তত্তদ্বিষয়ের ব্যাপারেই বৃত্তিবিশিষ্ট হইবে, তাহার কারণ কি? পরস্পরে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় বৃত্তি-বিশিষ্ট হইতেওত পারে; অর্থাৎ পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়া, স্বীয় সংগৃহীত ভাবেই নিমগ্ন থাকিতে পারে। এতদুত্তরে পরবর্ত্তী করিকার সমাবেশ হইয়াছে যথা,—

অর্থাৎ বিষয়ের আকর্ষণ-শক্তির অপেক্ষা পুরুষার্থের বল অধিক।

আভাস ।

পুরুষার্থের অনুরোধে বিষয়াভিমুখে করণগ্রামের অগ্রসরতা বা বিষয়-গ্রহণের প্রবৃত্তি ঘটে । বিষয়-গ্রহণ করাই মূল উদ্দেশ্য নহে ।

স্যাদেতৎ চতুর্ণাং ত্রয়াণাং বা বৃত্তয়ো ন তাবন্মাত্রাধীনাঃ তেষাং সদা-স্তনত্বেন বৃত্তীনাং সদোৎপাদপ্রসঙ্গাৎ । আকস্মিকত্বে তু বৃত্তিসঙ্কর-প্রসঙ্গো নিয়ম-হেতোরভাবাদিত্যত আহ ।

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্ ।
পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ ।

পরস্পরাকূতহেতুকাং (পরস্পরস্য অন্যোন্যস্য আকূতং অভিপ্রায়ঃ উদ্যমঃ এব হেতুঃ কারণং যস্যাঃ তাং (স্বাং স্বকীয়াং স্বাং স্বকীয়াং বৃত্তিং ব্যাপারং করণানি প্রতিপদ্যন্তে লভন্তে । তৎপ্রতিপাদনে হেতুঃ কারণং পুরুষার্থঃ (পুরুষস্য ভোগাপবর্গরূপঃ অর্থঃ) এব । ন কেনচিৎ অন্যেন কারণেন করণং কার্য্যতে প্রবর্ত্ত্যতে ॥৩১ ॥

অনুবাদ ।

করণ-সমূহের মধ্যে পরস্পরের কার্য্যোদ্‌যোগই পরস্পরের অন্তরে ব্যাপার বা বৃত্তি ঘটাইবার কারণ ; এবং পুরুষার্থই এই উদ্‌যোগের একমাত্র হেতু ; এতদ্ব্যতীত করণ-সমূহের কার্য্যার্থ উদ্‌যোগের অন্য কোন পৃথক্ কারণ নাই ॥ ৩১ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

করণানীতি শেষঃ । যথা হি বহবঃ পুরুষাঃ শাক্তীক-যাষ্টীক-ধনুষ্ক-কার্পা-ণিকাঃ কৃতসঙ্কেতাঃ পরাবস্কন্দায় প্রবৃত্তাঃ, তত্রান্যতমস্যাকূতমবগম্যান্যতমঃ প্রব-র্ত্ততে, প্রবর্ত্তমানশ্চ শাক্তীকঃ শক্তিমেবাদত্তে ন তু যষ্ট্যাদিকম্, এবং যাষ্টী-কোঽপি যষ্টীমেব ন শক্ত্যাদিকম্ ; তথান্যতমস্য করণস্যাকূতাৎ স্বকার্য্য-করণাভিমুখ্যাদন্যতমং করণং প্রবর্ত্ততে, তৎপ্রবৃত্তেশ্চ হেতুমত্ত্বান্ন বৃত্তিসঙ্কর ইত্যুক্তং স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে ইতি ।

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ যাষ্টীকাদয় শ্চেতনত্বাৎ পরস্পরাকূতমবগম্য প্রবর্ত্তন্তে ইতি যুক্তম্‌, করণানি ত্বচেতনানি তস্মান্নৈবং প্রবর্ত্তিতুমুৎসহন্তে ; তেনৈষামধিষ্ঠাত্রা করণানাং স্বরূপ-সামর্থ্যোপযোগাভিজ্ঞেন ভবিতব্যমত আহ পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণমিতি, ভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থ এবানাগতাবস্থঃ প্রবর্ত্তয়তি করণানি। কৃতমত্র তৎস্বরূপাভিজ্ঞেন কর্ত্রা। এতচ্চ বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তম্‌ (৫৭শ কা) ইত্যত্রোপপাদয়িষ্যতে ॥ ৩১ ॥

আভাস।

ভোগের দ্বারা অপবর্গ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারই যখন পরম পুরুষার্থ, তখন আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায়েই ভোগ, ভোগোপকরণ করণগ্রাম এবং ভোগায়তন দেহ।

একবিংশ কারিকাতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পঙ্গু এবং অন্ধ পরস্পরে মিলিত হইলে যেমন কার্য্যের সমাবেশ হয়, সেইরূপ চিৎ-জড়ের সংযোগেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ মিলনের প্রয়োজন কি ? জিজ্ঞাস্য করিলে, উত্তরে উপদেশ পাওয়া হইয়াছে যে, পরস্পরের স্বকীয় আত্মপরিচয়-লাভই সংযোগের হেতু। নিভৃতে নিষ্কর্ম্মর ন্যায় সুস্থভাবে অবস্থান করিলে, নিজের স্বরূপও নিজে বুঝিতে পারা যায় না। কাষ্ঠের সংসর্গ লাভ না করিলে, অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তির পরিচয় হয় না ; স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসার-ধর্ম্ম না করিলে, যেমন নিজের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বা সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা প্রকৃতি নিশ্চেষ্টভাবে পরস্পরে নিঃসম্পর্কে বিদ্যমান থাকিলে, পরস্পরের যোগ্যতার পরিচয় পরস্পরে পাইতেন না। সুতরাং উভয়ের থাকা, না থাকার মধ্যেই গণনীয় হইত। আত্ম-পরিচয় পাওয়াই সকলের স্বভাব। স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কখন থাকিতে পারে না। অতএব আমি কিরূপ, এইটীকে জানিবার জন্যই জ্ঞস্বরূপ পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গ করা। প্রকৃতির সঙ্গ করিয়া, তাহার অন্তরঙ্গ

আভাস ।

যাবদীয় ভাবের উপলব্ধি করিয়া, উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা যখন উপলব্ধ হয়, তখনই উপলব্ধির বিষয় উপেক্ষা করত, নিজের উপলব্ধি ভাবকে যখন মানব অবধারণ করেন, তখনই স্বকীয় জ্ঞস্বরূপের অবধারণ করা হয় ; এবং তখনই চৈতন্যস্বরূপের অপবর্গ-লাভ হইল । প্রকৃতিরও অপবর্গ ; অর্থাৎ কার্য্যের সমাপ্তি হইল । কারণ তাঁহার কি যোগ্যতা আছে, তাহা কেহ পরীক্ষা না করিলে, তাঁহারও উদ্যমের সাঙ্গ হয় না । অতএব সংযোগই ভোগ ; এবং ভোগোত্থ জ্ঞানই আত্মপরিতোষ বা অপবর্গ ; অর্থাৎ মুক্তি । এই ভোগ এবং অপবর্গ-ভাব ধারাবাহিক মূর্ত্তিতে সৃষ্টির প্রতি পর্য্যায়েই বিরাজ করিতেছে । আমরা জীব জন্তু মানব এবং খেচরাদি যাবদীয় জীব-জগতের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে, স্পষ্টত অবধারণ করিতে পারি যে, কেবল শান্তিলাভের জন্য সকলে কর্ম্ম করিতেছে এবং কর্ম্মের অবসানে শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছে । এই শান্তি কি ? জিজ্ঞাসা করিলে, প্রণিহিত-মনে অবধারণ করিতে পারিব, যে, নিজের যোগ্যতার পরিচয়ে তুষ্ট হওয়াই, এক মাত্র লক্ষ্য । অবশ্য ইহাকেও পরমা শান্তি বলা যায় না । কারণ যাহার যোগ্যতা, সে তখনও ভ্রমান্ধ ; সুতরাং মলিন জ্ঞরই যোগ্যতা সংসারাশ্রমে উপলব্ধ হয় । প্রকৃষ্ট নির্ম্মল জ্ঞর যোগ্যতা বা স্বরূপের সাক্ষাৎকার যত দিন না ঘটে, তত দিন কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে । কর্ম্মের নামই সংযোগ বা সম্পর্ক-স্থাপন । আমরা পুত্র মিত্র বা ভৃত্যাদির সংসর্গ করিয়া, আত্মপরিচয় লাভের চেষ্টা করি ; এবং পরিচয় অর্থাৎ যোগ্যতা বুঝিলেই নিবৃত্ত হই ; সেইরূপ প্রকৃতির সংসর্গ লাভে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ স্বকীয় জ্ঞভাবের অবধারণে তিনি যেমন নিবৃত্ত হইলেন, মহামায়া প্রকৃতিও নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে পরিতুষ্ট, অর্থাৎ উদ্বেগ-শূন্যা হইলেন ।

পুরুষার্থের উপলক্ষেই সৃষ্টি ; ভোগ এবং অপবর্গই পুরুষার্থের প্রকৃত মূর্ত্তি । অপবর্গ বা আত্মসাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ ভোগের উপর

আভাস।

নির্ভর করে। ভোগ নির্ভর করে, করণগ্রামের উপর ; করণগ্রাম নির্ভর করে, ভোগায়তন দেহের উপর ; এবং দেহের প্রয়োজনও সাধিত হয়, ভোগের দ্বারা। সুতরাং আমরা সকলে ভোগেরই সংগ্রহ করি। কারণ আমরা অজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ অন্ধ। জ্ঞানী কিন্তু বুঝেন, ভোগায়তন দেহের অন্তরে যে সকল অভাব থাকে, তাহারই অনুরোধে কেবল ভোগের আদর। দেহের প্রয়োজন না হইলে, অনন্ত ভোগ্য পদার্থেরও কোন মূল্য নাই। বরং তাহারা তখন নিরর্থক কেবল ভার-স্বরূপ হয়। ভোগায়তন দেহও কিছু নহে ; প্রারব্ধের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল ভোগের প্রয়োজন দেহের মধ্যে উদিত হয়, তাহাতেই ভোগের স্পৃহা জন্মে ; সেই সকল ভোগের অনুরোধেই করণগ্রামের উদ্‌যোগ আরম্ভ হয় এবং তাহার সংগ্রহার্থ তাহারা একবার বহির্দ্দেশে বিষয়ের অভিমুখে, পুনরায় জ্ঞর সমীপে প্রদানের উপলক্ষে, বারংবার যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে করণ-গ্রামের নিজের কোন ইষ্টাপত্তি নাই। ভৃত্য যেমন প্রভুর প্রয়োজনে ভোজন-দ্রব্য সংগ্রহ করে, নিজের উদর-পূর্ত্তির কারণে নহে, সেইরূপ করণ-গ্রামও স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহের দ্বারা প্রভু-স্বরূপ পুরুষের সমীপে প্রকৃতির পরিণত ভাব-সমূহের সমর্পণের দ্বারা পুরুষার্থের সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং করন-গ্রামেরও স্ব স্ব কার্য্যে কোন বিভ্রাটের সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত মহারাজের ইঙ্গিত অবগত হইবা মাত্র, সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া, নিম্নতম যাবতীয় সৈন্যকুল স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, রাজকার্য্য সম্পাদন করে ; তৎকালে যে সৈন্যদল যে কার্য্যের অধিকারী, সে সেই কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত হয়, তখন আর বিশেষ বিচারের প্রয়োজন করে না। অর্থাৎ যে কৃপাণে অভ্যস্ত, সে কৃপাণ গ্রহণে, যে গোলন্দাজ, সে কামান গ্রহণে, যে বন্দুকে অভ্যস্ত, সে বন্দুক গ্রহণে, এইরূপ যে যাহাতে অভ্যস্ত সে সেই অস্ত্র গ্রহণে রাজকার্য্য সমাধা করে ; তাহাতে নিজেদের বিচার বা

আভাস ।

সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন বা অবসর থাকে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিরূপ করণগ্রাম এক বুদ্ধি-রূপ করণপতির উদ্‌যোগ হইবা মাত্র, অন্যান্য করণগ্রামেরও কার্য্যোদ্‌-যোগ আরম্ভ হয়। তাহাতে পরস্পরের বৃত্তি-সাংকর্য্যের অবসর বা সম্ভাবনা ঘটে না। রাজকার্য্যের ন্যায়, পুরুষার্থই করণগ্রামের প্রবৃত্তির কারণ ॥ ৩১ ॥

করণ-সমূহের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যে-কের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সুতরাং কার্য্য-স্বরূপের বর্ণনার্থ পরবর্ত্তী কারিকার সন্নিবেশ হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী ।

ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণমিত্যুক্তং তত্র করণং বিভজতে ।

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্ ।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ ।

করণং ত্রয়োদশবিধং (ইন্দ্রিয়াণি দশ, বুদ্ধ্যহঙ্কার-মনাংসি চ ইতি) ত্রয়োদশ প্রকারং, তৎ আহরণ ধারণ-প্রকাশকরং (কর্ম্মেন্দ্রিয়ং আহরণকরং, অন্তঃকরণং ধারণকরং, জ্ঞানেন্দ্রিয়ং প্রকাশকরং(তস্য করণস্য কার্য্যং অপি দশধা হার্য্যং, দশধা ধার্য্যং, দশধা প্রকাশ্যং চ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ।

বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া করণ মোট ত্রয়োদশ প্রকার। ইহাদের কার্য্যও ত্রিবিধ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য আহরণ করা, অন্তঃকরণের কার্য্য ধারণ করা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রকাশ করা। ইহাদের প্রত্যেকের বিষয়ও দশ প্রকার; অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ ভেদে মোট পাঁচটী বিষয় হইলেও, স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভেদে তাহারাও দশ প্রকার হওয়ায়, করণ-গ্রামের এই দশটীর উপরই অধিকার আছে। সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আহরণের বিষয় দশটী, অন্তরিন্দ্রিয়ের ধারণের বিষয়ও দশটী এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকা-শের বিষয়ও দশটী ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

করণং ত্রয়োদশবিধমিন্দ্রিয়াণ্যেকাদশ বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চেতি ত্রয়োদশপ্রকারং করণং, কারকবিশেষঃ করণম্। ন চ ব্যাপারাবেশং বিনা কারকত্বমিতি ব্যাপারা-বেশমাহ তদাহরণ-ধারণ-প্রকাশকরং; যথাযথং তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীন্যা হরন্তি যথাস্বমুপাদদতে স্বব্যাপারেণ ব্যাপ্নুবন্তীতি যাবৎ, বুদ্ধ্যহঙ্কারমনাংসি তু স্ববৃত্ত্যা প্রাণাদিলক্ষণয়া ধারয়ন্তি, বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রকাশয়ন্তি। আহরণ-ধারণাদি-ক্রিয়াণাং সকর্ম্মকতয়া কিং কর্ম্ম, কতিবিধঞ্চেত্যত আহ—কার্য্যঞ্চ তস্যেতি। তস্য ত্রয়োদশবিধস্য করণস্য দশধা আহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ কার্য্যম্। আহার্য্যং ব্যাপ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং, বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ যথাযথং ব্যাপ্যাঃ, তে চ যথাযথঃ দিব্যাদিব্যতয়া দশ ইত্যাহার্য্যং দশধা। এবং ধার্য্যম্ অপ্যন্তঃকরণ-ত্রয়স্য প্রাণাদিলক্ষণয়া বৃত্ত্যা শরীরং; তচ্চ পার্থিবাদি পাঞ্চভৌতিকং, শব্দাদীনাং পঞ্চানাং সমূহঃ পৃথিবীতি, তে চ পঞ্চ দিব্যাদিব্যতয়া দশেতি ধার্য্যমপি দশধা। এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা যথাযথং ব্যাপ্যাঃ, তে চ যথাযথং দিব্যাদিব্যতয়া দশেতি প্রকাশ্যমপি দশধেতি। ৩২ ॥

আভাস।

জীবদেহ বা পরিদৃশ্যমান জাগতিক পদার্থ সমস্তই পঞ্চভূতময়; তবে যে অবয়বে যে তত্ত্বের আধিক্য, সেটী সেই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু বা আকাশ কেহই সম্পূর্ণ একটী পৃথক্ তত্ত্ব নহে; পঞ্চ মহাভূতের মিলিত অবস্থা-তেই ইহারা বিকসিত হইয়াছে; তবে যাহাতে যাহার আধিক্য সে সেই নামেই অভিহিত হইয়াছে। অতএব জীবদেহ বা জড়দেহ বাহ্যদৃষ্টিতে স্থূল ক্ষিতিজাতীয় বলিয়া প্রতীত হইলেও, তদন্তরে পঞ্চ মহাভূতেরই ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে মিলনও অবশ্য আছে। আমাদের দেহের উপরিভাগে মৃত্তিকা-জাতীয় অংশের আধিক্য পরিদৃষ্ট হইলেও রস, তেজ, বায়ু ও আকাশের অংশ যে তদন্তরে আছে, তাহা যথেষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। জড়দেহ লতা পাদপাদিতেও অতি কঠোর ক্ষিতির অংশ বাহিরে পরিদৃষ্ট হইলেও, অন্তরে

আভাস।

রসাদির সঞ্চার যথেষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই পঞ্চ মহাভূতের তত্তদ্ভাবে পরিণত হইবার শক্তি বা উপকরণ মূর্ত্তিতে পঞ্চ সূক্ষ্মতত্ত্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রও যে তদন্তরে আছে, সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই। নতুবা পুষ্টির অভাবে ইহারা ক্ষীণ হইয়া, অন্তর্হিত হইত। অতএব পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভাগই করণের যে গ্রাহ্য, তাহাই গ্রন্থকর্ত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। একটী সর্পকে ফণা উত্তোলনে দণ্ডায়মান দেখিলে, চক্ষু যে কেবল তাহার স্থূল কলেবরটী মাত্র দেখিল, তাহা নহে; শক্তিরূপ সূক্ষ্ম কলেবর যে, সেই কলেবরকে ফণার বিস্তারে উত্তেজিত করিয়াছে, সেটীও তাহার নয়নগোচর হইল। তবে স্থূল কলেবরের মত নহে; তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে সূক্ষ্মটীই নয়ন-গোচর হইল, স্থূলের আশ্রয়ে মাত্র। নতুবা ভীত হইতাম না। সুতরাং স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে শব্দাদির উভয় তত্ত্বকেই করণগ্রাম গ্রহণ করিতে পারে।

এক্ষণে কর্ম্মেন্দ্রিয় আহরণ করে, বলা হইয়াছে। সেস্থলে আমাদের বাগিন্দ্রিয় আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যে শব্দশক্তি সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, প্রাণন-শক্তিকে নিরুদ্ধ করিবা মাত্র, উক্ত শব্দ-শক্তি তখন দেহকার্য্য করিতে বিরত হইল; তখন সেই সূক্ষ্ম তন্মাত্র শব্দশক্তিকে আহরণ করত, স্ফোটরূপ স্থূল শব্দকে সংগ্রহ করিল; যাহার পরিচয়ে ধ্বনির বিকাশ হয়। সমগ্র দেহে যে সূক্ষ্ম স্পর্শ-শক্তি দেহের অণু পরমাণুতে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, তাহাকে একমুখী করাইয়া দেহের উপরিভাগে যেখানে সংগ্রহ বা আহরণ করা হয়, তখনই আমরা পাণীন্দ্রিয়ের দ্বারা অপরকে স্পর্শ করিবার উপলক্ষে তাহা প্রদান করিয়া থাকি। ঐরূপ রজোগুণাত্মক তেজঃশক্তিকে একমুখী করিয়া যখনই চরণে আহরণ করি, তখনই আমাদের পাদ ইন্দ্রিয়ে বলের সঞ্চারে গমন ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। সমগ্র দেহের অভ্যন্তর হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় যখন দেহের অনিষ্টকারী মূত্র পুরীষ প্রভৃতি

আভাষ।

কুৎসিত পদার্থকে আহরণ করে, তখনই আমাদের দেহ হইতে ঘর্ম্ম এবং মল মূত্রাদি বাহিরে নির্গত হয়।

দধি মন্থনে যেমন নবনীর সংগ্রহ করা হয়, সেইরূপ মৈথুন ব্যাপারের দ্বারা সমগ্র দেহের মন্থনে বীর্য্যকে আহরণ করত একমুখী করিয়া একটী ছিদ্র বিশেষের দ্বারা নারীগর্ভে সিঞ্চন করার শক্তিকে উপস্থেন্দ্রিয় নামে শাস্ত্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ই পঞ্চ আহরণ-শক্তি। তাহারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বকে এবং তাহাদের স্থূল ভাবকে অভ্যন্তর হইতে আহরণ করত, বাহিরে বিসর্জ্জন করে; এই কর্ম্মের অনুরোধে তাহাদিগের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। এবং প্রধানত যে ছিদ্র বা দেহাবয়বের দ্বারা তাহারা প্রত্যেকে অভিব্যক্ত হয়, সেই অবয়বই উক্ত বাক্, পাণি পাদ পায়ু এবং উপস্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির দ্বারা যখন স্রাব নির্গত হয়, তখনও উহারা পায়ু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে, জানিতে হইবে। তবে প্রাধান্যভাবে নহে; এই মাত্র বিশেষ।

কর্ম্মেন্দ্রিয় যেমন দেহের অভ্যন্তর হইতে আহরণ করিয়া পঞ্চ বিষয়কে বাহিরে নির্গত করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও তৎপ্রতিরূপে বাহ্য বিষয়কে সংগ্রহ করিয়া ভিতরে অন্তঃকরণে সমর্পণ করিতেছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণপ্রধান; সুতরাং স্বচ্ছ দর্পণে যেমন নিকটবর্ত্তী পদার্থ-সমূহের ছায়া প্রতিবিম্বাকারে নিপতিত হয়, সেইরূপ স্বচ্ছ সত্ত্বপ্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বক্ষে তাহারই অনুরূপ বিষয়ের মূর্ত্তিও বিম্বাকারে প্রতিফলিত হয়; এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই প্রতিবিম্ব লইয়া অন্তঃকরণের সমীপে প্রদানে বাহ্যিক ভাবের প্রকাশ-সাধন করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের আনীত বিষয়কে অন্তঃকরণ অন্তরে ধারণ করিয়া রাখে; এবং একবার যে বিষয়ের ছায়া হৃদয়ে তুলিয়া লওয়া হয়, সহজে তাহার ভুল হয় না। আবার

আভাস ।

তাজ-মহল চক্ষুর সাহায্যে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে; এখনও তাহা অন্তরে সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়াছে। অধিক কি! অন্তঃকরণে বিষয়ের ধারণাই সংস্কার-মূর্ত্তিতে জন্মান্তরেরও কারণ যে হয়, তাহা পরে অভিব্যক্ত করা হইবে ।

এই কারিকায় টীকাকারের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার আহরণ করা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার প্রকাশ করা অর্থটী কিছু কষ্টে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পরিবর্ত্তন করিলে, বোধ হয় অনেক সুগম হয়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ নামক জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহিক ক্ষিত্যাদি পদার্থ সমূহকে সংগ্রহ বা আহরণ করিয়া অন্তঃকরণকে প্রদান করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আভ্যন্তরিক শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ পদার্থকে অন্তর হইতে বাহিরে নির্গমনের উপলক্ষে প্রকাশ করে বলিলে, আমাদের ন্যায় সাধারণের হৃদয়ে অর্থটী সরল হইয়া যায়। অবশ্য উভয় ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতেছে; কিন্তু কে বাহিরে প্রকাশ করিতেছে এবং কোন্ ইন্দ্রিয় বাহির হইতে আহরণ করিতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠক আপন হৃদয়ে অবধারণ করিয়া লইবেন! মূল গ্রন্থকর্ত্তার তাহাতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ কারিকায় তাহার নামোল্লেখ নাই। তিনি কেবল আহরণ, ধারণ এবং প্রকাশ কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন; কোন্ ব্যাপার কাহার, তাহার পৃথক্ভাবে নির্ণয় করেন নাই ॥ ৩২ ॥

এই ত্রয়োদশ করণের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ এবং দেশ, কাল ও পত্রানুসারে বিভাগের পদ্ধতি পরবর্ত্তী কারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

তত্ত্বকৌমুদী।

ত্রয়োদশবিধকরণেষ্বন্তরবিভাগং করোতি।

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং ।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালং আভ্যন্তরং করণং ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ ।

অন্তঃকরণং (আভ্যন্তর-বৃত্তিত্বাৎ) ত্রিবিধং (বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ মনশ্চ ইতি) জ্ঞান-কর্ম্মভেদেন দশধা বাহ্যং করণং ; ত্রয়স্য অন্তঃকরণত্রয়স্য বিষয়াখ্যং । বাহ্যং করণং সাম্প্রতকালং বর্ত্তমান-বিষয়কং ; আভ্যন্তরং অন্তঃকরণং তু ত্রিকালং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-বিষয়কং এব । ৩৩ ।

অনুবাদ ।

মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিভেদে অন্তঃকরণ তিন প্রকার । এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ই এই অন্তঃকরণ ত্রয়ের বিষয় ; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের আনীত বিষয়কে অন্তঃকরণ গ্রহণ করে । কারণ অন্তঃকরণ স্বাধীন ভাবে বাহ্য বিষয়কে গ্রহণে সমর্থ হয় না । ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়কে অন্তঃকরণ সমীপে বহনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে । বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গণ কেবল উপস্থিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিতে পারে ; অন্তরিন্দ্রিয়ের সমীপে কিন্তু অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান বিষয় সমূহের ভাব তুল্যভাবে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং বুদ্ধিরহঙ্কারো মন ইতি । শরীরাভ্যন্তরবৃত্তিত্বাদন্তঃকরণম্ । দশধা বাহ্যমিন্দ্রিয়ং ত্রয়স্যান্তঃকরণস্য বিষয়াখ্যং বিষয়মাখ্যাতি বিষয়সঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়েষু কর্ত্তব্যেষু দ্বারীভবতি । তত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যালোচনেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু যথাস্বং ব্যাপারেণ । বাহ্যান্তরয়োঃ করণয়োর্ব্বিশেষান্তরমাহ সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্ । সাম্প্রতকালং বর্ত্তমানকালং বাহ্যমিন্দ্রিয়ং । বর্ত্তমান-সমীপমনাগতমতীতমপি বর্ত্তমানম্, অতো বাগপি বর্ত্তমানকালবিষয়া ভবতি ।

ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণং তদ্‌যথা নদীপূরভেদাদভূদ্‌বৃষ্টিঃ, অস্তি ধূমাদগ্নিরত্র নগনিকুঞ্জে । অসত্যুপঘাতকে পিপীলিকাণ্ডসঞ্চরণাদ্ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি, তদনুরূপাঃ

তত্ত্বকৌমুদী ।

সঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়া ভবন্তি । কালশ্চ বৈশেষিকাভিমত একো ন অনাগতা-দিব্যবহারভেদং প্রবর্ত্তয়িতুমর্হতীতি । তস্মাদয়ং যৈরুপাধিভেদৈরনাগতাদিভেদং প্রতিপদ্যতে সন্তু ত এবোপাধয়োহনাগতাদিব্যবহারহেতব: কৃতমত্রান্তর্গড়ুনা কালেনেতি সাংখ্যাচার্য্যাঃ । তস্মান্ন কালরূপতত্ত্বান্তরাভ্যুপগম ইতি ॥ ৩৩ ॥

আভাস ।

ইন্দ্রিয়ের আনীত বিষয়ই অন্তঃকরণ গ্রহণ করিয়া পুরুষ সন্নিধানে প্রদর্শন করায় ; নিজেরা স্বাধীন ভাবে বাহ্য বস্তুকে বিষয়-রূপে গ্রহণ করিতে পারে না । বিষয়-সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ই অন্তঃ-করণের বিষয় । তবে ইন্দ্রিয়গণ কেবল উপস্থিত বা বর্ত্তমান বিষয়কেই গ্রহণে অধিকারী ! অন্তঃকরণ সমীপে অতীত বা অনাগত বিষ-য়ের ছায়া বর্ত্তমানের ন্যায় চির বিদ্যমান থাকে । সম্প্রতি বিধবা গর্ভিণী রমণীকে দর্শন করিয়া, তদীয় আত্মীয়ও স্বজনগণের হৃদয়ে মৃত জামাতা, বর্ত্তমান কন্যা এবং তাহার গর্ভস্থ ভাবী সন্তান এই তিনটীরই ভাব বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরূক থাকে । 'বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি ধূম দর্শনে পর্ব্বতে অগ্নির অবস্থিতি এবং বিনা উপদ্রবে পিপীলিকার অণ্ড-সঞ্চারণ ব্যাপার দর্শনে ভবিষ্যতে বৃষ্টির জ্ঞান, এই তিনটী ভাবই হৃদয়ে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতীত হয় ।

সাংখ্যাচার্য্য কালের আর অতীত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ভেদে বিভাগ করেন নাই । ক্রিয়ার দ্বারাই কালের অতীতাদি ভাবের নিরূপণ হয় । কালের স্বরূপত কোন ভেদ নাই । তিনি কালকে অখণ্ড দণ্ডায়মান কোন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই । চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহের সঞ্চরণ রূপ ক্রিয়ার উপলক্ষেই কালের কল্পনা হইয়া থাকে ; এই মাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । অতএব কারিকাতে যে ত্রিকালং বলিয়া কালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সে কেবল ক্রিয়ার ফলে মাত্র ; এইরূপ বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় সমাধান করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের বর্ত্তমান বিষয়ের উপরই আধিপত্য আছে স্বীকার করা হইয়াছে; এক্ষণে কোন্ ইন্দ্রিয়ের কিরূপ বিষয়-গ্রহণের সামর্থ্য আছে, তাহাই পরবর্ত্তী কারিকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

সাম্প্রতকালানাং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ং বিবেচয়তি।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি।
বাগ্ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।

তেষাং দশানাং মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি (বিশেষাঃ স্থূলাঃ অবিশেষাঃ সূক্ষ্মাঃ বিষয়াঃ এব গ্রাহ্যাঃ যেষাং তানি) তথা ভবন্তি। কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু মধ্যে বাক্ শব্দ-বিষয়া স্থূল-শব্দবিষয়া ভবতি; শেষাণি হস্তাদীনি পঞ্চবিষয়াণি পঞ্চভূতাত্মক-বিষয়াণি ভবন্তি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ই কেবল স্থূল মহাভূত এবং সূক্ষ্ম তন্মাত্র এই উভয় জাতীয় গ্রহণে সমর্থ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগেন্দ্রিয় কেবল স্থূল শব্দশক্তির উপর ব্যাপার করে; বাকী হস্ত, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ যাহার উপর ব্যাপার করে, তাহারা সকলেই পঞ্চভূতময় ॥৩৪॥

তত্ত্বকৌমুদী।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং দশানামিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে পঞ্চ, বিশেষাবিশেষবিষয়াণি। বিশেষাঃ স্থূলাঃ শব্দাদয়ঃ শান্তঘোরমূঢ়াঃ পৃথিব্যাদিরূপাঃ, অবিশেষাস্তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মাঃ শব্দাদয়ঃ। মাত্রগ্রহণেন ভূতভাবমপাকরোতি। বিশেষাশ্চাবিশেষাশ্চ বিশেষাবিশেষাস্ত এব বিষয়া যেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং তানি তথোক্তানি।

তত্রোর্দ্ধস্রোতসাং যোগিনাঞ্চ শ্রোত্রং শব্দতন্মাত্রবিষয়ং স্থূলশব্দবিষয়ঞ্চ। অস্মদাদীনান্তু স্থূলশব্দবিষয়মেব। এবং তেষাং ত্বক্ স্থূল সূক্ষ্মস্পর্শবিষয়া অস্মদাদীনান্তু স্থূলস্পর্শবিষয়ৈব। এবং চক্ষুরাদয়োঽপি তেষামস্মদাদীনাঞ্চ রূপাদিষু সূক্ষ্ম-স্থূলেষু দ্রষ্টব্যাঃ। এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু মধ্যে বাগ্ ভবতি শব্দবিষয়া স্থূলশব্দবিষয়া

তত্ত্বকৌমুদী।

তদ্ধেতুত্বাৎ ন তু শব্দতন্মাত্রস্য হেতুঃ, তস্যাহঙ্কারিকত্বেন বাগিন্দ্রিয়েণ সহৈক-কারণকত্বাৎ। শেষাণি তু চত্বারি পায়ূপস্থপাণিপাদাখ্যানি পঞ্চবিষয়াণি পাণ্যাদ্যাহার্য্যাণাং ঘটাদীনাং পঞ্চশব্দাদ্যাত্মকত্বাদিতি ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

এই কারিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশত তন্মাত্র এবং মহাভূত এই উভয় তত্ত্বই তাহারা গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ভোগীর ইন্দ্রিয় পারে না। ভোগের উপলক্ষে তাহারা মলিন। যোগীর ইন্দ্রিয়, কিন্তু সিদ্ধপুরুষ বা দেবযোনিরও দর্শনে সমর্থ হয়। এ মালিন্য কেবল ইন্দ্রিয়ের নহে। ভোগের অনুরোধে অন্তঃকরণও মলিন হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগিন্দ্রিয়; সেই কেবল স্থূল শব্দ গ্রহণে সমর্থ। অবশিষ্ট পাণি পাদ, পায়ু এবং উপস্থ একত্রীভূত পঞ্চমহাভূতকে তাহাদের বিষয়-রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম তন্মাত্রের দ্বারা কিন্তু যাবদীয় মহাভূতময় ব্যাপার হইতেছে। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মা উর্ব্বরা শক্তি ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া যেমন স্থূল বৃক্ষাদির মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রও ক্রমশ পরিণত হইয়া, এই স্থূল দেহ এবং তাহার বিষয় এই স্থূল জগৎ পরিণত পরিদৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

ত্রয়োদশ করণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্যে এবং পরস্পরের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য ভাবের পরিচয়ে পরবর্ত্তী কারিকার সন্নিবেশ হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

সাম্প্রতং ত্রয়োদশসু করণেষু কেষাঞ্চিৎ গুণভাবং কেষাঞ্চিৎ প্রধানভাবং সহেতুকমাহ।

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

সান্তঃকরণা মনোঽহঙ্কারসহিতা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ যস্মাৎ সর্ব্বং বিষয়ং অবগাহতে অধ্যবস্যতি নিশ্চিনোতি, তস্মাৎ ত্রিবিধং মনোঽহঙ্কার-বুদ্ধিরূপং

অন্বয়ঃ।

করণং এব দ্বারি প্রধানং; শেষাণি ইন্দ্রিয়াণি তু দ্বারাণি অন্তঃকরণস্য বিষয়-গ্রহণে সাধনানি অপ্রধানানি এব ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

মন এবং অহঙ্কার-সমন্বিতা বুদ্ধিই প্রকৃত যাবদীয় বিষয়ের ধারণার দ্বারা পুরুষের উপলব্ধির সাহায্য করে; সুতরাং জ্ঞানাভাবে অন্তঃকরণই প্রধান দ্বারস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণ স্থূল বিষয়ের মূর্ত্তি বহন করিয়া, অন্তঃকরণকে প্রদান করে; সুতরাং ইহারা অন্তঃকরণের দ্বারস্থানীয় ও অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ॥৩৫॥

তত্ত্বকৌমুদী।

দ্বারি প্রধানং। শেষাণি করণানি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি দ্বারাণি, তৈরুপনীতং সর্ব্বং বিষয়ং সমনোঽহঙ্কারা বুদ্ধি র্যস্মাদবগাহতে অধ্যবস্যতি তস্মাদ্বাহ্যেন্দ্রিয়াণি দ্বারাণি দ্বারবতী চ সান্তঃকরণা বুদ্ধিরিতি ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

অগ্নি-সংযোগে গালিত স্বর্ণ বা লৌহ যেমন নালিকা সহকারে ছাঁচে পতিত হইবামাত্র তত্রস্থ পুত্তলিকাদির আকারে আকারিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যোপহিত চিত্তের বৃত্তি ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার দ্বারা প্রবাহিত হইয়া, বিষয়ের উপর নিপতিত হয় এবং বিষয়ের আকারে স্বয়ং আকারিত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বর্ত্তিনী বুদ্ধির সমীপে উপনীত হয়, তখনই জ্ঞস্বরূপ পুরুষ-সমীপে তাহা উপলব্ধ হয়। এস্থলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, চৈতন্যের সংযোগে বুদ্ধিতে যদবধি কার্য্যের উদ্রেক না হয়, তদবধি অহঙ্কার, মন বা ইন্দ্রিয়বর্গ কার্য্যার্থ উদ্রিক্ত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রে যেমন জোয়ার আইসে; এবং তখনই সমুদ্রের জল স্ফিত হইয়া, প্রথমত বড় বড় প্রশস্ত নদ নদীতে প্রবেশ করে, পরে ক্রমশ ক্ষুদ্র ও তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম তাহাদেরই শাখাস্থানীয় স্রোতস্বতীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রত্য নিকটবর্ত্তী ভূমি সমূহে প্লাবিত হয়, সেইরূপ চৈতন্য-স্বরূপের

আভাস

ঈক্ষণে প্রথমত চিত্তস্বরূপে বৃত্তির উদ্রেক হয়। চিত্তে বিচার-বৃত্তিবিশিষ্ট ভাবের নামই বুদ্ধি। এবং বিচার-বৃত্তিশূন্য নিস্তরঙ্গ বুদ্ধিই চিত্ত। সমুদ্রের জল স্ফীত হইবামাত্র তরঙ্গায়িত হইয়া যেমন নদ নদীতে প্রবেশ করে, সেইরূপ স্ফীত চিত্ত বুদ্ধির রূপ ধারণে তরঙ্গায়িত হইয়া, প্রথমত অহঙ্কার নালিকায় প্রবেশ করে; অহঙ্কারের বৃত্তি মনের নালিকায় প্রবেশ করে। এবং গঙ্গা যেমন বহু শাখাবিশিষ্ট হইয়া সমুদ্রে পতিত হন, সেইরূপ মনের নালিকা দশমুখে বিভক্ত হইয়া দশটী ইন্দ্রিয়-নালিকার সূচনায় বিষয়-সমুদ্রে নিপতিত হয়। তাহারাই পাঁচটী কর্ম্মনালা এবং পাঁচটী জ্ঞান নালিকা। মনের বৃত্তি এই দশটী নালিকার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিয়া, দেহের যাবদীয় কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। সর্ব্বত্রই জলের যেমন কোন বিশেষ গুণ নাই; যে খাদ দিয়া জল যখন প্রবাহিত হয়, তখন সেই খাদের গুণই জলে বর্ত্তায়; জলের গুণ খাদে তত বর্ত্তায় না; সেইরূপ মনের মধ্য দিয়া উক্ত বৃত্তির প্রসার হইয়া, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ রসনা বা ঘ্রাণ নামক যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তাহারা প্রবাহিত হয়, উক্ত বৃত্তি সেই সেই ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করে। গোমুখী হইতে প্রসূত হইবার কালে গঙ্গার জল যেরূপ পবিত্র এবং স্বচ্ছ থাকে, পদ্মা প্রভৃতি বিভিন্ন খাদের মধ্য দিয়া সাগরে সঙ্গত হইবার সময় তত স্বচ্ছ বা পবিত্র না হইলেও, জল-স্বরূপের কোন বাধা হয় না; তবে খাদের দোষে গঙ্গার নাম বা গুণ থাকে না; বরং ঘোলা হইয়া যায়। সেই-রূপ চৈতন্যের প্রকৃতি-শক্তি চিত্ত-বৃত্তির আকারে পরিণত হইয়া, যতই যে যে নালার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, বৃত্তিত্বে কোনরূপ বাধা কখন না হইলেও, প্রথম বুদ্ধি, পরে অহঙ্কার, তৎপরে মন এবং সর্ব্বান্তে ইন্দ্রিয়ের খাদ দিয়া প্রবাহিত হইবার উপলক্ষে তত্তৎ খাদের দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু গঙ্গার জল ভগীরথের খাদ ছাড়াইয়া, অন্য কোন নিকটবর্ত্তী খাদে পতিত হইবা মাত্র,

আভাস।

যেমন গঙ্গার জল এই নাম লুপ্ত হইয়া, খাদের নামে উক্ত জল অভিহিত হয়; আবার অন্য খাদের জল গঙ্গার খাদে পতিত হইবা মাত্র গঙ্গাজল নামে উক্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যোপহিত চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মভাবাপন্ন ভাব হইলেও, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বার দিয়া যখন প্রসৃত হয়, তখন প্রসৃত হইবার নালিকা অনুসারে কার্য্য করে এবং সেই সেই নামেও অভিহিত হয়। অতএব সমুদ্রজলের যে অংশভাগে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ পড়ে, সেই অংশেই যেমন জোয়ার আইসে, সেইরূপ নিদ্রাভঙ্গের পরক্ষণেই জাগিয়াছি মাত্র ভাবের উদ্‌বোধন হইবামাত্র, চিত্ত-সমুদ্রে বৃত্তির ব্যাপার ঘটিয়া, প্রথমত কেবল মাত্র বুঝি বৃত্তির উদয়ে বুদ্ধির উদ্‌বোধন হয়; পরক্ষণে বুদ্ধির বৃত্তি পুনঃ পরিণত হইয়া অহঙ্কারে এবং অহংবৃত্তি মনে এবং মনের বৃত্তি তদুচিত ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং ক্রমশ হস্ত পদাদির সঞ্চালনে গাত্রোত্থান করিলাম। আবার সমুদ্রে ভাঁটা পড়িবার মত, আমাদের চিত্তে নিস্তরঙ্গ ভাবের আবির্ভাব আসিলে, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিপরীত পরিণামে মনে প্রবেশ করে, মনের বৃত্তি অহঙ্কারে, অহঙ্কারের বৃত্তি বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধির বৃত্তি নিস্তরঙ্গ হইবা মাত্র কেবল চিত্তস্বরূপে পরিণত হয়। তখনই অঘোরনিদ্রার আবির্ভাব এবং পরমা শান্তির উদয় হয়। সেই সময়েই বৈরাগ্যের চরম সীমা! শোক, তাপ, শারীরিক বা মানসিক সকল প্রকার ক্লেশের নিবারণ এবং আমার সকল থাকিতে কিছুই নাই! সমস্ত জীবন বিশেষ যত্ন-সহকারে ত্যাগের অভ্যাস করিলেও, যে নির্ম্মল ভাব স্বপ্নেও পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না, এক নিদ্রার কল্যাণে বিনা চেষ্টায় সেই নির্ম্মল চিত্ত-ভাবটী আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত হইয়া থাকি; এবং অনুলোম গতির আশ্রয়ে করণগ্রামের নলিকা দ্বারা বিষয়াভিমুখে প্রসৃত হইবার ক্লেশও আর থাকে না। বরং প্রতিলোম গতির আশ্রয়ে মূল চিত্তে আরোহণে অপার

ভাষ্য।

শান্তি এবং পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির দ্বারা প্রাত্যহিক জীবনে ভোগ এবং ত্যাগের মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিলে, মানবের কর্ত্তব্যের অবধারণ হইয়া যায়। যাতায়াতের গতি নিত্যই হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা পথ চিনিয়া চলিতে শিখি নাই; সুতরাং পথ পুরাতন হইলেও, চিরকাল নূতনই রহিয়া গেল। এই নিমিত্ত সাংখ্যাচার্য্য পথটিকে চিনিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। পথটী পরিচিত থাকিলে, গমনাগমনের জন্য বিব্রত ভাব কমিয়া যায়; এবং ভোগ ও যোগ এই দুইটী প্রান্ত-ভাগ দৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়-ভোগ এবং নিশ্চিন্ত-চিত্ত এই উভয় প্রান্ত-ভাবই উপলব্ধির অন্তরে পতিত হয়। তখন ভোগে দুঃখ এবং ত্যাগে শান্তির উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হইলে, ভোগের লালসা অস্তমিত হইয়া, শান্তির লালসা উদ্দ্রিক্ত হয়। তখন জীবের আত্মনিষ্ঠ স্বরূপে প্রতিষ্ঠার পরিচয় লাভ হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি তদীয় যোগ-সূত্রে বর্ণন করিয়াছেন, যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। চিত্তের বৃত্তিনিরোধ হইলে, জলে পূর্ণচন্দ্রের অনাহত প্রতিবিম্বের ন্যায়, চিদানন্দ জীবের স্বরূপে অর্থাৎ স্বকীয় পূর্ণজ্ঞানানন্দে অবস্থান ঘটে। অর্থাৎ আত্মপরিচয় লাভ হয়। ক্ষুদ্র দেহে আত্মার পরিচয় হইলে, এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মাকেও চিনিবার চেষ্টা আইসে এবং যে পদ্ধতিতে আত্ম-সাক্ষাৎকার হইল, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিলেই, পরমাত্মারও সাক্ষাৎকার ঘটে; ইহাই সাংখ্যাচার্য্যের বলিবার মূল উদ্দেশ্য॥ ৩৫॥

তত্ত্বকৌমুদী।

ন কেবলং বাহ্যানীন্দ্রিয়াণ্যপেক্ষ্য প্রধানং বুদ্ধিরপি তু যে অপ্যহঙ্কার-মনসী দ্বারিণী তে অপ্যপেক্ষ্য বুদ্ধিঃ প্রধানমিত্যাহ।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর-বিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ।

এতে বুদ্ধ্যতিরিক্তাঃ দ্বাদশ করণাঃ গুণবিশেষাঃ কার্য্যসাধনে উপায়বিশেষাঃ

অন্বয়ঃ।

অতঃ পরস্পর-বিলক্ষণাঃ বিভিন্নকার্য্যকারিণঃ প্রদীপকল্পাঃ দীপস্থানীয়াঃ এত্তে স্বতঃ পুরুষস্য কৃৎস্নং সর্ব্ববিধং অর্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি সমর্পয়ন্তি ॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

অহঙ্কারাদি দ্বাদশ করণ প্রত্যেকেই বিভিন্ন-শক্তিসম্পন্ন। কাহারও সহিত কাহারও তুলনা নাই। প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম করিতেছে এবং স্বকীয় গুণের পরিচয়ে পুরুষের অনুকূল-সাধক। অন্ধকারপূর্ণ গৃহে বিচিত্র পদার্থ থাকিতেও, চক্ষুর দর্শনার্থ যেমন দীপের প্রযোজন হয়, সেইরূপ জাগতিক পদার্থের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ করিতে হইলে, করণ-গ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। করণ-গ্রাম জাগতিক পদার্থকে সংগ্রহ করত বুদ্ধিকে প্রদান করে এবং তদ্দ্বারা পুরুষের বোধ-ব্যাপারের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

যথা হি গ্রামাধ্যক্ষাঃ কৌটুম্বিকেভ্যঃ করমাদায় বিষয়াধ্যক্ষায় প্রযচ্ছন্তি, বিষয়াধ্যক্ষশ্চ সর্ব্বাধ্যক্ষায়, স চ ভূপতয়ে, তথা বাহ্যেন্দ্রিয়াণ্যালোচ্য মনসে সমর্পয়ন্তি, মনশ্চ সঙ্কল্প্যাহঙ্কারায়, অহঙ্কারশ্চাভিমত্য বুদ্ধৌ সর্ব্বাধ্যক্ষভূতায়াম্, তদিদমুক্তং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তীতি। "বাহ্যেন্দ্রিয়মনোঽহঙ্কারাশ্চ গুণবিশেষাঃ, গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং বিকারাঃ, তে তু পরস্পরবিরোধশীলা অপি পুরুষার্থেন ভোগাপবর্গরূপেণৈকবাক্যতাং নীতাঃ। যথা বর্ত্তিতৈল-বহ্নয়ঃ সতম-সাপনয়েন রূপপ্রকাশায় মিলিতাঃ প্রদীপঃ, এবমেতে গুণবিশেষা ইতি যোজনা। ৩৬ ॥

আভাস।

ত্রয়োদশ করণের মধ্যে প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের বিচার করিতে হইলে, সাধারণ দৃষ্টিতে বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে; কারণ অপর দ্বাদশ করণই ভৃত্যবৎ বুদ্ধিরই কার্য্য করিতেছে। বি ক্ষণ টীকাকার এতত্তুলনায় রাজকোষে প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহের

আভাস।

পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের ছায়া মাত্র গ্রহণে তদাকারে নিজেরা আকারিত হয়। মন সেই আকারিত ভাবটী লইয়া তাহার পূর্ব্বাপর সৌসাদৃশ্যের মিলনে বস্তুটীর স্বরূপের নির্ণয় করে। পরে অহঙ্কার সেই নির্ণীত ভাবটীকে স্বয়ং সংগ্রহ করত, প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনাদি ভাবের নিরূপণ করে এবং সেই ভাবটী বুদ্ধিকে সমর্পণ করে। বুদ্ধিতে সমর্পিত হইবা মাত্র, বুদ্ধি তদাকারে স্বয়ং আকারিত হয় এবং অপর সকল ভাব বিস্মৃত হয়। তখন বুদ্ধিস্থ চিদানন্দ পুরুষ সেই ভাবটীকে নিজের পরিচ্ছদ রূপে স্বীকার করত, নটের ন্যায় আত্মবোধ করেন। অর্থাৎ নট যেমন, বৎসরাজ বা শিশুপালের পরিচ্ছদ পরিধানে রঙ্গমঞ্চে তদনুরূপ আত্মাভিমানের পরিচয়ে অভিনয় করে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও বিষয়-ছায়ায়-পরিপূর্ণ বুদ্ধিপরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া, আত্মাভিমানে সংসার করেন।

পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়-বিশিষ্ট সমগ্র সৈন্যদল বিভিন্ন কার্য্যকারী হইলেও, সংগ্রাম-ক্ষেত্রে এক রাজারই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সকলে একমতে আপন আপন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন এবং অহঙ্কার নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, এক পুরুষার্থের অভিপ্রায়েই স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। চক্ষুর দর্শন-শক্তি থাকিলেও, যেমন আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে, সেইরূপ করণগ্রাম দীপের ন্যায় কার্য্য করত, বিষয়ের ভাবকে চক্ষুস্থানীয় বুদ্ধির সমীপে প্রকাশ করে এবং বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ তথায় আত্মার অভিমানে সংসার-ক্ষেত্রে অভিনয় করিতেছেন। অতএব সকল করণ প্রত্যেকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিস্থ পুরুষের কার্য্য করে; সুতরাং বুদ্ধিই সর্ব্বপ্রধান ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

করণগ্রামের মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ পরবর্ত্তী কারিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা—

তত্ত্বকৌমুদী।

কস্মাৎ পুনর্ব্বুদ্ধৌ প্রধানমিতি ন তু বুদ্ধিরহঙ্কারায় যাভিণে মনসে বেত্যত আহ।

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ।

যস্মাৎ পুরুষস্য সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং (ভোগানুরূপ-ব্যাপারং অনুরূপং ভোগং বা) বুদ্ধিঃ সাধয়তি সম্পাদয়তি, সা বুদ্ধিঃ চ পুনঃ সূক্ষ্মং প্রধান-পুরুষান্তরং প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ অন্তরং ভেদং চ বিশিনষ্টি বিশেষেণ পৃথক্ ভাবেন প্রদর্শয়তি এব ; অতঃ ভোগাপবর্গ-সাধকত্বাৎ করণেষু মধ্যে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং এব॥ ৩৭॥

অনুবাদ।

চৈতন্যস্বরূপ পুরুষে কোনরূপ ভোগের সম্ভাবনা না থাকিলেও, কেবল অধ্যাস-নিবন্ধন পুরুষের যাবদীয় ভোগানুরূপ ব্যাপার এই বুদ্ধি যেমন সম্পাদন করিয়া থাকে, আবার ভোগ্য-ভোক্তৃত্বের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহাও এই একা বুদ্ধিই বিশেষরূপে যখন নির্ণয় করিয়া থাকে, তখন করণগ্রামের মধ্যে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ৩৭॥

তত্ত্বকৌমুদী।

পুরুষার্থস্য প্রযোজকত্বাত্তস্য যৎ সাক্ষাৎ সাধনং তৎ প্রধানং, বুদ্ধিশ্চাস্য সাক্ষাৎসাধনং, তস্মাৎ সৈব প্রধানম্। যথা সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সাক্ষাদ্রাজার্থ-সাধনতয়া প্রধানম্ ইতরে তু গ্রামাধ্যক্ষাদয়স্তং প্রতি গুণভূতাঃ। বুদ্ধির্হি পুরুষ-সন্নিধানাত্তচ্ছায়াপত্ত্যা তদ্রূপেব সর্ব্ববিষয়োপভোগং পুরুষস্য সাধয়তি। সুখ-দুঃখানুভবো হি ভোগঃ, স চ বুদ্ধৌ, বুদ্ধিশ্চ পুরুষরূপেবেতি, সা চ পুরুষমুপ-ভোজয়তি। যথা অর্থালোচনসঙ্কল্পাভিমানাশ্চ তত্তদ্রূপ-পরিণামেন বুদ্ধাবুপ-সংক্রান্তাঃ তথা ইন্দ্রিয়াদিব্যাপারা অপি বুদ্ধেরেব স্বব্যাপারেণ অধ্যবসায়েন সহ

তত্ত্বকৌমুদী।

এক ব্যাপারীভবন্তি। যথা স্বসৈন্যেন সহ গ্রামাধ্যক্ষাদিঃ সৈন্যঃ সর্ব্বাধ্যক্ষস্য ভবতি। সর্ব্বঃ শব্দাদিকং প্রতি য উপভোগঃ পুরুষস্য তং সাধয়তি।"

নমু পুরুষস্য সর্ব্ব-বিষয়োপভোগ-সম্পাদিকা যদি বুদ্ধিস্তর্হ্যনির্মোক্ষ ইত্যত আহ,—পশ্চাৎ প্রধান-পুরুষয়োরন্তরং বিশেষং বিশিনষ্টি করোতি। নমু প্রধানপুরুষয়োরন্তরস্য কৃতকত্বাদনিত্যত্বং তৎকৃতস্য মোক্ষস্যাপ্যনিত্যত্বং স্যাদিত্যত আহ, বিশিনষ্টি প্রধানং সবিকারমন্যদহমস্য ইতি বিদ্যমান-মেবান্তরমবিবেকেনাবিদ্যমানমিব বুদ্ধির্বোধয়তি, নতু করোতি, যেনানিত্যত্ব-মিত্যর্থঃ। যথৌদনপাকং পচতীতি, করণস্য প্রতিপাদনম্, অনেনাপবর্গঃ পুরুষার্থো দর্শিতঃ। সূক্ষ্মং দুর্লক্ষ্যং তদন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

আভাস

পূর্ব্ব কারিকায় করণগ্রামকে প্রদীপ-স্থানীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও প্রচুর দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রাহ্য নহে; কারণ তাহাও একদেশিক। পূর্ণ দৃষ্টান্ত হইতেই পারে না। জলে প্রতি-বিম্বিত চন্দ্র যেমন জলের চাঞ্চল্য অনুসারে চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, বুদ্ধির চাঞ্চল্য অনুসারে তত্রস্থ পুরুষও চঞ্চল অর্থাৎ সংসারী বলিয়া প্রতীত হন। পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তা একটী সংযোগের কথা বলিয়াছেন। সে সংযোগটী পরস্পরের মিলন নহে; ঈক্ষণে আত্মীয়তা। অর্থাৎ পত্নী পূর্ণগর্ভা। তাহার প্রসবেরও বেদনা উপস্থিত হইয়াছে; এই তাঁহার প্রথম প্রসব। পূর্ব্বে আর সন্তানাদি হয় নাই। স্বামী এযাবৎ-কাল আপনাকে পিতার পুত্র জ্ঞানেই আত্মপ্রতীতি করিতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহার পুত্রজননের কাল উপস্থিত হইয়াছে; এবং অকস্মাৎ অন্দর-মহল হইতে শঙ্খের ধ্বনি যেমন তাঁহাব কর্ণগোচর হইল, অমনি মনোমধ্যে পুত্রেরই জন্ম হইয়াছে, তাঁহার স্থির হইল। পরে সে পুত্র আমার! সুতরাং এযাবৎ আমি পুত্রই ছিলাম; এখন পিতা হইলাম; বলিয়া পিতৃত্বের প্রতীতি তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হওয়ায়, স্বীয় পুত্রভাবের পরিবর্ত্তনে পিতাভাবের প্রতীতি ঘটিল। গান করিবার শক্তি নিজের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবেই থাকে; সর্ব্বদা মানুষ গান গায়

আভাস।

না; কিন্তু যখনই পুরুষের দৃষ্টি স্বীয় গানশক্তির উপর নিপতিত হয়, তখনই তিনি গান করেন; ও গায়ক বলিয়া আপনাকে মনে করেন। অর্থাৎ শক্তির আবরণে তিনি নিজে ভূষিত হন; এবং সেই বেশের অনুরূপ গানাদি ব্যাপারের সাধনেও অগ্রসর হন। এখানে নিশ্চিন্ত আমি যেমন শক্তির প্রতি দৃষ্টি করাতেই, আপনি তাদৃশ শক্তিমান্ হই; পুত্রের প্রতি দৃষ্টি করাতে আমি পিতা সাজি এবং পিতার ন্যায় পুত্র-সম্বন্ধীয় কার্য্য করি, সেইরূপ পূর্ণ চিদানন্দ নিশ্চিন্ত স্বস্বরূপ পরমাত্মা বা জীবাত্মাও স্বীয় শক্তি প্রকৃতির প্রতি বা চিত্তের প্রতি দৃষ্টি বা ঈক্ষণ করিলেই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বা চিত্তবান্ বলিয়া চৈতন্যস্বরূপের আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তরঙ্গ ভাবের নিবৃত্তি ঘটিয়া, প্রকৃতিগত বা চিত্তগত আত্মীয়তার অনুরোধে বহিরঙ্গ ভাবের অভিনয় তখন তাঁহাতে হইতে থাকে। পূর্ব্বে নিঃসঙ্গ ভাবে আমি যখন থাকি, তখন নির্লিপ্ত আমি-ভাবেরই প্রতীতি হয়; কিন্তু পরক্ষণে যে কোন ব্যাপারের প্রতি মন পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যাপারের সহিত স্বয়ং ব্যাপারী হইয়া পড়ি। ঐইটীই চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞর একটি অলোক-সামান্য ভাব। পিতার বিষয় ভাবিলে, পুত্রভাবে পরিণত হইতে হয়; পুত্রের মূর্ত্তি ভাবিলে, আপনাকে পিতা বুঝিতে হয় এবং স্ত্রী ভাবিলে,স্বামী সাজিতে হয়; এইরূপে যখন যাহা পুরুষ ভাবেন, তৎক্ষণেই তৎসম্বন্ধে তদনুরূপ সাজিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ বুদ্ধিতে যাবদীয় ভাব বা বিষয়ের ছায়া প্রতিফলিত হয় এবং নিরীহ নিষ্কলঙ্ক নিষ্ক্রিয় চিন্ময়-স্বরূপেরও প্রতি সংক্রমণে এই বুদ্ধিতেই আমি-ভাবের স্থাপনা হয়। সুতরাং একা বুদ্ধিই সংসার এবং চৈতন্য-স্বরূপের মধ্যস্থ আধাররূপে দণ্ডায়মানা। উভয়ের সম্পর্ক করিয়া, উভয় ভাবে একা বুদ্ধিই পরিচিত হইতেছেন। চৈতন্যের অনুগ্রহে চৈতন্যময়ী এবং বিষয়ের সম্পর্কে বিষয়ী সাজিয়া একা বুদ্ধিই সংসার-ক্রীড়া এবং মোক্ষ সাধনের অভিনয় করিতেছেন।

আভাস।

দর্পণ যদি সূর্য্যাদির আলোকে আলোকিত না হয়, তাহা হইলে মুখাদির প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম হয় না; অন্যান্য গৃহস্থিত পদার্থের সহিত তুল্য ভাবেই পতিত থাকে। কিন্তু আলোকের সহায়ে যখনই স্বয়ং আলোকিত হয়, তখনই সে গৃহস্থিত অন্যান্য সকল সামগ্রীর প্রতিবিম্ব গ্রহণেও সমর্থ হয়; কারণ দর্পণ অন্যান্য সকল পদার্থের অপেক্ষা স্বচ্ছ। সেইরূপ জীবের বুদ্ধি প্রাকৃতিক জড় পদার্থ হইলেও, অন্যান্য প্রাকৃতিক সকল পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছ; অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন। সুতরাং দর্পণ স্বচ্ছত্ব নিবন্ধন যেমন স্বয়ং আলোকিত হয় এবং অন্যান্য সকল বস্তুরই প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, সেইরূপ সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধি চৈতন্যের সংসর্গে স্বয়ং চেতনবতী মূর্ত্তিতে "আমি" সাজিয়া, দর্পণের ন্যায় অন্য প্রাকৃতিক পদার্থের ভাব বা মূর্ত্তির গ্রহণে "আমার" ভাবেরও পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অতএব বুদ্ধিই করণগ্রামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আবার চিন্মাত্রকে বিম্বাকারে পুরুষ-ভাবে স্বীয় বক্ষে প্রতীত করাইবারও প্রধান সক্ষম। দর্পণ না থাকিলে, যেমন সূর্য্যস্বরূপের প্রতিবিম্বিত ভাবে পতনের সম্ভাবনা হইত না, বুদ্ধি ব্যতীত চিন্মাত্রেরও পুরুষ-বেশ ধারণ করা ঘটিত না। অতএব বুদ্ধিই উভয় চিজ্জড়ের সম্পর্ক করিবার মূল কেন্দ্র স্থান। সুতরাং বুদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এই নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে আদ্যাশক্তি কালী প্রভৃতিকে "ব্রহ্মময়ীর সব ব্রহ্মময়," বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবং এই আদ্যা শক্তিকে অবধারণ করিতে পারিলেই, মুক্তিও অপরিহার্য্য বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

রৌদ্রহীন গৃহমধ্যে স্থাপিত দর্পণ কেবল দিবালোকেই নিকটবর্ত্তী বিষয়-সমূহের প্রতিবিম্ব গ্রহণে যেমন সমর্থ হয়, সেইরূপ ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকারে উদাসীন অথচ গার্হস্থ্য সুখে সম্পূর্ণ নিমগ্ন ভোগী জীবও বিষয়ের সম্পর্কে সুখ বা দুঃখকে অবলীলাক্রমে অনুভব করিতে পারে; এবং অনুভব যে করিল, তাহাও অনুভব

আভাস।

করিতে পারে; এবং সুখ বা দুঃখ কিছুই যে অনুভূত হইল না, তাহাও অনুভব করিতে পারে। এই অনুভূতির ব্যাপারটী এক বুদ্ধির। সুতরাং বুদ্ধিতে উভয় ব্যাপারের তুল্য অনুভব হয়; অর্থাৎ আলোকিত দর্পণে বিষয়ের প্রতিবিম্ব এবং বিষয়ের অভাবে কেবল আলোকের স্বরূপ এই উভয় ভাবই যেমন সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে বিষয়ের অনুভূতি এবং বিষয়ের অভাবে কেবল অনুভূতি-স্বরূপের অনুভূতি এই উভয় ভাবই অনুভূত হইয়া থাকে। অনুভব ব্যাপার জড়ে ঘটে না; এবং কেবল চৈতন্যস্বরূপেরও অনুভব হওয়া অসম্ভব। কারণ চৈতন্য-স্বরূপকে শ্রুতি নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত ও চিন্মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং চৈতন্যের সংশ্রবে বুদ্ধি অচেতনা হইয়াও, চেতনাবতী হন। অর্থাৎ লৌহের পক্ষে অগ্নিকে গ্রহণ করিয়া অগ্নিবর্ণ হইবার ন্যায়, চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া, জড়া বুদ্ধিও চেতনায়মান হন। সুতরাং বিষয়ের সংশ্রবে তখন অনুভূতির পরিচয়ও এক বুদ্ধিতেই ঘটে। কিন্তু বিষয়ের অভাবে, কিছু নাই বলিয়া যে অনুভূতি হয়, তাহাই চৈতন্য-স্বরূপের পরিচয়। এই উভয়ের পরিচয় এক বুদ্ধিই প্রদান করিয়া থাকে। দর্পণ সূর্য্যালোকে হৃদয় প্রসারিত করত পতিত থাকিয়া, বস্তুর প্রতিবিম্ব এবং কিরণ সহিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব এই উভয় ভাবেরই পরিচয় যেমন প্রত্যক্ষে প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের বুদ্ধি দর্পণাকারে পতিত থাকিয়া, সুখ-দুঃখাদি-বিশিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি এবং প্রতীতি করিবার কারণ চৈতন্যস্বরূপেরও প্রতীতি এই উভয়েরই প্রতীতি প্রতিবিম্বাকারে স্বীয় বক্ষে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ-নিবন্ধন অতীব স্বচ্ছা বুদ্ধিতে উপহিত হইয়া, চিৎস্বরূপের আত্মপ্রতীতি হইল এবং বিষয়ের ছায়া সেই বুদ্ধিতে নিপতিত হওয়ায়, চিৎস্বরূপেরও নিজেতে প্রতিবিম্ব নিপতনের ন্যায়, বিষয়ে "আমার-প্রতীতি" হইয়া থাকে।

আভাস।

এতদর্থেই সাংখ্যকার বুঝাইয়াছেন যে, পুরুষের যাবদীয় ভোগ প্রকৃতিরূপ বুদ্ধি যেমন প্রতিপাদন করিতেছেন, আবার দর্পণ স্বীয় বক্ষে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য এবং আলোকিত স্বীয় বক্ষকে যেমন পৃথক্‌ভাবে প্রতিপন্ন করে, সেইরূপ বুদ্ধিও সংস্কারপূর্ণ স্বীয় বক্ষ এবং জ্ঞভাব চৈতন্যস্বরূপকে পৃথক্‌ভাবে প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব করণ-গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান এবং বন্ধন ও মুক্তি-মার্গের প্রধান কেন্দ্রস্থান ॥ ৩৭ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তদেবং করণানি বিভজ্য বিশেষাবিশেষান্ বিভজতে।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।

তন্মাত্রাণি অবিশেষাঃ (অস্মদাদীনাং উপভোগস্য অযোগ্যাঃ সূক্ষ্মত্বাৎ এব) তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ তন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চ স্থূলভূতানি জায়ন্তে। এতে ক্ষিত্যাদয়ঃ পঞ্চ বিশেষাঃ উপভোগযোগ্যাঃ তথা শান্তাঃ সুখরূপাঃ, ঘোরাঃ দুঃখরূপাঃ তথা মূঢ়াঃ মোহরূপাঃ চ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ নামক পঞ্চ তন্মাত্র অবিশেষ শব্দবাচ্য; অর্থাৎ অতীব সূক্ষ্ম পদার্থ; সুতরাং আমাদের স্থূল দেহ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদিগকে উপভোগ করা যায় না। কিন্তু এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে সমুৎপন্ন আকাশ, বায়ু, অনল, জল এবং ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূতই বিশেষ-শব্দবাচ্য; অর্থাৎ উপভোগযোগ্য এবং ইহাদের সংস্রবে জীব সুখ দুঃখ এবং মোহভাবের উপলব্ধি করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

শব্দাদি-তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মাণি, ন চৈষাং শান্তত্বাদিরস্তি, উপভোগাযোগ্যো বিশেষ ইতি মাত্র-শব্দার্থঃ। অবিশেষানুক্ত্বা বিশেষান্ বক্তুমুৎপত্তিমেষামাহ,

তত্ত্বকৌমুদী।

তেভ্য স্তন্মাত্রেভ্যো যথাসংখ্যমেক-দ্বি-ত্রি-চতুঃপঞ্চভ্যো ভূতানি আকাশানিলানল-সলিলাবনি-রূপাণি পঞ্চ পঞ্চভ্যস্তন্মাত্রেভ্যঃ। অস্ত্বেষাং ভূতানামুৎপত্তিঃ, বিশেষত্বে কিমায়াতমিত্যত আহ,—এতে স্মৃতা বিশেষাঃ, কুতঃ? শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ, চ একো হেতৌ, দ্বিতীয়ঃ সমুচ্চয়ে, যস্মাদাকাশাদিষু স্থূলেষু সত্ত্বপ্রধানতয়া কেচিচ্ছান্তাঃ সুখাঃ প্রকাশাঃ লঘবঃ, কেচিৎ রজঃ-প্রধানতয়া ঘোরা দুঃখাঃ অনবস্থিতাঃ, কেচিৎ তমঃপ্রধানতয়া মূঢ়া বিষণ্ণা গুরবঃ। তেহমী পরস্পর-ব্যাবৃত্তা অনুভূয়মানা বিশেষা ইতি স্থূলা ইতি চোচ্যন্তে। তন্মাত্রাণি তু অস্মদাদিভিঃ পরস্পর-ব্যাবৃত্তানি নানুভূয়ন্তে ইত্যবিশেষা ইতি সূক্ষ্মা ইতি চোচ্যন্তে॥ ৩৮॥

আভাস।

ত্রয়োদশ করণের স্বরূপ এবং কার্য্যের বর্ণন করিয়া, তাহাদের বিষয় পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূতের স্বরূপ এবং ক্রিয়া-ব্যাপারের পরিচয়ার্থ এই কারিকার সন্নিবেশ হইয়াছে। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি যে হইয়াছে এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই সাংখ্যাচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন। অবশ্য ইহারা এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড-নিষ্ঠ ব্যাপার হইলেও, আমাদের অনুভবের বিষয়; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপেই আমাদের এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিচার করিলেই, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবদীয় ভাব আমরা অবগত হইতে পারিব। এই দেহের ইন্দ্র অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞ-ভাবকে অবধারণ করিতে পারিলে, এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও পরম-জ্ঞস্বরূপ আমদের অবধারণের বিষয় হইবেন, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারিকাতে করণ-গ্রামের স্বরূপ এবং কার্য্যের বিষয় যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টিই বুদ্ধি; ইহা সত্ত্বগুণের প্রথম পরিণাম এবং বিচাররূপ ক্রিয়ার প্রথম উদ্বোধন।

আভাস।

সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির পরিণামে যাবদীয় ব্যক্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান-ভাব তাহার সর্ব্বত্র প্রতিবিম্বিত থাকাতেই, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইতেছে। প্রকৃতির পরিণামে অতি সূক্ষ্ম হইতে অতি স্থূলতম যতই ব্যক্ত পদার্থের সৃষ্টি হউক্ না, চৈতন্য-ভাবের অস্তিত্ব কোথাও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তবে অতি স্বচ্ছ স্বত্ত্বপ্রধান বস্তুতে চৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ এবং অতি স্থূল তমঃপ্রধান বস্তুতে কেবল তাহাদের অস্তিত্বের পরিচায়ক রূপে তিনি বিদ্যমান এবং রজঃপ্রধান পদার্থে কার্য্যকারিতা শক্তিরূপে অবস্থান করত এই নিখিল জগতের কার্য্যসাধন করিতেছেন। প্রকৃতি কিন্তু সর্ব্বত্র অবয়ব-রূপে বিরাজমান থাকিয়া, জগদ্রূপে প্রতীত হইতেছেন।

সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিতে জ্ঞানস্বরূপের সুস্পষ্ট প্রতীতি থাকায়, চিদংশে জ্ঞভাবই জীব; কিন্তু বুদ্ধির অবয়বাংশে ক্রিয়ার উদ্রেক থাকায়, রজোগুণে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইল। সুতরাং সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে রজোগুণের প্রাধান্য বশত অহংভাব এবং তমোগুণের ঈষৎ উন্মেষে অহঙ্কার হইতে মন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম উৎপন্ন হইল। সাধারণত সত্ত্বগুণে জ্ঞান, রজোগুণে করণগ্রাম এবং তমোগুণের আধিক্য বশত জড় দেহের রচনা হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকাশস্বরূপ সত্ত্বগুণের কার্য্যে বুদ্ধি; সৃষ্টির মধ্যাবস্থায় বুঝিবার উপকরণ করণগ্রাম; এবং সৃষ্টির অন্তিম অবস্থায় বুঝিবার বিষয় তমঃপ্রধান পঞ্চ তন্মাত্র ও দেহজাতীয় পঞ্চভূতাত্মক পদার্থের জন্ম। অতএব সত্ত্ব রজঃ এবং তমোভেদে সৃষ্টিও তিন প্রকার। প্রথম সত্ত্বগুণে বুঝিবার কর্ত্তা বুদ্ধি, রজোগুণে বুঝিবার উপকরণ করণগ্রাম; তৃতীয় তমোগুণে বুঝিবার বিষয় তন্মাত্র ও সুখদুঃখাদি-বিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক পদার্থ। এই তিনটী ভাব না থাকিলে, সৃষ্টি পূর্ণ হয় না; ইহার কোন একটীকে পরিত্যাগ

আভাস।

করিলে, সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্ব, মধ্যে রজঃ এবং অন্তে তমঃপ্রধান ভাবের পরিণামে ব্রহ্মাণ্ড বা জীবদেহ রচিত হইলেও, ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে সকল গুণই কিন্তু সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া থাকে।

এই কারিকাতে গ্রন্থ-কর্ত্তার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, বুঝিব বলিয়া ভোক্তা বা তাঁহার বুঝিবার উপকরণ ইন্দ্রিয়-গ্রামের প্রসার যে সকল ভোগ্য বস্তুর অভিমুখে হয়, সেগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ তমঃপ্রধান বিশেষ ভাবে পরিণত স্থূল পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ। ভোক্তা জীব যদবধি ইন্দ্রিয়-সহকারে তাহাকে স্পর্শ না করিবে, তদবধি সুখ দুঃখাদির প্রতীতির অভাবে আত্ম-প্রতীতি বা অপবর্গও সাধিত হইবে না। সুতরাং অপবর্গ-লাভের জন্য ভোগায়তন দেহ এবং ভোগ্য সুখ দুঃখাদি বিশিষ্ট পদার্থের সহিত সম্বন্ধ অবশ্যই করিতে হইবে; নতুবা কেবল করণগ্রামের সাহায্যে বা কেবল চিত্তে নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিত জ্ঞস্বরূপে ভোগ বা আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মুক্তি কিছুই হইতে পারে না। অতএব ভোগ জীবের ত্যাজ্য নহে; সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন;

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগেই সুখ দুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। বিষয়ের সম্পর্ক না করিলে, সুখদুঃখাদির অভাবে ভোগ হয় না এবং ভোগ না হইলে, স্বকীয় ভোক্তৃভাবের উপলব্ধির অভাবে আত্মার পরিচয়-লাভও হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্যই জীব ভোগে অগ্রসর হয়। সুখের প্রাপ্তি বা দুঃখের পরিহার করা মূল উদ্দেশ্য নহে। আত্মসাক্ষাৎকারই প্রধান লক্ষ্য; এবং তদুপলক্ষেই ভোগ। অতএব সুখ বা দুঃখে অভিভূত না হইয়া, তাহা উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

—

আভাস।

সৃষ্টির প্রথম বিকাশ বুদ্ধিতে আরম্ভ হইলেও, স্থূল পঞ্চ মহাভূতময় পদার্থই তাহার চরম সমাপ্তি। সেই পঞ্চ মহাভূতই বিশেষ-পদবাচ্য এবং সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের পূর্ণ বিকাশ। সুতরাং তাহারা সুখ দুঃখ এবং মোহময়। ইহাদের কারণ-স্থানীয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ নামক পঞ্চ তন্মাত্র অবিশেষ নামে কথিত হয়। কারণ ইহারা ভোগ্য পদার্থ নহে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত সমজাতিত্ব নিবন্ধন ইহারা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; তবে তুল্য স্তরে থাকায়, কেবল উপলব্ধ হইতে পারে মাত্র।

ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-শাস্ত্রে বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ বলিয়া গুণকে চারিটী স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। জড় বিষয়কেই তিনি গুণনামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই বিষয়ই উক্ত চারি মূর্ত্তিতে পরিণত। প্রথমত অতি স্থূল সুখ-দুঃখাত্মক পঞ্চমহাভূতই বিশেষ নামে আখ্যাত। দ্বিতীয় পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম তত্ত্ব অহঙ্কার পর্য্যন্ত অবিশেষ নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় লিঙ্গমাত্র অর্থাৎ বুদ্ধি; যেখানে জ্ঞস্বরূপ লিঙ্গীর প্রথম অভিব্যক্তি হইয়া, ভোক্তৃত্বের পরিচয় হইয়াছে। এই বুদ্ধিও জড়ভাবের দ্বিতীয় স্তর। অলিঙ্গ প্রকৃতি, প্রথম স্তর। অর্থাৎ যাহার কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই; যিনি পরমাত্ম-চৈতন্যের অন্তর্নিহিতা শক্তিরূপে তদন্তরেই চির বিদ্যমান থাকেন।

স্থূল মহাভূত হইতেই সুখ দুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে; সূক্ষ্মভূতে ভোগ হয় না। অবশ্য সংস্কার-মূর্ত্তিতে বিষয়ের ছায়া অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকিলেও, তদ্দ্বারা সুখ দুঃখাদির প্রতীতি ঘটে না। বাহিরে যে জাতীয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্রব হয়, অন্তঃকরণে তজ্জাতীয় সংস্কারের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘটিলেও, চিন্তায় কেবল সুখদুঃখের সংস্কার মাত্র হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে দেহাদির সহিত বাহ্য পদার্থ অগ্নি বা কণ্টকাদির স্পর্শ হইলে যে জাতীয় সুখ-

আভাস।

দুঃখের অনুভূতি ঘটে, সেরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইলে, ঘটে না। অবশ্য স্বপ্নকালে বাহ্যিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না হইলেও, অন্তরে সুখ দুঃখাদির ব্যাপার যে ঘটে, তাহা স্পষ্টত অনুভব করা যায়। সে স্থলে স্বপ্নকালে মন স্বপ্ন দর্শনে এতই প্রবল হয় যে, বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে না থাকিলেও, কখন যাহা ঘটিয়াছিল, ইন্দ্রিয়ে ঠিক সেই স্পর্শভাবের প্রতীতিকে উত্তোলন করিয়া দেয়। অর্থাৎ অন্তর্নিহিত বিষয়-ভাবকে মন প্রত্যক্ষের ন্যায় গঠন করত, ইন্দ্রিয় সমীপে আনয়ন করে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ও বিষয়ের ভাবকে প্রত্যক্ষের ন্যায় আশ্রয় করিয়া, সুখ দুঃখাদি ব্যাপারের সম্বন্ধ ঘটায়। যেমন তীব্র চিন্তায় স্বর্গগত প্রিয় ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করা যায়। এস্থানে মনই সেই মূর্ত্তি ধারণে বুদ্ধির নিকট দণ্ডায়মান হয়। অতএব তন্মাত্রাদি সূক্ষ্ম পদার্থের কথঞ্চিৎ প্রতীতি হইলেও, সুখ বা দুঃখাদির প্রতীতি করিতে হইলে, স্থূল ভোগায়তন দেহ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল পার্থিবাদি পদার্থের সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন॥ ৩৮॥

বিশেষ বলিলে, কেবল মহাভূতকেই বুঝায় না; তদপেক্ষা কি কি সূক্ষ্ম পদার্থও বিশেষ-নামে যে অভিহিত হয়, তাহারই মীমাংসার্থ পরবর্ত্তী কারিকার সন্নিবেশ হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

বিশেষাণামবান্তর-বিশেষমাহ।

সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ।

প্রভূতৈঃ প্রকৃষ্টৈঃ মহদ্ভিঃ ভূতৈঃ সহ সূক্ষ্মাঃ সূক্ষ্ম-শরীরাণি, তথা মাতাপিতৃজাঃ (শুক্রশোণিতাশ্রিতাঃ ষাট্‌কৌশিকাঃ দেহাঃ) ইতি ত্রিধাঃ ত্রিপ্রকারাঃ বিশেষাঃ স্যুঃ ভবেয়ুঃ। তেষাং ত্রিবিধানাং মধ্যে সূক্ষ্মাঃ নিয়তাঃ নিত্যাঃ; মাতাপিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে॥ ৩৯।

অনুবাদ ।

বিশেষ পদার্থও ত্রিবিধ । প্রথম মহাভূত এবং মহাভূতোৎপন্ন স্থূল দেহ; দ্বিতীয় মাতৃশোণিত এবং পিতৃবীর্য্যে আহিত ষাট্‌কৌশিক দেহ; এবং তৃতীয় সূক্ষ্মদেহ। এই ত্রিবিধ ভাবই বিশেষ নামে পরিগণিত। তন্মধ্যে কেবল সূক্ষ্মদেহ নিয়ত পদার্থ; অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া, জন্মজন্মান্তর ভোগ্ করত, মুক্তিকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অবশিষ্ট ষাট্‌কৌশিক দেহ বা স্থূল কলেবর মরণের দ্বারা ধ্বংস লাভ করে; তাহারা আর জন্মান্তরে বিদ্যমান থাকে না ॥ ৩৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ, তান্ বিশেষ-প্রকারানাহ সূক্ষ্মা ইত্যাদি। সূক্ষ্মদেহাঃ পরিকল্পিতাঃ, মাতাপিতৃজাঃ ষাট্‌কৌশিকাঃ, তত্র মাতৃতো লোম-লোহিত-মাংসানি, পিতৃতস্তু স্নাযুস্থি-মজ্জান ইতি ষট্‌কো গণঃ । প্রকৃষ্টানি মহান্তি ভূতানি প্রভূতানি তৈঃ সহ সূক্ষ্মশরীরমেকো বিশেষঃ, মাতাপিতৃজো দ্বিতীয়ঃ, মহাভূতানি তৃতীয়ঃ। মহাভূতবর্গে চ ঘটাদীনাং নিবেশ ইতি। সূক্ষ্মমাতাপিতৃজয়ো-র্দেহয়োর্ব্বিশেষমাহ সূক্ষ্মাস্তেষাং বিশেষাণাং মধ্যে যে, তে নিয়তাঃ নিত্যাঃ, মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে রসান্তা বা ভস্মান্তা বা বিড়ন্তা বেতি ॥ ৩৯ ॥

আভাস ।

বিশেষ ভাবের মধ্যে সূক্ষ্মদেহও পরিগণিত হয়; যাহার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। মাতৃ-শোণিত এবং পিতৃবীর্য্যে যে সূক্ষ্ম কলেবরের সৃষ্টি হয়, তাহাও বিশেষ নামে অভিহিত। মাতা এবং পিতার আকার এবং প্রকারের অনুরূপ ছায়ার প্রকারে তাঁহাদের দেহে বিদ্যমান কলেবরটী শুক্রশোণিত সংযোগে গর্ভে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতার স্থূলভাব লোম লোহিত এবং মাংসকে আশ্রয় করিয়া এবং পিতৃসম্পত্তি স্নায়ু, অস্থি এবং মজ্জাকে আশ্রয় করিয়া, উভয়ের মিলনে ষট্ পদার্থে যে দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাও

আভাস ।

বিশেষ নামে অভিহিত । এ দেহটী মাতা এবং পিতা কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন-রসাদির আশ্রয়ে উৎপন্ন হইলেও, স্থূল দেহ-জাতীয় নহে; অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম । কিন্তু জন্ম ধারণের পর মাতৃগর্ভেই মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং প্রসূত হইয়াও অন্নাদি ভোজনে পরিপুষ্ট হয়, তখন মহাভূতের পর্য্যায়ে গণ্য হইয়া বিশেষ নামে আখ্যাত হয় । সুতরাং মহাভূতের ন্যায়, স্থূল ভোগায়তন দেহও একটী বিশেষ পদার্থ । যাট্‌কৌষিক দেহ স্থূল দেহের ন্যায়, মরণান্তে বিনিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ হয় না। সৃষ্টির সূচনায় সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি; এবং ভোগের যাবদীয় সংস্কার ভাবরূপে তাহাতেই চির-নিহিত থাকে। সুতরাং জন্মজন্মান্তর ভোগ কালে ভোক্তা এবং কর্ত্তারূপে এক সূক্ষ্ম শরীরই এক দেহের পরিত্যাগে দেহান্তর ধারণ করে; পরে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইলে, ভগবানের প্রেম ও আনন্দ-মূর্ত্তিতে নিমগ্ন হইয়া, চিরশান্তি অনুভব করে ॥ ৩৯ ।

তত্ত্বকৌমুদী।

সূক্ষ্মশরীরং বিভজতে।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্ ।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয় ।

পূর্ব্বোৎপন্নং (পূর্ব্বে সর্গাদৌ উৎপন্নং) অসক্তং সঙ্গরহিতং, অপ্রতিহতং অবাধকং, নিয়তং অবিচ্ছিন্নং সৃষ্টিমারভ্য প্রলয়পর্য্যন্তং দেহভেদেন অবস্থিতং, মহদাদি-সূক্ষ্মপর্য্যন্তং বুদ্ধ্যহঙ্কারৈকাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চতন্মাত্রাত্মকং, ভাবৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিভিঃ অধিবাসিতং সম্পৃক্তং, তথাপি নিরুপভোগং (স্থূলশরীরং বিনা ভোগাক্ষমং) লিঙ্গং (লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গাখ্যং) সূক্ষ্মশরীরং সংসরতি ভোগায়তনং দেহং বিহায় দেহান্তরং ব্রজতি । ৪০ ॥

অনুবাদ ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে গুণত্রয়ের বৈষম্য-নিবন্ধন বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টিতে গঠিত অনন্ত

অনুবাদ ।

সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি অনেক, সুতরাং সূক্ষ্মদেহও অসংখ্য। ভোগে চরিতার্থ হইয়া নিরাময় বেশে মোক্ষলাভই ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য। সুতরাং ভোগোপলক্ষে বারংবার বিবিধ দেহ ধারণ ও ত্যাগ করিয়াও, নিজেরা নিয়ত ভাবে মহা-প্রলয় পর্য্যন্ত স্ব স্বরূপে বিদ্যমান থাকে; কখন কোন ভোগদেহে সম্পূর্ণ লিপ্ত হয় না; বা ভোগদেহের নাশে বা পরিণামে নিজেরা বিনষ্ট বা তাহাতে পরিণতও হয় না; এবং স্থূল যে কোন দেহে বা তত্ত্বে ইহাদের প্রবেশের বা তাহা পরিত্যাগের কোন বাধা হয় না। ভোগের মুল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পুণ্য-পাপ সংস্কার বেশে বা গন্ধামোদিত চেল-খণ্ডের ন্যায়, এই সূক্ষ্ম দেহে যতকাল বিদ্যমান থাকে, ততকাল ভোগের অনুরোধে ইহাদিগকে ভোগায়তন দেহ ধারণ করিতে হয়। কারণ কেবল সূক্ষ্মদেহে সুখ-দুঃখাদি স্থূল ভোগের সম্পর্ক অনুভূত হয় না। সুতরাং সূক্ষ্মদেহকে সংস্কারানুরূপ ভোগের অনুরোধে প্রয়োজন মত ভোগায়তন স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয় এবং প্রয়োজনের পরিসমাপ্তিতে সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনঃ অনারব্ধ ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া, দেহান্তর স্বীকার করিতে হয় ॥ ৪০ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রধানেনাদিসর্গে প্রতিপুরুষমেকৈকমুৎপাদিতম্। অসক্তমব্যাহতং শিলামপ্যনুবিশতি। নিয়তম্ আ চাদিসর্গাৎ আ চ মহাপ্রলয়াদবতিষ্ঠতে। মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তং মহদহঙ্কারৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রপর্য্যন্তম্, এষাং সমুদায়ঃ সূক্ষ্মশরীরং। শান্তঘোর-মূঢ়ৈঃ ইন্দ্রিয়ৈরন্বিতত্বাদ্বিশেষঃ। নন্বস্তু এতদেব শরীরং, ভোগায়তনং পুরুষস্য, কৃতং দৃশ্যমানেন ষাট্‌কৌষিকেন শরীরেণেত্যত আহ সংসরতীতি, উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং জহাতি, হায়ং হায়ং চোপাদত্তে, কস্মাৎ? নিরুপভোগং

তত্ত্বকৌমুদী।

যতঃ ষাট্‌কৌষিকং শরীরং বিনা সূক্ষ্মং শরীরং নিরুপভোগং, তস্মাৎ সংসরতি। নমু ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তকঃ সংসারঃ, ন চ সূক্ষ্মশরীরস্যাস্তি তদ্‌যোগঃ, তৎকথং সংসরতী-ত্যত আহ ভাবৈরধিবাসিতং; ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যানি ভাবাস্তদন্বিতা বুদ্ধিস্তদন্বিতঞ্চ সূক্ষ্মশরীরমিতি তদপি ভাবৈরধিবাসিতং। যথা সুরভিচম্পক-সম্পর্কাদ্বস্ত্রং তদামোদবাসিতং ভবতি তস্মাদ্ভাবৈরেবাধিবাসিতত্বাৎ সংসরতি। কস্মাৎ পুনঃ প্রধানমিব মহাপ্রলয়েঽপি তচ্ছরীরং ন তিষ্ঠতীত্যত আহ লিঙ্গম্, লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গং, হেতুমত্ত্বেন চাস্য লিঙ্গত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

আভাস।

এই কারিকাতে আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়-প্রসূত এবং বেদানুমোদিত জন্মান্তরের অপূর্ব্ব রহস্য গ্রন্থকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম যে বিষয়টীকে দেবতাগণেরও জ্ঞানের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত সভ্য জগতে যাহা অমীমাংসিত এবং জ্ঞানের অতীত ও সম্পূর্ণ সন্দেহ-পূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্তের ন্যায় উপেক্ষিত রহিয়াছে, অথচ যাহার মীমাংসা না হইলে, যাবদীয় ধর্ম্মকর্ম্ম চরিত্র-গঠন বা সংসার-ধর্ম্মের আশা নিরর্থক হইয়া যায়, অদ্য সেই অপূর্ব্ব জন্মান্তের রহস্য জগতে প্রকাশ করিয়া, জীব-নিস্তারের প্রধান উপায় গ্রন্থকর্ত্তা আমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন।

চৈতন্য-স্বরূপের ঈক্ষণে বা সংযোগে ত্রিগুণাত্মিকা মূলা প্রকৃতির গুণত্রয়ের বৈষম্য যখনই আরম্ভ হইল, তখনই নিরাকার শূন্যময় আকাশে মেঘের উদয়ের ন্যায়, ঈশ্বর-শক্তি মূলা প্রকৃতির প্রথম পরিণামে একটী বিরাট্ মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির বিকাশ হইল। এই বুদ্ধিও কিন্তু ব্যক্ত পদার্থ। সুতরাং অবয়বী। অর্থাৎ অনন্ত জলকণার সমষ্টিতে যেমন একটী জলদ-পটল, তেমনই অনন্ত একজাতীয় বুদ্ধি-কণার সমষ্টিতেই বিরাট্ বুদ্ধির পরিচয় স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য বিরাট্ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য-স্বরূপই পূর্ণ পরমাত্মা হইলেন; কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সংলগ্ন বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও

আভাস।

অবশ্য পৃথক্ ভাবে প্রতীত জীব বা জ্ঞস্বরূপ পুরুষ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে নভোমণ্ডলে সুবিস্তীর্ণ মেঘ-কলেবরে একটী সুবিস্তীর্ণ রামধনু প্রতীত হয় বটে, কিন্তু একটু প্রণিহিত-মনা হইয়া অবলোকন করিলে, মেঘস্থিত প্রত্যেক তুষার-কণাতেও তদনুপাতে এক একটী রামধনু অতি ক্ষুদ্রাকারে তত্তদন্তরে সন্নিবিষ্ট আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ পূর্ণ পরমাত্মার অন্তরে অনন্ত জীবাত্মা বিরাজ করিতেছেন, অবশ্যই স্বীকার্য্য। চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞভাবের বিচার পূর্ব্বেই করা হইয়াছে; কোনরূপ বিচারের এখানে প্রয়োজন নাই; তথাপি বুদ্ধি এবং তাহার পরিণামে উৎপন্ন উত্তরোত্তর স্থূল তত্ত্বেরই বিচার এখানে প্রয়োজন।

গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি এবং মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র উত্তরোত্তর উৎপন্ন হইয়াছে এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত জন্মিয়াছে। এবং ৩৮ কারিকাতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূতই প্রকৃত স্থূল বিষয় এবং ভোগ্য সুখ দুঃখাদির আশ্রয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র, ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব; কিন্তু ভোগের উপায়ভূত করণ-গ্রাম মাত্র। তন্মধ্যে বুদ্ধি সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়া, চেতনায়মান চৈতন্য-মূর্ত্তিতে বিরাজ করে; সুতরাং ইহাতেই জ্ঞস্বরূপের প্রথম পরিচয়। বুদ্ধি চেতনাপূর্ণ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপত জড় পদার্থ; এবং চৈতন্য সংযোগে উত্তরোত্তর পরিণত হইয়া, অহংকার, মন, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ অবয়বে যখন পূর্ণ হন, তখনই তিনি একটী যথেচ্ছ বিচরণ-কারী সূক্ষ্মদেহ নামে পরিকল্পিত হন। এই সূক্ষ্মদেহে সৃষ্টির দুইটী ভাব মাত্র আছে; একটী কর্ত্তা অপরটী করণ। বুদ্ধিতে কর্ত্তৃভাব এবং অহঙ্কার ও একাদশ ইন্দ্রিয়ে কেবল করণ ভাব মাত্র; অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা ভোগের সাহায্য বা

আভাস ।

উপকার হয় । কিন্তু যাহাকে স্পর্শ করিলে, সুখ দুঃখাদির অনুভব হইবে, সে স্থূল দেহ এবং গ্রাহ্য মহাভূত ইহাতে নাই । সুতরাং স্থূল ভোগায়তন দেহ ধারণ না করিলে, স্থূল সুখ-দুঃখাদি-বিশিষ্ট ভোগ্য বিষয়কে সূক্ষ্মদেহ ভোগ করিতে পারে না ।

হংস, পারাবত বা কুক্কুটাদি পক্ষীবিশেষের ডিম্ব পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা স্পষ্টত অবধারণ করিতে পারি যে, প্রায় সম্পূর্ণ শ্বেত-বর্ণ ঘন লালার বেষ্টনে ঈষৎ রক্তিমাভ হরিদ্রাবর্ণ অথচ অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত যে লালা তাহার অন্তরে থাকে, তাহাই ক্রমশঃ চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা এবং লোম লোহিতাদি রূপে পরিণত হইয়া যখন পক্ষী মূর্ত্তি ধারণ করে, তখনই সে ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি অন্তর্নিহিত বৃত্তির পরিচয়ে বাহ্যিক তণ্ডুলাদি ভোজ্য সামগ্রীর সম্পর্ক করে । তৎপূর্ব্বে সে জীবিত থাকিলেও, বাহ্যিক কোন পদার্থের সম্পর্ক করে না । উক্ত শ্বেতবর্ণ বেষ্টন লালাই পক্ষীকে স্বকীয় পূর্ণ ভোগায়তন দেহ-ভাবে পরিণত হইবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকে এবং সাহায্য করিবার উপলক্ষে উর্ব্বরা শক্তির ন্যায়, স্বয়ং পক্ষীর অবয়বেই পরিণত হইয়া যায় । উক্ত লালার ন্যায়, পঞ্চ তন্মাত্রের দ্বারা জীবের সূক্ষ্মদেহ নিরন্তরই ওতঃ-প্রোতভাবে পরিবেষ্টিত থাকে ; কিন্তু তথাপি ভোগায়তন দেহের প্রয়োজন হয় । পক্ষীর ডিম্ব-মধ্যেই পক্ষীর যাবদীয় বর্ণ প্রভৃতি ভাব বিদ্যমান, তথাপি পরিবর্দ্ধন এবং ভোগায়তন দেহ-ভাবে পরি-ণত হওয়া যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ এই অষ্টাদশ অবয়বে প্রস্তুত লিঙ্গদেহেরও মাতৃপিতৃ সম্পর্কে পরিবর্দ্ধিত এবং ভোগায়তন দেহ-মূর্ত্তিতে পরিণত হওয়া প্রয়োজন ।

ভোগের ইচ্ছাই এই সূক্ষ্মদেহের আকারে আকারিত হয়, কিম্বা লিঙ্গদেহের উদয় হইলে তদনুরূপ ইচ্ছার উদ্রেক হয়, এ রহস্যের মীমাংসা বড়ই দুরূহ । কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভেই লিঙ্গদেহের সূচনা হয় ; এইরূপ গ্রন্থকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন মনে হয় । কিন্তু "ভাবৈ-

আভাস।

রধিবাসিতং লিঙ্গং" বলায় বুঝা যায় যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যপাপ প্রভৃতি ভাব সমূহ সংস্কার-বেশে এই সূক্ষ্মদেহেই নিহিত থাকে বলায়, লিঙ্গদেহের মূল কারণ ভাবসমূহ বুদ্ধিতেই নিহিত বলিয়া বিবেচিত হয়। ইন্দ্রিয় বা অহঙ্কারে নিহিত নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং লিঙ্গদেহস্থ অপর সপ্তদশ অবয়বে ভাবের উন্মেষণ প্রথমত হয় নাই। বরং বুদ্ধি-নিহিত ভাবের অনুসারেই পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ অবয়বের প্রসার হয়, বুঝিতে হইবে। নতুবা একটী মশক, হস্তী, মানব এবং দেবযোনির লিঙ্গদেহ একজাতীয় হইয়া পড়ে; এবং পরিণামের প্রসঙ্গে অনেক তর্কের বা বিপরীত ভাবনার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এস্থলে বেদান্ত একটী কারণ-শরীরের কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির প্রথম পরিণামে যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির সূচনা হইল, তাহাতেই যাবদীয় সৃষ্টির বীজ নিহিত। যখন যে বীজের আশ্রয়ে বুদ্ধির বুঝিবার প্রয়াস জন্মে, তখনই সেই জাতীয় সূক্ষ্ম অবয়বের সূচনায় লিঙ্গ দেহের পরিণাম বা জন্ম হয়। এখানে মূল গ্রন্থকর্ত্তাও সূক্ষ্মদেহের নাম লিঙ্গদেহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধি হইতেই লিঙ্গদেহের উৎপত্তি; বুদ্ধিই তাহার আশ্রয়; এবং বুদ্ধিতেই সে লীন হয়। এবং সেই সর্ব্বকারণ বুদ্ধিও মহাপ্রলয়ে অসীম প্রকৃতিতে লীন হয়।

এই সূক্ষ্মদেহ কিন্তু নির্লিপ্ত। ভোগায়তন দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোগ্য যাবদীয় পদার্থকে ভোগ করে বটে, কিন্তু ভোগের পরিসমাপ্তিতে সে দেহও পরিত্যাগ করত দেহান্তর ধারণ করে। ইহার গতি অপ্রতিহত! যে কোন স্থূল পদার্থের অন্তরে অবাধে প্রবিষ্ট হইতে পারে; এবং কখনই ইহার ধ্বংস হইবে না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম ভাব সমূহকে অন্তরে সংস্কার-ভাবে ধারণ করত, জন্মান্তর ভোগ করে এবং মহাপ্রলয়ে মূলা প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়াই লিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ৪০॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

স্যাদেতদ্‌বুদ্ধিরেব সাহঙ্কারেন্দ্রিয়া কস্মান্ন সংসরতি কৃতং সূক্ষ্মশরীরেণাপ্রামাণিকেনেত্যত আহ ।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা চ্ছায়া ।
তদ্বদ্বিনাহবিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ ।

আশ্রয়ং ঋতে বিনা, যথা চিত্রং, স্থাণ্বাদিভ্যঃ বিনা যথা চ্ছায়া ন তিষ্ঠতি তদ্বৎ অবিশেষৈঃ সূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্রৈঃ বিনা নিরাশ্রয়ং আশ্রয়শূন্যং নিরাধারং লিঙ্গং সূক্ষ্মশরীরং ন তিষ্ঠতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ।

আলেখ্যাদি চিত্র যেমন বস্ত্রাদির আশ্রয় ব্যতীত থাকে না ; বৃক্ষাদির স্কন্ধাদি পদার্থ বিশেষের আশ্রয় ব্যতীত ছায়ার অস্তিত্ব যেমন পরিদৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পঞ্চ তন্মাত্রের আশ্রয় ব্যতীত কেবল লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ বুদ্ধি অহঙ্কার এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমবায়ে সমুৎপন্ন সূক্ষ্ম করণগ্রাম একত্রীভূত হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব সূক্ষ্ম তন্মাত্রের পরিবেষ্টনে উক্ত ত্রয়োদশ করণ-গ্রামই সূক্ষ্মদেহ নামে পরিকল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

লিঙ্গনাৎ জ্ঞাপনাৎ বুদ্ধ্যাদয়ো লিঙ্গং, তৎ অনাশ্রিতং ন তিষ্ঠতি। জন্মপ্রায়ণান্তরালে বুদ্ধ্যাদয়ঃ প্রত্যুৎপন্নশরীরাশ্রিতাঃ, প্রত্যুৎপন্নপঞ্চতন্মাত্রবত্ত্বে সতি বুদ্ধ্যাদিত্বাৎ, দৃশ্যমানশরীরবৃত্তিবুদ্ধ্যাদিবৎ। বিনাবিশেষৈরিতি সূক্ষ্মৈঃ শরীরৈরিত্যর্থঃ। আগমশ্চাত্র ভবতি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাদিতি'। অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেন সূক্ষ্মতামুপলক্ষয়তি, আত্মনো নিষ্কর্ষাসম্ভবেন সূক্ষ্মমেব শরীরং, পুরুষস্তদপি হি পুরি স্থূলশরীরে শেতে ॥ ৪১ ॥

আভাস ।

লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মশরীর বলিলে, পঞ্চতন্মাত্রকে শরীররূপে আশ্রয় করত বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ করণগ্রামের একত্রীভূত

আভাস।

ভাবকেই বুঝিতে হইবে। কেবল ত্রয়োদশ করণ একটী আবরণের মধ্যে না থাকিলে, নিরাশ্রয়ে স্থাপিত ধান্যাদি শস্যের ন্যায়, বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু বিশ্লিষ্ট না হইয়া, যখন দেহান্তর প্রাপ্তির দ্বারা জন্ম জন্মান্তর ভোগ করত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্ব স্ব পৃথক্ ভাবকে রক্ষা করত সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাদের পার্থক্যের পরিচয়ার্থ, তদতিরিক্ত বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা আবরণের প্রয়োজন। তখনও কিন্তু পঞ্চ মহাভূতের সম্বন্ধ হইবার সম্ভব হয় নাই। কারণ তাদৃশ সূক্ষ্ম করণগ্রামের সহিত এতাদৃশ স্থূল মহাভূতের সম্বন্ধ হওয়াও অসম্ভব। তবে মহাভূতের কারণস্থানীয় যে সূক্ষ্মতন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই পরিবেষ্টনে উক্ত লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

অন্নপাক করিতে হইলে, জল ও চাউল একত্র সিদ্ধ হইলে, পরে জল-স্থানীয় ফেনের আবরণে যেমন চাউলগুলি ফুটিয়া অন্নে পরিণত হয়, কেবল শুষ্ক হাড়িতে অন্ন প্রস্তুত হয় না, সেইরূপ প্রায় সমজাতীয় সূক্ষ্ম তন্মাত্রার বেষ্টনে সূক্ষ্মদেহ স্থূল ভোগায়তন দেহে প্রবেশ করত, জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সূর্য্যকিরণেই প্রকৃত বিবিধ বর্ণের অস্তিত্ব আছে; তথাপি অতি সূক্ষ্ম মেঘের আশ্রয়ে ইন্দ্রধনুর উদয় হইলে, তাহাতেই বর্ণের পরিচয় হয়; সেইরূপ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের আশ্রয়ে উক্ত ত্রয়োদশ করণের সমবায়-ভূত ভাবই লিঙ্গদেহ বলিয়া অভিহিত হয়। বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে, "বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রাণ-পঞ্চকৈ, র্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে"॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, প্রাণপঞ্চ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের একত্রীভূত শরীরই লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ নামে অভিহিত হয়। এস্থলে বেষ্টন বা আধার-রূপে পঞ্চ প্রাণকে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চতন্মাত্রই

আভাস।

পঞ্চপ্রাণমূর্ত্তিতে আমাদের দেহ এবং বাহ্যিক পদার্থ-সমূহে বিদ্যমান থাকিয়া, সকলের পুষ্টি প্রভৃতি বিচিত্র ক্রিয়া সাধিত করিতেছে। বুদ্ধি প্রভৃতির সৃষ্টিকালেও আধার-মূর্ত্তিতে পঞ্চপ্রাণই বিদ্যমান ছিল। এই পঞ্চপ্রাণই পঞ্চ তন্মাত্র-রূপ ধারণে প্রত্যেক তত্ত্বের অবয়বরূপে বিদ্যমান, বুঝিতে হইবে। এই প্রাণই বৃত্তিকালে অর্থাৎ কার্য্যকালে প্রাণনামে এবং আশ্রয়কালে বা অবয়ব-বেশে পঞ্চ তন্মাত্র নামে চির বিদ্যমান থাকে। সুতরাং লিঙ্গদেহের আধার বা অবয়ব-বেশে পঞ্চপ্রাণই পঞ্চ তন্মাত্র-মূর্ত্তিতে দেহের কার্য্য করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহকেই যমরাজ বল পূর্ব্বক স্থূল দেহের অভ্যন্তর হইতে আকর্ষণ করেন, এই কথা শ্রুতি পরিচয় দিয়াছেন। তথায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলায়, তাহাকে সূক্ষ্মদেহই স্বীকার করিতে হইবে। সত্যবানের সূক্ষ্মদেহকে যম-কিঙ্করগণ যখন রজ্জুবদ্ধ করেন, তখন কেবল বুদ্ধি ও করণগ্রাম বলিলে, বন্ধন-কার্য্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং সেখানেও একটী দেহেরই কল্পনা অবশ্য করিতে হয়। সে দেহ কেবল বুদ্ধিবিশিষ্ট করণগ্রাম বলা যায় না। অতএব দেহের কল্পনা করিতে হইলে, তন্মাত্রের বেষ্টনেই উক্ত দেহ গঠিত স্বীকার করিতে হয় ॥৪১॥

সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া, যে কারণে এবং যে প্রকারে উক্ত সূক্ষ্মশরীর এক দেহ পরিত্যাগে দেহান্তর পরিগ্রহ করে, তাহাই পরবর্ত্তী কারিকায় প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

এবং সূক্ষ্মশরীরাস্তিত্বমুপপাদ্য যথা সংসরতি যেন চ হেতুনা, তদুভয়মাহ।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক-প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতে র্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

পুরুষার্থহেতুকং (পুরুষার্থঃ ভোগাপবর্গরূপঃ এব হেতুঃ প্রবর্ত্তকঃ যস্য তৎ) ইদং লিঙ্গং সূক্ষ্মশরীরং নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-প্রসঙ্গেন নিমিত্তং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি

অন্বয়ঃ।

নৈমিত্তিকং নিমিত্তোদ্ভবং স্থূল-শরীর-পরিগ্রহরূপং, তেষু তেষু সত্ত্ববহুলেষু, রজোবহুলেষু তমোবহুলেষু চ যঃ প্রসঙ্গঃ প্রসক্তিঃ তেন প্রকৃতেঃ বিভুত্বযোগাৎ সর্ব্বগতত্ব-ধর্ম্মসম্বন্ধাৎ সর্ব্বগততয়া সর্ব্বভূতেষু সম্বন্ধরত্বাৎ, নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে নানারূপতয়া বর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।

রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র অভিনয়ের অনুরোধে একাকী নটই যেমন বেশের পরিবর্ত্তনে বিভিন্নভাবে অভিনয় করিয়া থাকে, এই সংসারক্ষেত্রে কেবল ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত লিঙ্গ-শরীর স্বকীয় ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উপলক্ষে সঞ্চিত কর্ম্মবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, দেব মানুষ পশু পক্ষী বা তির্য্যগাদি বিচিত্র স্থূল শরীরকে পরিগ্রহ করে; এবং তাহাতে সম্পূর্ণ আসক্তি পুরঃসর কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তি প্রকৃতিও তাহার সকল ব্যাপারে বিবিধ ভাবে উক্ত লিঙ্গ-শরীরের আনুকূল্য করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

পুরুষার্থেন হেতুনা প্রযুক্তং, নিমিত্তং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি, নৈমিত্তিকং তেষু তেষু নিকায়েষু যথাযথং ষাট্‌কৌশিক-শরীরগ্রহঃ। স হি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তপ্রভবঃ। নিমিত্তঞ্চ নৈমিত্তিকঞ্চ তত্র যঃ প্রসঙ্গঃ প্রসক্তি তেন নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গং সূক্ষ্মশরীরম্।

যথাহি নটস্তাং তাং ভূমিকাং বিধায় পরশুরামো বা অজাতশত্রুর্বা বৎসরাজো বা ভবতি এবং তত্তৎস্থূলশরীরগ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যো বা পশুর্বা বনস্পতির্বা ভবতি সূক্ষ্মং শরীরমিত্যর্থঃ। কুতস্ত্যঃ পুনরস্যেদৃশো মহিমেত্যত আহ প্রকৃতের্বিভুত্বযোগাৎ। তথা চ পুরাণং "বৈশ্বরূপ্যাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুত" ইতি ॥ ৪২ ॥

আভাস।

নিশ্চিন্ত-মূর্ত্তিতে নিস্তব্ধে অবস্থানই যে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের পরমপদ, তাহা নহে। ঈশ্বর-সৃষ্ট যাবদীয় ভাব এবং ভাবের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশকে সর্ব্বান্তঃকরণে অবধারণ

আভাষ।

করিতে পারিলে, পুরুষের ভোগের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও কার্য্যের সমাপ্তি হয় না। পুরুষ যখন সমগ্র ব্যাপার বুঝিয়া, স্বকীয় বুঝিবার স্বরূপকে অবধারণ করে এবং তৎসঙ্গে যাহা কিছু বুঝিয়াছেন, তাহারও সমগ্র প্রতীতি স্বকীয় অন্তরে একত্র অনুভূত হইতে থাকে, তখনই তাঁহার ভোগ এবং অপবর্গ উভয়ই সাধিত হয়।

পুত্র-কন্যাদির বিবাহ উপলক্ষে মহাসমারোহ ব্যাপারে যখন মানব প্রবৃত্ত হন, তখন শত সহস্র লোকের ভোজন, অভ্যর্থনা, তদুপযোগী স্থান এবং দ্রব্য সম্ভারাদির ব্যবস্থায় প্রথমত তিনি যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। পরে কার্য্যের সুসমাপনে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞানে যখন নিস্তব্ধে উপবেশন করেন, তখনই নিজের উপযোগিতার পরিচয় লাভে তৃপ্তি অনুভব করেন। আমরা ব্যবহারিক প্রত্যেক কর্ম্মে স্পষ্টতই প্রতীতি করিতে পারি যে, কর্ম্মের জন্য আমরা কর্ম্ম করি না; কর্ম্ম করিয়া নিজের যোগ্যতার পরিচয়ে পরিতুষ্ট হইবার জন্যই আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি। কর্ম্ম করিবার যোগ্যতার পরিচয় যদবধি প্রাপ্ত না হই, তদবধিই বিচিত্র কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া থাকি। অতএব স্বকীয় যোগ্যতার পরিচয় লাভই পরমানন্দ। স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার-বর্গের প্রতিপালনে, ধনৈশ্বর্য্য-সংগ্রহে বা যে কোন উদ্যমের পরিসমাপ্তিতে স্বীয় যোগ্যতা দর্শনে আত্মপ্রতীতিই যে পরমানন্দ-লাভ, তাহা আমরা সংযত চিত্তে ক্ষণকাল বিচার করিলেই প্রত্যক্ষে অনুভব করিতে পারি। অতএব পরমানন্দের প্রতীতি করিতে হইলে, আত্ম-প্রতীতির বিশেষ প্রয়োজন। আত্মপ্রতীতি করিতে হইলে, ভোগপ্রদ কর্ম্মের প্রয়োজন। ব্যবহারিক দশায় এই আত্মপ্রতীতির কাল ক্ষণস্থায়ী ও অতি সংকোচিত; পারমার্থিক ভাবে কিন্তু এই ব্যবহারের সীমা অতি প্রশস্ত। তবে সংকোচিত ভাবকে আশ্রয় করিয়াই আমাদিগকে

আভাস।

প্রশস্তভাবে পরিণত হইতে হইবে। সামান্য গৃহক্ষেত্রাদির কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রতীতি লাভ করিতে করিতে, যখন আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বুঝিবার কার্য্য সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তাকে পর্য্যন্ত অবধারণ পূর্ব্বক স্বীয় অবধারণের যোগ্যতার অবধারণে আত্মপ্রতীতি করিতে পারিব, তখনই আমাদের পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

কর্ম্মের নামই বিব্রত-ভাব এবং পুরুষের ভোগের পরিচয়। কিন্তু কেহ কখন কর্ম্ম না করিয়া, নিস্তব্ধে থাকিতে পারেন না। কারণ নিস্তব্ধে অবস্থানই ঘোর অজ্ঞান বা অবিদ্যা। আবরণের অধীনে থাকিতে কেহ চাহে না; আত্মস্বরূপ সকলেই বুঝিতে চাহে; যাহার প্রতীতিতেই প্রকৃত পরমানন্দ। সুতরাং কোন জীবই নিশ্চিন্তে অবস্থান করে না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক পুরুষ, দেবতা হইতে অতি নীচ স্থাবর-যোনি পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্ম করিতেছে; তাহারই নাম ভোগ। প্রত্যেক কর্ম্মের সমাপনে আত্ম-পরিচয়-লাভেই জীব ক্ষণিক আনন্দ অনুভব করিতেছে। তাহারও নাম আংশিক অপবর্গ। এই প্রকার করিতে করিতে যখন অন্তিম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কর্ম্মে যুগপৎ নিযুক্ত ভাবিতে পারিবেন, তখনই ব্রহ্মাণ্ড-ভরা আত্ম-প্রতীতির পরিচয়ে ব্রহ্মাণ্ড-ভরা পরমানন্দ লাভের প্রতীতিতে মানব চির কৃতার্থ হইবে। আর কিছু বুঝিবার বাকী থাকিবে না; সুতরাং আর কর্ম্মেরও কোন প্রয়োজন হইবে না। পুরুষ কৃতার্থ! যদবধি ইহা না হয়, লিঙ্গদেহস্থ পুরুষের সংসার-প্রবৃত্তি হইতে কিছুতেই নিস্তার নাই। এক দেহ ধারণে যতদূর বুঝা ব্যাপারের সিদ্ধি হইল, বাকী বুঝিবার জন্য তাহাকে তদনুরূপ দেহকে পুনরায় ধারণ করিয়া ক্রমান্বয় অগ্রসর হইতে হইবে।

লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যময় পুরুষই দেহান্তর-প্রাপ্তির দ্বারা

আভাস।

সংসার-ভ্রমণের কর্ত্তা; এবং লিঙ্গদেহের মূল উপকরণ বুদ্ধিই এই ভ্রমণ করাইবার হেতু। কারণ বুদ্ধিই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এবং সংসারের যাবতীয় বীজ ইহারই গর্ভে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে নিহিত। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক সম্পত্তি এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি তামসিক সম্পত্তি একা বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। পশ্চাৎ উক্ত চারিটী ভাবের দ্বারা বুদ্ধিস্থ ভাব-সমূহ প্রচ্ছন্ন থাকে; সুতরাং বুদ্ধিস্থ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও অনভিজ্ঞ বেশে সুক্ষ্ম-দেহেই শয়ান থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিস্থ পুরুষের জানাই স্বভাব; এবং তাহার উপকরণই পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম জ্ঞানাদি চতুষ্টয়। অধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ের দ্বারা যেমন জ্ঞান আবৃত হয়, ধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ের দ্বারা জ্ঞান উন্মেষিত হয়। সুতরাং নিদ্রিত হইয়া যেমন ক্রমান্বয়ে থাকিতে পারা যায় না, জাগরণের উদ্বেগ আপনিই আইসে, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ অধর্ম্মাদির আবরণেও চির-নিদ্রিত থাকিতে পারেন না, বুঝিবার জন্য ধর্ম্মাদির আশ্রয়-লাভার্থ স্বভাবতই উদ্রিক্ত হন। লোচন যেমন দর্শন করিবার যন্ত্র, বুদ্ধিও সেইরূপ সংসার-বিচারের অপূর্ব্ব যন্ত্র। এই যন্ত্রের আশ্রয়ে তত্রস্থ পুরুষ ঈশ্বর নির্ম্মিত সংসারের বিচার করত স্বয়ং কৃতার্থ হন। কিন্তু এই বিচার বড়ই অদ্ভুত! কারণ বাহিরে যে সমস্ত ভাব বা পদার্থ দেখিয়া আমি বুঝি, তাহা অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না যে, আমি বুঝিলাম কি না! কারণ সে বুঝিলাম বাহিরের সম্পত্তি নহে। বুঝিলাম বলিলে, অন্তরের সহিত যখন মিলিয়াছে, তখনি বলি বুঝিলাম। অতএব বাহিরের ভাব যখন অন্তরের ভাবের সহিত মিলিয়া যায়, তখনই বলি বুঝি-লাম। যতক্ষণ ভিতরের ভাবের সহিত না মিলে, ততক্ষণ সহস্র প্রকারে শিষ্যকে বুঝাইলেও, সে বুঝিয়াছি বলিয়া কখনই স্বীকার করে না। যে ক্ষণে অন্তরের ভাবের সহিত বাহিরের ভাব মিলিয়া যায়, তখনই শিষ্য গুরুকে বলেন, হঁা মহাশয়! বুঝিয়াছি! কারণ

আভাস।

মনের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝাইলেন যে, বাহিরের বিষয়টী বা ভাবটী যে পর্য্যন্ত মনের ভাবের সহিত মিলিত না হয়, ততক্ষণ সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। অতএব ঈশ্বর-সৃষ্ট ভাব বা পদার্থ বাহিরে যাহা কিছু আছে বা ঘটে, সমস্তই মনোগত ভাবের সৌসাদৃশ্য-বেশেই অবশ্য আছে। তবে বাহিরে যেমন ব্যক্ত, অন্তরে সেরূপ ব্যক্ত নহে; প্রমাণের দ্বারা সেগুলিকে পরিস্ফুট করাইতে হইবে। গুরু শিষ্যকে উপদেশ প্রদানে কোন নূতন ভাব শিষ্যহৃদয়ে বসাইতে পারেন না; সমস্তই মানব হৃদয়ে আছে; উপদেশের দ্বারা তাহাকে পরিস্ফুট বা প্রকটিত করান হয় মাত্র।

কারণ যে আধার-বুদ্ধিকে লইয়া আমরা বা জীবস্বরূপ পুরুষ সংসারে জানিবার বা বুঝিবার জন্য অবতীর্ণ, সে আধার অতি অপূর্ব্ব। তাহা সংসার-সৃজনের নিমিত্ত পরিণত প্রকৃতিরই অংশ; সন্দেহ নাই। অতএব প্রকৃতি যাহা কিছু প্রসব করিয়াছিলেন, করিতেছেন এবং করিবেন সে সকলের যোগ্যতা, আদর্শ বা নমুনাভাব নিশ্চয়ই তাহার অংশ-স্বরূপ বুদ্ধিতেও অবশ্যই আছে। একজন ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ স্বীয় হৃদয়-সরোবরে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সকল বার্ত্তাই অবধারণ করিতে পারেন। তাঁহার হৃদয়ে সকল বিষয়ই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা কোন অভীষ্ট দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া, বিষয়ান্তর পরিহারে তাহাতেই একাগ্রচিত্ত হইলে, অন্তর্নিহিত সেই ভাবের যখন প্রকটন হয়, তখনই সেই ইষ্ট-দেবতার সাক্ষাৎকার-লাভ আমাদের হইয়া থাকে। কারণ তিনি সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়েই ছিলেন। জপের ফলে কেবল প্রকটিত হইলেন মাত্র। তিনি যখন প্রকৃতির আশ্রয়ে কখনও বাহিরে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তখন আমার হৃদয়েও নমুনা-মূর্ত্তিতে নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং আমি শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা লইকারে

আভাস।

জপ বা চিন্তা করায়, তদীয় ভাব হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া আমাকে কৃতার্থ করেন।

আমি সম্পূর্ণ শূন্যহৃদয় হইলে, অর্থাৎ বিষয়-ভাবনা পরিহার পূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বচ্ছ দর্পণের স্থায় হৃদয়কে শূন্য করিতে পারিলে, স্বীয় হৃদয়ের দ্বারা, পরকীয় হৃদয়ের বার্ত্তাও অবধারণ করিতে পারি; এবং তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ব্যাপারের বিষয়ও স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারি। কারণ তাহার হৃদয়ও আমার হৃদয় হইতে পৃথক নহে; আমার হৃদয়েও তাহার হৃদয়ের সাদৃশ্য আছে। অতএব বহির্জগতে এমন কোন ভাব বা পদার্থ থাকিতে পারে না, যাহার আদর্শ বা নমুনা, আমার অন্তর্জগতে নাই। কারণ বহির্জগৎ যে উপাদানে গঠিত, আমার অন্তর্জগৎও সেই উপাদানে গঠিত। কারণ সকল হৃদয়ই সেই পূর্ণের অংশ মাত্র। সমগ্র গঙ্গার স্রোতঃশীল সলিলে যে পবিত্রতা আছে, একহস্ত পরিমিত ভগীরথের খাদাবচ্ছিন্ন সলিলেও সেই জাতীয় পবিত্রতা আছে। সুতরাং সমগ্র প্রকৃতির পরিণত অংশে যে সৃষ্টির বীজ বিরাজমান থাকিয়া, নিখিল জগতের প্রসব হইতেছে, সেই প্রকৃতির অংশই আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও তাহার নমুনা বা আদর্শ নিশ্চয়ই আছে। তবে পরমা প্রকৃতিতে ব্যক্ত হইয়া জগৎ রচিত হইয়াছে, সুতরাং তদধিষ্ঠাতা মহাপুরুষই পরমেশ এবং সর্ব্বজ্ঞানময়। আমার হৃদয় ক্ষুদ্রবুদ্ধি আপাতত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্যের আবরণে আবৃত থাকায়, কিছু বুঝি না, বা কিছুই পারি না বলিয়া আমি অভিভূত। অতএব ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যকে যখন প্রকটিত করিতে পারিব, তখনই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া এবং নিস্পৃহ ভাবে চিনিয়া হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া লইতে পারিব। তখন আর কিছু নূতন দেখিব না; সবই পুরাতন হইয়া যাইবে। এমন কি! যে স্থান হইতে প্রকৃতির প্রসার, সেই পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ, তদীয়া শক্তি প্রকৃতি এবং তাঁহার কার্য্যবর্গ সকলই আমার ক্ষুদ্র

আভাস।

বুদ্ধি-হৃদয়ে অবভাসিত হইবে; এবং তখনই যাবতীয় ভোগের অবসানেও স্বকীয় যোগ্যতার পরিচয়ে আমাদের পরমানন্দ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

অতএব সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ গ্রহণে অধিকারী হওয়াই যখন বুদ্ধিস্বরূপের উদ্‌যোগ, তখন বিষয়-ভোগের উপযোগী হওয়াও বুদ্ধির প্রয়োজন। ক্ষুধাতুর কূর্ম্ম যেমন ভোজনার্থ এবং ভোজ্য দ্রব্যকে গ্রহণার্থ নিজের কর-চরণাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে প্রকাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধিও বিষয়-বিচারার্থ অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামকে নিজ অন্তর হইতে বাহিরে বিকাশ করে। তখন সেই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং আমি-ভাবাপন্ন অহঙ্কার লইয়া, বুদ্ধি একটী পূর্ণাবয়ব হয়। বুদ্ধি অবয়বী; অবশিষ্ট দ্বাদশটী তাহার অবয়ব। উক্ত দ্বাদশ করণের আশ্রয়ে মূলা বুদ্ধি স্বকীয় অন্তরস্থ জীবাত্মা পুরুষকে বিষয়ের উপভোগ করান। অতএব দ্বাদশটী লইয়া বুদ্ধি একটী দেহ; যাহাকে সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গনামে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ অভিহিত করিয়াছেন।

এক্ষণে বিচার্য্য যে, আমাদের স্থূল দেহ এবং আমি-ভাবাপন্ন সূক্ষ্ম-দেহের যেমন আশ্রয়-আশ্রয়ীভাবে পার্থক্য আছে, সেইরূপ সূক্ষ্মদেহীর সহিত তাহার দেহেরও অবশ্য পার্থক্য আছে। আমাদের স্থূল দেহ যেমন রক্ত মাংসাদি বিশিষ্ট পঞ্চভূতময়, সেইরূপ সূক্ষ্ম দেহও প্রাণময় পঞ্চতন্মাত্র-বিশিষ্ট। বেদান্তে প্রকাশ আছে যে, অন্নাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ। ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা। অর্থাৎ অন্নময় দেহের অন্তরে প্রাণময় দেহ, প্রাণময়ের অন্তরে মনোময় দেহ, মনোময়ের অন্তরে কর্তৃস্বরূপ অহঙ্কারময় দেহ এবং অহঙ্কারেরও অন্তরে বুদ্ধিরূপ ভোক্তৃদেহ। অবশ্য দেহ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, তথায় কোষ-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অবশ্য শ্রুতিতেও অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দ-ময় ভেদে পাঁচটী উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম কোষের অস্তিত্ব স্বীকার করা

আভাস।

হইয়াছে ; সুতরাং প্রত্যেক কোষই তাহার আধেয় বস্তু অপেক্ষা স্থূল বেষ্টনে পরিবৃত স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখানে সাংখ্যাচার্য্যও সূক্ষ্মদেহ যে তদপেক্ষা একটী ঈষৎ স্থূল পঞ্চ তন্মাত্রময় দেহের আবরণে বেষ্টিত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

বৃক্ষ বা যে কোন ফলের প্রতি দৃষ্টি করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, একটী কুমড়া বা আম্রাদি ফল এক রসেরই পরিণাম হইলেও এবং তদীয় অভ্যন্তর সেই রসে পূর্ণ থাকিলেও, বাহিরে একটী ত্বকের আবরণে সে আবৃত থাকে। ত্বক্ না থাকিলে, রস গড়াইয়া পড়িয়া যাইত ; ফল পরিপুষ্ট হইতে পারিত না। কিন্তু ত্বক্ আবরক-রূপে ফলের বহির্ভাগে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও, মূল রসভাগ ফল অপেক্ষা পৃথক্ নহে ; অথচ ফলের সহিত ত্বকের কোন সাদৃশ্য নাই, তথাপি ত্বক্ ফলেরই অঙ্গ-বিশেষ এবং যে রসে ফল পরিপূর্ণ, সেই রসেই ত্বক্ পরিপুষ্ট ; ত্বক্ অন্য কোন বস্তুতে প্রস্তুত হয় নাই।

সেইরূপ বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিরূপ লিঙ্গদেহও তদপেক্ষা তাহার স্থূল-ভাবাপন্ন ত্বক্‌রূপ পঞ্চ তন্মাত্রে বেষ্টিত হওয়ায়, উক্ত দ্বাদশ পদার্থকে একত্রীভূত থাকিতে হয়। কারণ ইহা প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। যে তত্ত্বের দ্বারা যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেই পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক রাখিবার জন্য, সেই তত্ত্বকেই তাহার স্থূল আবরণ মূর্ত্তিতে বা বেষ্টন দেহরূপে তাহার বাহিরে থাকিতে হইবে। তাই সূক্ষ্মদেহ পঞ্চতন্মাত্রের আবরণে আবৃত থাকায়, সূক্ষ্ম দেহ-নামে কল্পিত। এখানে পঞ্চ তন্মাত্রই সূক্ষ্ম দেহের ত্বক্-স্বরূপ। অধিক কি! সাংখ্যাচার্য্য যে কোন তত্ত্বের নাম করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক্ তত্ত্বই তদপেক্ষা স্থূল ত্বক্‌স্বরূপ আবরণে বেষ্টিত, স্বীকার করিতে হইবে ; নতুবা তত্ত্বান্তরের সহিত তাহার পার্থক্য থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ প্রকৃতি

আভাস।

বিভু পদার্থ! সুতরাং তাহা হইতে যে কোন তত্ত্ব যতই পর পর উৎপন্ন হউক না, সকলের আশ্রয় এবং সাহায্যকারী শক্তিরূপে প্রত্যেকের অন্তরে এবং বাহিরে তিনি অবস্থিত থাকেন; সুতরাং প্রত্যেক্ তত্ত্ব উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়া তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি হইলেও, কোথায়ও মূলা প্রকৃতির অন্তর্ধান হয় না। মূল বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল এবং অষ্ঠি প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ যতই উত্তরোত্তর বিভিন্ন ভাবে পরিচিত হয়, রসের অস্তিত্ব কোথাও অন্তর্হিত হয় না; রস সকলের পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াও, সকলেরই অন্তরে পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। সেইরূপ মহাশক্তি প্রকৃতি প্রত্যেক বিভিন্ন তত্ত্বকে স্ব স্ব কারণ হইতে উৎপন্ন হইবার অবসর দিয়াও, স্বয়ং সকল তত্ত্বের অন্তর ও বহির্ভাগে পুষ্টি এবং প্রত্যেক তত্ত্বকে পরস্পরে পৃথক্‌ভাবে থাকিবার আবরণেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

লিঙ্গশরীর বিভিন্ন তত্ত্বের সমষ্টিতে উৎপন্ন হইলেও, এক উদ্দেশে একটী বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হওয়ায়, উক্ত সমষ্টিকে একটী দেহ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; সুতরাং প্রকৃতিও উক্ত সূক্ষ্ম শরীরের অন্তরে স্বয়ং প্রাণ মূর্ত্তিতে পুষ্টি এবং পঞ্চ তন্মাত্র-মূর্ত্তিতে আবরণ বা আশ্রয় ক্রিয়ার সাধন করিতেছেন।

লিঙ্গদেহ একটী পূর্ণ অবয়ব হইলেও, বুদ্ধি তাহার শীর্ষস্থান। অহঙ্কার-হৃদয় এবং মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহার করণ-স্থানীয়; এবং পঞ্চ তন্মাত্রই তাহার দেহ। কিন্তু পঞ্চতন্মাত্র অতি সূক্ষ্ম বস্তু; সৃষ্টির প্রথম বিকাশ বা শেষ পরিণামও নহে। ঈশ-সৃষ্ট জগৎ কিন্তু পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিতে বিকশিত; সুতরাং তাহাকে ভোগ করিতে হইলে, তজ্জাতীয় পাঞ্চভৌতিক কলেবরের প্রয়োজন। অতএব লিঙ্গ-শরীরের আবরণ পঞ্চ-তন্মাত্র যদবধি পঞ্চ মহাভূতরূপে পরিণত না হয়, তদবধি ভূতময় পদার্থের সহিত তাহার সম্পর্ক হইতে পারে

আভাস।

না। কিন্তু আপনার অনুরূপ সুক্ষ্ম স্তরে যেমন পৃথক্ ভাবে বিচরণ করে, আবার তদপেক্ষা অতি স্থূল স্তরে প্রবেশ করিয়াও, পৃথক্ ভাবে আপন অস্তিত্বকে রক্ষা করিতেও পারে। ভোগ করিবার জন্য ভোগানুরূপ পিতৃছাঁচে অনুপ্রবেশ করে এবং মাতার শোণিত উপকরণে স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করে। অর্থাৎ গালিত সুবর্ণ বা কাচাদি পদার্থ প্রয়োজন মত ছাঁচে নিপতিত হইলে, তত্তদাকারে যেমন আকারিত হয়, সেইরূপ লিঙ্গদেহও ভোগের অভিপ্রায়ে উন্মুখী হইলেও, ভোগানুরূপ পিতৃ-মাতৃ-ভাবাপন্ন ভাবের অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার স্নায়ু অস্থি ও মজ্জা এবং মাতার লোম (ত্বক্) লোহিত এবং মাংসের ভাবে পরিণত হইয়া ষাট্‌কৌষিক দেহাবলম্বনে মাতৃগর্ভে নিহিত হয়। পরে মাতৃরসে পুষ্ট-কলেবর হইয়া, ভূমিষ্ঠ হয়। এই কলেবরই প্রকৃত ভোগায়তন দেহ। নদী প্রভৃতিতে বিচরণ করিতে হইলে, যেমন উপযুক্ত নৌকার প্রয়োজন, ভূমিতে শকটের প্রয়োজন, আকাশে বিচরণ করিতে হইলে, ব্যোম-যানের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ লিঙ্গদেহের অন্তরে যে জাতীয় ভোগের ইচ্ছা উদিত হয়, তাদৃশ ভোগ যে জাতীয় দেহে উপভুক্ত হওয়া উচিত, লিঙ্গদেহ সেই জাতীয় পিতা-মাতার অন্বেষণে তদন্তরে গঠিত হইবার নিমিত্ত প্রবেশ করে এবং তদুপযুক্ত দেহ ধারণে তাদৃশ ভাবকে ভোগ করে। রঙ্গমঞ্চে নট যেমন অভিপ্রেত অভিনয় করিবার মানসে বৎসরাজ, শিশুপাল, রামচন্দ্র বা কৌশল্যাদির পরিধেয় পরিধানে বিশেষ যত্ন ও ঐকান্তিক হৃদয়ে অভিনয় কার্য্য সমাপনান্তে অপর পরিধেয় গ্রহণে অপর অভিনয় করে, সেইরূপ লিঙ্গদেহও যখন যেরূপ ভোগায়তন দেহকে আশ্রয় করে, তখন বিশেষ আগ্রহ-সহকারে সেই দেহেই পূর্ণ আসক্তির পরিচয় দেয় এবং ভোগান্তে সে দেহকে পরিত্যাগ করত, অন্য অভিপ্রায়ের অনুরূপ দেহান্তর ধারণে এই সংসার-ক্ষেত্রে নটের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। কতবার দেহ

আভাস।

ধারণ করে? জিজ্ঞাসা করিলে, অনন্ত বার বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। কারণ ভোগ্য বিষয়ের সীমা নাই; সুতরাং ভোগের ইচ্ছারও সীমা নাই! ইচ্ছার নিবৃত্তি না হইলে, শরীর পরিগ্রহের নিবৃত্তি হয় না॥ ৪২॥

এই ইচ্ছার উদ্রেক কোথায় এবং কি কি ভাবে বা কারণে তাহার উদ্রেক হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে॥

তত্ত্বকৌমুদী।

নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেনেত্যুক্তং তত্র নিমিত্তং নৈমিত্তিকঞ্চ বিভজতে।

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥ ৪৩॥

অন্বয়।

সাংসিদ্ধিকাঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ ভাবাঃ প্রাকৃতিকাঃ প্রকৃতৌ স্বভাবে এব স্থিতাঃ; ধর্ম্মাদ্যাঃ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাঃ তথা অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাঃ অষ্টৌ বৈকৃতিকাঃ ভাবাঃ করণাশ্রয়িনঃ, তথা কললাদ্যাঃ বৈকৃতিকাঃ ভাবাঃ চ কার্য্যাশ্রয়িণঃ ষাট্‌কৌশিকাদি-দেহাবচ্ছিন্নাঃ দৃষ্টাঃ মতাঃ॥ ৪৩॥

অনুবাদ।

যাহা হইতে ইচ্ছার উদ্রেক হয়, সেই ভাব-সমূহ প্রথমত দুই প্রকার; প্রাকৃতিক এবং বৈকৃতিক। স্বাভাবিক ভাব সমূহ প্রাকৃতিক; অর্থাৎ প্রকৃতিতেই তাহারা স্বভাবসিদ্ধ মূর্ত্তিতেই চির বিদ্যমান। বৈকারিক ভাবও দুই প্রকার। ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য। এই আটটী ভাব স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, বৈকৃতিক; অর্থাৎ বিকার ভাববিশিষ্ট এবং কারণ-নিষ্ঠ; অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামেই তাহারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহারাই যাবদীয় পরিবর্ত্তনের মূল নিমিত্ত। কারণ কলল, বুদ্বুদ, মাংসপেশী ও

অনুবাদ।

করণাদি সূক্ষ্ম বস্তু এবং অস্থি পঞ্জর লোহিত মজ্জা শুক্র স্নায়ু ত্বক্ এবং রোমাদি যাবদীয় বিকৃত ভাব ও কার্য্যস্বরূপ ষাট্‌কৌশিক দেহ এবং স্থূল ভোগায়তন দেহও এই ধর্ম্মাদি অষ্টপ্রকার নিমিত্তের অনুরোধে বিচিত্র-ভাবে অভিব্যক্ত হয়, এইরূপ সাংখ্যকর্ত্তার মীমাংসা ॥ ৪৩ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

বৈকৃতিকা নৈমিত্তিকাঃ, প্রাকৃতিকাঃ স্বাভাবিকাঃ, সাংসিদ্ধিকাঃ ভাবাঃ যথা সর্গাদাবাদিবিদ্বান্ ভগবান্ কপিলো মহামুনি ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগৈ্যশ্বর্য্যসম্পন্নঃ প্রাদুর্ব্বভূবেতি স্মরন্তি। বৈকৃতিকাশ্চ ভাবাঃ অসাংসিদ্ধিকাঃ উপায়ানুষ্ঠানোৎপন্নাঃ। যথা প্রাচেতস-প্রভৃতীনাং মহর্ষীণাম্। এবমধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাণ্যপি। কার্য্যং শরীরং তদাশ্রয়িণ স্তস্যাবস্থাঃ। কলল-বুদ্বুদ-মাংসপেশী-করণ্ডাঙ্গ প্রত্যঙ্গব্যূহাঃ গর্ভস্থস্য। ততো নির্গতস্য বালস্য বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যানীতি ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়! বিশেষত এত বিচিত্র ভাব কোথা হইতে যে আসিতেছে এবং কোথায়ই বা লীন হইতেছে ভাবিলে, উত্তর লাভের কোন সহজ উপায় নাই! যেন স্তম্ভিতই থাকিতে হয়। কিন্তু কেবল জানিবার জন্যই আমার সংসারে আসা! সঙ্গে কিছুই যাইবে না! এবং ক্ষণকাল পরে যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহার কিছুই থাকিবে না; বা যে আমি জানিতে আসিয়াছি, সে আমিও কোথায় চলিয়া যাইব! তখন হয়ত জানাও কিছু আর হইবে না; তখন আমার আসাই নিরর্থক হইয়া যাইবে। সুতরাং জানাই যখন মূল উদ্দেশ্য, তখন কি জানিব! আমি কে? জানাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য! কিন্তু সেই আমি কে? জানিতে হইলে, আমার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। যোগ্যতার পরিচয়েই সুখী হই! নতুবা অভিভূতের ন্যায়, আছি কি না, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারি না। সে

আভাস।

যোগ্যতা কিন্তু নির্ভর করে আমার আমি-ভাবের উপর; যাহা লইয়াই আমি সাজিয়াছি। সে ভাব কি আমার চির-সঙ্গী, কি সময়ে সময়ে আসে? যদি সময়ে সময়ে আমার ভাবের আগমন হয় এবং সময়ে ভাব থাকে না বলি, তাহা হইলে ভাবের অভাবে আমারও অভাব হইয়া পড়ে; পুনরায় আবার আমি-ভাব কিরূপে আইসে? আমি কিন্তু কখন নাই বা থাকিব না, তাহাও কখন হৃদয়ে স্থান পায় না। আমি যেন চির বিদ্যমান! এ দেহ ত্যাগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও যেন থাকিব; মনে হয়। আমি-ভাবের অভাব কেহ কখন চিন্তা করিতেও পারে না এবং চাহেও না। অতএব সে আমি বা আমার উপকরণ ভাব কোথায়? এতদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্য উত্তর দিয়াছেন, আমার উপকরণ-ভাব চির-বিদ্যমান। সে কখন নষ্ট হয় না; এবং কখন ছিল না, এমতও নহে। ভগবান্‌ গীতা-বাক্যে বলিয়াছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে, সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ যাহা নাই, তাহা কখন স্বকীয় অস্তিত্বের পরিচয় দেয় না; এবং যাহা আছে, সেও কখন বিনষ্ট হইবারও পরিচয় দেয় না। যাহা আছে, তাহা চিরকালই থাকিবে; এবং যাহা নাই, সে আর কখন আত্মপরিচয় প্রদানার্থ অগ্রসর হইবে না। ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন; "আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাত মলক্ষণং। অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ যাহা সৃষ্ট-জগতে আপাতত অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে, তাহারা চিরকালই ছিল এবং থাকিবে; তবে ঘোর অন্ধকারের আবরণে যে কিছু থাকে, তাহা কখন লক্ষ্য হয় না এবং বুঝাও যায় না। বীজের অন্তরে সমগ্র বৃক্ষের ভাব যেমন অলক্ষিত ভাবে থাকে; এবং নিদ্রিত ব্যক্তির মনোগত বা চিত্তগত বৃত্তি-সমূহ যেমন অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থ-নিচয় বা ভাব-সমূহ যেন নাই মূর্ত্তিতে সেই সর্ব্বকারণ

আভাস।

কারণ প্রকৃতির গর্ভে প্রসুপ্তের ন্যায়, একাকার ভাবে চির বিদ্যমান থাকে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও উক্ত আছে, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্;" হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কারণ-মূর্ত্তিতে সেই মহাশক্তি প্রকৃতির অন্তরে এরূপ ভাবে বিদ্যমান ছিল, যেন তাহার কোনরূপ অন্বেষণ হইতে পারে না। এমন কি! শক্তিও শক্তিমানে অভেদ-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকায়, এক এবং অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মই স্ব স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন, অনুভূত হয়।

ভগবান্ গীতাবাক্যে অর্জ্জুনকে প্রতিবোধিত করিয়াছিলেন যে,

হে অর্জ্জুন! নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

আমি কখন ছিলাম না, এমত নহে; এবং তুমিও কখন ছিলে না, তাহাও নহে। অধিক কি! এই রাজন্যবর্গও যে, কেহ কখন ছিলেন না, তাহাও নহে; এবং আমরাও যে কেহ কখন থাকিব না, এমতও হইতে পারে না। অতএব সকলে ছিলাম; রহিয়াছি; এবং থাকিব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা ভগবান্ স্পষ্টত আমাদিগকে প্রতিবোধিত করিয়াছেন যে, আমাদের বা এই জড় জগতের প্রত্যেক মূর্ত্তির বা ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপ অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে মূলা প্রকৃতিতে চির বিদ্যমান আছে। তবে মূলা প্রকৃতিতে ভাবরূপে, বুদ্ধি প্রভৃতি করণগ্রামে ধর্ম্মাদিরূপে এবং স্থূল দেহাদি ব্যক্তপদার্থে সৃষ্টির মূর্ত্তিতে সৎস্বরূপে চিরবিদ্যমান রহিয়াছে।

সুখদুঃখাদির স্পর্শ যে দেহাদিতে হয় এবং যাহার স্পর্শে সুখ দুঃখাদির উপলব্ধি হয়, তাহারা উভয়েই সম্পূর্ণ ব্যক্ত জড় পদার্থ। যে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের অনুভূতি হয়, তাহারা আংশিক-ব্যক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ; এবং চৈতন্যোপহিত বিকৃত

আভাস।

প্রকৃতি, যাহাতে সূক্ষ্ম ভাব-সমূহ অভেদে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইটীও কারণ পদার্থ। কিন্তু এতদপেক্ষা সর্ব্বপোষক সকলের কর্ত্তা এবং সকলের জ্ঞাতা মূর্ত্তিতে যে চিৎজড়ের একত্রীভূত ভাব, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা বা পরাপ্রকৃতি সর্ব্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি।

আমরা প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থের প্রতি, বিশেষত বৃক্ষ লতাদির প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টত উপলব্ধি করিতে পারি যে, বীজই প্ররোহিত হইয়া বৃক্ষাদিরূপে পরিচিত হয়; এবং ভূগর্ভস্থ অসীম উর্ব্বরা শক্তি উক্ত বীজকে সাহায্য প্রদানে স্বয়ং পরিণত হইয়া, উক্ত বৃক্ষাদিরূপে বাহিরে ব্যক্ত হন; সেইরূপ আমরা যে কোন জীবদেহ ধারণে এই জগতে আত্ম-পরিচয় দিতেছি, ইহার কারণ-মূর্ত্তি কেবল ভাবের আকারে মূলা প্রকৃতির গর্ভে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে বিদ্যমান ছিল। কুম্ভকার স্বীয় অন্তরে কল্পনার দ্বারা যেমন মৃত্তিকার আশ্রয়ে ঘটাদির নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মার কল্পনায় প্রকৃতির উপাদানে জগৎ রচিত হইয়াছে, এরূপ সাংখ্যাচার্য্য বিবেচনা করেন নাই। কারণ শ্রুতি চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মাকে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সর্ব্বসাক্ষী চিন্মাত্র বলিয়া যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, সাংখ্যাচার্য্যও "সংঘাত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" ॥ বলিয়া, একই প্রকার অর্থের মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টির বীজ কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে, প্রকৃতিরই গর্ভে, স্বীকার করিতে হইবে; যাহা নিত্যসিদ্ধ রূপে চির বিদ্যমান। কিন্তু তাহা হইলে, ত্রিবিধ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ; জড়া প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত জগদ্বীজ। পুরুষ এবং প্রকৃতি ব্যতীত নিত্যসিদ্ধ জগদ্বীজ পৃথক্ রূপে স্বীকার করিলে, তাহারও অস্তিত্বের প্রতিপাদনার্থ অপর একটী চৈতন্য-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে

আভাস।

হয়। সুতরাং উত্তরোত্তর অনবস্থা দোষেরই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে এই নিমিত্ত সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্য সৃষ্টির বীজরূপে "সাংসিদ্ধিকা ভাবাঃ প্রাকৃতিকাঃ" বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার বিচারে সৃষ্টির বীজ ভাব-মূর্ত্তিতে প্রকৃতিরই গর্ভে চির-বিদ্যমান মীমাংসিত হইয়াছে। সাংসিদ্ধিকাঃ। অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধাঃ; অর্থাৎ যাহাকে আর নূতন করিয়া গড়িতে হয় না; প্রকৃতির গর্ভে চির বিদ্যমান। সে প্রকৃতিটী কিরূপ? জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে পাইব যে, চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞানের গর্ভে তদীয় সর্ব্বপ্রসবিনী শক্তিরূপে যিনি চির-বিদ্যমান, কখন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ হইতে পৃথকভাবে থাকিতে পারেন না এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, কখনই কেবল বা পৃথক্ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে পারেন না; উভয়ের অভেদ ভাবে থাকাই চির স্বভাব, সেই অভিন্ন-মূর্ত্তি প্রকৃতিতেই জগদ্বীজ চির-নিহিত। অতএব বীজ পৃথক নহে; উভয়ের একত্র সমাবিষ্ট ভাবই জগদ্বীজ। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে, কার্য্যকালে আমাদিগকে বিব্রত হইতে হয়; কিন্তু কার্য্যের সমাপনে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় লাভে আমাদের পরমানন্দের প্রাপ্তি ঘটে। আনন্দ-লাভের জন্যই আমরা উপার্জ্জন বা বিবিধ ব্যয়বিশিষ্ট বিরাট্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং কৃতকৃত্য হইয়া তৃপ্তি লাভ করি। কার্য্য করিবার শক্তি এবং আমি কখনই ভিন্ন নহি; তবে কার্য্যকালে আত্ম-হারা হইয়া, কার্য্যকেই প্রধান করি; এবং কার্য্যান্তে কার্য্যভাবকে অন্তরে রাখিয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ করি। আপনাকে প্রধান করিয়াও কার্য্যভাবকে ভুলি না; সম্পূর্ণ কার্য্যের ছবি হৃদয়ে জাগরূক থাকে; কিন্তু তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিলে, নিজের যোগ্যতা পরিদর্শনে পরিতৃপ্ত হই। সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ ব্রহ্ম পরম জ্ঞর একবার স্বীয় শক্তির পরিচয় গ্রহণ, পরক্ষণে সমগ্র সৃষ্টির ছবি অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া,

আভাস।

স্বীয় যোগ্যতার পরিচয়ে যেন কেবল-ভাবে অবস্থান করত, পরমানন্দে অবস্থান করেন। পুনরায় সেই ছবিই প্রকটিত করত সংসার-মূর্ত্তির গঠন করেন। অতএব শক্তির প্রসারিত হওয়াই সংসার; এবং সঙ্কোচিত হওয়াই মহাপ্রলয়। সঙ্কোচন-মূর্ত্তির ভাবরূপে অবস্থানই সৃষ্টির পর্য্যবসান; এবং প্রসারণ ভাবই পরিদৃশ্যমান জগৎ।

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। রজোগুণ এবং তমোগুণের উদ্দীপন না থাকিলেও, সত্ত্বগুণের অস্তিত্ব অনিবার্য্য এবং প্রকাশ-পূর্ণ। তবে উদ্দীপন শক্তি রজঃ এবং আবরক-শক্তি তমোগুণ সত্ত্বের উপর কোন কার্য্য বা নিজ স্বভাবের পরিচয় না দিলেও, নিস্তব্ধ শক্তি-মূর্ত্তিতে সত্ত্বের সহিত উক্ত রজঃ এবং তমঃ অবশ্যই থাকে; বিনষ্ট বা বিলুপ্ত কখনই হয় না। তবে তৎকালে স্বীয় কার্য্যের কিছু পরিচয় দেয় না, এই মাত্র বিশেষ। উক্ত উভয়ের অস্তিত্ব চিরকালই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব নিষ্ক্রিয় রজঃ এবং তমের একত্র মিলনে সত্ত্বগুণই তৎকালে পূর্ণ ভাব বস্তু। তখনই প্রকৃতি প্রকৃত অব্যক্ত পদার্থ। কারণ রজঃ এবং তমোগুণের উদ্রেক না হইলে, কেবল সত্ত্বমূর্ত্তিতে অবস্থিতা প্রকৃতি সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত ভাব-মূর্ত্তিতে অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করেন। রজোগুণ এবং তমোগুণের উদ্রেকে যিনি ব্যক্ত জগৎ-মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, আবার উক্ত গুণদ্বয়ের উদ্রেকের অভাবে, সম্পূর্ণ অব্যক্ত অর্থাৎ অপরিস্ফুট মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, তখনই সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি অব্যক্ত নামে অভিহিতা হন। অতএব প্রকৃতির সত্ত্বপ্রধান মূর্ত্তিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত ভাব। ইহাই প্রকৃতির স্বভাব এবং বিচিত্র বেশে পরিণত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত ভাব। ইহার প্রকাশ বা গঠনের জন্য কোন কর্ত্তার প্রয়োজন হয় না। চৈতন্য-স্বরূপের ঈক্ষণ হইবা মাত্র, সত্ত্বস্বরূপা প্রকৃতিতে কার্য্যের উদ্রেক আইসে;

আভাস।

এবং শক্তের শক্তি, গুণীর গুণ এবং জ্ঞানের উদ্বোধনের ন্যায়, সত্ত্বগুণের ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অবয়ব-ভূত রজঃ এবং তমোগুণের উদ্রেক হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি না আসিলে, নিবৃত্তির প্রয়োজন হয় না; সুতরাং রজোগুণের প্রথম উদ্দীপনায় নিত্যসিদ্ধ জগৎভাব প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে প্রবৃত্তিমুখে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য এই চারিটী বিকার ভাবের উদয় হয়; তৎসঙ্গে নিবৃত্তির কল্পে তমোগুণের উদ্রেকে তদ্বিপরীতে অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী ভাবও প্রতিবন্ধক-মুখে একত্রই দেখা দেয়। এখানে চৈতন্যের ঈক্ষণই প্রধান নিমিত্ত, যাহার অনুরোধে এই আটটী বিকৃত ভাবের পরিচয় ঘটে। এই বিকৃত ভাবের উদয় হইবার উপলক্ষে, তাহাদের আশ্রয়-স্থান সূক্ষ্ম করণ-গ্রামেরও উৎপত্তি হইল। অর্থাৎ বুদ্ধি অহঙ্কার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অনুরূপে আশ্রয় এবং আশ্রয়ী এই উভয় ভাবে প্রকটিত হইয়া, কার্য্যার্থ উদ্যমের পরিচয় দেয়। সুতরাং এই করণ-গ্রাম এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি উক্ত দেহাদি স্থূল ভাবের অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে অন্তরে বিরাজ করে। কিন্তু ইহাদেরও কারণ-মূর্ত্তিতে কেবল ভাবরূপে এই স্থূলদেহের কারণ-ভাব সমূহ কেবল বুদ্ধি-স্বরূপ অহংমূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া থাকে।

বৃক্ষের কারণ বীজ, ইহা যুক্তিতে বা প্রমাণে সুসিদ্ধ হইলেও, অন্তরে ধারণা করা নিতান্ত সহজ নহে। কোথায় একটী আম্রের বীজ; এবং তদনুপাতে অনন্ত ফল পুষ্প এবং পত্র শাখাদি সমন্বিত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ! কি ভাবে যে বৃক্ষটী উক্ত বীজের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে অবস্থিত ছিল, তাহা ভাবিলে বা উত্তরোত্তর তাহার সূক্ষ্মত্বের ধারণা করিতে বলিলে, এবং পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ স্বরূপে চিত্তের ধারণা করিতে পারিলে, এ জগতে আপনার পর সকল ভাবই বিস্মৃত হইতে হয়। অনন্ত লতা পাদপ এবং জন্তু

আভাস।

জন্মাদি পদার্থের স্বরূপনিষ্ঠ স্থূল ভাব, তদন্তরে সূক্ষ্মভাব এবং তাহারও অন্তরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম কারণ-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ভাবের প্রতি মনোনিবেশ করিলে, অচিন্ত্য অপরিমেয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্‌, অনন্তদেবের অপার মহিমার অবলোকনে করজোড়ে জানু পাতিয়া তদভিমুখে দৃষ্টি করত নির্ব্বাক্‌ভাবে অবস্থান করা ব্যতীত, আত্ম-সম্ভ্রমের কোন উপলব্ধি থাকে না। পরমেশের পরমাত্ম-ভাবের উপলব্ধিতে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়।

জগতে প্রত্যেক পদার্থকেই প্রায় সূক্ষ্ম ভাব হইতে প্ররোহিত হইয়া স্থূলভাবে পরিণত হইতে দেখা যায়। অতি কচি বা কোমল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের মাতি (মস্তিষ্ক-ভাগই) ক্রমশঃ পরিণত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া মোটা (গামড়া মোচ) ফল ফুল ও পত্রাদি রূপে বাহিরে প্রকটিত হইতে দেখা যায়। ইহারা সমস্ত প্রথমত অতি কোমল মূর্ত্তিতে অন্তরে আকারিত হয়; পরে স্থূল কঠিন মূর্ত্তিতে বাহিরে বিকশিত হয়। আমাদের দেহও ঐ পদ্ধতিতে পরিণত হইয়া থাকে। যে স্থূল দেহকে আমরা আমি বলিয়া পরিচয় দিই, এবং যাহা ভোজ্য অন্নাদির রসে পরিপুষ্ট হইয়া, অতি দৃঢ় বা বলবান্‌, অস্থি স্নায়ু ও মাংসাদির মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া স্থূল দেহ বলিয়া পরিচিত হয়, তাহাও অতি সূক্ষ্মাকারে বা অতি কোমল বেশে কলল, বুদ্‌বুদ্‌, মাংসপেশী এবং করণ্ডাকারে, হংসডিম্বের অভ্যন্তরস্থ লালা-ভাগের ন্যায়, মাতৃগর্ভে শুক্রশোণিত সম্বন্ধে জন্ম পরিগ্রহ করত পরিবর্দ্ধিত হয়। এই গর্ভে প্রথম আরব্ধ দেহকে ষাট্‌কৌশিক নামে গ্রন্থকর্ত্তা অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ পিতার বীর্য্যে স্নায়ু অস্থি এবং মজ্জা এবং মাতৃ-শোণিতে লোম, লোহিত এবং মাংস এই ছয়টী দ্রব্যে উক্ত দেহ প্রথম গঠিত হয়। অবশ্য গর্ভের সঞ্চার-কালে যদিও উক্ত ছয়টী পদার্থ স্পষ্টত প্রতীত না হয়, তথাপি তাহাদের অস্তিত্ব অতি সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে উক্ত শোণিত-শুক্রে

আভাস।

বিদ্যমান ছিল। মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসে তাহারা ক্রমশ পুষ্ট-কলেবর হইয়া, অস্থি প্রভৃতির মূর্ত্তিতে যখন সম্পূর্ণ পরিণত হয়, তখনই গর্ভমধ্যে অবস্থান কালে উক্ত জীব ভ্রূণ-নামে অভিহিত হয়। ভ্রূণ-দেহকে স্বয়ং ভোজন করিতে হয় না; মাতৃভুক্ত অন্নের রস উল্বনে অর্থাৎ গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হয়, এবং সেই রসের মধ্যে ভ্রূণ ভাসমান থাকে; এবং শিশুর নাভিস্থান হইতে প্রসারিত নাড়ির সাহায্যে উক্ত ভ্রূণ রসের পরিপোষণে সর্ব্বাবয়বে পুষ্টিলাভ করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বলে বাল-দেহ পরিপক্ক হইবা মাত্র, একটী আকস্মিক সূতি-বায়ুর প্রসাদে মাতৃগর্ভ হইতে শিশু নিঃসারিত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হয়। এতদ্দ্বারা জীবদেহের তিনটী অবস্থার পরিচয় হয়। একটী ষাট্‌-কৌশিক দেহ; দ্বিতীয় ভ্রূণাবস্থা, তৃতীয় বাহিরে ভূমিষ্ঠ স্থূল দেহ, যাহা পুনরায় স্বয়ং ভোজ্যাদি গ্রহণে বাল্য যৌবন এবং বার্দ্ধক্য এই ত্রিবিধ ভাবে পরিণত হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উপলক্ষে সুখ দুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকে। এই ত্রিবিধ ভাব ও ভোগায়তন দেহের ত্রিবিধ অবস্থা মাত্র। প্রকৃত দেহ নহে। কোন স্থানে যাইতে হইলে, যেমন বাহন বা যানাদি রূপে শকটাদির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ যে জাতীয় ভোগের জন্য পুরুষের অভিলাষ জন্মে, তদনুরূপ দেহ ধারণার্থ তদুচিত পিতৃমাতৃ সম্পর্কে ষাট্‌কৌশিক দেহের আশ্রয়ে পূর্ণাবয়ব হইয়া, পুরুষ-স্বরূপ জীব কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বা সংসার-ফল অবধারণার্থ সংসারে পর্য্যটন করে। কিন্তু ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদি-বিশিষ্ট আরোহী জীবের মূলদেহ এতদপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম। সেটী ইচ্ছাময় দেহ; এবং ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই আটটী আবরণের অন্তরে বিরাজ করে। সত্ত্বগুণের উপর রজোগুণের প্রকাশে ধর্ম্মাদি চতুষ্টয় এবং তমোগুণের প্রকটনে অধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ের প্রকাশে ইচ্ছাময়-পুরুষ বিচিত্র ভ্রূণদেহ প্রাপ্তির দ্বারা জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই

আভাস।

ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অতি সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে জ্রূণদেহে বা ভোগায়তন কলেবরে স্ফূর্ত্তিলাভ করত, বিচিত্র কার্য্যের পরিচয় প্রদান করে। সৃষ্টির প্রারম্ভেই আদিবিদ্বান্‌ ভগবান্‌ কপিলদেব ধর্ম্মাজ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যের পূর্ণবেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা সৃষ্টির স্বভাব-সিদ্ধ ভাবেরই পরিচয়। আবার তপস্যাদি উপায়ের অনুষ্ঠানে প্রচেতা প্রভৃতি ঋষিগণ অধর্ম্মাদি আবরণের অপসারণে পরে ক্রমশঃ ঐশ্বর্য্যাদি-পূর্ণ হইয়াছিলেন।

এখানে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত আটটী ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই আটটী বুদ্ধিরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও, জীব তাহার অনুষ্ঠানে অন্য-থাত্বের পরিচয় দিতে পারে। অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতিনিষ্ঠ হইলেও, অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মাদির বা অধর্ম্মাদির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। যথা মহারাজ নহুষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যাদিতে সুসম্পন্ন হইয়া স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হই-য়াও, এক শচী-লাভের কামনায় হতজ্ঞান হইয়া, ব্রাহ্মণের অবমাননা রূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সেই জন্মেই সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের অবান্তর মূর্ত্তিই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্মের ফল অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য। ইহারা সকলে স্বভা-বত প্রকৃতিনিষ্ঠ হইলেও, ভোগায়তন বিচিত্র দেহোৎপত্তির প্রধান কারণ। জীবের উপাধি ভোগায়তন দেহ উক্ত নিমিত্তের অনুরোধে বিচিত্র বেশে পরিণত হয়; সুতরাং নৈমিত্তিক নামে ইহারা অভি-হিত। ভোগায়তন স্থূল দেহই যে কেবল নৈমিত্তিক নামে অভিহিত, তাহা নহে; ইহার কারণীভূত মাতৃগর্ভস্থ দেহও নৈমিত্তিক বলিয়া স্বীকার্য্য; এবং প্রসূত স্থূল দেহও যেমন শিশু, যুবা এবং বৃদ্ধ নামে বিবিধ অবস্থার অধীন, গর্ভস্থ শুক্রশোণিতজ, করণ্ডাদি সূক্ষ্মা-কার বিশিষ্ট এবং মস্তকাদি পাদতল-বিশিষ্ট ভেদে ত্রিবিধ ভাবে

আভাস।

পরিণত দেহও নৈমিত্তিক নামে কথিত। কারণ ইহার বিচিত্র ভাবও উক্ত ধর্ম্মাদির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এক্ষণে বক্তব্য যে শুক্র-শোণিতকে আশ্রয় করত যাহার গতি হয়, সেটীও দেহ। তবে এতদপেক্ষাও যাহা অতি সূক্ষ্ম, তাহা লিঙ্গদেহ নামে অভিহিত হয়; এবং তাহাও ধর্ম্মাদির অনুরোধে বিচিত্র ভাবাপন্ন। তথাকার ভাব, গতি এবং করণ-গ্রামের প্রসার বা মূর্ত্তিও উক্ত ধর্ম্মাদির উপর নির্ভর করে; সুতরাং কেহ বৃক্ষয়োনিতে কেহ বা দেবযোনি কেহ বা মনুষ্যাদি বিচিত্র যোনিতে ভোগার্থ যাত্রা করিয়া থাকে।

সাধারণত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-ভেদে দেহ ত্রিবিধ; যাহার আশ্রয়ে জ্ঞস্বরূপ পুরুষ সৃষ্ট জগতে বিচরণ করে এবং অনন্ত প্রকারের সুখ এবং দুঃখাদির ভোগে বিরক্ত হইয়া, পুনঃ পরমাত্ম-স্বরূপে সর্ব্বজ্ঞ-মূর্ত্তিতে বিশ্রাম করে। এই স্থূল-দেহ সূক্ষ্ম-দেহের অধীন; এবং সূক্ষ্ম দেহও ইচ্ছামূর্ত্তি কারণদেহের অধীন। সেই কারণ-দেহ নিত্যসিদ্ধ ভাব-মূর্ত্তিতে প্রকৃতির গর্ভে চির বিদ্যমান। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত পুরুষের হৃদয়ে যেমন পূর্ব্ব দিবসের যাবদীয় বিষয় স্মৃতিপথে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আরূঢ় হয় এবং নিদ্রাকালে বিস্মৃতির গর্ভে অভাব-মূর্ত্তিতে লীন হয়, সেইরূপ চৈতন্যের ঈক্ষণে জাগ্রতের ন্যায়, কার্য্যকারিণী শক্তিরূপে প্রতীয়মানা প্রকৃতির অন্তরে উক্ত ভাব-সমূহ পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে দেখা দেয় এবং কার্য্যার্থ উদ্যোগ করে এবং চৈতন্যস্বরূপের ঈক্ষণের সমাপ্তিতে উক্ত ভাব সমূহ লইয়া, স্বয়ং প্রকৃতি অব্যক্ত মূর্ত্তি ধারণে জ্ঞান-গর্ভে স্বচ্ছন্দ ও কৃত-কৃত্যের ন্যায় নিবিশমান থাকেন। সুতরাং সৃষ্টির মূল ভাব-সমূহও অভাব-বেশে অজ্ঞাত ও অলক্ষিত মূর্ত্তিতে অব্যক্তের গর্ভে অব্যক্ত-ভাবেই অবস্থান করে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, জগদ্বীজ কেবল ভাব-মূর্ত্তিতে প্রকৃতির গর্ভে বিদ্যমান থাকে, কিম্বা যে যে মূর্ত্তিতে তাহারা বাহিরে প্রকটিত হয়,

আভাস।

তাহারই সূক্ষ্ম বেশে প্রকৃতিতে লীন থাকে? তদুত্তরে আচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ইহারা কেবল ভাবমূর্ত্তিতে বিদ্যমান ছিল; পরে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তের অনুরোধে উক্ত ভাব-সমূহ বিচিত্র বেশে সৃষ্টি-মার্গে পরিচিত হয়। একটী ভাব প্রথম গুণবৈষম্যে অনন্ত ভাব-মূর্ত্তিতে এবং তাহারাও যে পরস্পর বিচিত্রবেশে পরে পরিণত হইতে পারে, তাহা আমরা স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে, যথেষ্ট প্রণিধান করিতে পারি। একটি আম্রবীজ বা সুপরিস্ফুট গাঁদাফুল হস্তে লইয়া, আমরা বিলক্ষণ ধারণা করিতে পারি যে, উক্ত একটী আম্র-বীজের বা পুষ্পের বপনে আপাততঃ একটী স্কন্দশাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প এবং ফলোপশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে। আবার তাহার প্রত্যেক ফলের বীজে ঐরূপ এক একটী বৃক্ষ এবং তদনুপাতে ফলও জন্মিয়া থাকে। অতএব স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভাবই আকারে পরিণত হয়; ভাবই প্রকৃত অব্যক্ত এবং নিত্যসিদ্ধ বস্তু; ভাবেরই পরিস্ফুট মূর্ত্তি এই ব্রহ্মাণ্ড। আবার ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডও ভাবে বিলীন হইয়া, অব্যক্ত ভাব ধারণে প্রকৃতির গর্ভে চির বিদ্যমান। ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদির অনুরোধে ভাবের বিচিত্র পরিণাম ঘটে। ভাব-ময়ই পূর্ণ পরমাত্মা। যিনি "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি বাসুদেবেতি শব্দ্যতে" ॥৪৩॥

পূর্ব্বশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে যে, আমাদের পরিদৃশ্যমান অন্নময় ভোগদেহ অপেক্ষা মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণদেহ কোমল-ভাবাপন্ন ও সূক্ষ্ম; তদপেক্ষা উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম করণ্ড, মাংসপেশী, বুদ্বুদ্ এবং কলল; এতদপেক্ষা মাতৃ-পিতৃজ ষাট্‌কৌশিক দেহ আরও সূক্ষ্ম। এই ষাট্‌কৌশিক দেহকে অবলম্বন করিয়া যে লিঙ্গদেহের জন্ম হয়, তাহাও সপ্তদশ-অবয়ব বিশিষ্ট প্রাণময় দেহ। ইহার অন্তরে একটী সংস্কার-পূর্ণ ভোগোন্মুখী ইচ্ছাময় অহঙ্কার-দেহ আছে, যাহাকে আমরা কারণ-দেহ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই আমি-ভাবাপন্ন অহঙ্কার-দেহে বিবিধ ভাবের অস্তিত্ব যাহা বিদ্যমা-

আভাস।

ছিল, তাহাই; ক্রমশ বিবিক্ত হইয়া, উত্তরোত্তর বিচিত্র দেহরূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই দেহও যখন বিচিত্র ভাবময়, তখন তাহারও কারণরূপে একটী অবিচিত্র তাদৃশ একাকার ভাবের সন্নিবেশ অবশ্য স্বীকার করিতে হয় এক ত্রৈগুণ্যের অনুরোধে যাহার পরিণামে এই বিচিত্র ভাব-সমূহের উদয় হইয়া থাকে।

আমি যখন নিদ্রিত হই বা অন্যমনস্কে অবস্থান করি, তখন আমাতে এই একটী মাত্র আছি-ভাবেরই পরিচয় থাকে; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর বা উদ্দীপিত সমনস্ক অবস্থার সময়, সেই একভাব-বিশিষ্ট আমি-ভাবই আবার কত ভাবে এবং কার্য্যকারী মূর্ত্তিতে যে পরিণত হয়, তাহার ইয়ত্তা থাকে না; এবং আমার স্বরূপও অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় এবং তাহাদেরও বিচিত্র মূর্ত্তিরূপ আকারে পরিণত হইয়া, বহু ভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। আবার সেই বহুভাববিশিষ্ট আমিও ক্ষণকালের মধ্যে নিদ্রিত বা অন্যমনস্ক হইয়া একটী ভাবেই পরিণত হই।

এই এক এক বার বহু হয় এবং পরক্ষণেই সেই বহু যে এক হয়, ইহার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রন্থকর্ত্তা পরবর্ত্তী কারিকার উল্লেখে তাহার উত্তর দিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

অবগতানি নিমিত্তনৈমিত্তিকানি। কতমস্য তু নিমিত্তস্য কতমৎ নৈমিত্তিক-মিত্যত আহ।

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥ ৪৪॥

অন্বয়।

ধর্ম্মেণ ঊর্দ্ধং (একত্বে) মোক্ষমার্গে গমনং ভবতি; অধর্ম্মেণ অধস্তাৎ বিচিত্র-ভাবেন সংসার-পথে গমনং ভবতি। জ্ঞানেন আত্মসাক্ষাৎকারেণ চ অপবর্গঃ মোক্ষঃ, অজ্ঞানেন বিপর্য্যয়াৎ, বন্ধঃ সংসারভোগঃ ইষ্যতে পণ্ডিতৈঃ॥ ৪৪॥

অনুবাদ।

ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সৎস্বরূপ ঊর্দ্ধ সত্যাদি লোকে জীবের গমন হয়; অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রজঃ এবং তমো-বহুল অধঃ নরকাদি সংসার-ক্ষেত্রে মানবাদি জীবের গতিলাভ হইয়া থাকে। আত্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞানের প্রভাবে জীব মুক্তিলাভ করে এবং বিবেকহীন অজ্ঞানী পুরুষ সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৪৪॥

তত্ত্বকৌমুদী।

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং দ্যুপ্রভৃতিষু লোকেষু গমনম্, অধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ সুতলাদিষু। জ্ঞানেন চাপবর্গঃ। তাবদেব প্রকৃতিরারভতে ন যাবদ্বিবেকখ্যাতিং করোতি। অথ বিবেকখ্যাতৌ সত্যাং কৃতকৃত্যতয়া বিবেকখ্যাতিমন্তং পুরুষং প্রতি নিবর্ত্ততে। যদাহুঃ "বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিচেষ্টিতম্" ইতি। বিপর্য্যয়াদতত্ত্বজ্ঞানাদিষ্যতে বন্ধঃ। স চ ত্রিবিধঃ প্রাকৃতিকো বৈকৃতিকো দাক্ষিণকশ্চেতি। তত্র প্রকৃতাবাত্মজ্ঞানাৎ যে প্রকৃতিমুপাসতে তেষাং প্রাকৃতো বন্ধঃ। যঃ পুরাণে প্রকৃতিলয়ান্ প্রত্যুচ্যতে। 'পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকা' ইতি। বৈকারিকো বন্ধস্তেষাং যে বিকারানেব ভূতেন্দ্রিয়াহঙ্কারবুদ্ধীঃ পুরুষবুদ্ধ্যোপাসতে; তান্ প্রতীদমুচ্যতে। "দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ। বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।" তে খল্বমী বিদেহা যেষাং বৈকৃতিকো বন্ধ ইতি। ইষ্টাপূর্ত্তেন দাক্ষিণকঃ; পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূর্ত্তকারী কামোপহতমনা বধ্যত ইতি॥ ৪৪॥

আভাস।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভি র্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ। হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্ম স্তন্নিবোধত॥ আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব হি॥" শ্রুতি এবং স্মৃতিতে অভিহিত সদাচারই পরম ধর্ম্ম; যাহা রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত বিদ্বান্ সাধুগণই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যাহার সুখ্যাতি মনে মনে ব্যক্তিমাত্রেই করিয়া থাকেন। আচার বিশেষই ধর্ম্ম। শ্রদ্ধাস্পদ বাচ-

আভাস।

মিশ্র বলিয়াছেন, অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতু ধর্ম্মঃ। যে আচারের অনুষ্ঠান করিলে, মানব এ জন্মে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য এবং পরলোকে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব স্বভাবসিদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করিবার যে আচরণ তাহাকে ধর্ম্ম এবং স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া বিকৃত ভাবে পরিণত হইবার যে আচার তাহাকেই অধর্ম্ম নামে সজ্ঞিত করা যায়। সুতরাং সৃষ্টির কারণ স্বরূপা মূলা প্রকৃতিতেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে দুইটী ভাবই চির বিদ্যমান আছে। তিনি বিদ্যামূর্ত্তিতে যখন পূর্ণ চৈতন্যের অন্তরে নিস্তরঙ্গ ভাবে বিরাজ করেন, তখনই সত্যের পূর্ণ বিকাশ এবং ধর্ম্ম; আবার গুণত্রয়ের বৈষম্যে পরিণত হওয়ায়, ভ্রম ও কল্পনার উদয়ে এবং মিথ্যার বিকাশে প্রকৃতির সংসার-রচনাই অধর্ম্ম। অতএব মানবের পক্ষে ভোগাভিমুখে প্রবৃত্তির অনুষ্ঠানই অধর্ম্ম এবং ভোগ হইতে বিরত হইয়া, ত্যাগের আশ্রয়ে স্ব স্বরূপে আরোহণের আচরণই ধর্ম্ম। অতএব সাধারণ ভাবে বলিলে, গুণত্রয়ের বৈষম্যের উদয়ই অধর্ম্ম এবং সাম্য-ভাবের অবলম্বনে গুণত্রয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপে পরিণামই ধর্ম্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভে অধর্ম্ম; লয়ের সূচনায় ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কোন গুণ বা বস্তু নহে; প্রকৃতিরই ভাব মাত্র; যাহার অনুরোধে একবার গুণত্রয়ের বৈষম্য, পরক্ষণে নিবৃত্তিরূপ সাম্য ভাব আপনিই আইসে। প্রকৃতি উত্তেজিত হইয়া, সৃষ্টি করেন; পরক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপে বিশ্রাম করেন। এই উভয় ভাবই প্রকৃতির স্বভাব। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ব্যাপার কেবল চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সংসর্গ নিবন্ধন হয়, বলিলে চলিবে না। কারণ উভয়েই নিত্য সিদ্ধ বিভু পদার্থ। পরস্পরের সংযোগ বা বিচ্ছেদ কখনই হয় না। সুতরাং যাহা দেখা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য প্রয়াস আইসে না, নূতন হইলেই দেখিবার যত্ন আইসে। এক্ষণে বিচার্য্য যে গুণক্ষোভে পরম চৈতন্যের

আভাস ।

ঈক্ষণ আইসে বা পরমেশের ঈক্ষণে প্রকৃতিতে গুণের বৈষম্য উপস্থিত হয়? এতদর্থে সাংখ্যকারের মীমাংসা যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রকৃতিতে; পুরুষে নহে। বায়স্কোপ বা চিত্র-মন্দিরে একটী মাত্র উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের সাহায্যে নৃত্যশীল বা পরিবর্ত্তনায়মান (ফিলম্) চিত্র-সমূহ আলোকময় জীবন্ত ক্রিয়াশীল পদার্থের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আলোক নিশ্চেষ্ট; চিত্রগুলিই যন্ত্রিত। আলোকের ক্রিয়াশীল ভাব সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ; অথচ আলোকই যেন স্পন্দিত হইতেছে, প্রতীয়মান হয়; সেইরূপ স্বকীয় ধর্ম্মে প্রকৃতির পরিণাম ঘটিলে, তথায় চৈতন্য-স্বরূপের ঈক্ষণ হয় বলিয়া যে মীমাংসা, তাহাও ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ। স্বকীয় ধর্ম্মে প্রকৃতি একবার প্রবৃত্তি-মুখে ধাবিতা হইলে, অধর্ম্মের অর্থাৎ দুঃখময় সংসার-ধর্ম্মের পরিচয় হয়; আবার নিবৃত্তি-মুখে সঙ্কোচিতা হইয়া, পরম সুখময় স্বরূপে অবস্থানেই ধর্ম্মের পরিচয় হয়।

অতএব নিবৃত্তি-মূলক ধর্ম্ম এবং প্রবৃত্তি-মূলক অধর্ম্ম প্রকৃতিরই স্বভাব। স্বীয় স্বভাবকে কেহ কখন পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং তৎপ্রাপ্তির জন্য অন্য কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং গুণক্ষোভে প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হইলেই নিত্যসিদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের ঈক্ষণও আরম্ভ হয়। তখনই সংসার; তখনই অধর্ম্মের স্রোত। আবার বিপরিণামে গুণক্ষোভের উপশম আরম্ভ হইলেই, ধর্ম্মের প্রবাহ এবং প্রকৃতির স্বস্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপে বিশ্রাম, পূর্ণ পরমাত্মার স্বরূপোপলব্ধি এবং তত্রত্য জীব-নিচয়ের পরমা নির্ম্মুক্তি।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাবে জ্ঞান, জ্ঞানের প্রভাবে হিতাহিত বিচারে বিষয়-বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্যের প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্য জীবের লাভ হইয়া থাকে। এদিকে প্রবৃত্তির অনুরোধে চিত্তে উদ্দী-পনা আসিলেই কর্ম্মের আরম্ভ হয় এবং মানব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

আভাস।

হয়। এমন কি! আমি কে? তাহাও ধারণা করিতে পারে না। চঞ্চল জলে পূর্ণ স্বপ্রকাশ প্রতিবিম্বও যেমন অনির্দ্দিষ্টের ন্যায় প্রতীত হয়, অধর্ম্মের প্রভাবে মানবও সেইরূপ আত্মস্বরূপ হারাইয়া ফেলে; তখন কোথায় সেই আনন্দ পাই বলিয়া, ইতস্ততঃ বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হইয়া, আসক্তির পরিচয় দেয়। এক বিষয়ে আসক্ত হইলে, অন্য সকল বিষয়ে এবং স্বীয় শক্তিতেও বঞ্চিত হইয়া পড়ে; সুতরাং অনৈশ্বর্য্যের পরিচয় ঘটে।

এতদ্দ্বারা সাংখ্যাচার্য্য বুঝাইয়াছেন যে, কেবল বুঝিলেই চলিবে না; অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধর্ম্মের আচরণ না করিলে, জ্ঞান নিরর্থক। আমরা বিচার-বলে জ্ঞান লাভ হইল যে মনে করি, সে কেবল কল্পনায় মাত্র; কার্য্যে নহে। কার্য্যে তাহার আচরণ করিতে হইবে। যোগসূত্রকার বলিয়াছেন, "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের বিশেষ প্রয়োজন। ভগবান্ গীতা বাক্যে বলিয়াছেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তেঽসঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥" কর্ম্মহীন হইয়া বৃথা কালাতিপাত করিও না! ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, নিরন্তর ধ্যান ধারণাদি কর্ম্মে অভিনিবেশ কর! ফল কালক্রমে আপনিই আসিবে। গমন কালে পথের দুই পার্শ্বেই সজ্জিত পদার্থ সমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; দেখিবার জন্য আর আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন করে না, সেইরূপ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের পথে গমন কালে পুণ্যজনিত সুখৈশ্বর্য্য এবং পাপজনিত দুঃখভোগ করিবার জন্য আর নূতন উদ্যমের প্রয়োজন হয় না; অযাচিত ভাবে তাহারা আপনারাই দেখা দেয়।

ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিবেকের সাক্ষাৎকার হইলে, পুরুষ কৃতার্থ; এবং তাদৃশ জ্ঞানবান্ পুরুষকে ভোগ-প্রদানার্থ প্রকৃতির আর চেষ্টা থাকে না। কিন্তু যদবধি বিবেকের উদয় না হয়, ততকাল ভোগ

আভাস।

এবং বন্ধন অনিবার্য্য। এই বন্ধনকে টীকাকার প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক এবং দাক্ষিণক ভেদে ত্রিবিধ নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-স্বরূপা প্রকৃতিকে আত্মা বা ঈশ্বর জ্ঞানে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্বরূপেই বদ্ধ থাকিতে হয়; তাঁহাদের প্রাকৃতিক বন্ধন; সুতরাং তাঁহারা প্রকৃতিতেই লীন হন; এবং পূর্ণ শতসহস্র মন্বন্তর কাল প্রাকৃতিক আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভূত ইন্দ্রিয় মন অহঙ্কার এবং বুদ্ধিকে আত্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহাদের বন্ধনকে বৈকারিক বলে। তন্মধ্যে ভূতোপাসক শত, ইন্দ্রিয়োপাসক দশ, অহঙ্কারোপাসক সহস্র, বুদ্ধির উপাসক দশ সহস্র মন্বন্তর জরা মরণাদি দুঃখকে পরিহার পূর্ব্বক নিশ্চিন্তে বাস করেন। দাক্ষিণক বন্ধনের নাম ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী; অর্থাৎ দক্ষিণাদানে যে সকল যাগ যজ্ঞ বা দেবতায়তন ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠারূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল কার্য্যকেই পারমার্থিক জ্ঞানে যাঁহারা সুসম্পন্ন করেন, বিবেক-সাক্ষাৎকারার্থ যত্ন করেন না, তাঁহারা বিষয়-ভোগে অন্ধপ্রায়। সুতরাং পুণ্যভোগ-কাল পর্য্যন্ত বদ্ধ থাকেন। তাৎপর্য্যত সর্ব্ববিধ ভোগই বন্ধন বলিয়া পরিগণিত।

অবশ্য প্রাকৃতিক বন্ধনে কারণ-দেহেরও প্রয়োজন হয় না; কেবল জ্ঞমাত্র ভাবেই জীবের অবস্থান হয়। কিন্তু বৈকৃতিক বন্ধনেও ভোগায়তন দেহের প্রয়োজন থাকে না। তাদৃশ জীবকে বিদেহ বলিয়া পুরাণকর্ত্তারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্বন্তর বলিলে, "মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেক সপ্ততিঃ" মনুষ্যপরিমাণে সত্যাদি যুগ-চতুষ্টয়ে দেবতাগণের এক যুগ হয়; তাদৃশ দেব-পরিমাণে এক সপ্ততি (একাত্তর) যুগে এক মন্বন্তর হয়। তাদৃশ লক্ষ মন্বন্তর যে কত দীর্ঘকাল, তাহা কল্পনায় চিন্তা করাও দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু যতই দীর্ঘকাল হউক না, বিবেক-সাক্ষাৎকার না হইলে, পুন-

আভাস ।

স্বাঁর জন্ম-গ্রহণ করিতেই হইবে। আত্মজ্ঞান না হইলে, প্রকৃত জন্মগ্রহণের বিরাম হইবে না এবং শান্তি-লাভেরও সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে ॥ ৪৪ ॥

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াৎ তদ্বিপর্য্যাসঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।

বৈরাগ্যাৎ (বিষয়াসক্ত্যভাবাৎ) প্রকৃতিলয়ঃ প্রকৃতৌ প্রধানে লয়ঃ, ভবতি। রাজসাৎ রজঃপ্রধানাৎ, রাগাৎ সংসারঃ ভবতি। ঐশ্বর্য্যাৎ (ইচ্ছায়াঃ) অবিঘাতঃ অপ্রতিবন্ধঃ, বিপর্য্যয়াৎ অনৈশ্বর্য্যাৎ তদ্বিপর্য্যাসঃ ইচ্ছাবিঘাতঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ।

পুরুষ-স্বরূপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়-বিচারে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইলেও, মোক্ষফল লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা বিষয়-প্রসবিনী অনন্ত-শক্তি প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-কার্য্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াদি ভূত-সমূহকেই বিষয়-ভোগের কারণ-স্থানে পরমাত্মবোধে উপাসনা করায়, সেই সেই স্তরে আপাতত আনন্দিতের ন্যায় লীন থাকেন ; কিন্তু যথোচিত ভোগের অন্তে পুনরায় বিগ্রহ ধারণে তাঁহাদিগকে সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। ধর্ম্মাচরণের প্রভাবে বিষয়-বৈরাগ্য হইলে, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের উদয় হয় বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের বলে কেবল ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হয় মাত্র ; আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে না। অনৈশ্বর্য্যের প্রভাবে সর্ব্বত্র বাসনার ব্যাঘাত এবং প্রতিপদে কামনার অপূরণে মানবকে দুঃখই পাইতে হয় ॥ ৪৫ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ পুরুষ-তত্ত্বানভিজ্ঞস্য বৈরাগ্যমাত্রাৎ প্রকৃতিলয়ঃ। প্রকৃতি-গ্রহণেন প্রকৃতিকার্য্য-মহদহঙ্কারভূতেন্দ্রিয়াণি গৃহ্যন্তে। তেষ্বাত্মবুদ্ধ্যা উপাস্যমানেষু

তত্ত্বকৌমুদী।

লয়ঃ। সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ। রাজসাদিত্যনেন রজসো দুঃখত্বাৎ সংসারস্য দুঃখতা সূচিতা। ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতঃ ইচ্ছায়াঃ। ঈশ্বরো হি যদিচ্ছতি তৎ করোতি। বিপর্য্যয়াদনৈশ্বর্য্যাৎ তদ্বিপর্য্যাসঃ সর্ব্বত্রেচ্ছাবিঘাত ইত্যর্থঃ। ৪৫॥

আভাস।

আত্ম-বিবেক পূর্ব্বক পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার ব্যতীত ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তিতে মানব বিশেষ ফল লাভ করিতে পারে না। ইহাদের আশ্রয়ে যদিও অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্যের প্রকোপে উদিত দুরন্ত দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে যথেষ্ট। সুখ-সমৃদ্ধির প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু শান্তি পাইবার উপায় ইহারা নহে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে; জগত্তত্ত্ব এবং দেহতত্ত্বের সম্যক্ অবভাসনে বিষয়-বৈরাগ্য প্রকটিত হয়; কিন্তু বিষয়ে বৈরাগ্যই যে জ্ঞানের একমাত্র কার্য্য বা ফল, তাহা নহে। জ্ঞানের কার্য্য আত্ম-সাক্ষাৎকার; এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার আপনি হয়। যাহারা জপ তপস্যাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন, তাঁহাদের চিত্তে একাগ্রতার অনুরোধে জ্ঞানের উদয় হয়। খরতর বেগে স্রোতঃশীলা নদীর জল উভয় পার্শ্বে মৃত্তিকার সম্বন্ধ নিবন্ধন নিরন্তর মলিনই থাকে। কিন্তু জলের গতি রুদ্ধ হইবার কিছুক্ষণ পরেই যেমন সেই মলিন জলই স্বচ্ছবেশ ধারণ করে, সেইরূপ বিষয়-চিন্তায় উদ্বিগ্ন চিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপলক্ষে বিষয়-চিন্তা পরিহারে নিশ্চিন্ত হইবার পরই নির্ম্মল বেশ ধারণ করে; এবং বিষয়ের সম্যক ধারণায় উপযোগী হয়। ইহাই চিত্তের জ্ঞানাবস্থা ও উপলব্ধির যোগ্যতা। উপলব্ধির যোগ্যতা স্পষ্ট হইলে, বিষয়ের দোষগুণ পরিদৃষ্ট হয়; সুতরাং তখন আর বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না। বিষয়াশক্তি-শূন্য হৃদয়েই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব ঘটে, যাহার প্রাপ্তিতে জীব যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। যে কোন বাসনার উদয় হয়, ঐশ্বর্য্যশালী মানব অবলীলা-

আভাস।

ক্রমে তাহা ভোগ করিতে পারেন। এতদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি এবং সুখের প্রাপ্তিরই পরিচয় হয়। কিন্তু এ সুখও চিরস্থায়ী নহে। কারণ উপাসনার অন্তরালে অতি সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিতে কিছু না কিছু পাইবার প্রার্থনা থাকে। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং আকাশাদি ভূতগ্রাম বা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণের উপাসনায় চিত্তকে নিমগ্ন রাখিলে, মানব অবশ্য সেই সেই লোকে চিরসুখে বহুকাল লীন থাকিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে চিরশান্তিপ্রদ মুক্তিলাভ হইবে না; পুনরায় ভোগায়তন দেহ ধারণে আত্ম-সাক্ষাৎকারার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। অতএব ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে তন্নিষ্ঠ সুখোচিত ফলের প্রত্যাশা না করিয়া, আত্ম সাক্ষাৎকারার্থ যত্ন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ৪৫ ॥

অতএব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, তদন্তরে অধর্ম্মের অনুপতন যে হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে মুমুক্ষুর বিশেষদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ধর্ম্মাদি আটটী বুদ্ধিধর্ম্মের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে; তথাপি তন্মধ্যে কোন্ গুলি হেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য এবং কোন্ গুলি উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য, তাহারই প্রদর্শনার্থ সাধারণত বুদ্ধি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী কারিকায় করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

বুদ্ধিধর্ম্মান্ ধর্ম্মাদীনষ্টৌ ভাবান্ সমাসব্যাসাভ্যাং মুমুক্ষূণাং হেয়োপাদেয়ান্ দর্শয়িতুং প্রথমন্তস্তাবৎ সমাসমাহ।

এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টি-সিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণ-বৈষম্য-বিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ॥ ৪৬॥

অন্বয়ঃ।

এষঃ বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ (বিপর্য্যয়ঃ অজ্ঞানং, অশক্তিঃ অসামর্থ্যং তুষ্টিঃ সন্তোষঃ সিদ্ধিঃ স্বার্থলাভঃ ইতি আখ্যা সংজ্ঞা যস্য সঃ) প্রত্যয়সর্গঃ (প্রতীয়তে অনেন ইতি প্রত্যয়ঃ বুদ্ধিঃ) তস্য সর্গঃ এব। গুণ বৈষম্য-বিমর্দ্দাৎ

অন্বয়ঃ।

গুণানাং বৈষম্যাৎ ন্যূনাধিক্যাৎ যঃ বিমর্দ্দঃ (বিবিধা চূর্ণনেন) অভিভবঃ তস্মাৎ) তস্য সর্গস্য চ ভেদাঃ প্রকারাঃ পঞ্চাশৎ ভবন্তি ॥ ৪৬।

অনুবাদ।

যাহার দ্বারা আমরা বুঝি, তাহাকেই বুদ্ধিনামে অভিহিত করা হয়। সেই বুদ্ধিরও অজ্ঞান-ভাব আছে, যাহা হইতে বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীত ভাবনা, অশক্তি, তুষ্টি এবং সিদ্ধি নামক ভাব চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এবং গুণত্রয়ের বৈষম্য-নিবন্ধন উক্ত চারিটী ভাবেরও অবান্তর-ভেদে পঞ্চাশ প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায় ॥ ৪৬ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রতীয়তেঽনেনেতি প্রত্যয়ো বুদ্ধিস্তস্য সর্গঃ। তত্র বিপর্য্যয়োঽজ্ঞানমবিদ্যা চ বুদ্ধিধর্ম্মঃ। অশক্তিরপি করণবৈকল্যহেতুকা বুদ্ধিধর্ম্ম এব। তুষ্টিসিদ্ধী অপি বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিধর্ম্মাবেব।. অত্র বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিষু যথাযোগং সপ্তানাং ধর্ম্মাদীনাং জ্ঞানবর্জ্জমন্তর্ভাবঃ। সিদ্ধৌ চ জ্ঞানস্যেতি। ব্যাসমাহ "তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ, কাস্মাদ্ গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাৎ গুণানাং বৈষম্যম্ একৈকস্যাধিকবলতা দ্বয়োর্দ্বয়োর্ব্বা, একৈকস্য ন্যূনবলতা দ্বয়োর্দ্বয়োর্ব্বা। তে ন্যূনাধিক্যে মন্দমধ্যাধিকমাত্রতয়া যথাকার্য্যমূহ্যেয়ে। তদিদং গুণানাং বৈষম্যং তেনোপমর্দ্দঃ একৈকস্য ন্যূনবলস্য দ্বয়োর্দ্বয়োর্ব্বাভিভবঃ, তস্মাত্তস্য ভেদাঃ পঞ্চাশদিতি ॥ ৪৬ ॥

আভাস।

বুদ্ধির ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নামে যে আটটী ধর্ম্মের (ব্যাপারের) উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের বিভাগ দুইটী মাত্র। একটী ধর্ম্ম, অপরটী অধর্ম্ম। ধর্ম্মে মিলন; অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৈষম্য-ভাবের উপশম এবং অধর্ম্মে উত্তরোত্তর বিচ্ছেদ; অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৈষম্যভাবের শ্রীবৃদ্ধিতে উত্তরোত্তর বিচিত্র ভাবেরই পরিণাম হয়। ধর্ম্মের আশ্রয়ে তত্ত্ব সমূহের বিপরিণামে মূল প্রকৃতিতে প্রত্যাগমন; সুতরাং জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি ঘটে, অধর্ম্মের আশ্রয়ে

আভাস ।

মূলা প্রকৃতি হইতে প্রসৃত হইয়া, অনুলোম গমনে সংসার-পথে ভ্রমণ হয় । সুতরাং অজ্ঞান অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্যাদি নিবন্ধন বিচিত্র দুঃখেরই উপস্থিতি ঘটে । অতএব ধর্ম্মের আশ্রয়ে মুক্তির সোপান এবং অধর্ম্মের আশ্রয়ে অধোগতি বন্ধন হইয়া থাকে । অধর্ম্মের প্রথম সৃষ্টি অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা । অর্থাৎ বিপর্য্যয়-জ্ঞান । যেটী যাহা, তাহাকে তদ্রূপ না বুঝিয়া, অন্য বা বিপরীত ভাবে বুঝিবার নামই অবিদ্যা । এই অবিদ্যা অর্থে ভ্রমজ্ঞান ; যথা রজ্জু দেখিয়া, তাহাতে সর্পবোধ হওয়া । এই অবিদ্যা হইতে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ নামে অপর চারিটী বিপর্য্যয়ের বোধ হয় ; যাহার বিষয় আমরা পরে বর্ণন করিব ।

অশক্তিও বুদ্ধিরই ধর্ম্ম । অর্থাৎ অন্ধত্ব বধিরত্বাদি ইন্দ্রিয়ের অসমর্থতা যাহা পরে ভোগায়তন দেহে বিকাশ পায়, তাহার মূল কারণ কিন্তু বুদ্ধিতেই ছিল । অধর্ম্মের উপলক্ষে যাহা বুদ্ধিতেই পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল, তাহাই ভাবিদেহে বিকাশ পায় । অতএব বুদ্ধিতে অন্ধত্বের উদয় হইলে, দেহে তাহা পরে বিকাশ পায় । তুষ্টিতে উদ্যম-বিহীন হইয়া, কোন একটী বিষয়ে পরিতুষ্ট থাকাও বুদ্ধিরই ধর্ম্ম । সিদ্ধিও বুদ্ধিরই ধর্ম্ম । জ্ঞানে কিন্তু এক মুক্তির অভিমুখে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত, কোনরূপ ঐশ্বর্য্যাদি ভোগে সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া, যোগী কখন নিরস্ত থাকিতে পারেন না ।

এই বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি এবং সিদ্ধিও অবান্তর-ভেদে পঞ্চাশৎ প্রকার হইয়া থাকে ; এবং সেই সমস্ত প্রকার ভেদের কারণ পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়েরই উত্তরোত্তর বৈষম্য মাত্র । এই সত্ত্ব রজঃ এবং তমো-গুণের ন্যূনাধিক মিলনে যে কত অসংখ্য ভাবের উদয় হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠকবর্গ মনে মনে অবলীলাক্রমে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন ॥ ৫৬ ॥

তানেব পঞ্চাশদ্ভেদান্ গণয়তি।

পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টি র্নবধাষ্টধা সিদ্ধিঃ॥ ৪৭॥

অন্বয়ঃ।

বিপর্য্যয়স্য অবিদ্যায়াঃ অজ্ঞানস্য ভেদাঃ পঞ্চ ভবন্তি। করণ-বৈকল্যাৎ (করণানাং ইন্দ্রিয়াণাং বৈকল্যাৎ বিকলত্বাৎ ব্যাঘাতাৎ) অশক্তিঃ অসমর্থতা অষ্টাবিংশতিভেদা প্রকারা ভবতি; তুষ্টিঃ নবধা, অষ্টধা সিদ্ধিঃ ভবতি॥ ৪৭॥

অনুবাদ।

বিপর্য্যয়-নামক অবিদ্যার মূর্ত্তি পাঁচ প্রকার। ইন্দ্রিয়-গণের বিকলত্ব নিবন্ধন অসমর্থতাও অষ্টাবিংশতি প্রকার। তুষ্টি নব প্রকার এবং সিদ্ধি আট প্রকার।

তত্ত্বকৌমুদী।

অবিদ্যাস্মিতা-রাগ দ্বেষাভিনিবেশাঃ যথাসংখ্যং তমো-মোহ-মহামোহ-তামিস্রান্ধতামিস্র-সংজ্ঞকাঃ পঞ্চবিপর্য্যয়-বিশেষাঃ। বিপর্য্যয়-প্রভবাণামপ্যস্মিতা-দীনাং বিপর্য্যয়স্বভাবত্বাৎ। যদ্বা যদবিদ্যয়া বিপর্য্যয়েণাবধার্য্যতে বস্তু, অস্মিতাদয়-স্তৎ-স্বভাবাঃ সন্তস্তদভিনিবিশন্তে। অতএব পঞ্চ-পর্ব্বা আবিদ্যেত্যাহ ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ॥ ৪৭॥

আভাস।

বিপর্য্যয় অর্থাৎ অজ্ঞান পঞ্চপ্রকারে পরিচিত; যথা, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। সাংখ্যশাস্ত্রে ইহাদিগকে তমো, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই অবিদ্যাই সকলের মূল কারণ। যেটী যাহা, তাহাকে তৎস্বরূপে না বুঝিয়া, তদ্বিপরীত ভাবে বুঝার নামই অবিদ্যা। যেমন একটী কৃষ্ণবর্ণ কবরী-বন্ধন রজ্জু দর্শনে, সর্পজ্ঞান করা; বা একটী শুক্তিকা দর্শনে রৌপ্য বলিয়া তাহাকে ধারণা করিবার নামই অবিদ্যা। অতএব পাঞ্চভৌতিক কলেবরকে আমি বা আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করা এবং প্রকৃত তৎস্বরূপে বিদ্যমান চৈতন্য-

আভাস।

স্বরূপ আত্মাকে মিথ্যা জ্ঞানে উপেক্ষা করাই অবিদ্যার প্রধান লক্ষণ। সুতরাং সংসারে দুঃখের মূলীভূত কারণই অবিদ্যা। তমো-নামক মূল অজ্ঞান বা অবিদ্যার আশ্রয়েই আমি বা আমার ভাবেই অস্মিতার আবির্ভাব হয়। সুতরাং আমি-ভাবে সুখের লালসার নামই রাগ বা বিষয়াসক্তি; এবং দুঃখ ও তৎসাধক বিষয়ের প্রতি বিরক্তির নামই দ্বেষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্লেশই মরণ-ত্রাস, যাহাকে অভি-নিবেশ নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। একবার মরণ-ক্লেশ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তাদৃশ মৃত্যুর অবস্থা উপস্থিত হইলে, অবিদ্যান্ধ ব্যক্তির হৃদয়ে উক্ত মরণত্রাস (অভিনিবেশের) উদয় হইয়া থাকে। এ সমস্ত ব্যাপারই কেবল অবিদ্যা-প্রসূত; সুতরাং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যাকে নিরস্ত করা মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বিপরীত বোধ স্বরূপা অবিদ্যা সৃষ্টিমার্গে কত ভাবে এবং কত মূর্ত্তিতে যে সংসারের বিস্তার করে, তাহাই পরবর্ত্তী কারিকা কয়একটীতে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ বুঝি বলিলেই, জ্ঞানী হওয়া যায় না। সত্যের জ্ঞান এক হইলেও মিথ্যার জ্ঞান যে অনন্ত, তাহারই বর্ণন করা গ্রন্থকর্ত্তার এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। বুঝি বলিলেই আপনাকে পণ্ডিত ভাবা কর্ত্তব্য নহে; জ্ঞানের প্রকৃত ভাব অবধারণ করা একান্ত প্রয়োজন॥ ৪৭॥

অবিদ্যার পঞ্চপ্রকার মূর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, প্রত্যেক মূর্ত্তির আবার কত রকম বিভাগ যে হয়, তাহাই পরবর্ত্তী কারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

সম্প্রতি পঞ্চানাং বিপর্য্যয়ভেদানামবান্তরভেদমাহ।

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥ ৪৮॥

অন্বয়ঃ।

তমসঃ অবিদ্যায়াঃ ভেদঃ অষ্টবিধঃ অষ্টপ্রকারঃ; মোহস্য অস্মিতায়াঃ ভেদঃ

অন্বয়ঃ ।

তথা অষ্টবিধঃ ; মহামোহঃ রাগঃ দশবিধঃ, তামিস্রঃ দ্বেষঃ অষ্টাদশধা ; অন্ধ-তামিস্রঃ অভিনিবেশঃ মরণত্রাসঃ অপি অষ্টাদশধা অষ্টাদশ-প্রকারঃ ভবতি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ ।

অব্যক্তা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রকেই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ এবং পরম তত্ত্ব আত্মাবোধে ধারণা করার নামই অবিদ্যা । সেই আত্মজ্ঞান স্বরূপ বোধের আশ্রয় আট প্রকার ; সুতরাং অবিদ্যার মূর্ত্তিও অষ্টবিধ । অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের প্রত্যেকটীকে আশ্রয় করিয়া অভিমানী হওয়ায়, অস্মিতা অর্থাৎ মোহও আট প্রকার । পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূতই প্রকৃত ভোগের বিষয় । সুতরাং এই স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দশপ্রকার ভোগে আসক্তি নিবন্ধন অনুরাগ অর্থাৎ মহামোহও দশবিধ । স্থূল সূক্ষ্মাদিক্রমে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূত এবং অষ্ট ঐশ্বর্য্য এই অষ্টাদশ প্রকার ভোগ্য-সুখময় ব্যাপার হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, দ্বেষ অর্থাৎ তামিস্রও অষ্টাদশ প্রকার । অন্ধ তামিস্র অর্থাৎ অভিনিবেশ বা মরণত্রাসও উক্ত অষ্টাদশ প্রকারের পরিত্যাগ বা অভাব নিবন্ধন অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

ভেদস্তমসোঽবিদ্যায়া অষ্টবিধঃ, অষ্টসু অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষু অনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা তমঃ । অষ্টবিধবিষয়ত্বাত্তস্যাষ্টবিধত্বম্ । মোহস্য চ অত্রাপ্যষ্টবিধো ভেদ ইতি চকারেণানুষজ্যতে । দেবা হ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যমাসাদ্যামৃতত্বাভিমানিনোঽণিমাদিকমাত্মীয়ং শাশ্বতিকমভিমন্যন্তে ইতি, সোঽয়মস্মিতা-মোহোঽষ্টবিধৈশ্বর্য্যবিষয়ত্বাদষ্টবিধঃ । দশবিধো মহামোহঃ । শব্দাদিষু পঞ্চসু দিব্যাদিব্যতয়া দশবিধেষু বিষয়েষু রঞ্জনীয়েষু রাগ আসক্তির্মহামোহঃ । স চ দশবিধবিষয়ত্বাদ্দশবিধঃ । তামিস্রো দ্বেষোঽষ্টাদশধা । শব্দাদয়ো দশ বিষয়া রঞ্জনীয়াঃ স্বরূপতঃ । ঐশ্বর্য্যং ত্বণিমাদিকং ন স্বরূপতো রঞ্জনীয়ং, কিন্তু রঞ্জনীয়-

তত্ত্বকৌমুদী।

শব্দাদ্যুপায়াঃ ; তে চ শব্দাদয় উপস্থিতাঃ পরস্পরেণোপহন্যমানাস্তদুপায়াশ্চাণিমাদয়ঃ স্বরূপেণৈব কোপনীয়া ভবন্তীতি শব্দাদিভির্দশভিঃ সহাণিমাদ্যষ্টকমষ্টাদশধেতি তদ্বিষয়ো দ্বেষস্তামিস্রোঽষ্টাদশ-বিষয়ত্বাদষ্টাদশধেতি। তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ ; অভিনিবেশস্ত্রাসঃ, তথেত্যনেনাষ্টাদশধেত্যনুষজ্যতে। দেবাঃ খল্বণিমাদিকমষ্টবিধমৈশ্বর্য্যমাসাদ্য দশ শব্দাদীন্ ভুঞ্জানাঃ শব্দাদয়ো ভোগ্যাস্তদুপায়াশ্চাণিমাদয়োঽস্মাকমসুরাদিভিরুপঘানিষ্যন্তেতি বিভ্যতি। তদিদং ভয়মভিনিবেশোঽন্ধতামিস্রোঽষ্টাদশবিষয়ত্বাদষ্টাদশধেতি। সোঽয়ং পঞ্চবিধ-বিকল্পো বিপর্য্যয়োঽবান্তর-ভেদাৎ দ্বাষষ্টিরিতি ॥ ৪৮ ॥

আভাস।

গ্রন্থকর্ত্তা "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা" বলিয়া শাস্ত্রের আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু এযাবৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের আলোচনাতেই গ্রন্থের অধিক অংশই অতিবাহিত করিয়াছেন ; এক্ষণে দুঃখের হস্ত হইতে কি উপায়ে যে নিস্তার পাওয়া যায় এবং দুঃখের মূল কারণই যে কি ? তন্নিরূপণোপলক্ষে এই কারিকাগুলির সন্নিবেশ করিয়াছেন। সাধারণত দুঃখের কারণ এবং কত প্রকারে তাহার পরিচয় হয়, তাহারই মীমাংসা এস্থলে ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথমত বিচার্য্য যে দুঃখ বা সুখ কাহাকে বলে. জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা স্পষ্টত ধারণা করিতে পারি যে, নিরুদ্বেগে বিশ্রামই সুখ বা আনন্দ ; উদ্বেগের উপস্থিতিতেই দুঃখ। পরের সংসর্গেই দুঃখের উপস্থিতি ঘটে ; এবং নিঃসঙ্গে নিশ্চিন্তে অবস্থান করিতে পারিলেই আনন্দ। অতএব নীতিবাক্যে শুনা আছে যে, "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ" ॥ অন্যের সংসর্গ বা বশীভূততাই দুঃখের কারণ এবং স্বাধীন ভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থিতিই পরম সুখময় ভাব। ক্ষুধার উদ্রেকে অত্যন্ত পীড়িত না হইলে, অন্নাদির সম্ভোগে পরিতৃপ্তি লাভ হইত না। ক্ষুধা দ্বারা স্বরূপের ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে, অন্নাদি ভোজনে যে তৃপ্তিলাভ হয়, সে তৃপ্তি প্রকৃত

আভাস।

স্বভাবে কিছু নূতন ভাব হইল না। উদ্‌বেগের শান্তি হইল মাত্র। তাহাতেই কিন্তু পরমানন্দ ঘটিল। অতএব সে পরমানন্দ অন্নে নাই। যদি অন্নেই পরমানন্দ থাকিত, তাহা হইলে অন্ন সকল সময়েই আনন্দ প্রদান করিত; কিন্তু তাহা ত করে না! বরং ক্ষুধা না থাকিলে, অন্নে রুচিই আইসে না; বরং বিরক্তি ঘটে। অতএব ক্ষুধাই অন্নকে তৃপ্তিপ্রদ করে। সুতরাং ক্ষুধারূপ উদ্‌বেগ আমাদের স্বরূপের ব্যাঘাত জন্মায় এবং অন্ন সেই ব্যাঘাতের দূরীকরণ করে। সুতরাং উভয়ের সঙ্ঘর্ষণে উভয় ক্ষুধা এবং অন্ন-ভোজন বিনষ্ট হইয়া যায়। জীব বা মানব পূর্ব্বে যে পরমানন্দে ছিলেন, ব্যাঘাতের অপনোদনে সেই স্বস্বরূপ পরমানন্দেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতএব ক্ষুধাদি ব্যাঘাতই দুঃখের কারণ; সুতরাং তাদৃশ উদ্‌বেগের নিবারণোপলক্ষে বিষয়-সম্ভোগার্থ জীবের সংসার-ভ্রমণ ঘটিতেছে।

এক্ষণে বিচার্য্য যে ক্ষুধাদি উদ্‌বেগ দেহের; জ্ঞস্বরূপ আত্মার নহে। তবে দেহের অনুগত বা অধীন হওয়াতেই দেহের ক্ষুধাকে আপন-জ্ঞানে জ্ঞস্বরূপ আত্মার যখন ভ্রম হয়, তখনই উদ্বিগ্ন হইয়া, তন্নিবারণার্থ তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। পরকে আপন-বোধ করাই প্রথম ভ্রম। বিবাহের পূর্ব্বে পত্নী পরের কন্যাই ছিল; কয়একটী মন্ত্র পাঠে নিজপত্নী বলিয়া জ্ঞান বা তাহার সংস্কার হইবামাত্র, পত্নীর রোগাদি উদ্‌বেগে পতিকে উদ্বিগ্ন যেমন হইতে হয়, সেইরূপ দেহাদির উদ্‌বেগে দেহী জীবকে উদ্বিগ্ন হইয়া সংসার-ধর্ম্মে ধাবিত হইতে হয়। মাংস-মজ্জাদি বিশিষ্ট দেহ ত্রিগুণাত্মক; তাহার বৈষম্যের কোন অভাব নাই। নিরন্তরই পরিবর্ত্তনের স্রোতে পতিত থাকায়, উদ্‌বেগের কখনই উপশম ঘটে না। সুতরাং যত দিনই অতীত হউক এবং যতই উপভোগ্য পদার্থের প্রাপ্তি হউক, শান্তি বা পরমানন্দের আশা কখনই সম্ভব নহে। অতএব দুঃখের নিবারণ করিতে হইলে, তাহার কারণের নিবারণ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

আভাস।

সে কারণের সূত্রপাত কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বুঝিতে পারিব যে, তাহা কেবল দেহে নহে; দেহের মূল কারণ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিতে আত্মভাব করার অনুরোধেই এই অনন্ত সংসার-স্রোতের পরিণাম ঘটিয়াছে। কেবল দেহে আত্মভাবের সূচনা হয় নাই। পরিণীতা পত্নীর ন্যায়, মূলা বুদ্ধিকে আত্মন-জ্ঞান করাতেই, বুদ্ধি-ধর্ম্মের অনুরোধে জ্ঞস্বরূপ পুরুষের এতাদৃশ সংসার-জ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছে।

বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মকা, সুতরাং তাহার আড়ম্বরও অনন্ত। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য যেমন বুদ্ধিরূপ পত্নীর অশেষ গুণ, আবার অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য নামক অশেষ দোষেও তিনি বিভূষিতা। সুতরাং স্বামী-স্বরূপ পুরুষকে পত্নীর যাবদীয় গুণ এবং দোষে বিভূষিত হইতে হয়। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বুদ্ধির আচরণ বা ব্যবহার মাত্র। জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির সুযোগ্য পুত্রস্থানীয় এবং অজ্ঞান অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য তাহার অসৎ পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। পত্নীর প্রসূত কন্যা পুত্রকে পতি যেমন আপন কন্যাপুত্র বোধে বিব্রত বা সুখী হন, সেইরূপ বুদ্ধির প্রসূত জ্ঞান এবং অজ্ঞানাদিতেও জ্ঞস্বরূপ পুরুষ যে অভিভূত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কেবল পুত্র কন্যা নহে; পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রাদিতেও কুটুম্বী হইয়া, নিরন্তর পতিকে সংসার-জ্বালা ভোগ করিতে হয়। সৎপুত্রে স্বর্গবাস এবং অসৎপুত্রে লোকের যেমন সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি-পত্নীর অধর্ম্মাচরণে প্রসূত অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য রূপ পুত্র কন্যা এবং তাহাদের ও বংশধরগণের সংস্রবে পুরুষ-স্বরূপ জীবাত্মার যে কি দুর্গতি ঘটে, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

বুদ্ধির অধর্ম্মাচরণে উপচিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই অজ্ঞানের পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অস্মিতা রাগ

আভাস ।

দ্বেষ এবং অভিনিবেশ প্রভৃতি অনন্ত সন্তান সন্ততির জন্ম হয়। অজ্ঞান বা অবিদ্যার যে যে মূর্ত্তিতে আত্মার আত্মীয়তা হয়, পুরুষ সেই সেই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। যোগ-সূত্রকার বলিয়াছেন, "অনিত্য, অশুচি দুঃখময় এবং অনাত্ম বিষয়কে নিত্য, শুচি, সুখময় এবং আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করার নামই অবিদ্যা" অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞান। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষণধ্বংসী দেহকে চিরস্থায়ী, পবিত্র, সুখময় এবং আমি বলিয়া যখন আমাদের উপলব্ধি হয়, অথচ পরিবর্ত্তনশীল রস, রক্ত এবং বিষ্ঠামূত্রাদি-পূর্ণ নিরন্তর রোগের আগার বা জড় পদার্থ বলিয়া উপলব্ধ না হয়, তখনই ঘোর অবিদ্যার কুহকে আমরা নিমগ্ন হই। অতএব দুঃখের কারণই অবিদ্যা। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ"। চিৎস্বরূপ পুরুষের যখন দৃশ্য দর্শনযোগ্য প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনই অবিদ্যার উদয় হয়। শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, পিতৃসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া, শ্বশুর-বাটীস্থ শ্যালকাদির সহিত সম্বন্ধ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে এবং তাহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপনাকে সম্বন্ধী অনুভূত হয়, সেইরূপ বুদ্ধির সংসর্গে স্বীয় চৈতন্যস্বরূপের বিস্মরণে "আমি বুঝিবার কর্ত্তা সাজিয়া, আমি-ভাবের যে উপলব্ধি হয়, তাহাকে অস্মিতা বা মোহ-নামে" শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন। "দৃক্‌দর্শন-শক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা" অর্থাৎ পুত্রের জন্ম হইলে নিজে পিতা হই; বিবাহ হইলে যেমন পতি হই, সেইরূপ দৃশ্য প্রকৃতি বা বুদ্ধির সম্বন্ধ হইলে, আমি দ্রষ্টা সাজি। পতি-জ্ঞানের পরই পত্নীতে প্রেম বা অনুরাগ জন্মে; যাহাকে রাগ বা মহামোহ নামে শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং অনুরাগের পরক্ষণেই অনুরঞ্জক বিষয়ের বিরুদ্ধ অনিষ্টকারী ভাবের প্রতি দ্বেষের উদয় হয়; যাহাকে তামিস্র-নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বেষের পরই অভিনিবেশের উদয় হয়। অর্থাৎ এই সমস্ত ভোগ্য ঐশ্ব-

আভাস।

য্যাদি বিষয় সমূহকে বিসর্জ্জন দিয়া, কিপ্রকারে কাল-কবলে কবলিত হইব! বলিয়া মরণের ত্রাস হৃদয়ে উদিত হয়। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ পর্য্যায়ক্রমে এই চারিটী বিপরীত ভাব এক অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, এই প্রকারে বুদ্ধির অসংখ্য পরিণামে চিৎস্বরূপের আত্মাভিমান যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহাতে আমি ও আমার-জ্ঞানে মানবের সংসার-পথ বিস্তারিত হয়; এবং তদুপলক্ষেই দুঃখের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই কারিকাতে উক্ত অবিদ্যার পঞ্চমূর্ত্তির কোন্‌টী কোন্ কোন্ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া কত প্রকারে যে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা; তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যার ভেদ আট প্রকার। অব্যক্ত বা প্রধান, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই আটটী প্রাকৃতিক জড় পদার্থকে আত্মজ্ঞান করায়, অবিদ্যাকে অষ্টপ্রকার বলা হইয়াছে। মোহ অর্থাৎ অস্মিতাও অষ্টবিধ। অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভে অমর হইলাম! উহারা নিত্যবস্তু; সুতরাং তাহাতে আত্মাভিমানও আট প্রকার। মহামোহ অনুরাগ বা আসক্তির বিষয়ও দশবিধ। সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই দশবিধ বিষয়ে আসক্তি-নিবন্ধন রাগও দশ প্রকার। তামিস্র অর্থাৎ দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার। অর্থাৎ শব্দাদি দশটী এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য এই অষ্টাদশ প্রকার ভোগ্যকে আশ্রয় করিয়া দ্বেষের উদয় হয়; সুতরাং দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার। অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশও অষ্টাদশ প্রকার। মৃত্যুর দ্বারা ভোগে বঞ্চিত হইবার ভয়ই অভিনিবেশ। মরণে উক্ত অষ্টাদশ প্রকারের ভোগ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সুতরাং অভিনিবেশও অষ্টাদশ প্রকার। অতএব এক অজ্ঞান প্রথমত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়াও, অবান্তর ভেদে আবার সর্ব্ব সাকল্যে দ্বাষষ্টি (বাষট্টি) প্রকারের হইয়া থাকে। যথা তমঃ আট, মোহ আট

আভাস।

মহামোহ দশ; তামিস্র অষ্টাদশ এবং অন্ধতামিস্র অষ্টাদশ প্রকার। এই একত্র দ্বাষষ্টি প্রকার ॥ ৪৮ ॥

বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানের বিভাগ বর্ণন করিয়া অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তির ভেদ পরবর্ত্তী কারিকাতে বর্ণন করিতেছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

তদেবং পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদানুক্ত্বা অষ্টাবিংশতিভেদামশক্তিমাহ।

একাদশেন্দ্রিয়-বধাঃ সহ বুদ্ধি-বধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।

তুষ্টিসিদ্ধীনাং (নবানাং তুষ্টীনাং, অষ্টানাং সিদ্ধীনাং) বিপর্য্যয়াৎ জ্ঞানবৈপরীত্যাৎ বুদ্ধেঃ সপ্তদশ বধাঃ, তৈঃ বুদ্ধিবধৈঃ সহ একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ অপি মিলিতাঃ, অশক্তিঃ অষ্টাবিংশতিপ্রকারা উদ্দিষ্টা কথিতা ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ।

তুষ্টি নয় প্রকার, সিদ্ধি আট প্রকার। উভয়েই পরমার্থ জ্ঞানের বিরোধী; সুতরাং উভয়ের মিলনে সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধির অকর্ম্মণ্যতাই বুদ্ধির অশক্তি। এদিকে আবার একাদশ ইন্দ্রিয়ের অসমর্থতাও বুদ্ধিরই অসমর্থতার পরিচয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে বুদ্ধির অসমর্থতাই অষ্টাবিংশতি প্রকার। অতএব অশক্তিও অষ্টাবিংশতি প্রকার ॥ ৪৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

ইন্দ্রিয়-বধস্য গ্রহো বুদ্ধি-বধ-হেতুত্বেন, ন স্বশক্তিভেদপূরণত্বেন। একাদশেন্দ্রিয়-বধাঃ, "বাধির্য্যং কুষ্ঠিতান্ধত্বং জড়তাজিঘ্রতা তথা। মূকতা কৌণ্য-পঙ্গুত্ব ক্লৈব্যোদাবর্ত্তমন্দতাঃ ॥" যথাসংখ্যং শ্রোত্রাদীনামিন্দ্রিয়াণাং বধাঃ, এতাবত্যেব তু তদ্ধেতুকা বুদ্ধেরশক্তিঃ স্ব-ব্যাপারে ভবতি, তথা চৈকাদশ-হেতুকত্বাদেকাদশধা বুদ্ধেরশক্তিরুচ্যতে, হেতু-হেতুমতোরভেদবিবক্ষয়া চ সামানাধিকরণ্যম্। তদেব-

তত্ত্বকৌমুদী।

মিন্দ্রিয়-বধদ্বারেণ বুদ্ধেরশক্তিমুক্ত্বা স্বরূপতোঽশক্তীরাহ,—সহ বুদ্ধিবধৈরিতি। কতি বুদ্ধেঃ স্বরূপতো বধা ইত্যত আহ—সপ্তদশ বধাঃ বুদ্ধেঃ, কুতঃ? বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাং, তুষ্টয়ো নবধেতি তদ্বিপর্য্যয়াত্তন্নিরূপণাৎ নবধা ভবন্তি। এবং সিদ্ধয়োঽষ্টাবিতি তদ্বিপর্য্যয়াত্তন্নিরূপণাৎ অষ্টৌ ভবন্তীতি॥ ৪৯॥

আভাস।

মানবাদি জীব-কলেবরে ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা কর্ণের বধিরতা, স্পর্শশক্তির অভাবে কুষ্ঠ, দৃষ্টিশক্তির অভাবে অন্ধতা, রসনাশক্তির অভাবে জড়তা, ঘ্রাণশক্তির অভাবে অজিঘ্রতা, বাক্‌শক্তির অভাবে মূকতা, গ্রহণশক্তির অভাবে কৌণ্য; গমন-শক্তির অভাবে পঙ্গুতা, রমণ-শক্তির অভাবে ক্লীবত্ব, বা ধ্বজভঙ্গ, পায়ুদোষে উদাবর্ত্ত অর্থাৎ মল মূত্র ত্যাগে দারুণ ক্লেশ এবং মন্দতা মনের দোষ, উন্মাদাদি ভাব। এই কয়একটী যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনেরই দোষ বলিয়া আমরা বুঝিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই শক্তির অভাব প্রথমে বুদ্ধিতে জন্মে; পরে ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশ পায়। সুতরাং এই এগারটী বুদ্ধিরই অসমর্থতা বা অশক্তি।

তুষ্টি নয়প্রকার এবং আট প্রকার সিদ্ধি; উভয়ে মিলিত হইয়া সপ্তদশ প্রকার। তুষ্টি এবং সিদ্ধি উভয়েই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক। আপাতত মনোরম হইলেও, পরিণামে ব্যাঘাতকারী বলিয়া উহাদিগকে বুদ্ধির দোষরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকারের বুদ্ধি-বধের সহিত পশ্চাৎ কথিত তুষ্টিসিদ্ধি লইয়া বুদ্ধির বধ সর্ব্বসমেত অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি কীর্ত্তিত হইল॥ ৪৯॥

এক্ষণে কোন্ কোন্ কারণে এবং কত প্রকারে তুষ্টির উদয় হইয়া পরমার্থ চিন্তনে চিত্তকে নিস্তব্ধ করে, তাহাই পরবর্ত্তী কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

তুষ্টির্নবধেত্যুক্তং তাঃ পরিগণয়তি।

আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান-কাল-ভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ।

আধ্যাত্মিক্যঃ (আত্মানং অধিকৃত্যঃ প্রবৃত্তাঃ) প্রকৃত্যুপাদানকাল-ভাগ্যাখ্যাঃ চতস্রঃ চতুর্বিধাঃ; তথা বিষয়োপরমাৎ (শব্দাদি পঞ্চবিষয়-বৈরাগ্যাৎ) জাতাঃ বাহ্যাঃ তুষ্টয়ঃ পঞ্চ ইতি নব তুষ্টয়ঃ অভিমতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ।

আন্তরিক ও বাহ্যিক ভেদে তুষ্টি অর্থাৎ সন্তোষ দুই প্রকার। তন্মধ্যে আন্তরিক তুষ্টি প্রকৃতি, উপাদান, কাল, ও ভাগ্য নামে চারি প্রকার; এবং বাহ্যিক শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ে বৈরাগ্য নিবন্ধন প্রবোধও (তুষ্টি) পাঁচ প্রকার। এই নয় প্রকার প্রবোধ পরমার্থ চিন্তনের প্রতিবন্ধক বশত নববিধ তুষ্টিও বুদ্ধির বাধা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত আত্মাস্তীতি প্রতিপদ্য ততোঽস্য শ্রবণমননাদিনা বিবেক-সাক্ষাৎকারায় যসদুপদেশতুষ্টো যো ন প্রযততে, তস্য চতস্র আধ্যাত্মিক্যস্তুষ্টয়ো ভবন্তি। প্রকৃতি-ব্যতিরিক্তমাত্মানমধিকৃত্য যস্মাত্তাস্তুষ্টয়স্তস্মাদাধ্যাত্মিক্যঃ।

কাস্তা ইত্যত আহ—প্রকৃত্যুপাদানকাল-ভাগ্যাখ্যাঃ। প্রকৃত্যাদিরাখ্যা যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ। অত্র প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টির্যথা, কস্যচিদুপদেশে "বিবেকসাক্ষাৎকারো হি প্রকৃতি-পরিণাম-ভেদঃ, তঞ্চ প্রকৃতিরেব করোতীতি কৃতং তে ধ্যানাভ্যাসেন, তস্মাদেবমেবাস্‌স্ব বৎসে"তি। সেয়মুপদেষ্টব্যস্য শিষ্যস্য প্রকৃতৌ তুষ্টিঃ প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টিঃ অম্ভঃ ইত্যুচ্যতে। যা তু "প্রাকৃত্যাপি বিবেকখ্যাতির্ন সা প্রকৃতিমাত্রাদ্ভবতি মা ভূৎ সর্ব্বস্য সর্ব্বদা তন্মাত্রস্য সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ, প্রব্রজ্যায়াস্তু সা ভবতি তস্মাৎ প্রব্রজ্যামুপাদদীথাঃ কৃতং তে ধ্যানাভ্যাসেনায়ুষ্মন্" ইত্যুপদেশে তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা সলিলম্ উচ্যতে। যা তু "প্রব্রজ্যাপি ন সদ্যো নির্ব্বাণ-

তত্ত্বকৌমুদী ।

নেতি, সৈব কালপরিপাকমপেক্ষ্য সিদ্ধিং তে বিধাস্যতি অলমুত্তপ্ততয়া তব" ইত্যুপদেশেন তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা মেঘ উচ্যতে। ইষ্টা তু "ন কালাৎ নাপ্যুপাদানাদ্বিবেকখ্যাতিরপি তু তে ভাগ্যাদেব ; অতএব মদালসাপত্যানি অতিবালানি মাতুরুপদেশমাত্রাদেব বিবেকখ্যাতিমন্তি মুক্তানি বভূবুঃ। তত্র ভাগ্যমেব হেতুর্নান্যৎ" ইত্যুপদেশে যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যা বৃষ্টিরুচ্যতে।

বাহ্যা দর্শয়তি, বাহ্যাস্তুষ্টয়ো বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ। বাহ্যাঃ খল্বনাত্মনঃ প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদীনাত্মেত্যভিমন্যমানস্য বৈরাগ্যে সতি তুষ্টয়স্তা বাহ্যাঃ, । আত্মজ্ঞানাভাবে অনাত্মজ্ঞানমধিকৃত্য প্রবৃত্তেরিতি। তাশ্চ বৈরাগ্যে সতি সম্ভবন্তি তুষ্টয় ইতি বৈরাগ্যহেতুপঞ্চবিধত্বাদ্বৈরাগ্যাণ্যপি পঞ্চ, তৎপঞ্চকত্বাৎ তুষ্টয়ঃ পঞ্চেতি। উপরম্যতেঽনেনেত্যুপরমো বৈরাগ্যং। বিষয়াদুপরমো বিষয়োপরমঃ। বিষয়া ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ, উপরমা অপি পঞ্চ। তথা চ অর্জ্জন-রক্ষণ-ক্ষয়-ভোগ-হিংসাদোষ-দর্শনহেতুজন্মান উপরমাঃ পঞ্চ ভবন্তি। তথাহি সেবাদয়ো ধনোপার্জ্জনোপায়াস্তে সেবকাদীন্ দুঃখাকুর্ব্বন্তি। "দৃপ্যদ্দুরীশ্বরদ্বাঃস্থ-দণ্ডচণ্ডার্দ্ধচন্দ্রজাম্। বেদনাং ভাবয়ন্ প্রাজ্ঞঃ কঃ সেবাসু প্রসজ্যতে॥" এবমন্যেঽপ্যর্জ্জনোপায়া দুঃখা ইতি বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সৈষা পারমুচ্যতে।

তথার্জ্জিতং ধনং রাজৈকাগারিকাগ্নিজলৌঘাদিভ্যো বিনঙ্ক্ষ্যতীতি তদ্রক্ষণে মহদ্দুঃখমিতি ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা দ্বিতীয়া সুপারম্ উচ্যতে। তথা মহতায়াসেনার্জ্জিতং ধনং ভুজ্যমানং ক্ষীয়তে ইতি তৎক্ষয়ং ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা তৃতীয়া পারাপারম্ উচ্যতে। এবং শব্দাদিভোগাভ্যাসাদ্বর্দ্ধন্তে কামাস্তে চ বিষয়াপ্রাপ্তৌ কামিনং দুঃখয়ন্তীতি ভোগদোষং ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা চতুর্থী অনুত্তমাম্ভঃ উচ্যতে। এবং নানুপহত্য ভূতানি বিষয়ভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাদোষদর্শনাদ্বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা পঞ্চমী উত্তমাম্ভঃ উচ্যতে। এবমাধ্যাত্মিকীভিশ্চতসৃভির্বাহ্যাভিশ্চ পঞ্চভি র্নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ ॥ ৫০ ॥

আভাস ।

সংসারে তুষ্টি আপাতত মনোরম হইলেও, উন্নতির পথে যে সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তাহা উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা তুষ্টির স্বরূপ এবং যে যে কারণে হৃদয়ে তুষ্টির

আভাস।

উদয় হয়, তাহার বর্ণন করিয়াছেন। সাধারণত বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে তুষ্টি দ্বিবিধা। উপদেশে বা হৃদয়ে ধারণায় যে তুষ্টি, তাহার নাম আধ্যাত্মিকী; এবং বাহ্যিক বিষয়ের দোষগুণ অবধারণে যে সাম্য-ভাবে অবস্থান, তাহাকে বাহ্যিক তুষ্টি কহে। আন্তরিক তুষ্টির কারণ চারি প্রকারে ঘটিয়া থাকে; এবং বাহ্যিক তুষ্টি পঞ্চবিধ। সুতরাং এই উভয় ভাবে তুষ্টি নববিধ। তন্মধ্যে আন্তরিক তুষ্টি প্রকৃতি, উপাদান, কাল এবং ভাগ্য ভেদে এই চারি নামে অভিহিত।

প্রাকৃতিক তুষ্টি যথা, আমরা মায়ার পুত্তলিকা! সেই সর্ব্ব-প্রসবিনী পরমা শক্তির ক্রোড়ে তাঁহারই কৃপার আশ্রয়ে দেহাদি ধারণে জীবন ধারণ করিতেছি। তিনি জগন্মাতা! তিনি প্রসন্না থাকিলে, সন্তানের মুক্তির উপায় তিনিই করিয়া দিবেন! তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, ধ্যান ধারণাদির আশ্রয়ে পরমাত্ম-সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করা কেবল ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। অতএব সেই জগজ্জননীর শরণাগত থাকাই শ্রেয়ঃ বলিয়া যাঁহারা পরিতুষ্ট থাকেন; বিশেষত বিচার বুদ্ধিতে তাঁহারা মীমাংসা করেন যে, ভোগদায়িনী প্রকৃতি নিবৃত্ত-প্রসবা হইলেই জীব মুক্ত হয়; অতএব প্রকৃতির শরণাগত থাকাই মঙ্গল-জ্ঞানে তুষ্ট থাকেন, বিবেক সাক্ষাৎকারার্থ যত্ন না করেন, তাঁহাদের তুষ্টিই অম্ভনামক প্রকৃতি-তুষ্টি।

অপরে বলেন বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতিই করিয়া দেন সত্য! কিন্তু প্রকৃতি ত সকলের প্রতি সমভাবে ব্যবহার করিবেন! তিনি জীবমাত্র কেন? জগৎ সংসারেরই জননী! তাঁহার উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবেক সাক্ষাৎকার অতি সুগম! অতএব ধ্যানাদির অপেক্ষা সন্ন্যাস গ্রহণ করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। সন্ন্যাসের আচরণে বিষয়-বৈরাগ্য সহজে উদিত হয় এবং সংসার-বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব কেবল সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনে যে তুষ্ট থাকা, তাহাকে উপাদান তুষ্টি কহে। বিবেক

আভাস।

সাক্ষাৎকারের পক্ষে প্রব্রজ্যা কারণ বলিয়া যোগিগণ উক্ত তুষ্টিকে সলিল নামে সজ্ঞিত করিয়া থাকেন।

কেহ বলেন, কৃষি করিলেই যে তৎক্ষণাৎ ফলোৎপাদন হয়, তাহা নহে; বর্ষাঋতু প্রভৃতি কালের প্রয়োজন। সেইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই যে তৎক্ষণাৎ বিবেক-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা নহে; কালের প্রয়োজন। উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হইলে, ফলোদয় হয় না। অতএব বৎস! কালের প্রতীক্ষা কর! এইরূপ বিবিধ উপদেশে সন্তুষ্টচিত্ত যোগীর তুষ্টিকে কালাখ্য অম্ভ বা মেঘনামে অভিহিত করিয়াছেন।

কেহ বলেন, শিষ্য! পূর্ব্বার্জ্জিত সৌভাগ্যের ফলে এ জন্মে বিবেক-সাক্ষাৎকার অবলীলাক্রমে হইয়া থাকে। এই দেখ! মদালসার অপত্যগণ কেবল জননীর সমীপে আত্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই যে কৃতার্থ হইয়াছিল, সে কেবল ভাগ্যের গুণে। পূর্ব্বজন্মে তাহারা যথেষ্ট ধ্যান ধারণাদি করিয়াছিল, সুতরাং এ জন্মে বিনা আয়াসে কৃতার্থ হইল। তুমিও এজন্মে ধ্যান ধারণাদি কর! আগামী জন্মে কৃতার্থ হইবে! এই উপদেশে বিবেক-সাক্ষাৎকারে প্রতিনিবৃত্ত সাধকের তুষ্টিকে ভাগ্য বা বৃষ্টিনামে সজ্ঞিত করা হয়। এস্থলে প্রকৃতি, উপাদান, কাল এবং ভাগ্য নামে চারিপ্রকার অন্তরিক তুষ্টির কথা বলা হইল; এক্ষণে বাহ্যিক পঞ্চবিধ তুষ্টির বর্ণন করিয়াছেন, যথা; শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধভেদে বিষয় মোট পঞ্চবিধ। এই পাঁচটী ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলেই মনে মনে যে তুষ্টির উদয় হয়, তাহাকে বাহ্যতুষ্টি বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-সাক্ষাৎকার যে কি ব্যাপার! তাহা যে পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম না হয়, তদবধি তুষ্টি প্রভৃতি অপরের উপর নির্ভর দিয়া শান্তি লাভের প্রত্যাশা কেবল কল্পনা মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভাবে প্রকৃতি, মহৎ এবং অহঙ্কারাদিকে আত্মা বলিয়া যতক্ষণ

আভাস।

ভ্রম থাকে, ততক্ষণই বিষয়-বৈরাগ্যে তুষ্টির উদয় হয়। সে তুষ্টি কোন প্রকৃত ফলপ্রদ নহে। কারণ সাধারণত দুই কারণে তুষ্টি হয়; বিষয়ের প্রাপ্তিতে এবং অপ্রাপ্তিতে। প্রাপ্তির তুষ্টি আধ্যাত্মিক ভেদে যে চারিপ্রকার, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অপ্রাপ্তির তুষ্টি পাঁচ প্রকার; যাহা বিষয়-বৈরাগ্য হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয় পঞ্চবিধ; সুতরাং বৈরাগ্যও পাঁচ প্রকার। এ বৈরাগ্য বিষয়ের দোষ দর্শন হইতেই উদিত হয়। যথা ধনানাং অর্জ্জনে ক্লেশ স্তথৈব পরিরক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥ সেবাদি কার্য্যের দ্বারা ধনোপার্জ্জন বড়ই কষ্টকর ব্যাপার! বিশেষত গর্ব্বিত ধনীর দুর্ব্বৃত্তাচরণে সেবকাদির বিষম ক্লেশ হয়; সুতরাং ভদ্রলোকের পক্ষে ধনোপার্জ্জনে বিশেষ বিরক্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং উপার্জ্জনে বিরতির তুষ্টিকে পার নামে অভিহিত করা হয়। অতি দুঃখে অর্জ্জিত ধনও রাজা, দস্যু, অগ্নি এবং জলপ্লাবনাদির অত্যাচারে নষ্ট হয় দেখিয়া, বিষয়ে উপরতিরূপ তুষ্টির নাম সুপার। অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যয় যেন আপনি উপস্থিত হয়; সুতরাং অর্জ্জনও নিরর্থক বলিয়া যে তুষ্টি, তাহার নাম পারাপার। চতুর্থত ভোগেই ভোগের বাসনা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়; অথচ না পাইলে, কষ্ট হয়; অতএব ভোগ না করাই ভাল বলিয়া যে তুষ্টি, তাহাকে অনুত্তমাম্ভ বলা হয়। অন্যের অপকার না করিলে, নিজের ইষ্টলাভ হয় না। অতএব পরহিংসা করিব না বলিয়া যে তুষ্টি, তাহাকে উত্তমাম্ভ নামে অভিহিত করা হয়। অতএব আভ্যন্তরিক তুষ্টি চারিপ্রকার এবং বাহ্যিক পাঁচ প্রকার; এই উভয়ের মিলনে তুষ্টি নব প্রকার কথিত হইল॥ ৫০॥

আভাস।

গৌণও মুখ্যভেদে সিদ্ধি যে দ্বিবিধ, তাহার বর্ণন পরবর্ত্তী কারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা:—

তত্ত্বকৌমুদী।

গৌণমুখ্যভেদাঃ সিদ্ধীরাহ।

ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতা স্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশ স্ত্রিবিধঃ॥ ৫১॥

অন্বয়ঃ।

অধ্যয়নং (অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাণাং পাঠঃ) শব্দঃ অর্থাববোধঃ, ঊহঃ তাৎপর্য্য-মননং, সুহৃদ্‌প্রাপ্তিঃ (সুহৃদাং গুরুশিষ্য-ব্রহ্মচারিণাং সহ আলাপনেন মনন-সিদ্ধান্তঃ এব প্রাপ্তিঃ) দানং (তত্ত্বচিন্তায়াং আত্মসমর্পণং) দুঃখবিঘাতাঃ ত্রয়ঃ (ত্রিবিধাঃ দুঃখানাং বিঘাতাঃ,) চ ইতি অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ। সিদ্ধেঃ পূর্ব্বঃ (বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টি-রূপঃ) ত্রিবিধঃ অঙ্কুশঃ প্রতিবন্ধকঃ এব॥ ৫১॥

অনুবাদ।

অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের যথাবিধি পাঠ, শাস্ত্রার্থের প্রকৃত অর্থাববোধ, অর্থসমূহের মনন, মন্তব্য বিষয়ের অনুধ্যানে আত্ম-সমর্পণ, তদন্তর ত্রিবিধ দুঃখের ত্রিবিধ নিবৃত্তি; এই আটটীই প্রকৃত সিদ্ধি। কিন্তু পূর্ব্ব কথিত বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রম-জ্ঞান, অশক্তি এবং তুষ্টি এই তিনটীই সিদ্ধি-লাভের সম্পূর্ণ কণ্টক-স্বরূপ॥ ৫১॥

তত্ত্বকৌমুদী।

বিহন্যমানস্য দুঃখস্য ত্রিত্বাত্তদ্বিঘাতাস্ত্রয় ইতি ইমা মুখ্যা স্তিস্রঃ সিদ্ধয়স্তদুপায়তয়া ত্বিতরা গৌণ্যঃ পঞ্চ সিদ্ধয় স্তা অপি হেতু-হেতুমত্তয়া ব্যবস্থিতাঃ। তাস্বাদ্যা অধ্যয়ন-লক্ষণা সিদ্ধির্হেতুরেব, মুখ্যাস্তু হেতুমত্য এব। বিধিবদ্ গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যানামক্ষরস্বরূপগ্রহণমধ্যয়নং প্রথমা সিদ্ধিস্তারমুচ্যতে, তৎকার্য্যং শব্দঃ। শব্দ ইতি পদং শব্দজনিতমর্থজ্ঞানমুপলক্ষয়তি, কার্য্যে কারণোপচারাৎ। স দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ সুতারম্ উচ্যতে। তদিদং দ্বিধা শ্রবণম্।

তত্ত্বকৌমুদী।

উহস্তর্কঃ। আগমাবিরোধি-ন্যায়েনাগমার্থপরীক্ষণং। পরীক্ষণঞ্চ সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেন উত্তরপক্ষ-ব্যবস্থাপনং। তদিদং মননমাচক্ষতে আগমিনঃ। সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারম্ উচ্যতে। যেহোৎপ্রেক্ষিতং মননমমননমেবাসুহৃৎসম্মতমিতি দ্বিতীয়ং মননমাহ সুহৃৎপ্রাপ্তিরিতি। ন্যায়েন হি স্বয়ং পরীক্ষিতমপ্যর্থং ন শ্রদ্দধতে ন যাবদ্ গুরুশিষ্যসব্রহ্মচারিভিঃ সহ সংবাদ্যতে। অতঃ সুহৃদাং গুরুশিষ্য-সব্রহ্মচারিণাং সংবাদকানাং প্রাপ্তিঃ সুহৃৎ-প্রাপ্তিঃ। সা সিদ্ধিশ্চতুর্থী রম্যকম্ উচ্যতে। দানঞ্চ শুদ্ধির্বিবেকজ্ঞানস্য। দৈপ্ শোধনে ইত্যস্মাদ্ধাতো দানপদব্যুৎপত্তেঃ; যথাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ "বিবেক-খ্যাতিরবিপ্লবা দুঃখত্রয়স্য হানোপায়ঃ" ইতি—অবিপ্লবঃ শুদ্ধিঃ, সা চ সবাসন-সংশয়বিপর্য্যাসানাং পরিহাণ্যা বিবেকসাক্ষাৎকারস্য স্বচ্ছপ্রবাহেঽবস্থানম্। সা চ নিবিড়াদেব নৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকালাদর-সেবিতাভ্যাস-পরিপাকাদ্ভবতীতি দানেন বিবেকখ্যাত্যা কার্য্যেণ সোঽপি সংগৃহীতঃ। সেয়ং পঞ্চমী সিদ্ধিঃ সদামুদিতম্ উচ্যতে। তিস্রশ্চ মুখ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রমোদমুদিতমোদমানাঃ ইত্যষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ।

অন্যে ত্বাচক্ষতে বিনোপদেশাদিনা প্রাগ্ভবীয়াভ্যাসবশাৎতত্ত্বস্য স্বয়মূহনং যৎ সা সিদ্ধিরূহঃ। যস্য সাংখ্যশাস্ত্রপাঠমন্যদীয়মাকর্ণ্য তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে সা সিদ্ধিঃ শব্দঃ, শব্দপাঠানন্তরভাবাৎ। যস্য শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধেন সংবাদেন সাংখ্যশাস্ত্রং গ্রন্থতোঽর্থতশ্চাধীত্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে সাধ্যয়নহেতুকা সিদ্ধিরধ্যয়নম্। সুহৃৎপ্রাপ্তিরিতি যস্যাধিগততত্ত্বং সুহৃদং প্রাপ্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা জ্ঞানলক্ষণা সিদ্ধিস্তস্য সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধিহেতুঃ। ধনাদিদানারাধিতো জ্ঞানী জ্ঞানং প্রযচ্ছতি। অস্য চ যুক্তাযুক্তত্বে সূরিভিরেবাবগন্তব্যে ইতি কৃতং পরদোষোদ্ভাবনেন নঃ সিদ্ধান্তমাত্রব্যাখ্যানপ্রবৃত্তানামিতি।

সিদ্ধতুষ্টিবিপর্য্যয়েণাশক্তি বুদ্ধিবধঃ সপ্তদশধা দ্রষ্টব্যঃ। অত্র প্রত্যয়সর্গে সিদ্ধিরুপাদেয়েতি প্রসিদ্ধমেব। তন্নিবারণহেতব স্তু বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টয়ো হেয়া ইত্যাহ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ। পূর্ব্ব ইতি বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টীঃ পরামৃশতি। তাঃ সিদ্ধিকরণানামঙ্কুশো নিবারকত্বাৎ। অতঃ সিদ্ধিপরিপন্থিত্বাৎ অঙ্কুশ ইবেতি বিপর্য্যাশক্তিতুষ্টয়ো হেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

আভাস।

আত্মবিবেক পূর্ব্বক পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে বুদ্ধি-প্রসূত কোন্ কোন্ ভাব অনুকূল এবং কোন্ কোন্ ভাব প্রতিকূল তাহারই

আভাস।

বর্ণন প্রসঙ্গে ৪৬ হইতে ৫১ সংখ্যা পর্য্যন্ত কারিকার সন্নিবেশ করিয়াছেন। "এষ প্রত্যয়সর্গঃ" বলিয়া কারিকান্তর্গত বিপর্য্যয়াদি যে চারিটী ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিপর্য্যয় অশক্তি এবং তুষ্টি নামে তিনটী চিত্তাবস্থা আত্মসাক্ষাৎকারে সম্পূর্ণ কণ্টকবৎ বিরোধী। এক সিদ্ধিই আত্মসাক্ষাৎকার পূর্ব্বক পরমাত্মজ্ঞানের অনুকূল বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব বিপর্য্যয়, অশক্তি এবং তুষ্টিতে বিমনা হইয়া, নিশ্চিন্ত অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে; সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং সিদ্ধি কয় প্রকার, তাহা জানা আবশ্যক। সিদ্ধিও আমাদের অভিলাষ পূরণের একটী সোপান মাত্র; স্বরূপত ইহাও চরম ফল নহে। সিদ্ধিতেও তুষ্ট থাকিলে চলিবে না।

অধ্যয়নই প্রথমা সিদ্ধি। যথাবিধি উপযুক্ত গুরুর সমীপে বেদাদি মুমুক্ষু গ্রন্থের পাঠই অধ্যয়ন। অধি+ইঙ্+অনট্; শাস্ত্রকে আশ্রয় করত, ভাবরাজ্যে গমনই অধ্যয়ন। ভাবরাজ্যে গমন করিবার পক্ষে অধ্যয়ন একটী অপূর্ব্ব বাহন। আমরা যখন কোন ইতিহাস পাঠ করি, তখন দেহকে পাঠাগারে নিপাতিত রাখিয়াও, মনে মনে ইতিহাসে বিবৃত ব্যাপারের স্থানে উপস্থিত হইয়া, সেই সকল রসের আস্বাদন করি। অতএব অধ্যয়ন আমাদিগকে অধীত রাজ্যে লইয়া যায়। সুতরাং তখন অধ্যয়নের প্রসাদে আমরা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক, আধিভৌতিক অর্থৎ ভূতনিষ্ঠ এবং আধিদৈবিক গ্রহাবেশ-নিবন্ধন যাবদীয় দুঃখের সংসর্গ বা সম্বন্ধ হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারি।

কিন্তু কেবল পাঠে ফললাভ হয় না; পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পদ ও পদার্থের বোধ হওয়া উচিত। শব্দের অর্থবোধ হওয়াএকটী অপূর্ব্ব সিদ্ধি। এই সিদ্ধিকে শাস্ত্রকার শব্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবার শব্দের দ্বারা অর্থের অনুসন্ধান হয় বটে, কিন্তু যুক্তির দ্বারা

আভাস।

বিভিন্ন অর্থের আলোচনা করত যে প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে উহ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব প্রথমত অধ্যয়ন, তৎপরে শব্দার্থ-বোধ, তৎপরে মীমাংসার দ্বারা তাৎপর্য্যোপলব্ধি; এইতিনটী পর পর ত্রিবিধ সিদ্ধি। এ সিদ্ধিও সম্পূর্ণ নহে। আপন মীমাংসাকে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞান করাও কর্ত্তব্য নহে। সেই সময় সুহৃদের সমাগম-লাভও পরমা সিদ্ধি। নাস্তিক বা ভোগীর সংসর্গ না করিয়া, মুক্তিপথের পথিক গুরু শিষ্য এবং ব্রহ্মচারীগণের সঙ্গ লাভে এবং তাঁহাদের সহিত স্বকৃত মীমাংসিত বিষয়ের আলোচনায় অনুকূল মীমাংসার ব্যবস্থা হয়। সুতরাং সুহৃৎপ্রাপ্তিই একটী অপূর্ব্ব সিদ্ধি; যাহা অতি সৌভাগ্যক্রমেই ঘটিয়া থাকে। এই অপূর্ব্ব সমালোচনায় ত্রিবিধ দুঃখ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হওয়ায়, ত্রিবিধ সিদ্ধি নামে উক্ত হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয় বিচারে প্রচণ্ড জ্ঞানী! কিন্তু আচারে ঘোর সংসারী; এক দণ্ড ভোগ্য বিষয়ের কথা ব্যতীত থাকিতে পারেন না; যতই তত্ত্ববিচার করুন, হৃদয়ের মালিন্য অপসারিত হয় নাই। হৃদয়ের সংস্কার অনুসারে বাহ্য বিষয়ে তাঁহার চিত্তের প্রবাহ পড়ে; সুতরাং শান্তি বা মুক্তি লাভের সম্ভাবনা তাঁহার হয় না। অতএব ইষ্টকাদির খণ্ডে বিস্তৃত রাজপথ যখন লৌহময় ভীষণ রোলারের গমনাগমনে তত্রত্য কঙ্কর-সমূহ যেমন নিষ্পেষিত হইয়া পথটী মসৃণ হইয়া যায়, উচ্চ নীচ কঙ্করের আর সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ অধ্যয়নাদির আশ্রয়ে বারংবার বিবেকের উদয় হৃদয়-মন্দিরে অবধারণ করিবার উপলক্ষে পূর্ব্বসঞ্চিত কামনা-বীজ নিষ্পেষিত হইয়া যায়; তাহাদের পুনঃ প্ররোহের আর সম্ভাবনা থাকে না। অতএব এখানে দান-শব্দে তত্ত্ববিচারে এবং তদবধারণে নিরন্তর আত্মসমর্পণ করার যোগ্যতাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই দানও একটী প্রধান সিদ্ধির মধ্যে পরিগণিত।

আভাষ।

অতএব অধ্যয়ন, শব্দ, উহ, ত্রিবিধ দুঃখের নাশ, সুহৃৎপ্রাপ্তি এবং দান এই আটটীকে প্রকৃত সিদ্ধি এবং অশক্তি তুষ্টি এবং ভ্রম-জ্ঞানকে সিদ্ধির বিরোধী বলিয়া সাংখ্যাচার্য্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বকৃত বহু পরিশ্রমের ফলেই সিদ্ধির সাক্ষাৎকার-লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ পুরুষার্থপ্রযুক্তা সৃষ্টিঃ। স চ পুরুষার্থঃ প্রত্যয়সর্গাদ্বা তন্মাত্রসর্গাদ্বা সিধ্যতীতি কৃতমুভয়সর্গেণেত্যত আহ।

ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্য-স্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ।

ভাবৈঃ বিনা লিঙ্গং ন। তথা লিঙ্গৈর্বিনা ন ভাব-নির্বৃত্তিঃ ভাবস্য নিষ্পত্তিঃ। তস্মাৎ লিঙ্গাখ্যঃ ভাবাখ্যঃ ইতি দ্বিবিধঃ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।

আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, ভোগ্য বিষয় অনাবশ্যক এবং ভোগচরিতার্থের বিষয় না থাকিলে, ভোগাকাঙ্ক্ষাও নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং ভোগ্য বস্তু পরস্পর পরস্পরে আপেক্ষিক সম্বন্ধে বদ্ধ থাকায়, স্বরূপত সৃষ্টি দুই প্রকার। ভোগাকাঙ্ক্ষা ভাব-মূর্ত্তিতে অন্তরে অবস্থান করে; এবং ভোগ্য বিষয় তাহার জ্ঞাপক লিঙ্গমূর্ত্তিতে বাহিরে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ভোগাকাঙ্ক্ষার ভাব এবং ভোগ্য বিষয় এই দ্বিবিধ ভাব সৃষ্টিরই প্রয়োজন ॥ ৫২ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

লিঙ্গমিতি তন্মাত্রসর্গমুপলক্ষয়তি, ভাবৈরিতি চ প্রত্যয়সর্গম্। এতদুক্তং ভবতি—তন্মাত্রসর্গস্য পুরুষার্থসাধনত্বং স্বরূপঞ্চ ন প্রত্যয়সর্গাদ্বিনা ভবতি, এবং

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রত্যয়সর্গস্য স্বরূপং পুরুষার্থসাধনত্বঞ্চ ন তন্মাত্রসর্গাদৃতে ইত্যুভয়থা সর্গপ্রবৃত্তিঃ।

ভোগঃ পুরুষার্থো ন ভোগ্যান্ শব্দাদীন্ ভোগায়তনঞ্চ শরীরদ্বয়মন্তরেণ সম্ভবতীতি উপপন্নস্তন্মাত্রসর্গঃ। এবং স এব ভোগো ভোগসাধনানীন্দ্রিয়াণি চান্তঃকরণানি চান্তরেণ ন সম্ভবতি ন চ তানি ধর্ম্মাদীন্ ভাবান্ বিনা সম্ভবন্তি। ন চাপবর্গহেতুর্বিবেকখ্যাতিরুভয়সর্গং বিনেত্যুপপন্ন উভয়বিধঃ সর্গঃ। অনাদিত্বাচ্চ বীজাঙ্কুরবন্নান্যোন্যাশ্রয়দোষমাবহতি। কল্পাদাবপি প্রাচীনকল্পোৎপন্নভাবলিঙ্গসংস্কারবশাদুভাবলিঙ্গয়োরুৎপত্তির্নানুপপন্নেতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ৫২ ॥

আভাস।

ষট্‌চত্বারিংশৎ (৪৬) কারিকা হইতে একপঞ্চাশৎ (৫১) কারিকা পর্য্যন্ত বুদ্ধির বিচিত্র পরিণামের কথা বলা হইল। অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ের উপলব্ধি করা বা না করা যে যে কারণে ঘটে, সেই সকল বুদ্ধির সামর্থ্য বা অসামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধি এবং তদুৎপন্ন করণগ্রামও যে সকল ভোগ্য বিষয়কে অবধারণ করিবে, তাহাদেরই যোগ্যতার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু যে সকল ভোগ্য পদার্থকে বুদ্ধি বা করণগ্রাম গ্রহণ করিবে, তাহাদের স্বরূপের বর্ণন এখনও করা হয় নাই। অথচ পুরুষার্থের নিমিত্তই সৃষ্টির প্রবাহ। ভোগের পর স্বকীয় ভোগযোগ্যতার পরিচয়ই আত্মস্বরূপের অপবর্গ, অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার। এই আত্মসাক্ষাৎকারই পুরুষের প্রকৃত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির মুখ্য অঙ্গই ভোগ; সুতরাং ভোগ্যের মূর্ত্তি নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা যাহা বাহিরে অনুভব করি, তাহা কি বুদ্ধির আন্তরিক ভাবের পরিচয়ে বৃত্তি মাত্র? অথবা সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় পৃথক্ ভাবে তাহারা নির্ম্মিত? এতদুত্তরে সাংখ্যকার উত্তর দিয়াছেন যে, এতদুভয়ের অতিরিক্ত অতি সূক্ষ্ম কেবল ভাব মূর্ত্তিতে উক্ত ভোগ্য সমূহ অন্তরে এবং বাহিরে চির বিদ্যমান আছে, এইরূপ সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়াছেন॥

আভাস।

বিশ্বনাথের মন্দিরে কাংস্যাদি ধাতুদ্রব্যে নির্ম্মিত প্রচণ্ড ঢাকের মত একটী বস্তু মোটা লৌহ-শৃঙ্খলে ঝুলান দেখিয়া, পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বাবা! এটা কি? তিনি বলিলেন, এটী ঘণ্টা। পুত্র বলিল, এতে কি হয়? পিতা বলিলেন, ইহা বাজে। কেমন করিয়া বাজে জিজ্ঞাসা করায়, পিতা উক্ত ঘণ্টার গর্ভে লৌহ শৃঙ্খলে লম্বমান ধাতুদ্রব্যে প্রস্তুত অপর একটী দণ্ড ধরিয়া যেমন ঘণ্টাতে আঘাত করিলেন, অমনি ঘণ্টা ঘন গম্ভীর শব্দে বাদিত হইল। বাদ্যধ্বনি শ্রবণে পুত্র ঘণ্টার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিল। সেইরূপ জাগতিক পদার্থের সহিত বুদ্ধি প্রভৃতি করণগ্রামের সম্পর্ক হইলে, ঘণ্টাবাদনের ন্যায় যে একটী অনুভূতি ভাবের পরিচয় অন্তরে হয়, সেইটীই সম্পূর্ণ চিৎস্বরূপের ভাব। বুদ্ধি প্রভৃতি করণগ্রাম যেমন জড়, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বাহিক বিষয়ও ঐরূপ জড়াংশেই সমুৎপন্ন; সুতরাং উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে তদুভয়ের অতিরিক্ত যে উপলব্ধি ভাব হয়, সেইটীই কেবল চৈতন্যাংশের পরিচয়। এক্ষণে করণগ্রাম এবং বাহিক বিষয় উভয়েই জড় পদার্থ হইলেও, পরস্পরের মিলনে একটী অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবের সম্বন্ধ ঘটে। সমজাতিতে অনুকূল এবং বিষম জাতিতে প্রতিকূল প্রতীতি নিশ্চয়ই হইবে। কঠিন আঘাতে প্রতিকূল এবং কোমল স্পর্শে অনুকূল সম্বন্ধ ঘটে। বিজাতীয় সম্বন্ধে দুঃখ এবং অনুকূল স্পর্শে যে সুখের উপলব্ধি হয়, সেই সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত অথচ সুখদুঃখের অনুভূতি মাত্রই পরম চৈতন্য; যাহাকে মাত্র কেবল আমি বলিয়া যখনই মীমাংসিত ভাবের উপলব্ধি হইবে, তখনই আত্মসাক্ষাৎকার হইল।

অতএব পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ না ঘটিলে, যখন আত্মসাক্ষাৎকার হয় না, তখন ইন্দ্রিয়াদি করণগ্রামের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না নবীনা যুবতীর পীনোন্নত কুচযুগল, অধর গণ্ডস্থল, ত্রিবলিবেষ্টিত গভীর নাভিভাগ, গুরু নিতম্ব, রম্ভাতরু-বিনিন্দি

আভাস।

ন্দিত উরুদ্বয় এবং সুখস্পর্শী করচরণাদি সুখপ্রদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি থাকিলেও, যুবতী নিজ করাদি দ্বারা নিজ অঙ্গের আলিঙ্গনে সুখানুভূতি করেন না; অন্য পুরুষ-সঙ্গের অপেক্ষা করেন। পুরুষের সংসর্গ না পাইলে, নিজ অঙ্গের কমনীয়তাদি গুণে সুখানুভূতি হয় না। নিজগুণের অনুরূপ গুণবান্ পুরুষের সঙ্গলাভ প্রয়োজন। ক্ষুধা পিপাসাদি দেহের ভাব. তাহাদের পূরণার্থ বাহিরে তদতিরিক্ত অন্ন বা জলের প্রয়োজন। এদিকে আবার প্রচুর অন্ন বা জল বাহিরে বিদ্যমান থাকিলেও, ক্ষুধা বা পিপাসাদি অন্তরের ভাব প্রয়োজন-মুখে প্রস্তুত না থাকিলে, অন্ন ব্যঞ্জন বা জলাদির সৃষ্টি নিরর্থক হইয়া যাইত। অতএব দেহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ভাব সমূহ যেমন ভোগের অনুরোধে বাহ্য অন্নজলাদি ভোগ্য লিঙ্গাত্মক বস্তুকে অপেক্ষা করে, স্থূল ভোগ্য পদার্থও তদনুরূপ অন্তরস্থ আকাঙ্ক্ষা ভাবের অপেক্ষা করে। একাকী আন্তরিক ভাব বা বহিঃস্থ লিঙ্গপদার্থ ভোগে পর্য্যাপ্ত নহে। সেইরূপ ঐন্দ্রিয়িক, মানসিক, আহঙ্কারিক এবং বুদ্ধিনিষ্ঠ ভাব সমূহও তজ্জাতীয় বাহ্য ভোগের অপেক্ষা করে। এই বাহ্য ভোগ্য পদার্থই লিঙ্গনামে অভিহিত হইয়াছে। লিঙ্গশব্দে চিহ্নকে বুঝায়। অর্থাৎ ভাবে যাহা ছিল, এক্ষণে আকারে ও প্রকারে যখন তাহারা স্পষ্ট বাহিরে পরিচিত হয়, তখন সেই ভাবই স্থূল আকারে পরিণত হইয়া, লিঙ্গনামে অভিহিত হয়; এবং লিঙ্গাকারে যতক্ষণ না পরিচিত হয়, ততক্ষণ সেই পদার্থই ভাবরূপে পরিগণিত থাকে। এই বিষয়টী আমরা পরে বর্ণন করিতেছি।

এক্ষণে বক্তব্য যে প্রত্যয়-সর্গ ভাব-মূর্ত্তিতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়ে অর্থাৎ লিঙ্গদেহে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদি মূর্ত্তিতে স্থূল দেহে বিদ্যমান থাকে। সেই সমস্ত ভাবের চরিতার্থ করিতে গেলে, বাহিরে আকার ও প্রকারে পরিচিত সুতরাং লিঙ্গাত্মক তজ্জাতীয় ভোগ্যের প্রয়োজন। সুতরাং লিঙ্গাখ্য এবং ভাবাখ্য দ্বিবিধ

আভাস।

সৃষ্টির প্রয়োজন। কেবল ভোক্তা জীব বা জীব-কলেবর অথবা ভোগ্য স্থূল সূক্ষ্মক্রমে জগৎ রচিত হইলেও, ভোগ সম্পন্ন হয় না; এবং ভোগোপলক্ষে আত্মসাক্ষাৎকারেরও সূচনা হয় না। অতএব ভোগের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হইলে, যেমন বাহিরে ভোগ্য পদার্থের প্রয়োজন, সেইরূপ দেহাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত ভোগোপকরণেও ভোগ্য পদার্থের ভাব থাকা প্রয়োজন। অন্তরস্থ ভাবই ভোগে প্রবৃত্তি দেয়; এবং বাহ্য ভোগ্য পদার্থ অন্তরস্থ ভাবের উদ্দীপনে তাহাকে চরিতার্থ করে। কাম-ভাব-শূন্যা কামিনীর সহবাস করিতে কোন কামুক পুরুষ সাহসী হন না; এবং কামিনীর অনিচ্ছা সত্ত্বে বলপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেও, সেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন না। অতএব ভাবই ভোগ্য সমীপে অগ্রসর হয় এবং ভোগ্যও ভাবের নিকট চরিতার্থ হয়।

আমাদের শ্রোত্র ত্বক্ অক্ষি রসন এবং ঘ্রাণনামে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যতকাল স্ব স্ব ভাবে পরিপূর্ণ থাকে, ততকালই বাহ্যিক লিঙ্গাত্মক-ভোগ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করিয়া চরিতার্থ হয় এবং বাহ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধও বস্তু বলিয়া পরিচিত হয়। অতএব বাহিরে যাহার সম্পর্কে আমরা পরিতৃপ্ত হই, অন্তরে আমাদের ভাবের সহিত সে তখন মিলিয়া যায়; নতুবা পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা হইত না। অধিক কি! যাহা বাহিরে আছে, সে সমস্ত বিষয় ভাব-মূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরেও নিশ্চয় আছে; তাই পরস্পরে মিলিয়া গেল এবং অনুকূল বা প্রতিকূল মিলনে তৃপ্তি বা অশান্তির অনুভব হইল। যদি কখন নূতন ভাব দেখিলাম বলিয়া মনে উদিত হয়, সেও নূতন নহে! অন্তরে ছিল; তবে অনেক ভাবের নিম্নে ছিল; এক্ষণে বাহ্যিক লিঙ্গাত্মক বস্তু তাহাকে উদ্‌বোধিত করাইল মাত্র। যদি সে ভাব অন্তরে না থাকে, বাহ্যিক পদার্থের সম্পর্ক হইলেও, ধারণায় তাহা পরিণত হয় না! অতএব আন্তরিক ভাব-নিচয় এবং বাহ্যিক

আভাস।

ভোগ্য সমুদায় সৃষ্টির কলেবরে প্রারম্ভের সূক্ষ্মবেশ হইতে অতি স্থূলবেশ পর্য্যন্ত এবং অতি স্থূল হইতে অতি সূক্ষ্মবেশ পর্য্যন্ত উপকরণ এবং উপাদেয় ভাবে উভয় ভাব এবং লিঙ্গপদার্থ সমসূত্রাকারে নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। ভোগ্য লিঙ্গের অভাবে, ভক্তৃভাব নিষ্ফল এবং ভাবের অভাবে লিঙ্গও নিষ্ফল। পিপাসা না থাকিলে জলের প্রয়োজন হইত না; তাহার সৃষ্টি নিরর্থক হইত; এবং জলের অস্তিত্ব না থাকিলে, পিপাসার চরিতার্থ হইত না।

এই শ্লোকে সাংখ্যকর্ত্তার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্‌ বা পরব্রহ্ম আছেন! এবং এই তিনি! একথা বলিয়া, অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। নিজে না বুঝিলে, অন্যের সাহায্যে কখন বুঝান যায় না। তিনি বুঝিবার পদ্ধতি এবং সমগ্র উপকরণ সমক্ষে আনিয়া দিলেন! বুঝিবার শক্তিকে প্রকটিত করিয়া, যদি কেহ তাহা না বুঝেন, সেটী শাস্ত্রকর্ত্তার দোষ নহে। তবে হেলায় উপেক্ষা করত, স্বয়ং বিপন্ন হওয়াই তাহার পরিণাম। আত্মসাক্ষাৎকার করিলেই যে স্বকীয় কর্ত্তব্যের সমাপন হইল, তাহা নহে; আত্মসাক্ষাৎকার করিবার উপলক্ষে যাবদীয় ভোগ্য পদার্থ, ভোগের ভাব এবং পরস্পরের সম্বন্ধ ব্যাপার কিরূপে হয়? ভোগ্য কাহার রচিত এবং সম্বন্ধই বা কিরূপে কাহার কর্ত্তৃত্বে সাধিত হইতেছে? সে সকলগুলিও আমাদের জ্ঞানের বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। সেই সকল কর্ত্তব্যের সাধন করিলে, কেবল আত্ম-সাক্ষাৎকার কেন! পরমাত্মারও সাক্ষাৎকার একত্রই হইয়া যাইবে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, মানবের বুদ্ধি এবং অহঙ্কার প্রভৃতি অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের সৃষ্টি আছে, তাহাও বাহিরে তন্মাত্রাদির গঠিত ব্যক্ত ভোগ্য পদার্থের দ্বারাই চরিতার্থ হয়। তাই ভোগ্য পদার্থের নাম লিঙ্গ বলিয়া সাংখ্যাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, ভাবের সৃষ্টি অগ্রে। কি লিঙ্গের সৃষ্টি অগ্রে? এতদুত্তরে বক্তব্য যে,

ভাষ্য।

ভাবুকের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের অস্তিত্ব আছে। ভাব না থাকিলে, ভাবুক থাকে না এবং ভাবুক থাকিলে, তৎসঙ্গে ভাবকে থাকিতেই হইবে। তবে কখন কেবল ভাব লইয়াই ভাবুক ক্রীড়া করেন; কখন বা আপন ভাবে নিমগ্ন হইয়া, চিন্তিত ভাবকে উপেক্ষা করেন। তাদৃশ পরম ভাবুক কখন ভাবনার অধীন নহেন। ভাব তাঁহার ভূষণ। একবার ভাবেন; একবার সমস্ত ভাব অন্তরে তুলিয়া রাখেন। যাহাদের ভাবের ভূষণ কম, তাঁহারাই ভাবেন; যাঁহার ভাব প্রচুর বা অনন্ত, তিনি ক্রীড়া করা ব্যতীত, ভূষণের জন্য ভাবিত হন না। সুতরাং ভাবের সৃষ্টি যে কবে আরম্ভ? তাহার উত্তর নাই। কারণ জ্ঞানের যেমন আদি নাই; সুতরাং তাহার অন্তও নাই! সেইরূপ জ্ঞেয়েরও আদি নাই এবং তাহার অন্তও নাই! তবে জানা বা না জানা মাত্র। সুখী দুঃখী প্রভৃতি জ্ঞানের বিচিত্র ভাব কেবল জ্ঞেয়ের পরিণামের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জ্ঞেয় বিষয় একবার বিচিত্র মূর্ত্তিতে বিকসিত হইয়া, স্থূল জগৎরূপে পরিণত হয়; পরক্ষণে বিচিত্র সূক্ষ্ম ভাবে পরিণত হইয়া, ভাবুকের স্বকীয় সম্পত্তি-রূপে তদীয় অন্তরেই নিহিত হয়। সাংখ্যাচার্য্য ভাবের অপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর কিছু নিরূপণ করিলেন না। তিনি অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাশমান স্থূল ক্ষিত্যাদি যতই তত্ত্বের নাম করিয়াছেন, সকলই ভাবের উন্মেষণ মাত্র বলিয়াই উপদেশ করিয়াছেন। ভাবের উন্মেষণ হইলে, বাহিরে পরিণত ভোগ্যভাবকে লিঙ্গ নামে এবং তাহার কারণকে ভাবনামে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই ভাব প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে চির-বিদ্যমান আছে। প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদ কখন হয় না; সুতরাং ভাবেরও কখন অন্তর্দ্ধান নাই। প্রকৃতি পুরুষের সত্তাই ভাবের সত্তা। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের ঈক্ষণই ভাব এবং ঈক্ষণের নিবৃত্তিই যেন ভাবের নিবৃত্তি। এ নিবৃত্তিকে ধ্বংস বলা যায় না। এই নিমিত্ত যোগসূত্রকার "যোগ-

আভাষ।

শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" বলিয়া সূত্র করিয়াছেন। চিত্তবৃত্তির ধ্বংসের নাম যোগ, একথা বলেন নাই। কারণ বৃত্তির ধ্বংস হয় না। কারণ উপভোগে বা বিচারে তাদৃশ বৃত্তির উদ্রেক হয় না মাত্র; যেন ধ্বংসের আকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পত্নীর অভাবে পতিভাব থাকে না বটে, কিন্তু পত্নী জুটিলে, পতিভাব জাগিয়া উঠে। সে পতিভাব পুরুষ-হৃদয়ের কোন্ কেন্দ্রে সে কি আকারে ছিল, তাহার যেমন নিরূপণ হয় না, সেইরূপ মূলা প্রকৃতির সংসর্গে সৃষ্টির ভাবপরম্প পুরুষের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এখানে ভাবের আধিপত্যও বলা যায় না; পুরুষেরই আধিপত্য। ভাবের আকারটী প্রকৃতিতে থাকিলেও, প্রকারটী কিন্তু পুরুষে। পুত্রাদির উপর পতি-পত্নীর যেমন তুল্যাধিকার, সেইরূপ ভাবরাজ্যে পুংপ্রকৃতির তুল্যাধিকার। কারণ পরস্পরের সংযোগই ভাব!

"লিঙ্গাখ্যঃ ভাবাখ্যঃ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ" বলিয়া জীবেশ্বরের পার্থক্যের পরিচয় দিয়াছেন। জীব ভাবের অধিকারী হইলেও, লিঙ্গের অধিকারী নহেন। কামভাবের চিন্তা হৃদয়ে উদিত করিতে পারিলেও, ইন্দ্রিয়াদির উত্থান-ব্যাপার জীবের সাধ্যে নাই। কে মহাশক্তি জীবের অজ্ঞাতসারে দেহে তাদৃশ উত্তেজনাদি ব্যাপারের উদ্রেক যখন করিয়া দেয়, তখনই জীবের সাধ মিটিল; এবং কখনও না দেয় না, তখন জীবের দুঃখের সীমা থাকে না। অতএব জীবের কর্ত্তৃত্ব কিছুমাত্রই নাই, কেবল ভোক্তৃত্বের শক্তি আছে মাত্র। অতএব জীবনিষ্ঠ ভাব সমূহ ভগবানের কৃপাবলে তৎসৃষ্ট লিঙ্গ অর্থাৎ ব্যক্তের সঙ্গ যখন লাভ করে, তখনই চরিতার্থ হয়; নতুবা নহে। অর্থাৎ "ন বিনা লিঙ্গৈর্ভাব-নির্বৃত্তিঃ" লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের নির্বৃত্তি হয় না। ক্ষুধাদি ভাব শরীরে দেখা দিল বটে, কিন্তু অন্নাদির সম্বন্ধ না হইলে, ক্ষুধাদির নির্বৃত্তি হয় না। সে অন্ন কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তার হস্তে; ক্ষুধাতুরের হস্তে নাই। ক্ষুধাতুরের হস্তে ক্ষুধাও

৩।৩৩।

নাই। স্ফূর্তিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষাভাব আছে মাত্র; তন্নিবারণও পরমেশের প্রতীক্ষা করে। তিনি মূলা প্রকৃতিতে সঙ্গত হইয়া, পত্নীলাভে পতি সাজিবার মত, ভগবান্ বা পরমাত্মা সাজিয়াছেন। বুদ্ধি প্রভৃতি করণগ্রামে ভাব প্রদান করিয়াও, তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। ভাব সমূহের চরিতার্থতা-সাধনের জন্য বাহিরে ভোগ্য লিঙ্গ সমূহের সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন "ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং"। লিঙ্গ অর্থাৎ ভোগের জ্ঞাপক পদার্থ সমূহ নিরর্থক পতিত থাকিত, যদি তাহাদিগকে স্ব স্ব প্রয়োজনের পূরণার্থ অন্তঃকরণের ভাবসমূহ তত্তৎ গ্রহণে অগ্রসর না হইত। অতএব সৃষ্টি দ্বিবিধ। লিঙ্গ এবং ভাব দুইটীই প্রকৃতির সৃষ্টি। জীবের অন্তরে কেবল ভাব আছে; ঈশ্বরের অন্তরে কিন্তু উভয় ভাব এবং লিঙ্গ একত্র দুইটী শ্রেণী বিভাগে চির অবস্থিত রহিয়াছে। ভাব চাহে; লিঙ্গ সেই প্রার্থনার পূরণ করে। জীব কেবল ভাবে বিভোর; শিব কিন্তু দুইটীকে অন্তরে রাখিয়া সর্গ এবং প্রলয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। "ভাবো হি ভবকারণং" জীব এই ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় বা প্রার্থনা অনুসারে জন্মজন্মান্তর ভোগ করে; সত্য! শিবের ভাব কিন্তু এই অনন্ত সংসার মূর্ত্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে। পরম চৈতন্যের সংসর্গে চেতনায়মানা পরমা প্রকৃতিই প্রথম কারণ বারিধি! তাঁহাতেই লিঙ্গমূর্ত্তিতে পরিচিত এই অনন্ত সংসার ভাবমূর্ত্তিতে পূর্ব্বে নিহিত ছিল। নিদ্রাতুর ব্যক্তির হৃদয়ে যেমন ব্যবহারিক ভাব সমূহ সম্পূর্ণ লীনের ন্যায় থাকিলেও, জাগ্রত কালে প্রয়োজন মত সেই সকল ভাবই ক্রমশ জাগিয়া উঠে এবং তত্তৎ অনুরূপ ভোগ্যের অন্বেষণ করে, সেইরূপ প্রলয়-পয়োধিতে সংসারভাব লীনের ন্যায় বিশ্রাম করিলেও, সৃষ্টিকালে পুনরুত্থিতের ন্যায় প্রকাশমান হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় গীতাবাক্যে এই প্রসঙ্গের অনুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা; "অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্য-

আভাস।

হরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥ ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥" দিবাগমে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতে এই ব্যক্ত পদার্থসমূহ আকার ধারণে প্রকাশ পায় এবং নিশাগমে অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্তই ভাব-মূর্ত্তিতে অব্যক্তে লীন হয়। ব্যক্ত হইলে, প্রকাশমান জগৎ; এবং ভাবে লীন হইলে, ব্যক্তই অব্যক্ত নাম ধারণ করে। অতএব জগতের ভাবরূপই অব্যক্তা প্রকৃতি এবং তাহার রূপাত্মক বেশই এই ব্যক্ত জগৎ।

পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, শক্তির অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব-ভাবও জ্ঞানের অধীন। অর্থাৎ অনুভব করা, বা নির্ম্মলত্বের পরিচয় দেওয়াও এক সাক্ষীজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সপ্তদশ কারিকায় প্রকাশ আছে যে, জীবদেহের সঙ্ঘাত বা মিলন-ব্যাপারে তদধিষ্ঠিত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের উপস্থিতির যেমন প্রয়োজন, বিরাট্ জগৎ-কলেবরের মিলিত দশাতেও তদধিষ্ঠাতা পরম চৈতন্যের যে প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এবং জীবত্বের আশ্রয়-স্বরূপ ক্ষুদ্র মহত্তত্ত্ব বুদ্ধির ন্যায়, একটী সমষ্টি বুদ্ধিও যে পরম চৈতন্যের সমীপে অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে চির বিদ্যমান থাকিয়া এই জগৎ সংসারকে একবার বিকাশ এবং আর একবার স্বীয় অব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিলীন রাখিতেছেন, তাহারও পরিচয় এই কারিকাতে দেওয়া হইয়াছে। ৯ম কারিকায় "কার্য্যং সৎ" বলায়; এই ভাব রূপেরই পরিচয় দিয়াছেন; এবং বেদান্ত মতে যে জগৎ মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহাও এই লিঙ্গ-রূপের ভাবে পরিণতির কথাই বলা হইয়াছে। বেদান্তে ত্রিবিধ দেহের নাম করিয়াছেন; যথা, স্থূলদেহ লিঙ্গদেহ, এবং কারণদেহ। সাংখ্যাচার্য্যের কারণদেহই ভাবময়। সেই ভাবময় ভাব যখন পরিস্ফুট হইয়া বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয় নামে কার্য্যাকারে ব্যক্ত হইল, তখনই তাহা লিঙ্গ নামে অভিহিত হইল। লিঙ্গদেহও

আভাস।

ভাবের অভিব্যক্তি। স্থূলদেহ কেবল ভোগ্যের অভিব্যক্তি। লিঙ্গ-দেহেও সূক্ষ্ম তত্ত্বের সম্মিলনে ভোগ আছে; কেবল কারণদেহে বাহ্যস্পর্শে ভোগ নাই. "কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ। তত্তৎ কোষৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ"॥ সাংখ্যাচার্য্য সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাতৃ-ভাবে বিদ্যমান চৈতন্যের প্রমাণ করিয়া, জীবদেহে সুখ-দুঃখাদির সাক্ষীরূপে তাঁহার সত্বার নিরূপণ করিয়াছেন; এবং সাক্ষীভাবের অনুভূতি দেখাইয়া, চৈতন্যস্বরূপ ভাবেরও অনুভূতি প্রদর্শন করাইয়াছেন। এক্ষণে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সংঘাত-ভাবেরও ভাববেশে লীন হওয়া এবং পরক্ষণে লিঙ্গবেশে প্রকাশিত হওয়া ব্যাপারের পরিচয় প্রদান করিয়া, তদধিষ্ঠানে পরম চৈতন্য আছেন কি না? তাহাও যদি শিষ্যকে পুনরায় বুঝাইবার আয়োজন করিতে হয়, তাহা হইলে নিতান্ত অসঙ্গত প্রশ্নের উদ্ভব হইবে, সন্দেহ নাই।

বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণে সমুৎপন্ন যাবদীয় ভাবের বিভাগ বর্ণন করা হইয়াছে; এক্ষণে উক্ত ভাব সমূহের ক্রম-পরিণামে যে যে স্থূল দেহাদির উপচয় হয়, তাহাই পরবর্ত্তী কারিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিভক্তঃ প্রত্যয়সর্গঃ। ভূতাদিসর্গং বিভজতে।

অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

অন্বয়ঃ।

দৈবঃ সর্গঃ অষ্টবিকল্পঃ (ব্রাহ্মঃ প্রাজাপত্যঃ ঐন্দ্রঃ পৈত্রঃ গান্ধর্ব্বঃ যাক্ষঃ রাক্ষসঃ পৈশাচঃ ইতি) অষ্টপ্রকারঃ; তৈর্য্যগ্‌যোনঃ চ (পশু-মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপ-স্থাবরাঃ ইতি) পঞ্চধা পঞ্চ প্রকারঃ ভবতি। মানুষ্যঃ চ একবিধঃ, সমাসতঃ ভৌতিকঃ ভূতবিকারঃ চতুর্দ্দশপ্রকারঃ ভবতি ইতি উক্তঃ॥ ৫৩॥

অনুবাদ ।

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস এবং পিশাচ ভেদে অষ্টবিধ দৈব দেহ; (তৃণভোজী) পশু, মৃগ (শ্বাপদ মাংসভোজী), পক্ষী, সরীসৃপ, এবং স্থাবর দেহভেদে তির্য্যগ্ যোনিও পাঁচ প্রকার; এবং মনুষ্য দেহ এক প্রকার। এই সর্ব্বসমেত ভূতসৃষ্টি চতুর্দ্দশ প্রকার বর্ণিত হইল ॥ ৫৩ ।

তত্ত্বকৌমুদী।

ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যৈন্দ্র পৈত্র-গান্ধর্ব-যাক্ষ-রাক্ষস-পৈশাচা ইত্যষ্টবিধো দৈবঃ সর্গঃ। তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি পশু-মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপ-স্থাবরা ইতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ ব্রাহ্মণত্বাদ্যবান্তরভেদাবিবক্ষয়া। সংস্থানস্তু চতুর্ষ্বপ্যবিশেষাদিতি সমাসতঃ সংক্ষেপতো ভৌতিকঃ সর্গঃ। ঘটাদয়স্তু শরীরত্বেঽপি স্থাবরা এবেতি ॥ ৫৩ ॥

আভাস।

চত্বারিংশৎ কারিকাতে লিঙ্গশরীরের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মহৎ অহঙ্কার একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র সমবায়ে প্রস্তুত লিঙ্গদেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানাজ্ঞান বৈরাগ্য অবৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্যাদিতে মিলিত থাকিয়া, ভোগার্থ স্থূল শরীরকে অপেক্ষা করে। ভোগায়তন স্থূল শরীর ব্যতীত প্রত্যয়-সর্গের চরিতার্থ হয় না। সুতরাং তাদৃশ লিঙ্গশরীর অন্তঃকরণের ভাবানুরূপ যে জাতীয় ভোগায়তন দেহ ধারণ করে, তাহারই পরিচয় এই কারিকাতে উপবর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত লিঙ্গদেহের অন্তরস্থ ভাব সাধারণত ত্রিবিধ; পুণ্যপ্রচুর স্বচ্ছ, পাপ-প্রচুর মলিন এবং পুণ্যপাপ মিশ্রিত উভয়ভাব। অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত, অধর্ম্মসঙ্গত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-মিশ্রিত। সুতরাং লিঙ্গ-দেহের ভোগার্থ ত্রিবিধ ভোগায়তন দেহের উল্লেখও এখানে করা হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রসূত দেবযোনি, অধর্ম্মপ্রসূত তির্য্যগ্‌যোনি এবং ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রসূত মনুষ্যযোনি। ধর্ম্মেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ভাব আছে; সুতরাং দেবযোনির মধ্যেও উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট ভেদে

আভাস।

অনেক তারতম্যও আছে। প্রত্যেক দেবযোনির মধ্যেও তাহার প্রকার ভেদ অনেক আছে। কারণ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের তারতম্যে দেবযোনির মধ্যেও তারতম্য অবশ্য ঘটিবার সম্ভব। দৈবসর্গ অর্থাৎ দেবতাগণের ভোগায়তন দেহও আট প্রকার। টীকাকারই তাহার উল্লেখে বলিয়াছেন ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র প্রভৃতি আট প্রকার। এস্থলে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অনুসারেই নামের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মযোনি এবং সর্ব্বনিকৃষ্ট পিশাচ-দেহ। এই আটপ্রকার দেবদেহ সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে মনুষ্যদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং অধিক শক্তিসম্পন্ন হইলেও, রজঃ এবং তমোগুণের মিশ্রণ তাহাতেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যাহার অনুরোধে দেবদেহেও রাগ দ্বেষাদির যথেষ্ট পরিচয় পুরাণাদিতে শুনিতে পাওয়া যায়। যেখানে ভোগদেহ আছে, সেখানেই তদুপযুক্ত ভোগলোক ও ভোগ্য পদার্থও আছে, স্বীকার করিতে হয়। এই সমস্ত দেবযোনি এবং তাঁহাদের ভোগ্য স্থান এবং ভোগ্য পদার্থ সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন মানব-দৃষ্টির অগোচর এবং অধিকারেরও অতীত। মানব-দেহ এক জাতি। অর্থাৎ রজঃপ্রধান সত্ত্বাবলম্বী হইলেও, ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র ভেদে মানবও বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত মাত্র। আকৃতি-গত এক; কেবল প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়। তমোবহুল তির্য্যক্‌যোনি পঞ্চপ্রকার। নিরীহ তৃণভোজী পশু কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণ মিশ্রিত; মাংসভোজী ভীষণ হিংস্র পশু রজঃপ্রধান এবং পক্ষী সরীসৃপও তদপেক্ষা ন্যূন রজোবহুল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তমোবহুল পাদপাদি পৃথিবী-জাতীয় পদার্থ।

যেখানে কলেবরের কল্পনা আছে, সেখানেই লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে কোন অবয়ব নয়নগোচর বা অনুভবে আইসে বলিয়া

আভাস ।

সিদ্ধান্ত হয়, সকল অবয়বের মধ্যে অবয়বী লিঙ্গদেহ এবং তদন্তরে পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে দেব-তির্য্যক্ মনুষ্যাদির ভোগায়তন দেহ, দেহাধার লোক (ভুবন) ভোগ্য পদার্থের সমষ্টিতে যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড, তাহাকে একটী সমষ্টি বিরাট্ কলেবর ধরিলে, তাহারও অধিষ্ঠাতা এবং ভোক্তৃ ভাবে একটী পরম পুরুষকে স্বীকার করিতে যে হইবে, তাহার পন্থা স্বয়ং সাংখ্যকর্ত্তা সপ্তদশ কারিকাতে সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন ; যথা "সংঘাত-পরার্থত্বাদিতি" অর্থাৎ মিলিত পদার্থের মিলন করাইবার উপলক্ষে একটী অমিলিত ত্রিগুণের অতীত সর্ব্বজ্ঞানবান্ সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্ব-ভাবের অধিষ্ঠাতৃভাবে বিদ্যমান পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র পুরুষ এবং বিরাট্ দেহে বিরাট্ পুরুষ। ভাবের রাজ্যে এবং লিঙ্গের রাজ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে পুরুষের অস্তিত্ব কোনমতে অস্বীকার করিবার পথ মূল গ্রন্থকর্ত্তা রাখেন নাই। পাঠক-গণ বিভিন্ন টীকাকারের মতানুসরণে মূল গ্রন্থের অনুসরণে যেন উপেক্ষা করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ ভেদে উপাধিভূত ভৌতিক সর্গের ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং মধ্য ভেদে ত্রিবিধ স্থানের পরিচয় পরবর্ত্তী কারিকাতে প্রদান করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

ভৌতিকস্যাস্য সর্গস্য চৈতন্যোৎকর্ষ নিকর্ষ-তারতম্যাভ্যামূর্দ্ধাধোমধ্যভাবেন ত্রৈবিধ্যমাহ।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ।

ঊর্দ্ধং উচ্চৈঃ স্থিতঃ স্বর্গমহর্জনতপঃসত্যাদি লোকঃ সত্ত্ববিশালঃ সত্ত্বপ্রচুরঃ তত্রত্যো জীবলোকঃ জ্ঞান-সুখাদিমান্ এব। মূলতঃ নিম্নেস্থিতঃ অতল-সুতল-

অন্বয় ।

বিতল-তলাতল-মহাতল-রসাতল-পাতালাদি লোকঃ তমোবিশালঃ তমঃপ্রচুরঃ। তত্রত্য জীবলোকঃ জ্ঞানসুখাদিহীনঃ এব। মধ্যে ভূলোকঃ রজোবিশালঃ। তত্রত্য জীবগণঃ প্রবৃত্তি-স্বভাবত্বাৎ কার্য্যব্যগ্রঃ জ্ঞানাজ্ঞান-সুখদুঃখাদিমান্ এব। ইতি ব্রহ্মাদি ব্রহ্মলোকাদি স্তম্বপর্য্যন্তঃ তৃণান্তঃ প্রাণিনাং লোকানাং চ সংগ্রহঃ উক্তঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ ।

ঊর্দ্ধভাগে স্থিত স্বঃ, মহঃ জন তপঃ এবং সত্য নামে লোক (ভুবন) সমুহ সত্ত্ববহুল, অর্থাৎ উত্তরোত্তর সত্ত্বগুণপ্রধান ; এবং তত্রত্য জীবসমূহও উত্তরোত্তর সত্ত্বগুণপ্রধান এবং জ্ঞান-সুখাদি বিশিষ্ট । অধোভাগে অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল নামে সপ্তভুবন উত্তরোত্তর তমোবহুল এবং তত্রত্য জীবসমুহ তমোগুণাক্রান্ত এবং জ্ঞান-সুখাদি-হীন । মধ্যে ভূলোক রজোবহুল এবং তত্রত্য মানবজাতি প্রভৃতি জীব-নিচয় রজঃপ্রধান; সুতরাং সর্ব্বদা কর্ম্মে বিব্রত; ও জ্ঞ নাজ্ঞান এবং সুখদুঃখাদিতে নিরন্তর উৎকণ্ঠিত । এতদ্দ্বারা হিরণ্যগর্ভ হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জীবসমূহ এবং সত্যাদি পাতাল পর্য্যন্ত ভুবন সমুহের উল্লেখে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণন করা হইল ॥ ৫৪ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালো দ্যুপ্রভৃতিঃ সত্যান্তো লোকঃ সত্ত্ববহুলঃ । তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ পশ্বাদিঃ স্থাবরান্তঃ। সোঽয়ং মোহময়ত্বাত্তমোবহুলঃ। ভূর্লোকস্তু সপ্তদ্বীপসমুদ্রসন্নিবেশো মধ্যে রজোবিশালঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানপরত্বাদ্দুঃখবহুলত্বাচ্চ। তামিমাং লোকসংস্থিতিং সংক্ষিপতি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ। স্তম্বগ্রহণেন বৃক্ষাদয়ঃ সংগৃহীতাঃ ॥ ৫৪ ॥

আভাস ।

এই কারিকাতে জীবের ভোগায়তন দেহ এবং বাসস্থানের পরিচয় দিয়াছেন । লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন জীব ভোগায়তন দেহ ধারণে

আভাস।

যে যে লোকে অবস্থান পূর্ব্বক উপযুক্ত ভোগ লাভে চরিতার্থ হইতে পারে, তাহারই পরিচয়ার্থ ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধোলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ঊর্দ্ধলোক সত্বপ্রধান, মধ্যলোক রজঃপ্রধান এবং অধোলোক তমঃপ্রধান। সুতরাং সেই সেই ভুবনবাসী জীবও ভুবনের অনুরূপ সত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান এবং তমঃপ্রধান বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। এখানে জীব-সংজ্ঞার মধ্যে ব্রহ্মাদি স্তম্ব অর্থাৎ পাদপ এবং তৃণ পর্য্যন্তকেও জীব-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেখানে দেহের উল্লেখ আছে, সেই স্থানেই সেই দেহে জীবত্বের উল্লেখ স্বীকার করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মা যখন দেহধারী, তখন তিনিও জীব এবং পাদপাদি তৃণ পর্য্যন্তও জীব। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী কারিকা অনুসারে ব্রহ্মাদি অষ্টপ্রকার দেবযোনি সত্বপ্রধান হইলেও, দেহের তারতম্যে ঊর্দ্ধদেশে ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্যাদি উত্তরোত্তর সত্বপ্রধান লোকে যেমন অবস্থান করেন, ভূলোকও সেইরূপ রজঃপ্রধান হওয়ায়, রজঃপ্রধান মানবও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ধরণীতে বসবাস করিতেছে। এবং তমঃপ্রধান দেহ ধারণে বৃক্ষাদি তৃণ পর্য্যন্ত তমঃপ্রধান লোকে অবস্থান করিতেছে। সৃষ্টি ব্যাপারে কোথায়ও চিৎস্বরূপের অভাব নাই; তথাপি ঊর্দ্ধ লোকে যেমন সত্বপ্রধান ভাব, তত্রত্য জীবনিচয় সত্বগুণের প্রাধান্যে জ্ঞান এবং সুখাদিমান্; মধ্যে মানবযোনিতে রজোগুণের প্রাধান্যে চৈতন্য স্বরূপের মধ্যম ভাব থাকায়, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং সুখ ও দুঃখ পরস্পরে মিলিত-ভাবেই থাকে; এবং নিম্নে অর্থাৎ তমঃপ্রধান স্থানে ঐকান্তিক জড়ভাব থাকায়, চিৎস্বরূপেরও যেন অবসন্ন ভাব-মূর্ত্তিতে থাকা হয়। পর্ব্বতাদি বৃক্ষদেহে মানবাদির ন্যায়, চেতনত্বের বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও, অন্তরে অনুভূতি যে আছে, তাহা দেহনিষ্ট হ্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অতএব একটী ব্যষ্টিদেহে পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পরের সংস্রবে

আভাস।

যেমন সৃষ্টির পরিচয় এবং তাহাতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যস্বরূপ একটী পুরুষেরও অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, সেইরূপ ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধঃ ব্যাপ্ত বিরাট্ কলেবরেও সমষ্টি বিরাট্ পরমপুরুষ চিদাত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।' বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রস্তুত চিত্তাদি অন্তঃকরণ-ভাগের যে যোনিতে যত উৎকর্ষ, সেই সেই যোনিতে জ্ঞানের এবং সুখভাবেরও তাদৃশ উৎকর্ষ; এবং তমোগুণের আধিক্যে অন্তঃকরণ জড় ও নিতান্ত স্থূল-ভাবাপন্ন হওয়ায়, কলেবর থাকিলেও উত্তরোত্তর জড়-ভাবেরই পরিচয় হয়। অতএব সংঘাত অর্থাৎ মিলিত হইয়া উৎপন্ন যে কোন ক্ষুদ্র বা পর্ব্বতাদি বৃহৎ পদার্থ আমরা নয়নগোচর করি, তাহাতে তমঃপ্রধান অন্তঃকরণাদির জাড্যত্ব নিবন্ধন ভোক্তা পুরুষের অবসন্নভাব হইলেও, তাহাতে অধিষ্ঠাতৃ-মূর্ত্তিতে চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টৃ ভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অচেতনে কোন ক্রিয়া নাই। সুতরাং চেতন বা জড় যে কোন দেহের রচনা হউক না, তাহার গঠনাদির সমাবেশার্থ তদন্তরে জ্ঞাতৃভাবে চিৎস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে; কারণ কেবল প্রকৃতিতে কোন কার্য্য হয় না, তৎসঙ্গে চিৎস্বরূপের সমাবেশ অবশ্যই আছে। অতএব পর্ব্বতাদি ঘনীভূত কঠিন পদার্থেরও অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র চৈতন্যের বিদ্যমান-ভাব স্বীকার করিতে হয়। কারণ প্রত্যেক পদার্থের জন্ম নাশ এবং হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।

"পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ" বলায়, অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ হইতে অতি স্থূল দেহের নখ কেশ পর্য্যন্ত এবং বিরাট্ কলেবরে অতি সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সমন্বিত ব্রহ্মাদি লোকপাল হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে কোন জীবের এবং জগৎ ভাবের উৎপত্তি হউক না, সর্ব্বত্রই চিৎজড়ের সন্নিবেশ আছে। তবে সত্ত্বের উৎকর্ষে অন্তঃকরণের উৎকর্ষ থাকে এবং সেই অন্তঃকরণে

আভাস ।

ভোক্তা পুরুষের ভাব হয় এবং তমোগুণের উৎকর্ষে অন্তঃকরণ স্থূল জড়ভাবে পরিণত থাকায়, পুরুষভাবের তাদৃশ ভান হয় না। সূর্য্য যেমন দর্পণাদি তৈজসপদার্থে প্রতিবিম্বিত হয়, ভূম্যাদি স্থূলভাগে সেরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না ; তথাপি রৌদ্র প্রদানে কোথায়ও নিরস্ত হন না, সেইরূপ চৈতন্য চিত্তাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া চৈতন্য-বিশিষ্ট পুরুষ মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেও, জড় মৃত্তিকাদি প্রস্তরময় পদার্থেও স্বীয় সাক্ষিত্ব ও অধিষ্ঠাতৃত্ব ভাবে অবস্থানের কোন ক্রটি করেন না।

অতএব সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই প্রকৃতি-পুরুষের অস্তিত্ব আছে; তবে সত্ত্বিশাল ঊর্দ্ধলোকে বা তত্রত্য জীবের হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপ সম্পূর্ণ উজ্জ্বল সর্ব্বশক্তিমান্ মূর্ত্তিতে, মধ্যলোকে তদপেক্ষা হীন বেশে এবং তমঃপ্রধান লোকে আরও নিকৃষ্ট অজ্ঞানান্ধ জীববেশে বিরাজ করেন। এবং ভুবনত্রয়ও সত্ব, রজঃ এবং তমের প্রাধান্য অনুসারে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল নামে সুপরিচিত হইয়া থাকে। অতএব সাংখ্যকর্ত্তার চতুর্ব্বিংশতি তত্বের বিচারে প্রতিদেহে চিত্তানুরূপ পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলেও, অনন্তশক্তি প্রকৃতির নেতা-ভাবে অনন্তদেব মহাচৈতন্যের অস্তিত্ব যে স্বীকার করা হয় নাই, তাহা কখনই বলা যায় না। এক "সংঘাত-পরার্থত্বাত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়া-দধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" ॥ বলিয়া, প্রত্যেক জীব-কলেবরে এবং জড়দেহে চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত করিয়াছেন এবং "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ"। এই কারিকার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিজ্জড়ের বা প্রকৃতির সহিত চৈতন্য স্বরূপের সংযোগে যে অপূর্ব্ব ব্রহ্মভাব, তাহা হইতেই সৃষ্টির প্রবাহ হয় ; তাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলিয়াছেন, "মম যোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত" ॥ এই শ্লোকে পুং-

আভাস।

প্রকৃতির মিলিত ভাবই পূর্ণব্রহ্ম, যাঁহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং জীব-দেহ বা জড়-দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা চৈতন্য-স্বরূপের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতে যে পারে না, তাহা সাংখ্যকর্ত্তা যেমন মীমাংসা করিয়াছেন, বেদান্তও শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা তাহারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "আত্মাচেৎ মলিনোঽস্বচ্ছোবিকারিশ্চেৎ স্বভাবতঃ। নহি তস্য ভবেন্মুক্তি-র্জন্মান্তরশতৈরপি" ॥ পঞ্চদশী। "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি বচনেও তাহা প্রকাশ আছে। তবে সুখ দুঃখাদির ভোগ বা জন্মান্তর কাহার হয়? জিজ্ঞাসা করিলে, চিদাভাসের হয়, বলিয়া বেদান্ত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে, উপাধির নাশে উপহিত চিদাভাস পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপেই লীন হন, স্বীকার করিতে হয়। তখন জীবত্বের অস্তিত্ব পৃথক্‌ভাবে স্বীকার করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। অনন্ত সমুদ্রজলে বর্ষাধারা কোথায় যে মিলিয়া যায়, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। সে স্থলে পুরুষ-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও, পার্থক্যের অনুভূতি স্বীকার সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়। সুতরাং শ্রুতি "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মস্বরূপের আনন্দময় ভাব একবার পরিজ্ঞাত হইলে, আর জন্মমরণরূপ সংসারের ভয় থাকে না" এই অর্থটীকে প্রতিবোধিত করান অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব মুক্তাবস্থায় আর পৃথক থাকিতে পারে না। বেদান্তের এই জটিল মীমাংসাকে বরং সুস্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়েই ভগবান্ কপিলদেব "কার্য্যং সৎ" বলিয়া সুষ্ঠু মীমাংসাই করিয়াছেন।

সাংখ্যাচার্য্যের মূল মন্ত্রই এই যে, ভাব চিরস্থায়ী; ভাবের অভি-ব্যক্তিই কেবল ক্ষণস্থায়ী। ভাব একবার কার্য্যরূপে পরিণত হওয়ায়, অনন্ত জীবদেহ এবং জড়দেহের সৃষ্টি হয়, আবার জীবদেহ এবং জড়দেহ বিপরিণামে ভাবে লীন হইয়া অবস্থান করে। এই ভাবই

আভাস।

পুরুষ-প্রকৃতির একত্রাবস্থান। যেমন বারুদ ও অগ্নির পৃথক্‌ভাবে অবস্থান কালে কোন ব্যাপারই ঘটে না, কিন্তু মিলনে অদ্ভুত ভাবের পরিচয় হয়, সেইরূপ পুংপ্রকৃতির পরস্পর মিলন অর্থাৎ সৌহার্দ্দ্যই একটী অদ্ভুত ভাব, যাহার পরিণামেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। চৈতন্যস্বরূপের পরিণাম নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্বরূপের পরিণামের অন্ত নাই; এবং প্রত্যেক সমষ্টি ও ব্যষ্টি পরিণামে চৈতন্যস্বরূপেরও অভেদ ভাবে অস্তিত্বের অভাব নাই। তবে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি পরিণামে সর্ব্বশক্তিমান্ পরম ব্রহ্ম এবং তাঁহারই ব্যষ্টিভাবে দেব-তির্য্যগাদি অসংখ্য যোনির সমাবেশ স্বীকার করিতে হইবে। রজঃপ্রধান পরিণামে মানবযোনি এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতির পরিণামে তমঃপ্রধান পৃথিব্যাদি লোক এবং তত্তল্লোকবাসী জীবসমূহ জন্মধারণে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় হইয়াছে।

এই কারিকাতে স্পষ্টত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উর্দ্ধে সত্যলোকাদিতে, মধ্যলোক পৃথিব্যাদিতে এবং অধঃ পাতালাদি লোকসমূহে তত্তল্লোকবাসী জীবের ভোগোপলক্ষে ভোগায়তন স্থূলদেহ যেমন আছে, সেইরূপ লিঙ্গদেহও আছে। সুতরাং তাঁহাদের সকলের পক্ষে জরামরণরূপ সংসার-প্রবাহ অনিবার্য্য॥ ৫৪ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তদেবং সর্গং দর্শয়িত্বা তস্যাপবর্গসংসাধনবৈরাগ্যোপযোগিনীং দুঃখরূপতামাহ।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র (তস্মিন্ তস্মিন্ লোকে তথা দেব-তির্য্যগ্‌মানবাদিদেহে লিঙ্গস্য লিঙ্গদেহস্য, অবিনিবৃত্তেঃ নিয়তত্বাৎ সর্ব্বদেহে সুলভত্বাৎ তথা সুখদুঃখাদিভাববিশিষ্টত্বাৎ চ) চেতনঃ পুরুষঃ জরামরণকৃতং বার্দ্ধক্যাদি-মৃত্যুনিবন্ধনং দুঃখং প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ (দেহধারিণাং) দুঃখং স্বভাবেন স্বভাবসিদ্ধং এব॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।

অতএব ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধোলোকবাসী দেব, তির্য্যক্ ও মানবাদি জীবশরীরে লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব নিবন্ধন চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষকে জরা এবং মরণাদি-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দেহধারণে জীবের দুঃখভোগ অপরিহার্য্য। মোক্ষ লাভ না হইলে, দুঃখের হস্ত হইতে নিবৃত্তি পাওয়া অসম্ভব ॥ ৫৫ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তত্র শরীরাদৌ যদ্যপি বিবিধা বিচিত্রানন্দভোগভাগিনঃ প্রাণভৃদ্ভেদা-স্তথাপি সর্ব্বেষাং জরামরণকৃতং দুঃখমবিশিষ্টং। সর্ব্বস্য খলু কৃমেরপি মরণত্রাসো মা ন ভূবম্, ভূয়াসমিত্যেবমাত্মকোঽস্তি। দুঃখঞ্চ ভয়হেতুরিতি মরণং দুঃখম্।

স্যাদেতৎ দুঃখাদয়ঃ প্রাকৃতা বুদ্ধিগুণাস্তৎ কথমেতে চেতনসম্বন্ধিনো ভবন্তীত্যত আহ পুরুষ ইতি। পুরি লিঙ্গে শেতে পুরুষঃ। লিঙ্গঞ্চ তৎসম্বন্ধীতি চেতনোঽপি তৎসম্বন্ধী ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ পুনর্লিঙ্গসম্বন্ধি দুঃখং পুরুষস্য চেতনস্যেত্যত আহ লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ। পুরুষাদ্ভেদাগ্রহাল্লিঙ্গধর্ম্মানাত্মনাধ্যবস্যতি পুরুষঃ। অথবা দুঃখপ্রাপ্তাববধিঃ আঙ্‌ভাবেন কথ্যতে লিঙ্গং যাবন্ন নিবর্ত্ততে তাবদিতি ॥ ৫৫ ॥

আভাস।

ঊর্দ্ধে ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন ও সত্যাদি লোকসমূহে সত্ত্বগুণের আধিক্য নিবন্ধন তত্তৎ স্থানের সুখময়ত্ব ভাবের পরিচয় এবং তত্রত্য দেহধারী জীবগণের উত্তরোত্তর প্রচুর আনন্দ-ভোগের পরিচয় থাকিলেও, দেহনিষ্ঠ জরা-মরণাদি নিবন্ধন দুঃখ যে অপরি-হার্য্য, তাহারই পরিচয় এই কারিকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। যৌবনের শ্রীবৃদ্ধিতে আনন্দের শ্রীবৃদ্ধি এবং জরার আগমনে বিবিধ ক্লেশ যে ভোগ করিতে হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হয় না। একটু সতর্কভাবে দৃষ্টি করিলেই, সর্ব্বত্র তাহা পরিদর্শন করিতে পারা যায়। বাজপেয়াদি বেদোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অমরত্ব লাভে আমরা চির-কৃতার্থ হইব মনে করা যে ভ্রম, তাহাই এখানে প্রতিপন্ন করিয়া-ছেন। সৃষ্টির অন্তর্গত যে কোন ভুবনেই আমরা গমন করি না,

আভাস।

জন্মমরণরূপ সংসার-প্রবাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। সামান্য আত্মীয় স্বজন ও ভোগ্য বিষয়ের বিয়োগে যদি ভীষণ দুঃখের অনুভূতি ঘটে, তখন আমার আমিস্বরূপ নিজ দেহের জরা অর্থাৎ নাশোন্মুখ অকর্ম্মণ্যভাব এবং সম্পূর্ণ মৃত্যুরূপ বিয়োগে যে কিরূপ দুঃখের অনুভব করিতে হয়, তাহা প্রাণীমাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে, আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। মানবের কথা দূরে থাকুক, একটী কৃমি পর্য্যন্তও মরিতে চাহে না! মরণ-জনিত দারুণ দুঃখ দেহধারী মাত্রকেই ভোগ করিতে হয়। সকলেই স্বীয় অস্তিত্বকে বজায় রাখিতে চাহে। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন; "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মাংপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি"। এই কথার সহিত সাংখ্যাচার্য্যের মত মিলিয়া গেল। দেহ ধারণ করিলেই, জরা মরণের অধীন হইতে হইবে! তবে "অমরা নির্জ্জরা দেবাঃ" বলিয়া আমরা যে প্রবাদ চির-কাল শুনিয়া আসিতেছি, সে কেবল আপেক্ষিক দীর্ঘ জীবনের পরিচয় মাত্র। প্রাকৃতিক দেহ ধারণে প্রকৃতির গুণধর্ম্মে পরিণত হইতে হইবে না, এরূপ কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব দেব, মনুষ্য এবং তির্য্যগাদি যে কোন যোনির আশ্রয়ে জীবের গমন হউক না, জরা-মরণের অন্তর্গত তাহাকে যে হইতেই হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপে যেমন ভোগ নাই, সম্পূর্ণ জড় প্রাকৃতিক পদার্থেরও ভোগ নাই; তখন ভোগ কাহার এবং জন্মান্তর প্রাপ্তিই বা কি রূপে সম্ভব হইবে? এতদুত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুরুষেরই ভোগ এবং জন্মান্তর প্রাপ্তি ঘটে। এক্ষণে আশঙ্কা হইল যে, চিৎস্বরূপ ব্যতীত পুরুষ আবার কে? তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, পুরুষই প্রকৃত মূল ভাব। অর্থাৎ লিঙ্গদেহে তন্ময়ভাবে চিৎস্বরূপের অবস্থিতি ভাবই পুরুষনামে

আভাস ।

কথিত। লিঙ্গদেহই পুরী ; তথায় শয়ন নিবন্ধন চিৎস্বরূপের পুরুষ নাম। অর্থাৎ চিৎজড়ের পরস্পর সংসর্গে চিৎজড়াতিরিক্ত একটী ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই পুরুষ-নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। চৈতন্যের সংযোগে জড়ের চেতন ভাব এবং চৈতন্য-স্বরূপের কর্ত্তৃভাব ঘটিয়া থাকে। চেতন এবং কর্ত্তৃভাবের একত্র মিলিত ভাবই পুরুষ। দীপালোকের সংসর্গে যেমন মণিতে একটী প্রভার উদয় হয়, এ মিলন বা সংসর্গ কিন্তু চির-বিদ্যমান। সুতরাং মহাপুরুষের বিদ্যমানও চিরস্থায়ী স্বীকার করিতে হইবে। এদিকে আবার প্রকৃতির পরিণামে অনন্ত লিঙ্গদেহের উৎপত্তি পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে ; সুতরাং প্রত্যেক লিঙ্গদেহেরও সেইরূপ মূল চিৎস্বরূপ এবং মূলা প্রকৃতির একত্র সংসর্গে যখন একটী মহান্ প্রভাবের উদয় হইল, তিনিই মহাপুরুষ পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। সেই মহাভাবটীও সর্ব্বত্র একাকার নহে। কারণ মণিনিষ্ঠ আভার ন্যায়, সেই মহাভাবটীও প্রকৃতিনিষ্ঠ। প্রকৃতি কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা ; সুতরাং গুণবৈষম্যে তত্রস্থ মহাভাবেও স্বগত ভাবের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বৃক্ষ বলিলেই তাহার স্কন্ধ শাখা পত্রপুষ্প ও ফলাদির ভেদে নানা ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহাপুরুষ পরমাত্ম-ভাবেও প্রাকৃতিক গুণবৈষম্য নিবন্ধন তদন্তরে অনন্তকোটি বিচিত্র ভাবের সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়। এবং সেই প্রত্যেক ভাবেই বিশেষ বিশেষ পুরুষভাবের পরিচয় স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ভাবের বহুত্ব নিবন্ধন পুরুষের বহুত্ব বলায়, সাংখ্যকারের কোন দোষের কল্পনা হইতে পারে না।

এই ভাবে কিন্তু পুরুষ এবং প্রকৃতির তুল্য মূর্ত্তিতে অবস্থিতি আছে। সুতরাং মহাপুরুষ এবং অনন্ত জীবজ্যোতি একত্রই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে চির-বিদ্যমান স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভাবের প্রাকৃতিক অংশটী পরিণত হইয়া যখন লিঙ্গাকারে পরিণত হয়, তখন

আভাস।

তত্রস্থ চিদাভাসও তদাকারে আপনাকে উপলব্ধি করিতে থাকেন। অতএব তৎকালে মহাভাব-স্বরূপ মহাপুরুষ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বান্তর্যামী এবং তদন্তরস্থ ক্ষুদ্রভাব ক্ষুদ্র পুরুষ কেবল উপভোক্তার বেশে পরিচিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র ভাব বিশিষ্ট পুরুষই জীব এবং অনন্ত ভাবের উন্মেষণে অনন্ত লিঙ্গদেহাত্মক পুরুষই মহাপুরুষ শিব।

এই পুরুষ যতকাল ভাবে থাকেন, ততকাল আত্মভাবে পরমানন্দ উপভোগ করেন এবং ভাবের উন্মেষণে লিঙ্গাকারে পরিণত সূক্ষ্ম-দেহে যখন অবতরণ করেন, তখনই তাঁহার সংসার-ভাব এবং সুখদুঃখাদির অনুভব-কর্ত্তৃত্ব হইয়া থাকে। ভাবে অবস্থান কালে পুরুষের আত্মস্বরূপের উদয়ে পরমানন্দ, কিন্তু লিঙ্গদেহাবস্থায় বাহিরে সংসারাভিমুখে গতিবিশিষ্টত্ব নিবন্ধন সুখদুঃখাদির উপলব্ধি ঘটিয়া থাকে। সংসারভাবেই লিঙ্গের সৃষ্টি এবং সংসারের বিলয়ে কেবল ভাবে স্থিতি। ভাব হইতেই বৈচিত্র্যের উদয় এবং ভাবেই বৈচিত্র্যের লয়; অর্থাৎ অব্যক্তভাবে অবস্থিতি।

অতএব যদবধি লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি না হয়, তদবধি জীবের সংসার এবং জন্মমরণাদি ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। ভাবে শান্তি এবং লিঙ্গে সংসার-জ্বালা যে হয়, তাহা আমরা স্ব স্ব অবস্থায় পর্য্যালোচনা করিলেও যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। যথা জাগ্রত দশায় আমরা অনন্ত প্রকারের ব্যাপারে যতই বিব্রত হই, গাঢ় নিদ্রার সময় আমাদের সেই হৃদয়ই প্রচুর আনন্দের অনুভবে সুখে নিদ্রা যায়। আবার জাগ্রত দশায় পুনঃ বিব্রত ভাব দেখা দেয়। সেইরূপ ভাবে শান্তি এবং লিঙ্গে বিব্রতভাব সংসার ॥ ৫৫ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন-বাদিগণের মতভেদ নিরাকরণার্থ নিম্নলিখিত কারিকার সন্নিবেশ করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী।

উক্তস্য সর্গস্য কারণবিপ্রতিপত্তীর্নিরাকরোতি।

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতোমহদাদি-বিশেষভূত-পর্য্যন্তঃ প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ ।

মহদাদি-বিশেষভূত-পর্য্যন্তঃ (মহত্তত্ত্বং আরভ্য বিশেষভূতপর্য্যন্তঃ পঞ্চ মহাভূতানি যাবৎ) ইতি এষঃ আরম্ভঃ সৃষ্টেঃ উদ্‌যোগঃ সর্গঃ প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থং (প্রত্যেকং পুরুষান্ বিমোচয়িতুং স্বার্থে ইব পরার্থে পরপ্রয়োজনায় প্রকৃতিকৃতঃ (প্রকৃত্যা চিৎসংযোগাৎ চেতনায়মানয়া) এব কৃতঃ সৃষ্টঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ ।

অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব হইতে অতি স্থূল পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশে সৃষ্টির ব্যাপারটী পূর্ব্বোক্ত চেতনায়মানা প্রকৃতির দ্বারাই রচিত হয় । এবং এই সৃষ্টির আরম্ভটী পুরুষের ভোগোপলক্ষে আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মুক্তি-লাভের জন্যই মাত্র। প্রকৃতির নিজের কোন প্রয়োজন নাই ; তথাপি পুরুষের প্রয়োজনকেই নিজপ্রয়োজন জ্ঞানে সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

আরভ্যত ইত্যারম্ভঃ সর্গঃ মহদাদিভূতঃ প্রকৃত্যৈব কৃতো নেশ্বরেণ ন ব্রহ্মো-পাদানো নাপ্যকারণঃ । অকারণত্বে হি অত্যন্তভাবোঽত্যন্তাভাবো বা ভবেৎ । ন ব্রহ্মোপাদানঃ চিতিশক্তেরপরিণামাৎ । নেশ্বরাধিষ্ঠিতপ্রকৃতিকৃতঃ । নির্ব্যাপার-স্যাধিষ্ঠাতৃত্বাসম্ভবাৎ, ন হি নির্ব্যাপারস্তক্ষা বাস্যাদ্যধিতিষ্ঠতি ।

নন্বু প্রকৃতিকৃতশ্চেত্তস্যা নিত্যায়াঃ প্রবৃত্তিশীলায়া অনুপরমাৎ সদৈব সর্গঃ স্যাদিতি ন কশ্চিন্মুচ্যেত ইত্যত আহ, প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ। যথোদনকাম ওদনায় পাকে প্রবৃত্তঃ ওদনসিদ্ধৌ নিবর্ত্ততে এবং প্রত্যেকং পুরুষান্মোচয়িতুং প্রবৃত্তা প্রকৃতি র্যং পুরুষং মোচয়তি তং প্রতি ন পুনঃ প্রবর্ত্ততে । তদিদমাহ স্বার্থ ইব স্বার্থে যথা তথা পরার্থে আরম্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

আভাস ।

এই কারিকাতে প্রকৃতির পরিণামে অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব হইতে অতি স্থূল ক্ষিত্যাদি তত্ত্বগ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে বলায় যে,

আভাস।

একটী নূতন বিষয়ের উত্থাপন সাংখ্যাচার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মহা-মতি মৌখিক টীকাকারগণ মূল গ্রন্থকে নিরীশ্বরবাদ বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন, তাহা কিন্তু অসঙ্গত। কারণ এস্থলে প্রকৃতি-কৃত সৃষ্টি বলায়, বরং পুনরুক্তিরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। যেহেতুক "প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারস্তস্মাৎ গণশ্চ ষোড়শকঃ;" বলিয়া সমগ্র জগৎ প্রকৃতি হইতেই যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন; সুতরাং পুনরুক্তির জন্য এখানে এ কারিকার সন্নিবেশ করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় যে অন্য, তাহা আমা-দিগকে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারিকার দ্বারাই মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। একাকী প্রকৃতি বা একাকী চৈতন্য যে সৃষ্টিকার্য্যে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহা তাঁহার কারিকাতেই পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে। "তস্মাত্তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ" ॥ ২০ ॥ কারিকাতে বুঝাইয়াছেন যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ সর্ব্বব্যাপী বিভু পদার্থ হইলেও, সুতরাং একত্র অবস্থিত থাকিলেও সংযুক্ত নহেন। যেমন অরণি কাষ্ঠের অন্তরে বহ্নি আছে, কিন্তু কখন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে না; কিন্তু উভয় অরণি কাষ্ঠ পরস্পরে স্পৃষ্ট হইলে, সেই কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নিই প্রকটিত হইয়া জ্যোতির আকারে প্রকাশ পায়। এ জ্যোতি কিন্তু একটী পদার্থ নহে; কাষ্ঠ এবং বহ্নির সংযোগই জ্যোতি মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয় এবং সেই কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করিয়া, বহ্নি নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পরম চৈতন্য ও পরমা প্রকৃতি একত্র অভিন্ন-মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকিলেও, পূর্ব্বে প্রকটিত হন নাই। সংযোগই তাঁহাদের প্রকটিত ভাব। কাষ্ঠ এবং অগ্নির পরস্পরের সম্বন্ধই যেমন জ্যোতিঃ, চিৎজড়ের ঐরূপ সংযোগই পরম ভাব; যাহা হইতে সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বাদি এবং স্থূল ক্ষিতি পর্য্যন্ত লিঙ্গের অর্থাৎ স্থূলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সংযোগ-শব্দে এখানে কেবল মিলনকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

আভাস।

কাষ্ঠ বা তৈলাদির সংযোগে অগ্নির প্রজ্বলনের ন্যায়, অর্থাৎ অভেদ আত্মীয়তার ন্যায়, প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ আত্মীয়তাই সংযোগ। এই আত্মীয়তায় পরস্পরের স্ব স্ব পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া, অপার প্রেম-রসাত্মক ভাবের উদয় হয়। এ ভাবে উভয়ে একাকার হইয়া পড়েন। ইহাও তাঁহাদের স্বভাব; ইহা আরোপিত বা নূতন নহে। একবার যেন অন্য-মনস্কের ন্যায় নিশ্চিন্তে অবস্থান, আবার সোৎকণ্ঠ প্রেমানন্দ-মূর্ত্তিতে উভয়ের একত্র সমাবেশ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধে নিরন্তর অবস্থান ঘটিলেও, কখন শক্তিকার্য্যের বিকাশ, কখনও বা জ্ঞানের বিকাশ হয়। ইহা ব্যবহারিক দশায় আমরা বিলক্ষণ বুঝি যে, কর্ম্ম এবং জ্ঞান সামান্যত পৃথক্ ভাবেই উভয়ে অবস্থান করে। যথা বুঝিয়া করি; এবং করিয়া বুঝি। অতএব প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগটী কেবল ক্রিয়া নহে; একটী আত্মীয়তার ভাব; এবং সেই ভাব হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় ব্যাপার সাধিত হইতেছে। তাহার পরিচয়ে "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ" ॥ ২১ ॥ কারিকাতে প্রকাশ আছে যে, কেবলা প্রকৃতি সৃষ্টি করেন না। চিৎসংযোগের প্রয়োজন। অতএব কেবল প্রকৃতিই সৃষ্টি করেন বলিলে, অত্যুক্তি করা হয়; সন্দেহ নাই।

তবে এই কারিকাতে "প্রকৃতিকৃতঃ সর্গঃ" বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, পূর্ব্বে সংযোগকৃত উপলক্ষে যে পরম ভাবের কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতি-পুরুষের অবিনাভাব-সম্বন্ধে পরম আত্মীয়তার ভাব যাহা হয়, তাহারই প্রকৃত্যংশে ভাব বা লিঙ্গের সৃষ্টি; এবং চৈতন্যাংশে অনুভূতির বিকাশ পরিগণিত করিতে হইবে। অতএব ভাবই সৃষ্টিকারণ।

একখানি দর্পণে সূর্য্যের আলোক এবং প্রতিবিম্ব একটী বলিয়াই প্রতীত হয়, সত্য! কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে একটী নহে। কারণ

আভাস ।

দর্পণের কাচ আপাততঃ একখানি বলিয়া প্রতীত হইলেও, কাচের স্বনিষ্ঠ অনন্ত ভেদ আছে; অনন্ত টুকরা অবয়বের একত্রীভূত ভাবই উক্ত বৃহৎ কাচ। কারণ ভাঙ্গিলে কাচ চূর্ণ হয়। এবং প্রত্যেক চূর্ণাংশও সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করে। সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে একটী মহান্ আত্মীয়তা-ভাবের উদ্‌বোধনে পরম ভাবের উদয় হইলেও, তদন্তরে অনন্ত ভেদ আছে। বিশেষত কাচের সর্ব্বাংশে আলোকিত হওয়া ব্যতীত, মধ্যভাগে প্রতিবিম্বিত হইবার ন্যায়, পরমানন্দ-বিশিষ্ট মহাভাবেরও অন্তরে একটী সৃষ্টির জন্য উন্মুখী ভাবেরও পৃথক্ পরিচয় ঘটে। আলোকিত দর্পণকে হেলাইলে তত্রস্থ প্রতিবিম্বটীর জ্যোতিঃ অন্যত্র অন্ধকার গৃহেও প্রবেশ করান যায়; কিন্তু দর্পণের সমগ্র আলোকিত অংশ প্রবেশ করে না; সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে যে পরম মহাভাব, তাহাই বেদান্তের তুরীয় ভাব বটে, কিন্তু তদন্তরে বহির্ম্মুখীন ভাবে সৃষ্ট্যুন্মুখী যে প্রতিবিম্বিত অংশ, তাহাই সাংখ্যাচার্য্যের পরম জীবভাব। এই পরম জীবভাবই ঈশ্বর-পর্য্যায়ে বেদান্তের উত্তরোত্তর ঈশ, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্ ভাবের পরিচয় এবং সাংখ্যাচার্য্যের কারণদেহ, লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহের পরিণাম ঘটে। ইহার অন্তরে অনুভূতির আকারে অধ্যক্ষ ভোগী জীব অবস্থান করেন; এবং পরম মহাভাব আশ্রয়রূপে চির বিদ্যমান থাকিয়া, আশ্রিত প্রত্যেক পরিণামের সর্ব্বপ্রকারে যাহায্য করিয়া থাকেন।

সাংখ্যাচার্য্য প্রকৃতি হইতে যে মহত্তত্ত্বের জন্ম হয় বলিয়াছেন, সেটী চেতন প্রকৃতিরই পরিণামে জানিতে হইবে। কারণ সংযোগটী পরম আত্মীয়তা বা পরমানন্দ ভাব। তৎকালে তদন্তরে আনন্দানুভব ব্যতীত বহির্ম্মুখা বৃত্তির উদয় হয় না। বহির্ম্মুখা বৃত্তির বা ভাবের উদয়ে প্রথম ব্যক্ত পদার্থের নামই মহত্তত্ত্ব। তখন অসীম মহাভাব হইতে একটী সসীম মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয় এবং লিঙ্গনাম বা ভাবেরও অভিব্যক্তি হয়। সেই মহত্তত্ত্বও যখন প্রকৃতির পদার্থ,

আভাস।

তখন তাহাও অনন্ত অবয়ব-বিশিষ্ট; এবং তাহার অন্তরে স্বনিষ্ঠ ভেদেরও কোন অভাব নাই। সুতরাং তদন্তরে অসংখ্য মহত্তত্ত্বের অস্তিত্বে অসংখ্য পুরুষ বলায়, কোন দোষাপত্তি ঘটিল না। কারণ দর্পণস্থ কাচের চূর্ণ বিচূর্ণের ন্যায়, পরম মহত্তত্ত্বের অন্তরনিষ্ঠ অনন্ত ভাগে ব্রহ্মাদি লোকপাল হইতে আরম্ভ করিয়া, দেব তির্য্যক্ নর কীট পতঙ্গ বা স্থাবর তৃণাদি পর্য্যন্ত জীব-কলেবরে লিঙ্গদেহের রচনায় জীবত্বের ভাবও সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব কাচের আধারে সূর্য্যালোকের সম্বন্ধ-জনিত যেমন চিক্‌চিকানি পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির আধারে চৈতন্য-স্বরূপের সংস্রবে অনুভূতি-স্বরূপ জীবত্বেরও ভান হয়। প্রকৃতি-পুরুষের অস্তিত্ব নিত্য; সুতরাং উভয়ের অবিনাভাব-সম্বন্ধও নিত্য। কেবল উভয়ের অন্তরে সংযোগ অর্থাৎ আত্মীয়তার কখন উদয় হয়, তখনই সংসার; এবং আত্মীয়তার অস্তমিত ভাবে প্রলয়।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে যে পরমাত্মীয়তা ভাবে পরমানন্দ স্বরূপের প্রতীতি হয়, তাহার অন্তরে আবার সৃষ্টির উন্মুখী ভাব কেন দেখা দেয়? তাহার প্রধান উত্তর এই যে, উক্ত পরমানন্দ ভাবের প্রধান উপকরণ প্রকৃতিতেই সে ভাবটী আছে। সংকোচন এবং প্রসারণ শক্তিবিশিষ্টাই প্রকৃতি; কারণ তিনি ত্রিগুণাত্মিকা। অগ্নির সংস্রবে যেমন লৌহ গলিয়া স্বীয় অন্তরস্থ পরমাণ পুঞ্জের প্রসারণে জলবৎ তরল হইয়া পড়ে, সেইরূপ চৈতন্যের সঙ্গ-লাভে আত্মীয়তার অনুরোধে প্রকৃতিও পরম ভাবুকের সমীপে স্বীয় অন্তরস্থ সকল বিষয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলেন। পুরুষের সম্ভোগার্থ স্বকীয় দেহ সমর্পণ করাই যেমন পত্নীর প্রয়োজন, এবং তাহাতেই পত্নীর পরমানন্দ, সেইরূপ পুরুষ-ভাবাপন্ন পরম জ্ঞের সমীপে আত্মপরিচয় দেওয়াও জ্ঞেয়া প্রকৃতির প্রধান প্রয়োজন। এ প্রকৃতি কিন্তু জড়া নহেন। উক্ত পরমানন্দ-স্বরূপের অভেদে

আভাস ।

বিদ্যমানা প্রকৃতিকেই বুঝিতে হইবে। ইহাকেই আমরা "দেহার্দ্ধ-যোগঃ শিবয়োঃ" বলিয়া পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি। তিনি ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মময়ী! কি বলিয়া যে উল্লেখ করিব, তাহার কিছুরই নির্ণয় হয় না! উক্ত মহাভাবের বিষয়াংশই প্রকৃতি এবং অনুভূতির ভাগই বিষয়ী পুরুষ; পরস্পরের উদ্যমের ন্যূনাতিরিক্ততায় কেবল কোথায়ও পুরুষ, কোথায়ও বা স্ত্রী সাজিয়া তিনিই আছেন। নারীতেও পুরুষত্ব আছে, তবে পরিমাণে অল্প এবং পুরুষেও স্ত্রীত্ব এবং স্ত্রী চিহ্ন (বক্ষ-স্থলে স্তনচিহ্নাদি) আছে; তবে পরিমাণে এবং কার্য্যে কম। সৃষ্টির ব্যাপারে এই স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য স্পষ্টত প্রতীত হইলেও, মূল সূচনায় এ ভেদ নাই। মহাভাব এতদুভয়ের একত্র সমাবেশ; এবং এই একত্র সমবেশ ভাবই মহাভাব, যাঁহাকে এই কারিকাতে প্রকৃতি নাম প্রদানে সৃষ্টির কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহাভাবই ক্রম পরিণামে প্রাণ মূর্ত্তিতে, এমন কি! ধরণীর উর্ব্বরাশক্তি মূর্ত্তিতেও সৃষ্ট যাবদীয় আকার ও প্রকারের গঠন, স্থিতি এবং পরিণামাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। এই মহাভাবই মাতা পিতা পরম বন্ধু পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ীর ভাবে সংসারকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং প্রত্যেক জীবকে প্রয়োজন মত সুখ ও শান্তি উভয় ভাবই প্রদান করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ স্বার্থং পরার্থং বা চেতনঃ প্রবর্ত্ততে ন চ প্রকৃতি রচেতনা এবং তবিতু-মর্হতি, তস্মাদস্তি প্রকৃতেরধিষ্ঠাতা চেতনঃ। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ চেতনা অপি প্রকৃতি-মাধষ্ঠাতুমর্হন্তি, তেষাং প্রকৃতিস্বরূপানভিজ্ঞত্বাৎ; তস্মাদস্তি সর্ব্বার্থদর্শী প্রকৃতে-রধিষ্ঠাতা স চেশ্বর ইত্যত আহ।

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তি রজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ

বৎস-বিবৃদ্ধি-নিমিত্তং (বৎসানাং পুষ্টিসাধনায়) অজ্ঞস্য, বিবেকাক্ষমস্য বিচারঃ

অন্বয়ঃ ।

বিমুখস্য ক্ষীরস্য দুগ্ধস্য যথা প্রবৃত্তিঃ পরিণামাদি ব্যাপারঃ তথা পুরুষবিমোক্ষ-নিমিত্তং পুরুষাণাং বিমোক্ষায় অজ্ঞস্য বিবেকহীনস্য প্রধানস্য অব্যক্তস্য অপি প্রবৃত্তিঃ পরিণামাদি-ব্যাপারঃ ভবতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ ।

বালক-দেহের অতি স্থূল অস্থি মাংস হইতে অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাম পর্য্যন্ত যাবদীয় উপকরণের পুষ্টি-সাধনার্থ উদ্দেশ্য-হীন অনভিজ্ঞ দুগ্ধাদির যেমন সেই সেই রূপে পরিণত হইবার ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ উদ্দেশ্য-বিহীনা অব্যক্ত প্রকৃতিও পুরুষের যাবদীয় ভাব ও স্থূল লিঙ্গ-ব্যাপারে নিঃস্বার্থে স্বয়ং পরিণতা হইয়া, সেই সকল ভাব, লিঙ্গ এবং ভোগ ব্যাপারের সাধন করত, পুরুষের আত্ম-সাক্ষাৎকারের আনুকূল্যে মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেন ॥ ৫৭ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

দৃষ্টমচেতনমপি প্রয়োজনে প্রবর্ত্তমানং যথা বৎসবিবৃদ্ধয়ে ক্ষীরমচেতনং প্রবর্ত্ততে এবং প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষণায় প্রবর্ত্তিষ্যতে । ন চ ক্ষীর-প্রবৃত্তেরপীশ্বরাধিষ্ঠাননিবন্ধনত্বেন সাধ্যবত্ত্বান্ন সাধ্যেন ব্যভিচার ইতি সাম্প্রতং প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ স্বার্থকারুণ্যাভ্যাং ব্যাপ্তত্বাৎ তে চ জগৎসর্গাদ্ব্যাবর্ত্তমানে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকত্বমপি ব্যাবর্ত্তয়তঃ । নহি অবাপ্তসকলেপ্সিতস্য ভগবতো জগৎ সৃজতঃ কিমপ্যভিলষিতং ভবতি, নাপি কারুণ্যাদস্য সর্গে প্রবৃত্তিঃ প্রাক্ সর্গাজ্জীবানামিন্দ্রিয়-শরীর-বিষয়ানুৎপত্তৌ দুঃখাভাবেন কস্য প্রহাণেচ্ছা কারুণ্যম্? সর্গোত্তরকালং দুঃখিনোঽবলোক্য কারুণ্যাভ্যুপগমে দুরুত্তরমিতরেতরাশ্রয়ত্বং; কারুণ্যেন সৃষ্টিঃ সৃষ্ট্যা চ কারুণ্যমিতি । অপি চ করুণয়া প্রেরিতঃ ঈশ্বরঃ সুখিন এব জন্তূন্ সৃজেন্ন বিচিত্রান্ কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ বৈচিত্র্যমিতি চেৎ কৃতমস্য প্রেক্ষাবতঃ কর্ম্মাধিষ্ঠানেন ; তদনধিষ্ঠানমাত্রাদেবাচেতনস্যাপি কর্ম্মণঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেস্তৎকার্য্য-শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়ানুৎপত্তৌ দুঃখানুৎপত্তেরপি সুকরত্বাৎ । প্রকৃতেস্ত্বচেতনায়াঃ প্রবৃত্তের্ন স্বার্থানুগ্রহো ন বা কারুণ্যং প্রয়োজকমিতি নোক্তদোষপ্রসঙ্গাবতারঃ । পরার্থমাত্রন্তু প্রয়োজকমুপপদ্যতে তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তমিতি । ৫৭ ॥

আভাস।

মৎস্যাদি জলচর জন্তুগণ বিশাল সমুদ্র-জলে বসবাস করত, জলের সাহায্যেই যেমন স্বকীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টিলাভ করে, পুংপ্রকৃতির অপূর্ব্ব সংযোগে প্রকটিত অনন্ত কারণ-বারিধিতে সঞ্চরণশীল জ্ঞস্বরূপ পুরুষও সেইরূপ অবস্থান পূর্ব্বক, নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টিলাভ করত, সর্ব্বপ্রকার ভোগে চরিতার্থ হয়। এই কারণ-সলিলই সচেতনা প্রকৃতি; তিনি সর্ব্বজ্ঞা এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। কারণ ইহাঁরও সর্ব্বাংশে অধিষ্ঠাতৃভাবে পরম চৈতন্য জ্ঞমূর্ত্তিতে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। স্বকীয় দেহাদি ভোগ্যপদার্থের অনুভূতির উপলক্ষে যেমন স্বীয় জ্ঞভাবের অনুভব হয়, সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনাদি ক্রিয়ার অনুভবকর্ত্তা পরম জ্ঞকেও অবধারণ করিতে পারিলে, সমগ্র ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং পরম জ্ঞভাবেরও অবধারণ করা হইয়া যায়। অতএব সাংখ্যাচার্য্যের দ্বিতীয় কারিকায় উক্ত "তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" ভাবটীও সম্পূর্ণ কার্য্যে এবং ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্যক্ত পৃথিব্যাদিকে অবলোকন করত, সেই সমস্তের কারণরূপে বিদ্যমান অব্যক্ত কারণ-স্বরূপা প্রকৃতিকে নির্ণয় পূর্ব্বক, সর্ব্বনিয়ন্তা পরম জ্ঞকে অবধারণ করিতে পারিলেই, ব্যষ্টি জ্ঞরও যাবদীয় ভাবের অবধারণে চরিতার্থতা সাধিত হয়। অর্থাৎ আর জীবের বুঝিবার কোন বিষয়ই বাকী থাকে না; তাহার বুঝিবার প্রতিজ্ঞাও সমাপ্ত হয়; এবং জ্ঞস্বরূপ জীব কৃতার্থ হন॥ ৫৭॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, গুণময়ী প্রকৃতি কেন ব্যষ্টি জ্ঞর সাধ পূরণ করিবার উপলক্ষে স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে পরিণতা হন? তদুত্তরে পরবর্ত্তী কারিকার সন্নিবেশ হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী

স্বার্থ ইবেতি দৃষ্টান্তিতং ভবিভজতে।

ঔৎসুক্য-নিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ।

লোকঃ জ্ঞানসম্পন্নঃ মানবঃ ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং আগ্রহ-নিবারণায় ক্রিয়াসু যথা প্রবর্ত্ততে কর্ম্ম করোতি, তদ্বৎ পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং অব্যক্তং সর্ব্বভাবরূপা প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্ততে জগৎ রচয়তি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।

সাধারণত মানব অন্তরস্থ উৎকণ্ঠা নিবারণার্থ কার্য্যে যেমন প্রবৃত্ত হয়, মহাশক্তি অব্যক্তা প্রকৃতিও জ্ঞস্বরূপ পুরুষের সাধ-পূরণে কৃতার্থ করিবার জন্যই সংসার-রচনায় প্রবৃত্তা হন ॥ ৫৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

ঔৎসুক্যমিচ্ছা সা খল্বিষ্যমাণপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে। ইষ্যমাণশ্চ স্বার্থঃ। ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্য। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ॥ ৫৮ ॥

আভাস।

এই কারিকাতে সাধারণ লোকের সাদৃশ্যে প্রকৃতির চৈতন্য-বিশিষ্টত্ব ভাবেরই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কারণ অচেতন্য জড়া প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের পরিচয় হওয়া অসম্ভব। অতএব কাষ্ঠ বা তৈলাদি পদার্থের সংযোগে যেমন অগ্নি-জ্যোতির পরিচয় হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে যে একটী বিশেষ আত্মীয়তার ভাব ঘটে, সেই ভাবই এই অনন্ত সৃষ্টির কারণ। তাঁহার প্রকৃত্যাংশে যাবতীয় স্থূল ভোগ, ভোগায়তন দেহ এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বগ্রামের সৃষ্টি হয় এবং চৈতন্য-ভাগে কেবল অনুভূতির মূর্ত্তি ভাবের পরিচয় ঘটে। অতএব এই প্রকৃতি-পুরুষের আত্মীয়তার ভাবই আমাদের প্রধান লক্ষ্যের স্থল। এই আত্মীয়তার ভাবকেই বিভিন্ন বাদিগণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর বা ভগবান্ নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ ধীমান্ টীকাকার পূর্ব্ব কারিকার ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে,

আভাস ।

নাম রূপাদির দ্বারা যিনি যাহাই মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক ভাবে কিছু না কিছু পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম বলিলে, পরমাত্মার সহিত তাঁহার কিছু পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য্য ; এবং ঈশ্বরে ও ভগবানেও ঐরূপ পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং মীমাংসা জটিল হইয়া পড়ে। টীকাকার কোনরূপ তর্কের অন্তর্গত না হইয়া, কেবল প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ-ভাবই যে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, তাহাই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সংযোগ ভাবকে জ্ঞানী, কর্ম্মী এবং ভক্তগণ বিভিন্নভাবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ নামে আখ্যাত করেন, করুন ! তিনি কিন্তু সেই পরম ভাবটীর মাত্র উল্লেখ করিয়া, বিবাদ হইতে নিরস্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত আছে, "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যৎ জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, অদ্বয় জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্ব। তাঁহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা এবং কেহ বা ভগবান্ নাম প্রদানে অন্তরে তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। সাংখ্যাচার্য্য অন্য কোন নামের উল্লেখ না করিয়া, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে যে পরম জ্ঞানভাব, তাঁহাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা পরমজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই পরম জ্ঞকে অবধারণ করিতে পারিলেই, বাদি-গণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানকে অবধারণ করা হইয়া যায়। এরূপ মীমাংসায় বরং সাম্প্রদায়িকতার ভাব পরিহারে, একাধারে সর্ব্ববাদির ঐকমত্যেরই পরিচয় প্রদানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের স্থান তিনি অধিকার করিয়াছেন। মৎস্য-পুরাণোক্ত বচনেরও সাফল্য হয়। যথা "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং। এতদ্বঃ সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্ ॥" সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই এবং যোগের তুল্য বল নাই ! পণ্ডিত মানবগণ ! এতৎ সম্বন্ধে

আভাস।

আপনাদের সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। সাংখ্যজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ বা তন্ত্রশাস্ত্রে দেবদেবীর অর্চ্চনা-পদ্ধতিতে কেবল পুং-দেবতা বা স্ত্রীদেবতার পূজা কুত্রাপি ব্যবস্থা নাই। নারায়ণের পূজাকালে লক্ষ্মীর পূজা এবং লক্ষ্মীর পূজাতে নারায়ণের; এবং কালীর পূজাতেও মহাকাল ভৈরবের পূজার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। মহাকালরূপ অনন্ত-জ্ঞানের আশ্রয়ে মহাকালীর বিকাশ প্রতিমাদিতে আমরা নয়নগোচর করিয়া থাকি। এতদ্দ্বারা পুংপ্রকৃতির একত্র সমন্বয়ের ব্যাপারই সর্ব্বত্র উপাসনা-কাণ্ডে পরিলক্ষিত করিলে, আমরা স্পষ্টত অবধারণ করিতে পারি যে, সাংখ্য-জ্ঞানই যেন সর্ব্বত্র আমাদের উপাসনা-কাণ্ডে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব সাংখ্য শাস্ত্রকে নিরীশ্বরবাদ বলা কেবল ঔদ্ধত্যের পরিচয় মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ শ্বেতবর্ণ মহাকালের উপর তদীয় নাভি-দেশ ও বক্ষস্থলকে আশ্রয় করত উত্থিতা জগৎ-প্রসবিনী কালীকে আমরা ব্রহ্মময়ী বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। মহাদেবকে আশ্রয় না করিয়া, একাকিনী কালী কখন সংসার প্রসব করেন বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ নাই। অতএব অচেতনা প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড-রচনা করেন, এ কথা সাংখ্যকারের বলিবার তাৎপর্য্য নহে। পুংপ্রকৃতির মিলনে যে অপূর্ব্ব ভাব, সেই ভাবের প্রকৃতাংশে ব্রহ্মাণ্ডের দেহাদি আকার-প্রকারের গঠন এবং চিৎপ্রাধান্যে অনুভূতি অর্থাৎ জ্ঞস্বরূপের গঠন হইয়া থাকে। এই উভয় ভাবের যতই স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবের পরিণাম হউক না! উভয় ভাবেই পুংপ্রকৃতির বিনাভাব সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ জ্ঞ বলিলে যে কেবল চৈতন্যস্বরূপ বুঝায়, তাহা নহে; জ্ঞর অন্তরেও প্রকৃতির সত্ত্বগুণে চৈতন্যের সংযোগ চির বিদ্যমান এবং দৃশ্য বিষয় স্থূল ক্ষিত্যাদি বলিলেও, প্রকৃতির তমোগুণেও চৈতন্যের সংযোগ চির বিদ্যমান স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পঙ্গ্বন্ধবৎ

আভাস।

উভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ''। পঙ্গুর সহিত অন্ধের মিলনে একটী পূর্ণ মানবের কার্য্য হইবার ন্যায়, চিৎজড়ের মিলনে কার্য্য হয় স্বীকার করায়, সংযোগই যে অদ্ভুত ভাব, তাহাই সাংখ্যকর্ত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সংযোগ-ভাবকে বাদিগণ কেহ পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরম বিষ্ণু প্রভৃতি যে যে নাম দিয়া পরিতুষ্ট হয়েন, হউন! সাংখ্যকর্ত্তার তাহাতে কোন আপত্তি নাই! তিনি কোন নাম প্রদান না করিয়া, সকল নামের ও ভাবের মূল ধন উক্ত মহাভাবের পরিচয়টী মাত্র দিয়াই, ক্ষান্ত হইয়াছেন। কারণ সেই মহাভাবকে ধরিতে হইলে, ভক্তের ভাব বা অধিকার অনুসারে তাঁহাকে অবধারণ করিতে হইবে। সমগ্র ভাবের অবধারণের শক্তি কাহারও নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়ামনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, গোপালবেশে যখন মহারাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞ দর্শন উপলক্ষে রাজসভায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার স্কন্ধদেশে বিশাল গজদন্ত বিন্যস্ত অপূর্ব্ব মল্লবেশ নিরীক্ষণ করিয়া, জনগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে তাঁহার স্বরূপকে অবধারণ করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার প্রকৃত রূপ চিনিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত আছে যথা;

মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যু র্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥ ১০ম ৪৩।১৪॥

বলদর্পিত প্রচণ্ড মল্লগণ শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর দর্শনে তাঁহাকে একজন অদ্ভুত মল্লমাত্র বলিয়া অবধারণ করিল; আবার সুন্দর-কলেবর জনগণ তাঁহাকে অসাধারণ রূপবান্ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিল। যুবতী রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কন্দর্প-জ্ঞানে কাম-পীড়িতা হইলেন। গোপগণ পরমাত্মীয় জ্ঞানে নির্ভর-প্রাণে কেবল তৎপ্রতি চাহিয়া নীরব রহিল

আভাস।

মাত্র; কিন্তু দুষ্ট রাজন্যবর্গ কৃষ্ণকে দুষ্টের উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বোধে ভীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল; কিন্তু জনকজননী তাঁহাকে অঙ্কস্থ শিশু-জ্ঞানে বাৎসল্যরসে আর্দ্র হইলেন। ভোজপতি কংস শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া, দণ্ডধারী কালান্তক যমজ্ঞানে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু মূর্খ জনগণ শ্রীকৃষ্ণকে একটী অসাধারণ মানব বোধে স্তম্ভিত হইয়া রহিল অথচ যোগতত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যোগের পরম তত্ত্ব জ্ঞানে মনে মনে প্রণাম করিলেন। এদিকে বৃষ্ণি-বংশীয়গণ তাঁহাকে পরম দেবতা জ্ঞানে দীনভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অতএব যে যেমন অধিকারী সে আপন অধিকারের অনুসারেই ভগবানের ঐকদেশিক ভাব মাত্রগ্রহণ করিয়া থাকে। উক্ত আছে, "যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক দ্বারৈ র্থো নানাগুণাশ্রয়ঃ। তদ্বন্নানেয়তে হীশো বহুভিঃ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ"॥ ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে বিষয়ের এক এক গুণকেই গ্রহণে অধিকারী; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের সমগ্র গুণ কোন এক ইন্দ্রিয় গ্রহণে সক্ষম হয় না। যেমন আপন অধিকারানুরূপ প্রত্যেক পদার্থের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিবিধ শাস্ত্রকারগণ স্বীয় যোগ্যতার অনুসারে, পরম ভাবের এক একটী ভাবের বর্ণনে সেই এক ভগবানকেই বহু ভাবে অর্থাৎ বহু নামরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য কিন্তু বেদান্তাদি বিবিধ দর্শনকারের লক্ষ্য পদার্থ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে যে পরম মহাভাব তাঁহাকেই সর্ব্বকারণ এবং সকল নাম এবং রূপের বাচ্য ও লক্ষ্য পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব ৫৬, ৫৭, এবং ৫৮ কারিকাতে প্রকাশ করা হইল যে, পুংপ্রকৃতির অভেদ মিলনে অর্থাৎ সংযোগে যে পরম ভাব, তাঁহার বহির্মুখী বৃত্তিতে জগৎ সংসারের উৎপত্তি হইলেও, তদন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপের কোন পরিণাম হয় না। তাঁহার প্রকৃত্যংশেরই পরিণাম হয়, যে পরিণামে স্বয়ংই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সাজিয়া, যিনি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এবং স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই চেতনায়মানা প্রকৃতিই স্বয়ং

আভাস।

সৃষ্টি করেন এবং নিজে সমস্ত বুঝেন। তাঁহাতে বোধ এবং ক্রিয়া তুল্যরূপে বিদ্যমান। তিনিই ব্রহ্মময়ী এবং তিনিই ব্রহ্মময়! তাঁহারই অন্তর্নিহিত জ্ঞভাবের চরিতার্থতা সাধনের জন্য তাঁহারই অন্তর্নিহিতা ক্রিয়াশক্তি সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতেছেন। তিনিই বহির্মুখী বৃত্তিতে প্রকৃতি এবং অন্তর্মুখীন নিরাময় বেশে পুরুষ। তিনিই মহাপুরুষ পরমেশ এবং তাঁহারই অন্তর্নিহিত বৃত্তিভাবে বিরাজমান অনন্ত জীবভাব, যাঁহারা ব্রহ্মাদি লোকপাল হইতে আরম্ভ করিয়া, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত বিচিত্র বেশে বিরাজ করিতেছেন। ৬০ সংখ্যা কারিকা পর্য্যন্ত উক্ত চেতনায়মানা প্রকৃতির ক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য প্রভৃতির বর্ণন সাংখ্যাচার্য্য করিয়াছেন; এবং ৬১ ও ৬২ কারিকাতে প্রকৃতির সঙ্গ লাভে নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত চৈতন্যস্বরূপের ভোক্তৃ এবং জ্ঞাতৃ ভাবের উদয়ে যে পুরুষভাব, তাঁহারও ভোগে আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ যে চরিতার্থতা হয়, তাহারও পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

মস্তু ভবতু পুরুষার্থঃ প্রকৃতেঃ প্রবর্ত্তকঃ, নিবৃত্তিস্তু কুতস্ত্যা প্রকৃতেরিত্যত আহ।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ।

নর্ত্তকী যথা রঙ্গস্য (রঙ্গং নর্ত্তনং নৃত্যাদিকৌশলং) দর্শয়িত্বা দর্শকেভ্যঃ প্রদর্শ্য নৃত্যাৎ নর্ত্তন-ব্যাপারাৎ নিবর্ত্ততে, তথা পুরুষায় আত্মানং দৃশ্যরূপেণ বিদ্যমানং স্বস্বরূপং প্রকাশ্য দর্শয়িত্বা, তথা পুরুষস্য আত্মানং দ্রষ্টৃভাবং প্রকাশ্য প্রকৃতিঃ তং পুরুষং প্রতি সৃষ্টিব্যাপারাৎ নিবর্ত্ততে উপরমতি ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ।

দর্শক-সমীপে নর্ত্তকী যেমন স্বকীয় নৃত্যাদির কৌশল প্রদর্শন করাইয়া স্বীয় নৃত্যব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্তা হয়, সেইরূপ

অনুবাদ।

মহাজ্ঞানবতী প্রকৃতি দর্শনেচ্ছুক পুরুষের সমীপে নিজের সৃষ্টির ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক প্রদর্শন করাইয়া, নিবৃত্তপ্রসবা হন। অর্থাৎ দেখাইবার আর কিছু বাকী নাই এবং পুরুষেরও দর্শনের সাধ মিটিয়াছে সুস্থ হইয়াছেন, ইত্যাকার জ্ঞানে সৃষ্টি-কার্য্যে তিনি বিরতা হন ॥ ৫৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

রঙ্গস্যেতি স্থানেন স্থানিনঃ পারিষদানুপলক্ষয়তি। আত্মানং শব্দাদ্যাত্মনা পুরুষাত্ভেদেন চ প্রকাশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

আভাস।

এই কারিকাতে উভয় প্রকৃতি-পুরুষের অবিনাভাব-সম্বন্ধে একাত্ম-ভাব হইলেও, চৈতন্যপ্রধান জ্ঞানের মূর্ত্তিতে এবং ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অবয়ব-প্রধান জ্ঞেয়-ভাবে যে পরস্পরের পার্থক্য আছে, তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ চৈতন্য-প্রধান ভাবে জ্ঞস্বরূপ চেতন পুরুষ এবং জ্ঞেয়ভাবে উত্তরোত্তর জড়-ভাবাপন্ন পুরুষের দেহ এবং বিশ্ব-সংসার যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সংযোগের পূর্ব্বে উভয় পদার্থের অবিনাভাব-সম্বন্ধে যে অপরিমেয় ভাব ছিল, যাহা ধারণাতেও আইসে নাই, এক্ষণে সৃষ্টির পর উভয়ে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ভাবে যে তদন্তরে চির-বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহারই পরিচয় এই কারিকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এইস্থানে চৈতন্য-স্বরূপের জ্ঞাতৃত্ব এবং প্রকৃতি-ভাবের জ্ঞেয়ত্ব বুঝানই উদ্দেশ্য। তথাপি জ্ঞাতা পুরুষ যে কেবল চিৎস্বরূপ নহেন এবং ক্রিয়াশীলা জ্ঞেয়া প্রকৃতিও যে কেবল জড়স্বরূপ নহেন, উভয় ভাবে উভয়েরই পরস্পর মিলন যে চির প্রসিদ্ধ, তাহাই সাংখ্যকর্ত্তার বুঝাইবার তাৎপর্য্য। চিৎজড়ের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও, সৃষ্টির ব্যাপার ব্যতীত তাহার অবধারণ হওয়া যে অসম্ভব, ইহাই প্রতিবোধিত করা হইয়াছে।

আভাস।

এক্ষণে জ্ঞস্বরূপ পুরুষের পক্ষে জ্ঞানা ক্রিয়ার সমাপ্তি হইলেই যেমন তাঁহার উদ্যমের নিবৃত্তি হয়, জ্ঞেয়া প্রকৃতির পক্ষেও দেখাইবার বিষয় নিঃশেষ হইলে, তাঁহারও উদ্যোগের নিবৃত্তি যে হয়, তাহাই নর্ত্তকী এবং দর্শকের দৃষ্টান্তে প্রকাশ করা হইতেছে ॥ ৫৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী

স্যাদেতৎ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিঃ পুরুষার্থং, পুরুষাত্তুপকৃতাৎ প্রকৃতিন প্রত্যুপকারম্, আজ্ঞাসম্পাদনারাধিতাদিবাজ্ঞাপয়িতুর্ভৃত্যঃ, তথা চ ন পরার্থোহস্যা আরম্ভ ইত্যত আহ।

নানাবিধৈ রুপায়ৈ রুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ।

নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ বিচিত্রকার্য্য-সাধনৈঃ উপকারিণী যতঃ গুণবতী গুণত্রয়-বিশিষ্টা প্রকৃতিঃ অগুণস্য গুণাতীতস্য অতঃ অনুপকারিণঃ (প্রকৃতি-কার্য্যানুভাবেন স্বকীয়ানুভূতি-স্বরূপাবধারণং বিনা প্রকৃতেঃ কমপি উপকারং কর্ত্তুং উদাসীনস্য) সতঃ নিত্যসিদ্ধভাবেন অবস্থিতস্য, পুংসঃ জ্ঞস্বরূপস্য অর্থং প্রয়োজনং, অপার্থকং নিঃস্বার্থং এব চরতি সম্পাদয়তি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ।

পরিণীতা পতিব্রতা পত্নী যেমন কেবল স্বামীর সন্তোষ উৎপাদনার্থ যাবদীয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, গুণময়ী মহাশক্তি প্রকৃতিও সেইরূপ গুণাতীত সুতরাং প্রত্যুপকারে উদাসীন নিত্যসিদ্ধভাবে চির বিদ্যমান জ্ঞস্বরূপ পুরুষের প্রয়োজনও নিজে নিঃস্বার্থে সম্পন্ন করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

যথা গুণবানপ্যুপকার্য্যপি ভৃত্যো নির্গুণে অতএবানুপকারিণি স্বামিনি নিষ্ফলারাধনঃ, এবমিয়ং প্রকৃতিস্তপস্বিনী গুণবত্যুপকারিণ্যপ্যনুপকারিণি নির্গুণেহপি পুরুষে ব্যর্থ-পরিশ্রমেতি পুরুষার্থমেব যততে ন স্বার্থমাত্ম-সিদ্ধম্ ॥ ৬০ ॥

আভাস।

এই কারিকাতে প্রকৃতির অন্তরেই যাবতীয় বৃত্তির যে উদ্রেক হয় এবং চৈতন্যস্বরূপে কেবল সাক্ষিভাবে অবস্থান ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তির পরিচয় হয় না, তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। কারণ প্রকৃতি গুণময়ী; রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ প্রভৃতি সকল বৃত্তিই এক প্রকৃতির পরিণামেই উদিত হয়। সুতরাং সকল ব্যাপারই প্রকৃতির অন্তরে নিহিতা। সাংসারিক ব্যবহারে দেখা যায় যে, যাহার যাহা কিছু থাকে, সে তাহা অন্যকে না দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করে না। আত্ম-গৌরব বা ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন রাখিতে কেহ চাহে না; এটী স্বভাব-সিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মটী যে মূলা প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইয়াই জগতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। আমরা স্ত্রী পুত্রাদি স্বজনগণের জন্য এবং ক্ষমতা থাকিলে, দূরবর্ত্তী পরেরও জন্য, অর্থাৎ সকলের উপকার সাধনের জন্যই যে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত এবং বিব্রত থাকি, সে কেবল মূলা প্রকৃতির স্বভাবের অনুরোধে মাত্র। আমরা প্রকৃতির সন্তান! সুতরাং জননীর স্বভাবের অনুকরণেই সকলে কার্য্য করিতেছি! ইহা আমাদের অন্তর্নিহিত গূঢ় স্বভাব। প্রকৃতি গুণময়ী; পুরুষ চৈতন্যস্বভাব। তিনি কেবল প্রকৃতির ক্রিয়ার পরিচয় গ্রহণ করেন এবং প্রকৃতি আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদানোপলক্ষে পুরুষেরও আত্ম-পরিচয় গ্রহণ ব্যাপারেও সাহায্য করেন। এতদ্দ্বারা উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে কৃতার্থ হইয়া থাকেন॥ ৬০॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রকৃতি স্বকীয় ভাবের পরিচয় পুরুষ সমীপে প্রদর্শন করাইয়া যে চির নির্ব্বৃতা হইবেন, পরে আর কখন তাঁহাকে প্রদর্শন করাইবেন না, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য পরবর্ত্তী কারিকার সন্নিবেশ হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ নর্ত্তকী নৃত্যং পরিষদ্‌ভ্যো দর্শয়িত্বা নিবৃত্তাপি পুনস্তদ্দ্রষ্টুং কৌতূহলাৎ প্রবর্ত্ততে যথা, তথা প্রকৃতিরপি পুরুষায়াত্মানং দর্শয়িত্বা নিবৃত্তাপি পুনঃ প্রবৎস্যতীত্যত আহ।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুন র্ন দর্শন মুপৈতি পুরুষস্য॥ ৬১॥

অন্বয়ঃ।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং মনোজ্ঞং জ্ঞাতব্যং কিঞ্চিৎ অন্যৎ ন অস্তি; সর্ব্বং মে ময়া জ্ঞাতং ইতি পুরুষস্য মতিঃ ভবতি; তথা যা অহং প্রকৃতিঃ পুরুষেণ দর্শকেন দৃষ্টা যাতা অস্মি ভবামি, অতঃ সা পুরুষস্য দর্শনং দৃক্‌বিষয়ং পুনঃ ন উপৈতি ন গচ্ছতি নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ। ৬১।

অনুবাদ।

প্রকৃতির যাবদীয় প্রচ্ছন্ন ভাব আমার পরিজ্ঞাত হওয়া হইয়াছে, আর তাহার কিছু জানিবার ভাব বাকী নাই, বলিয়া জ্ঞাতা পুরুষ যেমন দর্শনে প্রতিনিবৃত্ত হন, সেইরূপ প্রকৃতিও নিজের যাবদীয় ভাব একবার যখন পুরুষের সমীপে প্রকাশ করা হইয়াছে, আর নূতন কিছু দেখাইবার অবশিষ্ট নাই স্থির হয়, তখন তিনিও পুরাতন বিষয় প্রদর্শনার্থ পুনঃ উদ্যতা হন না॥৬১॥

তত্ত্বকৌমুদী।

সুকুমারতরা অতিপেশলতা পরপুরুষ-দর্শনাসহিষ্ণুতেতি যাবৎ। অসূর্য্যম্পশ্যা হি কুলবধূঃ অতিমন্দাক্ষমন্থরা প্রমাদাদ্বিগলিতসিচয়াঞ্চলা চেদালোক্যতে পরপুরুষেণ তদাসৌ তথা প্রযততে অপ্রমত্তা যথৈনাং পুরুষান্তরাণি ন পুনঃ পশ্যন্তীতি। এবং প্রকৃতিরপি কুলবধূতোঽপ্যধিকা দৃষ্টা বিবেকেন ন পুনর্দ্রক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। ৬১।

আভাস।

মহামতি টীকাকার একটী আদিরসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে পাঠকবর্গের হৃদয়ে সুমধুর ভাবে বিষয়টীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ইহা সকলেই সুস্পষ্ট অবধারণ করিতে পারেন যে, অভাবের পূরণার্থই স্বভাব নিরন্তর উদ্‌যোগী থাকেন। অভাবের পূরণ হইলেই, স্বভাব আর তৎসমীপে অগ্রসর হন না। পুষ্করিণী প্রভৃতি খাদের পূরণার্থ, জল স্রোতঃশক্তি সহকারে মৃত্তি-

আভাস।

কাকে বহন করত খাদে নিপাতিত করে। খাদ পূর্ণ হইলে, জল আর মৃত্তিকা বহনে তৎসমীপে অগ্রসর হয় না; এবং খাদস্থ ভূমিও মৃত্তিকা গ্রহণে স্বীকৃত থাকে না। এক্ষণে আশঙ্কা এই যে, ক্ষুধা বা পিপাসাদি অন্তরে থাকিলেই তৎপূরণার্থ প্রবৃত্তি আইসে বটে, কিন্তু ভোজনাদিতে পরিতৃপ্ত হইলে, এবং তৎকালে আর ভোজনের প্রবৃত্তি না থাকিলেও, আবার তাদৃশ ক্ষুধাদির অভাবের অভিযোগ পরে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানে তাদৃশ বারংবার অভিযোগ ঘটে না। জ্ঞানের ক্ষুধা একবার নিবৃত্ত হইলে, পুনরায় আর তাহার উদ্রেক হয় না! দেহ ইন্দ্রিয় মন অহঙ্কার এবং বুদ্ধিরূপ উপকরণকে আশ্রয় করিয়া, বুঝিবার কামনায় আমরা এই সংসার-রাজ্যে আগমন করিয়াছি! বুঝা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কার্য্যই নাই। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা যাহাকে কার্য্য বলিয়া মনে করি, সে সমস্ত কেবল অনুরোধের কার্য্য মাত্র; নিজ-কার্য্য নহে। অর্থাৎ দেহ বা ইন্দ্রিয়াদি যাবদীয় উপকরণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে উপযুক্ত রাখিবার জন্যই আমরা কার্য্য করি। অন্নপানাদি দানে দেহকে পরিতৃপ্ত এবং পুষ্ট করি বটে, কিন্তু সে কার্য্য প্রকৃত নিজের কার্য্য নহে! কারণ দেহের সঙ্গে সঙ্গেই সে কার্য্যের সমাপ্তি হইয়া যায়। দেহ অতি অল্পকাল সংসার-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এই ধরণীপৃষ্ঠেই লীন হইয়া যায়। সুতরাং ইহার সেবায় আমার যাবদীয় পরিশ্রমও নিরর্থক হইয়া যায়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়-গ্রামকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধাদি প্রদানে যতই সেবা করিলাম, তাহাদের অবসাদে আমার সকল পরিশ্রমই নষ্ট হইল; এবং ঐরূপ মন অহঙ্কার এবং বুদ্ধিকেও তাহাদের স্ব স্ব ভোগ্য প্রদানে যতই পরিশ্রম করিলাম, সেই সকল উপকরণের বিয়োগেও আমার সকল পরিশ্রমই ঐরূপে নিরর্থক হইয়া যাইবে। অতএব এই সকল উপকরণের পুষ্টিসাধন করাই যে আমার প্রধান কার্য্য, তাহা নহে।

আভাস।

অশ্বকে উত্তম ভোজন দ্রব্য প্রদানে যে বলিষ্ঠ করি, তাহাকে আমার শকট বহনের উপযোগী করিবার জন্যই মাত্র; সেইরূপ আমরা আমাদের দেহাদি করণগ্রামের যে সেবা নানাপ্রকারে করি, তাহা কেবল তাহাদের দ্বারা আমাদের বুঝা-কার্য্যের সৌকার্য্যার্থ মাত্র। কারণ তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী পুষ্টিসাধক কার্য্য আছে, যাহার সাহায্যে আমার মূল কার্য্য বুঝা-ব্যাপারের সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। অতএব কেবল দেহাদি উপকরণের চরিতার্থতা সাধন করিলেই আমার মানব-জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে না। সেবা দ্বারা কেবল দেহাদি করণগ্রামের পুষ্টিসাধন করিয়া, তাহাদের দ্বারা আমার মূলধন জ্ঞস্বরূপ পুরুষের জানিবার ক্ষুধার নিবৃত্তি করা প্রয়োজন।

এই জ্ঞস্বরূপের ক্ষুধা বড়ই ভীষণ! তৃণাদি কাষ্ঠ-সংলগ্ন বহ্নি কেবল স্ফুলিঙ্গাকার হইতে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, নিকটস্থ যাবতীয় আগ্নেয় পদার্থকে দগ্ধ করত, স্বয়ং যেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ আমার জ্ঞানাগ্নি উপকরণ-সমূহের আনীত যাবতীয় ভোগ্য বিষয়কে আশ্রয় করত যখন পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন মহাশক্তি প্রকৃতির যাবদীয় ভাব তাহার অন্তরে একবার সম্পূর্ণ নিহিত হইলে, জ্ঞানের সম্পূর্ণ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া যায়; আর তাহার জানিবার কিছুই বাকী থাকে না। সুতরাং পুনরায় দর্শনের বা জানিবার আর প্রবৃত্তিও থাকিবে না।

অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তি বারংবার ঘটিলেও, জ্ঞানের বৃত্তি কিন্তু একবারই হয়। যাহাকে একবার বুঝিল, তাহাকে বুঝিবার জন্য দ্বিতীয় বার আর প্রয়াস করিতে হয় না। প্রকৃতির যাবদীয় ভাবই জ্ঞানের বিষয়। তাহারা একবার বিষয়বেশে পরিচিত হইলে, দ্বিতীয় বার পরিচয় প্রদানে অগ্রসর হয় না। কারণ জ্ঞাতার আর জানিবার উৎকণ্ঠা থাকে না; সুতরাং জ্ঞেয়া প্রকৃতিরও পুরাতন বিষয় প্রদর্শন করান অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং

আভাস।

লজ্জিতা প্রকৃতি তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সন্নিধানে স্বকীয় সৃষ্টিকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্তা হন ॥ ৬১ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ, পুরুষশ্চেদগুণোঽপরিণামী কথমস্য মোক্ষঃ? মুচের্বন্ধনবিশ্লেষার্থত্বাৎ, সবাসনক্লেশকর্ম্মাশয়ানাঞ্চ বন্ধনসংজ্ঞিতানাং পুরুষেঽপরিণামিন্যসম্ভবাৎ। অত-এবাস্য ন সংসারঃ প্রেত্যভাবাপরনামাস্তি নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। তস্মাৎ পুরুষবিমোক্ষার্থমিতি রিক্তং বচঃ, ইতীমামাশঙ্কামুপসংহারব্যাজেনাভ্যুপগচ্ছন্নপাকরোতি।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পুরুষ যখন গুণের অতীত, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার কোনরূপ পরিণাম হয় না; সুতরাং ক্লেশকর্ম্মাদি বন্ধনের কারণ তাদৃশ নির্গুণ পুরুষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে! অতএব নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ পুরুষে জন্ম-মরণাদি সংসার-ভাব সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি একথাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ পরবর্ত্তী করিকার অবতারণা হইয়াছে।

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ (নির্গুণত্বাৎ অপরিণামিত্বাৎ চ) কশ্চিৎ পুরুষঃ অপি অদ্ধা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেন, ন বধ্যতে নাপি সংসরতি জন্মমরণাদিরূপং সংসারং ন ভজতে নাপি মুচ্যতে বন্ধনাৎ ন মুক্তো ভবতি। নানাশ্রয়া স্থূল-সূক্ষ্মাদি নানাভাবগতা চেতনায়মানা প্রকৃতিঃ এব সংসরতি, বধ্যতে তথা মুচ্যতে চ ইতি সিদ্ধান্তঃ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ।

চিৎসংসর্গে নিত্য চেতনায়মানা ত্রিগুণা প্রকৃতির সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে যখন পুরুষভাব এবং রজঃ ও তমোগুণের উৎকর্ষে যখন অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, ভোগ্য পদার্থ এবং ভোগায়তন দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ পুরুষে বন্ধন, সংসার বা মুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় না। চেতনায়মানা প্রকৃতিরই বন্ধন

অনুবাদ ।

সংসার এবং মুক্তি হইয়া থাকে। কারণ প্রকৃতিই নানাশ্রয়া। সুতরাং একা প্রকৃতিই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য সাজিয়া সংসার করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

অদ্ধা ন কশ্চিৎ পুরুষো বধ্যতে ন কশ্চিৎ সংসরতি ন কশ্চিন্মুচ্যত ইতি। প্রকৃতিরেব তু নানাশ্রয়া সতী বধ্যতে চ সংসরতি চ মুচ্যতে চ। বন্ধমোক্ষ-সংসারাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে, যথা জয়পরাজয়ৌ ভৃত্যগতাবপি স্বামিন্যুপচর্য্যেতে; তদাশ্রয়েণ ভৃত্যানাং তদ্ভাগিত্বাৎ তৎফলস্য চ শোকলাভাদেঃ স্বামি-সম্বন্ধাৎ। ভোগাপবর্গয়োশ্চ প্রকৃতি-গতয়োরবিবেকাগ্রহাৎ পুরুষসম্বন্ধ উপপাদিত ইতি সর্ব্বং সুস্থম্‌ ॥ ৬২ ॥

আভাস।

চিৎস্বরূপ পুরুষের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-ভাব হয় না; সুতরাং বন্ধন বা মুক্তি গুণাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে অসম্ভব। তবে উক্ত চিৎস্বরূপ ভাবের সংযোগে প্রকৃতির যে চিত্তভাব এবং গুণপরিণামে স্থূল সূক্ষ্মাদি ভেদে যে বিচিত্র পরিণাম ভাব হয়, তদ্দ্বারাই উভয় ভোগ্য এবং ভোক্তৃভাবের ব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের পরিণামে প্রকৃতির যে স্বরূপাবস্থা তাহাতে চৈতন্যের সংক্রমন জন্য অবিনা-ভাব-সম্বন্ধই দ্রষ্টা পুরুষ। এই পুরুষই প্রকৃতির গুণবৈষম্য নিবন্ধন নানা পরিণামে স্বয়ং অপরিণত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও, সুখ দুঃখাদির অনুভব করেন এবং লিঙ্গশরীরাদির আশ্রয়ে জন্মজন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই পুরুষও কেবল চিৎস্বরূপ নহেন এবং প্রকৃতিও কেবল জড়পদার্থ নহেন। উভয়ের অবিনাভাবের পূর্ণ বিকাশে সত্ত্বপ্রধান চিৎস্বরূপে পুরুষ। সুতরাং পুরুষের ভাবটী জ্ঞানপূর্ণ হইলেও, প্রকৃতিনিষ্ঠ। তখন তাহার ভোগ, বন্ধন এবং জন্মান্তর লাভ বা নিরুদ্ধবেগে অবস্থিতি-রূপ মুক্তিও প্রকৃতিনিষ্ঠ! সুতরাং পুরুষের জন্মাদি বলিলে, অবিনা-

আভাস।

ভাবসম্বন্ধে চেতনায়মানা বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা প্রকৃতিরই ; বলিতে হইবে। প্রকৃতির যে অংশে গুণত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়, সেই অংশেই লিঙ্গদেহাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে ; সুতরাং দ্রষ্টা পুরুষ তাহাতে লিপ্তের ন্যায় অনুভূত হন। পুরুষভাগে অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপের অবিনাভব-সম্বন্ধে বিদ্যমান প্রকৃতি-ভাগে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের চির অস্তিত্ব নিবন্ধন তদন্তরে চিত্তের কেবল বৃত্তিভাবে পরিণত হওয়া ব্যতীত, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পরিণাম হয় না ; কারণ তাহাতে সম্পূর্ণ সত্ত্বগুনেরই চির বিদ্যমান ভাব চিরকাল থাকে। এই ভাবটীই প্রকৃতির যাবদীয় পরিণামের পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হয় ; নিজে কখন পরিণত হয় না। জপাদি রঙ্গে স্ফটিক রঞ্জিত হইলেও, যেমন স্বয়ং স্ফটিক স্বীয় শুভ্রভাব পরিত্যাগ করে না, নিজের স্বতঃসিদ্ধ শুভ্রত্ব নিবন্ধন, আপন ভাবকে বজায় রাখিয়া, অন্যান্য সকল বর্ণকে আত্ম-স্বরূপে প্রকাশ করিতে পারে, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণা প্রকৃতিকে আপন অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াও, অঙ্গী পুরুষ যাবদীয় প্রাকৃতিক ভাবকে উপলব্ধি করেন ; কিন্তু কিছুতেই মিলিত হন না। কেবল অনুভূতির মূর্ত্তিতে সকল ভাবের সংস্রব করিয়াও, নিজের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ নিবন্ধন সকল ভাব হইতে চিরকালই পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করেন। সত্ত্বগুণই প্রকৃতির মূল মূর্ত্তি। রজঃ এবং তমোগুণ উক্ত প্রকৃতির প্রসারণ এবং সঙ্কোচন বৃত্তি মাত্র। সুতরাং এই বৃত্তিদ্বয়ের উদয়েই সৃষ্টি এবং সংহার-ব্যাপার সাধিত হইতেছে। অবশ্য উক্ত বৃত্তিদ্বয় যখন সত্ত্বগুণের আশ্রয়েই প্রকটিত হয় এবং সত্ত্বেই লীন হয়, তখন সত্ত্বই চির প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি, যাহা সৃষ্টির আদিতে এবং অন্তে চির বিদ্যমান থাকে ; এবং তখন রজঃ ও তমোগুণ শক্তিরূপে সত্ত্বেরই অন্তরে তৎকালে প্রলীন থাকে। অতএব যতই সৃষ্টি হউক ! এবং যে অংশেই হউক ! সকলের আধার এবং প্রতিপালক বেশে সত্ত্বগুণা প্রকৃতিকে মূল আশ্রয়রূপে চিরকাল বিদ্যমান থাকিতে

আভাস।

হয়; সুতরাং পরম চৈতন্যের আবেশ হইতে তিনি কখন বিচ্যুতা হন না। এই উভয়ের পরস্পর আবিষ্ট ভাবই পরম ব্রহ্ম বা পরম জ্ঞ ভাব। অতএব পরম জ্ঞভাবও পুংপ্রকৃতির অবিনাভাবে প্রকৃতি-নিষ্ঠ ভাব মাত্র।

এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তৎকালে সত্ত্বগুণের কেবল মাত্র উদয় থাকিলেও, রজঃ এবং তমোগুণ শক্তিরূপে তদন্তরে লীন থাকে; কিন্তু কোন কার্য্য করে না। সুতরাং তৎকালে পরমজ্ঞও আত্মভাবে পরমানন্দেই অবস্থান করেন। যখন প্রকৃতিতে রজঃ এবং তমোভাবের উন্মেষণ হইবার উপক্রম হয়, তখনই তাঁহার আত্মভাবের বহির্মুখা বৃত্তির উদয় হয় এবং তৎকালে তাদৃশ অবধারণের ভাবকে জ্ঞানময় ব্রহ্মভাব, দেবভাব এবং ভোক্তৃভাবাদির উদ্রেকে প্রকৃতির কলেবরে বিচিত্র জীবভাবের প্রতীতি ঘটে। যখন বুঝিবার প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন বুঝাইবার জন্য বিচিত্র ভোগেরও উদয় হইতে থাকে। তাহাও প্রকৃতিরই পরিণাম! সুতরাং উপলব্ধি যেমন চিৎপ্রধান প্রকৃতির ভাব, উপলব্ধির বিষয়ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত পরিণাম মাত্র। অতএব সমগ্র স্থাবর পদার্থের দেহ যেমন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম, পুরুষরূপী জীবভাবও প্রকৃতির সত্ত্বগুণের পরিণাম। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে চিৎস্বরূপের পরম আত্মীয়তাই পুরুষ। ভগবান্ গীতাবাক্যে বলিয়াছেন যে, ভূমি প্রভৃতি অহঙ্কার পর্য্যন্ত আটটী তত্ত্ব যেমন তাঁহার প্রকৃতি বটে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রকৃতিই জীবভূতা প্রকৃতি। যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করত, ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কথায় প্রকাশ যে, প্রকৃতিই জীব হন; আবার জড়মূর্ত্তিতে জগৎ রচনা করেন। জীব মূর্ত্তিতে ভোগ করেন এবং জগৎ মূর্ত্তিতে ভোগ্যা হয়েন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ব্রহ্মমোহন কালে প্রকাশ আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন বনমধ্যে গোবৎস এবং গোপাল বালকদিগকে

আভাস ।

সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিশ্ব-বিধাতা কমলাসন ব্রহ্মা স্বীয় ইষ্টদেবতার পরিচয় পাইবার মানসে কৃষ্ণানুচর গোপ-বালক এবং বৎস সমূহ হরণ করত মায়াতল্পে শায়িত করেন । পরে সেই বালকরূপী শ্রীহরির সমীপে আগমন করিয়া দেখিলেন, নিজের অপহৃত বৎস এবং বালকের অনুরূপ গোবৎস এবং বালক-সমূহ আত্মস্বরূপ হইতে পৃথক্ ভাবে সৃজন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ মানুষ পরিমাণে সম্বৎসর কাল লীলা করিতেছেন । তখন তিনি বুঝিলেন যে, একই অনন্ত হন এবং অনন্ত জীব বা জগৎ সেই একেই পর্য্যবসিত হয় । অতএব এক পরম মহত্তত্ত্বই অনন্ত জীবনামে ও জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হয় এবং অনন্ত জীব বা জগৎও উপশান্ত হইয়া, মহত্তত্ত্বের ভাবে পর্য্যবসিত হয় । অতএব প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই যখন পুরুষত্বের ভাব, তখন চেতনায়মানা প্রকৃতিরই বন্ধন বা প্রকৃতিরই মুক্তি স্বীকার করিতে হইবে । নিরঞ্জন, চৈতন্যস্বরূপের বন্ধন বা মোক্ষ কেবল কল্পনা মাত্র ॥ ৬২ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

সত্ত্বগতং প্রকৃতিগতা বন্ধসংসারাপবর্গাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে ইতি; কিংসাধনাঃ পুনস্তে প্রকৃতেরিত্যত আহ ।

রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ ।

প্রকৃতিঃ এব সপ্তভিঃ রূপৈঃ (জ্ঞানবর্জ্জধর্ম্মাদিভিঃ সপ্তভাবৈঃ) আত্মনা আত্মানং পুরুষরূপং বধ্নাতি সা এব বুদ্ধিরূপা প্রকৃতিঃ পুরুষার্থং ভোগাপবর্গং, প্রতি আত্মানং পুরুষরূপং বিমোচয়তি একরূপেণ তত্ত্বজ্ঞানেন এব ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ ।

দেহী-দেহের ভেদের ন্যায়, চেতনায়মানা প্রকৃতির অন্তরেও অনুভবকর্ত্তা পুরুষ এবং অনুভবের বিচিত্র বিষয়-ভেদে দ্বিবিধ

অনুবাদ।

ভাব চির-বিদ্যমান আছে। অতএব বুদ্ধিরূপা প্রকৃতি স্বকীয় ধর্ম্ম বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই সাতটী ভাবের দ্বারা স্বকীয় অনুভব-কর্ত্তা পুরুষকে অনুভবের বিষয় প্রদর্শনে সংসার-পথে ভ্রমণ করাইতেছেন; এবং ভোগে পূর্ণকাম সুতরাং বিরক্ত পুরুষ-ভাবকে পুনঃ স্বকীয় অন্তর্নিহিত কেবল একটীমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের ভাব প্রদর্শনের দ্বারা সংসারে মুক্ত করিতেছেন ॥ ৬৩ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জং বধ্নাতি ধর্ম্মাদিভিঃ সপ্তভিঃ রূপৈ র্ভাবৈরিতি। পুরুষার্থং প্রতি ভোগাপবর্গং প্রতি আত্মনাত্মানমেকরূপেণ তত্ত্বজ্ঞানেন বিবেকখ্যাত্যা বিমোচয়তি পুনর্ভোগাপবর্গৌ ন করোতীত্যর্থঃ। ৬৩ ॥

আভাস।

ভগবান্ মনু তদীয় সংহিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন; "দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ প্রভু পরমেশ নিজ দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে পুরুষ, অপর ভাগে নারীভাবের সৃজন করিলেন; এবং পুনঃ উক্ত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে নারীর অন্তর হইতে এই বিচিত্র ভাবে বিরাজিত বিরাট্ পুরুষের উৎপাদন করিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে, স্ত্রী পুরুষের উপাদান বা উপকরণ এক! কেবল কার্য্যত ভিন্ন। পুরুষ প্রদাতা; স্ত্রী গ্রহণ-কারিণী মাত্র। সুতরাং স্ত্রী দেহে পুরুষের আংশিক ভাব এবং স্ত্রীদেহে পুরুষের আংশিক ভাব চির বিদ্যমান। এমন কি! স্ত্রীদেহে আংশিক পুংচিহ্ন এবং পুং দেহে আংশিক স্ত্রীচিহ্ন সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব একা প্রকৃতিতেই তাহার গুণবৈষম্যে উভয় পুরুষ ও নারীর পরিচয় ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণের পরিণামে পুরুষদেহ এবং রজোগুণের আধিক্যে নারীদেহের পরিচয় হয়। অতএব চিৎভাগে পুরুষ এবং

আভাস।

জড়ভাগেই যে কেবল স্ত্রী, তাহা নহে। একা প্রকৃতিই চৈতন্য-সংযোগে স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং উভয় স্ত্রী ও পুরুষের অন্তরে মহত্তত্ত্বের আশ্রয়ে যে জ্ঞভাব, তিনিই বন্ধন এবং মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়া, উভয় স্ত্রীপুরুষদেহে বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তি এবং তৈলের গুণ অনুসারেই প্রকাশ-স্বরূপ উজ্জ্বল দীপালোক আত্মপ্রকাশ করে। তৈল-বর্ত্তির সদ্ভাবে দীপালোকের ঔজ্জ্বল্য এবং অভাবেই আলোকের ম্লানভাব বা নিবৃত্তি যেমন হয়, সেইরূপ মূল আশ্রয় মহত্তত্ত্বের অন্তরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে জ্ঞান বা মুক্তি এবং রজঃ ও তমোগুণের উদ্রেকে অজ্ঞান বা বন্ধন ঘটিয়া থাকে। এদিকে মহত্তত্ত্ব যখন প্রকৃতিরই সত্ত্বগুণের পরিণাম, তখন জ্ঞস্বরূপ পুরুষের বন্ধন বা মোচনও মূল প্রকৃতি-স্বরূপের উপরই নির্ভর করে। কারণ জ্ঞস্বরূপে প্রতিপন্ন পুরুষভাবও প্রকৃতিরই সত্ত্বপরিণাম বিশেষ। অতএব বন্ধন বা মুক্তি কেবল নিরঞ্জন চৈতন্য-স্বরূপের যে নহে, চেতনায়মান। পুরুষভাব-বিশিষ্ট প্রকৃতির বলিয়া যে পূর্ব্ব কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে।

এই কারিকাতে দর্শনকার বুঝাইয়াছেন যে, বুদ্ধির ধর্ম্মাদি যে আটটী ভাব আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই সাতটী ভাবই সৃষ্টির অভিমুখে ধাবিত হয়; সুতরাং এই সাতটীর অনুরোধে জ্ঞস্বরূপ পুরুষের কেবল সুখদুঃখাদির ভোগোপলক্ষে সংসার ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধির কেবল একটী জ্ঞানমাত্র বৃত্তির সাহায্যে পুরুষ নির্ব্যাপারী হইয়া, মুক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ সুস্থভাবে স্বকীয় পরমানন্দ ভাবেই অবস্থান করেন।

আদিজ্ঞানবান্ মহর্ষি কপিলদেবের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, মুক্তদশাতেও পুরুষ কেবল চৈতন্যস্বরূপ নহেন; সেখানেও চৈতন্য স্বরূপ চিৎভাবের সহিত মূলাশক্তি প্রকৃতির অবিনাভাব-সম্বন্ধ

আভাস।

চির বিদ্যমান থাকে। তবে বুঝিবার আর উদ্যম থাকে না; কারণ সকল বিষয় বুঝা হইয়াছে; বাকী কিছুই নাই। গৃহকার্য্যের সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত করিয়া, সেই সমাপ্তির ভাবকে অনুভব করত আমরা যেমন সুস্থভাবে আনন্দানুভব করি, সেইরূপ মুক্ত পুরুষও ভোগ-ব্যাপারের ক্রম ও ভাব বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, পরমানন্দ-স্বরূপ পরম জ্ঞকে অবধারণ পূর্ব্বক সুস্থ ভাব অবলম্বন করেন। তখনই যে, তাঁহার বুঝা বা ভোগরূপ ব্যাপারের সমাপন হইল, তাহা নহে; যিনি সংসার সৃজনে, ভোগ করাইতেছিলেন, তাঁহাকেও অবধারণ করা হইল। সুতরাং পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা মুক্ত পুরুষের ভোগ হইতে লাগিল। এই ভাবটীকে মীমাংসায় অবধারণ করিতে পারিলে, শ্রুতি যে বলিয়াছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো-বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" এই মন্ত্রটীরও সুমীমাংসা হইয়া যায়। "আনন্দং ব্রহ্ম ব্যজানাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ বলিয়া অবধারণ কর! আনন্দময় ব্রহ্মভাবকে অবধারণ করিতে পারিলে, আর ভয় থাকে না। এই শ্রুতি অনুসারে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয় ভাবের চির বিদ্যমানতা স্বীকার করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মুক্তাবস্থায় আত্মস্বরূপের অবধারণে স্বরূপে বিশ্রাম বা স্বরূপের সাক্ষাৎকার মাত্র ব্যাখ্যা করিয়াই অদ্বৈত-বাদের মীমাংসা করিয়াছেন। বেদান্ত এই অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ হইতেই সৃষ্টির পর্য্যায় বর্ণন করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন যে, মায়া বা বিদ্যা চৈতন্যস্বরূপেরই অন্তরঙ্গা শক্তি মাত্র। উক্ত প্রকৃতি একবার উদিত হইয়া সৃজন করেন, পরক্ষণে বিরত-প্রসবা হইয়া, চৈতন্য-গর্ভেই লীনা থাকেন। সাংখ্যাচার্য্যের আপত্তি এই যে, যখন লীনা থাকেন তখন কোথায়? কারণ চৈতন্যস্বরূপে অন্তর্বহিঃ প্রভৃতি স্থানের ত নিরূপণ হইতে পারে না। স্থান নিরূপণ করিতে হইলেই, মায়া বা প্রকৃতির কলেবরেই স্থানের নির্দ্দেশ হইতে পারে। অতএব

আভাস।

চৈতন্যময়ী মায়া বা প্রকৃতি এবং প্রকৃতি বা মায়ার সর্ব্বাংশে এবং সর্ব্বভাবে চিৎস্বরূপের অস্তিত্ব চির বিদ্যমান বর্ণন করিয়া, উভয়েরই বিভুত্ব ভাবের পরিচয় প্রদানে বরং সাংখ্যাচার্য্যই মীমাংসায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সাংখ্যাচার্য্য প্রকৃতি-পুরুষের অবিনাভাব-সম্বন্ধ চির বিদ্যমান ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের অপনয়ন করিয়াছেন। এ ভাবটী যে কত অসীম এবং অনন্ত, তাহা ভোগী জীবের ধারণায় আইসে না। ভোগ হইতে নিরস্ত হইলে, যেমন আত্মস্বরূপের উপলব্ধি আপনিই আইসে, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি করিবার ভাব এবং সৃষ্টি হইতে তাঁহার নিবৃত্তির ভাবও নিবৃত্ত পুরুষের হৃদয়ে সেইরূপ উপলব্ধ হয়; তখনই পরম জ্ঞকে অবধারণ করিয়া, মুক্ত পুরুষ পরমানন্দ উপলব্ধি করেন। এই পরম জ্ঞই নিবৃত্ত পরমানন্দ-ভাব। এই পরম জ্ঞর সীমা বা অন্ত নাই। মাতৃগর্ভে যেমন সন্তানের জন্ম হয়, অনন্ত আকাশের একদেশে যেমন মেঘের উদয় হয়, সেইরূপ এই মহাকাশও যাঁহার স্বরূপ হইতে প্রকটিত হইয়াছে এবং আকাশেরও জনক অহঙ্কার যে মহত্তত্ত্ব হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে এবং তাদৃশ অনন্ত কোটি মহত্তত্ত্বও আবার প্রকৃতি-পুরুষের যে অবিনাভাব-সম্বন্ধে বিরাজমান, সেই পরম জ্ঞভাব হইতেই সমস্ত উৎপন্ন। মানব! সেই পরম জ্ঞভাবকে অবধারণ করিতে পারিলে, ব্যক্তও অব্যক্ত এবং জ্ঞরও অবধারণ করা হইবে এবং ভোগ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি লাভে পরমানন্দের উপলব্ধি চির বিদ্যমান থাকিবে। অতএব জীবও মায়াময় এবং শিবও মায়াময়! তবে শিব মায়ার প্রভাবে সৃষ্টি করেন এবং জীব মায়ার প্রভাবে তাহা ভোগ করেন। সুতরাং জীব মায়া বা প্রকৃতির অধীন! কিন্তু মায়া শিবের অধীন! এই ভাবটী মাত্র সাংখ্যাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জীবকে প্রকৃতির গঠিত পুত্রবৎ উৎপন্ন, লালিত ও পালিত হইয়া প্রকৃতির

আভাস।

সাহায্যেই যে মুক্তিপদ লাভ করে, ইহারই পরিচয় এই কারিকাতে প্রদান করিয়াছেন॥ ৬৩॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অবগতমীদৃশং তত্ত্বং ততঃ কিমিত্যত আহ।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ ৬৪॥

অন্বয়ঃ।

এবং পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ তত্ত্বাভ্যাসাৎ (তত্ত্বানাং প্রকৃত্যাদি-ভূম্যন্তানাং অভ্যাসাৎ পৌনঃপুন্যেন চেতসি জ্ঞেয়-রূপেণ বোধস্বরূপাৎ পৃথক্‌কৃত্য অবধারণাৎ) ন অস্মি (কমপি আশ্রিত্য বা) ন অহং (কর্ত্তৃত্বাভিমানেন বা) ন মে (কেনাপি সহ সম্বন্ধিত্বেন বা ন ইতি); অপিতু অবিপর্য্যয়াৎ অজ্ঞান-মূলক-ভাবাভাবাৎ বিশুদ্ধং নির্ম্মলং অপরিশেষং (নাস্তি পরিশেষঃ যস্য তাদৃশং) অনন্তং কেবলং জ্ঞানং উৎপদ্যতে অবভাতি॥ ৬৪॥

অনুবাদ।

এই প্রকার শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বসমূহের বিচার পূর্ব্বক চিন্তনে চিত্ত অভ্যস্ত হইলে, এমন একটী অপরিসীম জ্ঞরূপী জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে কোনরূপ বিপর্য্যায়াদি অজ্ঞানের সম্পর্ক মাত্র থাকে না এবং পুত্রাদির উপলক্ষে নিজের অস্মিতা অর্থাৎ পিতৃত্বাদি ভাব, কার্য্যের উপলক্ষে অহঙ্কারাদি কর্ত্তৃত্বভাব এবং বিষয়ের সম্পর্কে মমতাদির ভাবও নির্ম্মূলিত হইয়া, বিশুদ্ধ কেবল চৈতন্যমূর্ত্তি জ্ঞানস্বরূপের ভান হইতে থাকে। সুতরাং তৎকালে আত্মস্বরূপের কেবল পরমানন্দ ভাবেরই উদ্‌বোধন হইতে থাকে॥ ৬৪॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তত্ত্বেন বিষয়েণ বিষয়ি জ্ঞানমুপলক্ষয়তি। উক্তরূপপ্রকারতত্ত্ববিষয়জ্ঞানাভ্যাসাদাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালসেবিতাৎ সত্ত্বপুরুষান্যতাসাক্ষাৎকারি জ্ঞানমুৎপদ্যতে;

তত্ত্বকৌমুদী।

যদ্বিষয়শ্চাভ্যাসস্তদ্বিষয়মেব সাক্ষাৎকারমুপজনয়তি; তদ্বিষয়শ্চাভ্যাস ইতি তত্ত্বসাক্ষাৎকারং জনয়তি; অত উক্তং বিশুদ্ধমিতি। কুতো বিশুদ্ধমিত্যত আহ অবিপর্য্যয়াদিতি। সংশয়বিপর্য্যয়ৌ হি জ্ঞানস্যাবিশুদ্ধী, তদ্রহিতং বিশুদ্ধম্ তদিদমুক্তম্ অবিপর্য্যয়াদিতি। নিয়তমনিয়ততয়া গৃহ্নন্ সংশয়োঽপি বিপর্য্যয়ঃ, তেনাবিপর্য্যয়াদিতি সংশয়বিপর্য্যয়াভাবো দর্শিতঃ। তত্ত্ববিষয়ত্বাচ্চ সংশয়বিপর্য্যয়াভাবঃ। স্যাদেতত্ উৎপদ্যতামীদৃশাভ্যাসাত্তত্ত্বজ্ঞানং তথাপ্যনাদিনা মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারেণ মিথ্যাজ্ঞানং জনয়িতব্যং, তথাচ তন্নিবন্ধনস্য সংসারস্যানুচ্ছেদপ্রসঙ্গ ইত্যত উক্তং কেবলং বিপর্য্যয়েণাসম্ভিন্নম্। যদ্যপ্যনাদিবিপর্য্যয়বাসনা তথাপি তত্ত্বজ্ঞানবাসনয়া তত্ত্ববিষয়সাক্ষাৎকারমাদধত্যা আদিমত্যাপি শক্যা সমুচ্ছেত্তুম্, তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ 'যথাহুঃ' বাহ্যা অপি "নিরুপদ্রবভূতার্থস্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধো যত্নবত্ত্বেঽপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ" ইতি। জ্ঞানস্বরূপমুক্তং নাস্মি ন মে নাহমিতি, নাস্মীত্যাত্মনি ক্রিয়ামাত্রং নিষেধতি, যথাহুঃ "কৃভ্বস্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্যবচনা" ইতি। তথাচাধ্যবসায়াভিমানসঙ্কল্পালোচনানি চান্তরাণি; বাহ্যাশ্চ সর্ব্বে ব্যাপারা আত্মনি প্রতিসিদ্ধানি বোদ্ধব্যানি। যতশ্চাত্মনি ব্যাপারাবেশো নাস্ত্যতো নাহম্, অহমিতি কর্ত্তৃপদম্ ন। অহং জানাম্যহং জুহোম্যহং দদেঽহং ভুঞ্জে ইতি সর্ব্বত্র কর্ত্তুঃ পরামর্শাৎ। নিষ্ক্রিয়ত্বে চ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাভাবঃ ততঃ সুষ্ঠূক্তং নাহমিতি। অতএব ন মে, কর্ত্তা হি স্বামিত্বং লভতে তদভাবাত্তু কুতঃ স্বাভাবিকী স্বামিতেত্যর্থঃ। অথবা নাস্মীতি পুরুষোঽস্মি ন প্রসবধর্ম্মা, অপ্রসবধর্ম্মত্বাচ্চাকর্ত্তৃত্বমাহ নাহমিতি। অকর্ত্তৃত্বাচ্চ ন স্বামিতেত্যাহ ন মে ইতি। নন্বেতাবত্যপ্যস্তেষ্বপি কশ্চিৎ কদাচিৎ অজ্ঞাতো বিষয়োঽস্তি, তদজ্ঞানঞ্চ জন্তূন্ বন্ধয়িষ্যতীত্যত আহ অপরিশেষমিতি। নাস্তি কিঞ্চিদস্মিন্ পরিশিষ্টং জ্ঞাতব্যং যদজ্ঞানং বন্ধয়িষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৬৪॥

আভাস।

এই কারিকাতে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞানরূপ মোক্ষস্বরূপের কীর্ত্তনে সাংখ্যাচার্য্য বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জ্ঞেয় তত্ত্ব সমূহের সংখ্যা ও স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক বিচক্ষণতা সহকারে সেই সমস্ত তত্ত্বের যথাযথ আলোচনা এবং

আভাস।

বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিলে, সৃষ্টির যাবদীয় জ্ঞান অধিকৃত হয় এবং জানিবার কিছুই বাকী থাকে না। ইহাতে কেবল জীব-দেহের তত্ত্বগুলিই জানা হয়, তাহা নহে; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়-জ্ঞান অধিগত হয়; সন্দেহ নাই। এদিকে সাংখ্যজ্ঞানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মহাভারতাদি শাস্ত্রান্তরেও কীর্ত্তিত আছে। যথা, সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে। তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ প্রকৃতিস্বরূপের বর্ণন পূর্ব্বক চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ হইয়াছে বলিয়াই, এই শাস্ত্রের নাম সাংখ্যশাস্ত্র হইয়াছে। "তৎকারণং সাংখ্যযোগাদিগম্যং" এই শ্রুতিতেও প্রকাশ যে, আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞানের কারণ সাংখ্য-শাস্ত্র এবং তত্তৎ সাক্ষাৎকারের ব্যাপার এক যোগশাস্ত্রের অন্তরেই নিহিত আছে।

সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিলে যে, কেবল জ্ঞস্বরূপ পুরুষের সাক্ষাৎকারেই মুক্তিলাভ হয়, তাহা নহে; অলৌকিক অনিমাদি ঐশ্বর্য্য এবং বিচিত্র বিভূতি লাভে মানব এই জীবনেই কৃতার্থ হইতে পারেন তাহারও উপদেশ আমাদের কৃত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের আভাসে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রজ্ঞাবান্ টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র স্পষ্টত বিবৃত করিয়াছেন যে, সাংখ্যশাস্ত্রের বর্ণনার বিষয়ই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব; এই বিষয়-স্বরূপ তত্ত্বগ্রামের অবধারণ করা হইলে, বিষয়ি জ্ঞান আপনা হইতেই পরিচিত হন। এই অবধারণ ব্যাপার কেবল বুঝিলেই হয় না; দীর্ঘকাল নিরন্তর একাগ্রতা সহকারে অভ্যাস করিলে, তত্ত্বসমূহের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক তত্ত্বনিষ্ঠ এক একটী বিভূতি এবং তাহার অনুভব কর্ত্তা জ্ঞ স্বরূপেরও সাক্ষাৎকার ঘটে। তত্ত্ব-জ্ঞানে আর সন্দেহ বা বিপর্য্যয়াদি থাকে না। সুতরাং বিমল সাক্ষি-জ্ঞানউপলব্ধ হয়।

আভাস।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞানের একবার উদয় হইলেও, অনাদি অজ্ঞানের সংস্কার পুনরায় যে উদিত হইবে না, তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুঝিবার বিষয় যদি সমগ্র জানা হইয়া যায়, তখন আর বুঝিবার প্রয়াস বুদ্ধিতে উদিত হইতে পারে না। বুদ্ধি সত্যের পক্ষপাতী! একবার সত্যের ভান হইলে, দ্বিতীয় বার তাহা বুঝিবার জন্য বুদ্ধিতে উদ্‌বেগের সম্ভাবনা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াদি করণগ্রামের বৃত্তি বারংবার হয়। কারণ তাহাদের আধার বা উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি গুণময়ী; সুতরাং অবিশুদ্ধা। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীলা। অতএব আধারের দোষ আধেয় করণগ্রামে অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের আধার কিন্তু বিশুদ্ধা সাত্ত্বিকী প্রকৃতি। অতএব অপরিবর্ত্তনশীলা; সুতরাং আধেয় জ্ঞান অপরিবর্ত্তনীয়। একবার তাহার ব্যাপার ঘটিলে, তাহাতে পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন হয় না। একবার বুঝিলে, দ্বিতীয়বার বুঝিবার আবশ্যক করে না।

জ্ঞান-স্বরূপের নিরূপণোপলক্ষে তিনটী প্রধান অজ্ঞান-বৃত্তির নিরাস করিয়াছেন। ন অস্মি, ন অহং, ন মে"। এই তিনটীই অজ্ঞান নিরসনের পরিচয়। অর্থাৎ মিথ্যা অনিত্য এবং মায়াময় পদার্থে যে সত্যত্বপ্রতীতি, তাহাকে ভ্রম বলা হয়। কারণ দেহ, গৃহ ও স্বজনাদিকে সত্য ও নিত্যজ্ঞানে আমার বলিয়া প্রতীতিই একটী প্রধান অজ্ঞান। নিজের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ পরিহার করিতে পারিলে, "ন মে" এই সিদ্ধান্ত জ্ঞানে স্থির হয়। অর্থাৎ কোথা হইতে ইহারা আসিয়াছে! এবং কোথায়ই বা চলিয়া গেল! তাহার কোন অনুসন্ধান রাখিবার যোগ্যতা যখন আমার নাই, তখন ইহারা আমার নহে। অতএব ইহাদিগকে আমার ভাবিলেই আত্মস্বরূপের প্রতি একটী আরোপিত ভাবের উদয় হয়, যাহাকে অস্মিতা-নামে শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথম পুত্রের জন্ম শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র,

আভাস।

আপনাকে পিতা বলিয়া যে প্রতীতির উদয় হয়, তাহাকে অস্মিতা কহে। পুত্রের অনুরোধে আমি পিতা! পত্নীর সম্পর্কে স্বামী, এইরূপ প্রত্যেক সম্পর্কের অনুরোধে এক একটী যে অভিনব ভাবের আরোপ আপনাতে হয়, তাহাই অস্মিতা। অতএব সম্পর্ক ঘুচিলে, নিত্য অভিনব আত্মস্বরূপের প্রতীতি আর পূর্ণজ্ঞানে হয় না; সুতরাং তাহাকে "ন অস্মি" বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাবের অভিব্যক্তি হইলেই আত্মস্বরূপে একটী কর্ত্তব্যের উদয় হয়; যাহাকে "কর্ত্তব্যমেতন্ময়া," বলিয়া সিদ্ধান্ত আইসে। সেটী ভ্রমের একটী মূর্ত্তি। অতএব আত্মস্বরূপে যখন পিত্রাদি ভাবের আরোপ না হয়, তখন কিছু কর্ত্তব্য আছে বলিয়া ধারণাও থাকে না। সুতরাং আমি বলিবারও প্রয়োজন হয় না। কেবল আছি মাত্রেরই ভান হইতে থাকে। তজ্জন্য শাস্ত্র বলিলেন, "ন অহং"। অতএব অস্মিতা, অহঙ্কার এবং মমাকার এই তিনটী জ্ঞানের উপাধিরূপে যতদিন বিরাজমান থাকে, ততদিনই বন্ধন! এবং তিনটীর অপলোপ হইলে, জ্ঞান মুক্ত। নাট্যমন্দিরের অন্তরস্থ উজ্জ্বল দীপালোক গৃহস্থিত যাবদীয় পদার্থকে যতই প্রকাশিত করুক না! আলোকের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নিপতিত হয় না; তদালোকে আলোকিত দ্রব্যসামগ্রীর উজ্জ্বল রূপ দর্শনে সকলেই পুলকিত! দীপের আদর কেহ করিল না। কিন্তু উক্ত দীপ যখন সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগে আকাশ-প্রদীপ হইয়া, শরৎকালীন স্বচ্ছ আকাশের উচ্চস্তরে আরোহণ করে, তখনই দীপের পরিচয় এবং তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি সন্নিকৃষ্ট হয়। কারণ দীপের দৃষ্টি আর অন্যের প্রতি তখন থাকে না। পাঠকবর্গ এতৎ তুলনায় বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন! ॥ ৬৪ ॥

অভ্যাসের গুণে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ধারণা সুস্পষ্ট প্রতীত হইলে,

আভাস।

জ্ঞাতা পুরুষ এবং জ্ঞেয়া প্রকৃতির কিরূপ অবস্থা ঘটে? তদুত্তরে পরবর্ত্তী কারিকা বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

তত্ত্বকৌমুদী।

কিং পুনরীদৃশেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ সিধ্যতীত্যত আহ।

তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ॥ ৬৫॥

অন্বয়ঃ।

পুরুষস্য তেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ, অর্থবশাৎ (অর্থস্য পুরুষার্থস্য ভোগাপবর্গস্য যঃ বশঃ প্রসবানুরোধঃ তস্মাৎ) নিবৃত্তপ্রসবাং পরিণামাদি-কার্য্যরহিতাং, অতঃ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাং (ধর্ম্মাধর্ম্মাজ্ঞান-বৈরাগ্যাবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যাণি আত্মনি অপ্রকাশয়ন্তীং) প্রকৃতিং (প্রকৃষ্টা কৃতিঃ করণং যস্যাঃ তাদৃশীং অতঃ স্বাত্মনি এব অব্যক্তরূপেণ সর্ব্বং নিবেশয়ন্তীং) পশ্যতি, পশ্যন্ স্থিতঃ পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎ নিরীহঃ এব যতঃ স্বস্থঃ (স্বস্মিন্ স্বরূপে চিত্তবৃত্তি-নিরুদ্ধাবস্থায়াং) এব অবস্থিতঃ তিষ্ঠন্ অবভাতি। ৬৫।

অনুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ ভোগোপলক্ষে চতুর্বিংশতি তত্ত্বগ্রামের উত্তরোত্তর স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের উপলক্ষে আত্মসাক্ষাৎকারে অভ্যস্ত হইলে, প্রকৃতির আর কোন কার্য্য থাকে না। পুরুষকে ভোগ এবং অপবর্গ প্রদানার্থ কার্য্য হইতে তখন তিনি যেমন নিরস্তা হন, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞান-মূলক ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্যাদি ভাব সমূহও আপনা হইতে তাঁহার স্বরূপেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। তিনি কেবল সত্ত্বোৎকর্ষ-মূর্ত্তিতে ও জ্ঞান-প্রচুর ভাবেই যেমন বিদ্যমান থাকেন, পুরুষও তদ্রূপ সর্ব্বভাব-পূর্ণা প্রকৃতিকে অবলোকন করত, নিরীহ ভাবে আত্মস্বরূপেই বিশ্রাম করেন॥ ৬৫॥

তত্ত্বকৌমুদী

ভোগ-বিবেকসাক্ষাৎকারৌ হি প্রকৃতেঃ প্রসোতব্যৌ, তৌ চ প্রসূতাবিতি নান্যাঃ প্রসোতব্যমবশিষ্যতে যৎপ্রসোষ্যত ইতি নিবৃত্তপ্রসবা প্রকৃতিঃ। বিবেকজ্ঞানরূপো যোঽর্থস্তস্য বশঃ সামর্থ্যং তস্মাৎ। অতত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বকাণি খলু ধর্ম্মাধর্ম্মাজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যাণি। বৈরাগ্যমপি কেবলতৌষ্টিকানাম্ অতত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বকমেব। তত্র তত্ত্বজ্ঞানং বিরোধিত্বেনাতত্ত্বজ্ঞানমুচ্ছিনত্তি, কারণনিবৃত্ত্যা চ সপ্তরূপাণি নিবর্ত্তন্তে ইতি সপ্তরূপ-বিনিবৃত্তা প্রকৃতিঃ। অবস্থিত ইতি নিষ্ক্রিয়ঃ, স্বস্থ সুস্থ ইতি। রজস্তমোবৃত্তিকলুষয়া বুদ্ধ্যা অসম্ভিন্নঃ। সাত্ত্বিক্যা তু বুদ্ধ্যা তদাপ্যস্য মনাক্ সম্ভেদোঽস্ত্যেব। অন্যথা এবম্ভূতপ্রকৃতিদর্শনানুপপত্তেরিতি ॥ ৬৫ ॥

আভাস।

এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কারিকায় "এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ" বলিয়া এবং তৎপরবর্ত্তী এই কারিকায় "তেন তত্ত্বসাক্ষাকারেণ" বলিয়া, মানবকে কর্ম্মযোগের অবশ্য কর্ত্তব্যতার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভোগের পথ সম্পূর্ণ অবধারিত থাকিলে, যোগের পথও সুগম হইয়া পড়ে। আমরা যখন বিদেশে গমন করি, তথায় কোন খাদ্যাদি দ্রব্য সামগ্রী বিপণি হইতে আনয়ন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে পথ ঘাট চিনিয়া লইতে হয়। সামগ্রী ক্রয় করা তত কঠিন নহে; গমনাগমনের পথ নির্ব্বাচন করা প্রথমত প্রয়োজন। কারণ পথ না চিনিয়া যদি বাটী হইতে দ্রব্য ক্রয়ার্থ নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায়, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা বড়ই দুষ্কর হইয়া পড়ে। অতএব বিদেশ-বাসীর পক্ষে জীবনোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া আনয়ন করিবার পূর্ব্বে পথ ঘাটের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে আর তাহার বিদেশীর ভাব থাকে না; বিদেশও স্বদেশপ্রায় হইয়া যায়। অতএব পথ চিনিতে হইলে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, নিজের গতি অনুসারে পথের নিদর্শন রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, প্রত্যাবর্ত্তনে আর প্রতিবন্ধক ঘটে না। সেইরূপ জ্ঞ স্বরূপ জীবাত্মা, প্রকৃতি পুরুষের অবিনাভাব-সম্বন্ধ হইতে প্রসূত হইয়া, স্বয়ং চিত্তরূপ ধারণে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং দশবিধ

আভাস।

ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম স্থূল ভেদে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের সমবায়ে বা মিলনে সমুৎপন্ন ভোগায়তন দেহ-মার্গের অবলম্বনে বাহ্যিক ভোগ্য পদার্থের সম্বন্ধ যখন করিতে যান, তখনই গমন-কালে প্রত্যেক পথকে যদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভোগে অবতরণ করেন, তাহা হইলে স্ব স্বরূপে এবং স্বরূপেরও আধার অবিনাভাব-সম্বন্ধে চির বিদ্যমান পূর্ণানন্দ পরম-ভাবে প্রত্যাবর্ত্তনে আর দুঃখ ভোগ বা বিলম্ব সহ্য করিতে হয় না। তাহা হইলে ভোগাভিমুখে অবতরণ করিতে এবং ভোগ পরিত্যাগে স্ব স্বরূপে প্রত্যাগমনের পথ সমূহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। বিশ্ববিধাতা জীব-মাত্রেরই অন্তরে প্রত্যেক তত্ত্বস্তর যথাযথ সাজাইয়া রাখিয়াছেন! মানব যদি প্রতি পদ-বিক্ষেপে তত্ত্বরূপ পথগুলিকে সতর্কতা সহকারে চিনিয়া বিষয়-বনে নামেন এবং প্রতিরূপ গমনে আত্মস্বরূপে উঠেন, তাহা হইলেই তত্ত্বগ্রামের উপর তাঁহার অধিকার জন্মিয়া যায়! নিত্য বুদ্ধিপূর্ব্বক যাতায়াতের কার্য্যকেই তত্ত্বগ্রামের অভ্যাস বলা যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রে পূজাপদ্ধতিতে ভূতশুদ্ধ্যাদি প্রকরণে চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে আত্মস্বরূপে লীন করিবার উপদেশ বলা আছে; এবং আত্ম-স্বরূপকেও পরম শিবে মিলিত চিন্তা করিয়া অবস্থান করিবার উপদেশও পাওয়া যায়। এই উপদেশের অনুসরণ করানই সাংখ্যাচার্য্যের তত্ত্বাভ্যাস। আমরা যদি উপদেশের অনুসরণে কেবল মন্ত্রগুলিকে মুখে উচ্চারণ মাত্র করিয়াই চলিয়া যাই, তাহার ফল যাহা হইতেছে, তাহা সকলেই মনে মনে বুঝিতে পারিতেছেন! ইহাতে কেবল নাস্তিকতার উদয়ে শাস্ত্রে প্রগাঢ় অবিশ্বাসেরই সংস্থাপন হইতেছে। জ্ঞানবৃদ্ধ কপিলদেব উক্ত ভূতশুদ্ধির মন্ত্রানুসারে পর পর ধারণার আশ্রয়ে প্রত্যেক তত্ত্বকে হৃদয়ে অবধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে, ব্যক্ত তত্ত্বগ্রাম, অব্যক্তা প্রকৃতি, জ্ঞাতার নিজ স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রসবিতা পরমাত্মার স্বরূপ অবধারণে মানব যে কৃতার্থ হন, তাহারই উপদেশ

আভাস।

দিয়াছেন। কারণ তখন সকল ব্যাপার বুঝিয়াছি! আর কিছু বুঝিবার বাকী নাই জ্ঞানে, জ্ঞস্বরূপ জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপার হইতে নিরস্ত হইয়া, আত্মস্বরূপে বিশ্রাম করেন; এবং সর্ব্বপ্রসবিনী মহাশক্তি প্রকৃতিও নিজের এরূপ কিছু নূতন বিষয় আর নাই যে, দেখাইয়া তুষ্ট হইবেন! সুতরাং তিনিও পরম চৈতন্যে অবিনাভাবে বিশ্রাম করেন॥ ৬৫॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও, পরস্পরের স্বভাব কখন বিলুপ্ত না হইলেও পারে; পুরুষের চেতনা-শক্তি ভোগ করিবার এবং প্রকৃতির জড়াশক্তি ভোগ্য হইবার ভাব ত কখন নষ্ট হইবে না; এবং উভয়ের সংযোগও চির বিদ্যমান থাকিবে। তখন প্রকৃতির প্রসব-ব্যাপারের নিবৃত্তি এবং পুরুষের ভোগে নিবৃত্তির ব্যাপার ধারণার অতীত হইয়া পড়ে। এতদুত্তরে পরবর্ত্তী কারিকায় বলিয়াছেন যথা;

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতন্নিবৃত্তপ্রসবামিতি ন মৃষ্যামহে, সংযোগকৃতো হি স ইত্যুক্তম্, যোগ্যতা চ সংযোগঃ, ভোক্তৃত্বযোগ্যতা চ পুরুষস্য চৈতন্যং, ভোগত্ব-যোগ্যতা চ প্রকৃতে র্জড়ত্বং বিষয়ত্বঞ্চ। ন চৈতয়োরস্তি নিবৃত্তিঃ। ন চ করণীয়াভাবান্নিবৃত্তি-স্তজ্জাতীয়স্যান্যস্য করণীয়ত্বাৎ পুনঃপুনঃ শব্দাদ্যুপভোগবদিত্যত আহ।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥৬৬

অন্বয়ঃ।

ময়া প্রকৃতিঃ দৃষ্টা (সর্ব্বভোক্তাবেন) ইতি একঃ পুরুষঃ উপেক্ষকঃ নিস্পৃহঃ ভবতি (সকৌতুকং দ্রষ্টুং ন ইচ্ছতি; অন্যা প্রকৃতিঃ অপি পুরুষেণ যদা অহং দৃষ্টা ইতি উপরমতি পুনঃ স্বরূপ-প্রদর্শনায় ন চেষ্টতে ইতি। অতঃ তয়োঃ সংযোগে বিদ্যমানে সতি অপি সর্গস্য প্রয়োজনং নাস্তি। ৬৬।

অনুবাদ ।

প্রকৃতির স্বরূপ সর্ব্বতোভাবে দর্শন করায়, পুরুষের দর্শন-সাধ মিটিলে, আর দর্শনার্থ পুরুষের ঔৎসুক্য থাকে না ; এবং আমার যাহা কিছু দেখাইবার ছিল, সমস্তই দেখান হইয়াছে, আর দেখাইবার কিছু নাই বলিয়া, প্রকৃতিরও দেখাইবার স্পৃহা থাকে না । সুতরাং উভয়ে একত্বভাবে চির বিদ্যমান থাকিলেও, পরস্পরের উৎসাহের অভাবে সৃষ্টির আর প্রয়োজন হয় না ॥ ৬৬ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

করোতু নাম পৌনঃপুন্যেন শব্দাদ্যুপভোগং প্রকৃতি র্যয়া বিবেকখ্যাতি র্ন কৃতেতি । কৃতবিবেকখ্যাতিস্তু শব্দাদ্যুপভোগং ন জনয়তি । অবিবেকখ্যাতি-নিবন্ধনো হি তদুপভোগঃ, নিবন্ধনাভাবেন ন ভবিতুমর্হতি অঙ্কুর ইব বীজা-ভাবে । প্রাকৃতান্ হি সুখদুঃখমোহাত্মনঃ শব্দাদী-স্তদবিবেকান্মমৈতে ইত্যভি-মন্যমান আত্মা ভুঞ্জীত । এবং বিবেকখ্যাতিমপি প্রাকৃতীমবিবেকাদেবাত্মা মদর্থেয়-মিতি মন্যতে । উৎপন্নবিবেকখ্যাতিস্তু তদসংসর্গান্ন শব্দাদীন্ ভোক্তুমর্হতি, নাপি বিবেকখ্যাতিং প্রাকৃতীং ততো বিবিক্ত আত্মা স্বার্থমাত্মনস্তুমর্হতীতি । পুরুষার্থৌ চ ভোগবিবেকৌ প্রকৃত্যারম্ভপ্রযোজকাবিত্যপুরুষার্থৌ সন্তৌ ন প্রকৃতিং প্রয়ো-জয়তঃ । তদিদমুক্তং প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্যেতি । অত্র প্রযুজ্যতে সর্গে প্রকৃতি-রনেনেতি প্রয়োজনং, তদপুরুষার্থত্বে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আভাস ।

কারণ না থাকিলে, কার্য্যের উৎপত্তি হয় না । "বিষয়া বিনি-বর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ" । কামুক না হইলে, কামিনী তৎসমীপে অগ্রসর হয় না । প্রয়োজন না থাকিলে, প্রতীকারের প্রয়োজন হয় না । যাহার অভাব নাই. তাহার পূরণের জন্য কেহ অগ্রসর হয় না । অতএব পুংপ্রকৃতির পরস্পরের অভাবই পরস্পরের প্রতীকারের হেতু । যতদিন পুরুষের জ্ঞানের অর্থাৎ জানিবার প্রয়োজন ছিল, ততদিনই তিনি প্রকৃতির মুখাপেক্ষী ! তাঁহার জানা সমাপ্ত হইলেই, তিনি নিরবে আপন জানা-স্বরূপকে মাত্র অবলম্বনে

আভাস।

নিস্তব্ধে বিশ্রাম করেন। প্রকৃতিও জানিতে ইচ্ছুক পুরুষের সমীপে যাবদীয় জানিবার বিষয় প্রকাশ করিয়া, আর কিছু দেখাই-বার নাই বলিয়া, স্থির করিলেন। সুতরাং লজ্জিতার ন্যায়, নিষ্ক্রিয় ভাব ধারণ করেন। পুরুষ বিষয়কে বুঝিয়া স্বীয় বুঝিবার শক্তিকেও স্বয়ং অবধারণ করিলেন এবং প্রকৃতিও পুরুষকে স্বীয় ভাব দেখাইবার উপলক্ষে আপন শক্তির পরিচয় লাভে পরিতুষ্ট হইলেন। সুতরাং সৃষ্টির কারণ যখন নাই, তখন কার্য্যও রহিল না॥ ৬৬॥

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা যদি মুক্তিলাভ ঘটে, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ দেহ-পতনের সম্ভাবনা; এবং জগতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীরও জীবিত থাকা অসম্ভব হয়। বিশেষত তত্ত্বজ্ঞান হইলে, ভোগায়তন দেহের অভাবে সম্পূর্ণ সাক্ষীচেতা পুরুষ কিপ্রকার বা পদ্ধতিতে প্রকৃতিকে দর্শন করিবেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেও, যদি কর্ম্মক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা অপবর্গ লাভ হয়, এ কথাটি বৃথা হইয়া পড়ে। অথচ কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষলাভ হইবে, এ কথা বলিলে, জ্ঞানেরও প্রয়োজন থাকে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে;

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ উৎপন্নতত্ত্বসাক্ষাৎকারান্মুক্তশ্চেত্তদনন্তরমেব মুক্তস্য তস্য শরীরপাতঃ স্যাদিতি কথমদেহঃ প্রকৃতিং পশ্যেৎ। অথ তত্ত্বজ্ঞানেঽপি ন মুচ্যতে কর্ম্মণামপ্রক্ষীণত্বাৎ। তেষাং কুতঃ প্রক্ষয়ঃ ভোগাদিতি চেৎ হন্ত ভোস্তত্ত্বজ্ঞানং ন মোক্ষসাধনমিতি ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানজন্মনা তত্ত্বজ্ঞানেনাপবর্গ ইতি রিক্তং বচঃ। ভোগেন চাপরিসংখ্যেয়কর্ম্মাশয়প্রচয়োঽনিয়তবিপাকসময়ঃ ক্ষেতব্যঃ ইতশ্চাপবর্গপ্রাপ্তিরিত্যপি মনোরথমাত্রমিত্যত আহ।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ॥ ৬৭॥

অন্বয়।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ (বিবেক-সাক্ষাৎকারাৎ) ধর্ম্মাদীনাং অষ্টবুদ্ধিভাবানাং

অন্বয়ঃ।

অকারণপ্রাপ্তৌ ফলজননাসমর্থায়াং সত্যাং অপি সংস্কারবশাৎ প্রারব্ধক্ষয়-পর্য্যন্তং চক্রভ্রমিবৎ কুলাল-চক্রবেগবৎ ধৃতশরীরঃ এব আত্মা তিষ্ঠতি জীবন্মুক্তঃ এব বর্ত্ততে। আত্মসাক্ষাৎকারেণ কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতত্বেঽপি প্রারব্ধ-ভোগার্থমেব ভোগায়তন-দেহধারণেনৈব তিষ্ঠতি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ।

ধর্ম্ম অধর্ম্ম অজ্ঞান বৈরাগ্য অবৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই সাতটী বুদ্ধির ধর্ম্ম জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রদান করে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, এই সাতটী বুদ্ধি-ধর্ম্মের কর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রদানের আর যোগ্যতা থাকে না বটে, কিন্তু প্রারব্ধ-ধ্বংসের যোগ্যতা আত্মসাক্ষাৎকারে নাই। সুতরাং জ্ঞানী মানব কর্ম্মে উদাসীন হইলেও, প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য ভোগায়তন দেহের পতন কালাবধি জীবন-ধারণে উদাসীন বেশে জীবকে দেহে অবস্থান করিতে হয় ॥ ৬৭ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

তত্ত্বসাক্ষাৎকারোদয়াদেবানাদিরপি অনিয়ত-বিপাক-কালোঽপি কর্ম্মাশয়-প্রচয়ো দগ্ধবীজ-ভাবতয়া ন জাত্যাদ্যুপভোগ-লক্ষণায় ফলায় কল্পতে। ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজানি অঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীত-সকলক্লেশসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ। তদিদমুক্তং ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তাবিতি। অকারণত্বপ্রাপ্তাবিত্যর্থঃ। উৎপন্ন-তত্ত্বজ্ঞানোঽপি চ সংস্কারবশাত্তিষ্ঠতি। যথোপরতেঽপি কুলাল-ব্যাপারে চক্রং বেগাখ্য-সংস্কার-বশাদ্ ভ্রমত্তিষ্ঠতি। কালপরিপাকবশাত্তু উপরতে সংস্কারে নিষ্ক্রিয়ং ভবতি। শরীর-স্থিতৌ চ প্রারব্ধ-পরিপাকৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সংস্কারৌ। তথাচানুশ্রূয়তে "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা মুচ্যতে ইতি" ইতি "তাবদেবাস্য চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি। প্রক্ষীয়মাণাবিদ্যাবশেষশ্চ সংস্কারস্তদ্বশাত্তৎসামর্থ্যাদ্ধৃত-শরীর তিষ্ঠতি ॥ ৬৭ ॥

আভাস।

সাংখ্যাচার্য্য পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের আশ্রয়ে উন্নতি এবং অধর্ম্মের ফলে নীচ যোনির প্রাপ্তি প্রভৃতি অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানের দ্বারা অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি এবং অজ্ঞানের প্রভাবে মানবকে বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয়। এক্ষণে আশঙ্কা এই যে, মুক্তিলাভে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে যদি মুক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল মনের বন্ধন কেন! দেহের বন্ধনও তখন থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে, সম্যক্ বিবেকের উদয় হইবা মাত্র, জ্ঞানীকে দেহত্যাগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া প্রয়োজন। অতএব সংসারে জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে জীবন ধারণ করাই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অথচ দেখা যায় এবং শুনাও যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকী ব্যক্তিগণ বরং ঘোর সংসারী মন্দমতি ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন। যোগে পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়; ভোগে পরমায়ুর বিশেষ হ্রাসই হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যদি মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে কোন মানবই তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনে অগ্রসর হইবেন না।

এতদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্য বুঝাইয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিষয়াসক্তি বিদূরিত হইয়া আত্মস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়; সুতরাং প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের আর সম্ভাবনাই থাকে না। সমগ্র সংসার যদি অকিঞ্চিৎকর মায়াময় ও মিথ্যা বলিয়া স্পষ্টত উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে মানব লোকৈষণা, বিত্তৈষণা এবং পুত্রৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া, কাম্য কর্ম্মে কখনই লিপ্ত হয় না। সার-নিধি পরমেশে প্রাণ সমর্পণ করত, নিরন্তর শান্তির সাগরে নিঃশেষে ভাসমান থাকিতে পারে।

কিন্তু সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হইবা মাত্র, প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। খট্টাঙ্গের নিম্নদেশে কুণ্ডলিত ভাবে পতিত একটী কৃষ্ণ-বর্ণ রজ্জু দর্শনে সর্পবোধ করিয়া, ভয়ে পলায়ন কালে পদস্খলন ও

আভাস।

পতন নিবন্ধন শিরোদেশে বিষম আঘাত-জনিত ক্ষত যেমন সর্প-ভ্রমের অপগমে প্রকৃত রজ্জুজ্ঞান হইলেই আরোগ্য লাভ করে না, কিছুকাল ভোগের পর উক্ত ক্ষত নিবৃত্ত হয়; সেইরূপ জ্ঞানের উদয়ে ভ্রমেরই নিবারণ হয় মাত্র; ভ্রম-নিবন্ধন কৃত-কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন ভোগায়তন দেহের বিনাশ অকস্মাৎ হইতে পারে না। যে কর্ম্ম ভোগ প্রদানে প্রবৃত্ত, তাহাকে প্রারব্ধ বলা যায়। অতএব প্রারব্ধ ভোগের জন্য যে জাতীয় ভোগায়তন দেহ অবলম্বনে জীব সংসার-পথে অবতরণ করিয়াছেন, ভোগের পরিসমাপ্তি কালাবধি সে শরীর ধারণে তাঁহাকে অবস্থান করিতেই হইবে; এবং তজ্জন্য সুখ দুঃখাদির উপভোগও করিতে হইবে। কর্ম্ম আরম্ভ করিবার পর, তাহা ন্যায্য বা অন্যায্য বলিয়া বুঝিলেও, তাহার প্রতিকারে যোগ্যতা হয় না। একটী ব্যাঘ্র-বোধে গুলি মারিবার পর, তাহাকে গাভী বলিয়া চিনিলে, যেমন প্রতিকারের উপায় হয় না, সেইরূপ প্রারব্ধ-জনিত ভোগায়তন দেহের বিনাশ কভু আত্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হয় না। কুম্ভকার ঘট-নির্ম্মাণের মানসে স্বীয় চাকাকে বেগে ঘুরাইয়া; তদুপরি মৃত্তিকা দ্বারা একটী ঘট প্রস্তুত করিয়া নামাইলেই, চাকার ঘূর্ণী থামে না; মূল বেগ থামিলে, চক্রের ভ্রমণ নিবৃত্ত হয়; সেইরূপ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে, ভোগায়তন দেহেরও পতন হয়। এস্থলে আরও বিবেচনা করিতে হয় যে, বর্ত্তমান দেহের পতন হইলেও, সম্পূর্ণ মুক্তি বলিয়া অনেক শাস্ত্রকার স্বীকার করেন নাই। কারণ গুরুতর পাপজ রোগের জন্য মৃত্যুকালেও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। সেস্থলে বর্ত্তমান দেহের পতনেই যে প্রারব্ধের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, তাহা নহে। এমন পাপজ রোগ দেহে দেখা দেয়, যাহা মরণ-কালেও নিবৃত্ত হয় না। তখন বুঝা যায় যে, একটী প্রারব্ধ দুই পাঁচ জন্ম ব্যাপিয়াও ভোগ করিতে হয়। অতএব পুণ্য বা পাপাত্মক প্রারব্ধ যাহা একবার ভোগ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে,

আভাস ।

তাহা যে কয়েকটী জন্ম ভোগ করিবার প্রয়োজন হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি-কেও সে সকল জন্মই ভোগ করিতে হয় । যোগী নিজের সাধনার বলে এক জন্মে কায়ব্যূহ রচনা করিয়া, অনেক কালব্যাপী প্রারব্ধকে অল্পকাল মধ্যে ভোগ করিয়া নিতে পারেন, এরূপ বর্ণিত আছে । অর্থাৎ যোগী নিজ কর্ম্মবাসনার প্রতি লক্ষ্য করিলে যদি বুঝিতে পারেন যে, প্রায় শত সম্বৎসর তাঁহাকে এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, তখন তিনি স্বীয় অভিপ্রায় মত দুই দশটী অবয়বের রচনা করিয়া, অল্পকালের মধ্যে শতবৎসরের ভোগ্য ভোগকে ভোগ করিয়া কর্ম্মফলের সমাপ্তি করিতে পারেন ।

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" এই বচনের তাৎপর্য্য প্রারব্ধ কর্ম্ম । কল্পকোটি শত সম্বৎসর কাল অতীত হইলেও, ভোগ ব্যতীত কৃত কর্ম্ম কখন বিনষ্ট হয় না । আমরা ভাবিতে পারি যে, ভুলিয়া গেলেই নিষ্কৃতি হয় । প্রকৃত প্রস্তাবে ভুল হয় না । অন্য সংস্কারের দ্বারা পূর্ব্বটী চাপা থাকে মাত্র । স্বপ্নই তাহার যথেষ্ট পরিচয় । পঞ্চাশ বৎসরের পর স্বপ্নে পিতাকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করা যায় । অতএব মন ভুলিলেও, চিত্তে অঙ্কিত আছে ; তাই স্বপ্নে প্রত্যক্ষের ন্যায়, অতীত বিষয়েরও প্রতীতি হয় । এই কর্ম্ম-সংস্কারের রক্ষা বা নাশ আমার হস্তে নাই ! যাঁহার নিয়মে আমি বা আমার চিত্তাদি গঠিত, চালিত বা রক্ষিত, তাঁহার হস্তেই সকল কর্ম্ম নিহিত ! সুতরাং তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । আমার শক্তি কেবল আকাঙ্ক্ষা করা মাত্র ! দেওয়া বা না দেওয়া, তাঁহার হস্তে ! তিনি যখন ভোগের ব্যবস্থায় ভোগায়তন দেহ দিয়াছেন, তখন জ্ঞান লাভ হইলে, আমার আকাঙ্ক্ষা করা থামিতে পারে সত্য ! কিন্তু তাঁহার ক্রিয়া ত থামিবে না ! কারণ তিনি সত্যব্রত ! যাহা করিয়াছেন, তাহার অন্যথা কখনই হইতে পারে না । সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মের ধ্বংস হয় না ! যোগী ঋষি

আভাস।

প্রভৃতি সকল জ্ঞানিগণকে প্রারব্ধ ভোগ উপলক্ষে তৎকালোচিত এক বা বহুবার জন্ম পরিগ্রহে ভোগের দ্বারা প্রারব্ধকে ক্ষয় করিতেই হইবে।

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন"। এস্থলে সকল কর্ম্ম অর্থে সঞ্চিত যাবদীয় কর্ম্মকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম ভোগ প্রদানে তৎকালে প্রস্তুত হয় নাই, কেবল সংস্কার-বেশে চিত্তে অবস্থান করিতেছে, তাহাদেরই ধ্বংস জ্ঞানাগ্নির দ্বারা হওয়া সম্ভব। কারণ জ্ঞানের উদয় হইলে, সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কার আর বাসনাবেশে পরিণত হইতে পায় না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ"। চিত্তস্থ বাসনামূল সংস্কার-সমূহ অবিদ্যা-রসে পুষ্টিলাভ করে; সুতরাং চিরকালই সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, অজ্ঞানপূর্ণ অবিদ্যার আর অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং অগ্নি-সংস্কারে চনকাদি বীজ সমূহ একবার ভর্জ্জিতপ্রায় হইলে, যেমন পুনরায় প্ররোহিত হইবার শক্তিতে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ হুতাশনের সম্পর্কে, সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহ পুনঃ প্রারব্ধে পরিণত হইবার শক্তিতে বঞ্চিত হয়। অতএব প্রারব্ধের ক্ষয় হইলে, জ্ঞানী বিদেহ কৈবল্য লাভে চির-মুক্ত হন, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রারব্ধ-ভোগকালে বিচারজ্ঞানের প্রভাবে সংসারে অনাসক্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানবীর পুরুষ গৃহযোগীর ন্যায় দেহধারণে অবস্থান করেন॥ ৬৭॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ যদি সংস্কারবিশেষাত্তিষ্ঠত্যপি শরীরস্তথাপি কদাস্য মোক্ষো ভবিষ্যতী-ত্যত আহ।

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥ ৬৮॥

অন্বয়ঃ।

চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধ-ভোগাদনন্তরং শরীর-ভেদে (শরীরস্য ভেদে বিচ্ছেদে)

।

প্রাপ্তে উপস্থিতে সতি তথা প্রধান-বিনিবৃত্তৌ (প্রধানস্য সৃষ্টেঃ উপরমে সতি ঐকান্তিকং অবশ্যম্ভাবি, আত্যন্তিকং নিত্যং ইতি উভয়ং কৈবল্যং আপ্নোতি তত্ত্বজ্ঞানীতি শেষঃ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ।

প্রারব্ধ-ভোগের অবসানে ভোগায়তন দেহের পতন হইলে, তত্ত্বজ্ঞানীকে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। কারণ তাদৃশ জ্ঞানীর সমীপে মহাশক্তি প্রকৃতি স্বকীয় সৃষ্টি-প্রদর্শনে নিরস্তা হন; সুতরাং যোগী সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী এই উভয় ভাবে কৈবল্যলাভে ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

অনারব্ধবিপাকানাং তাবৎকর্ম্মাশয়ানাং তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিনা বীজভাবো দগ্ধঃ, প্রারব্ধবিপাকানাং তূপভোগেন ক্ষয়ে সতি প্রাপ্তে শরীরভেদে বিনাশে চরিতার্থত্বাৎ কৃতপ্রয়োজনত্বাৎ প্রধানস্য, তং পুরুষং প্রতি নিবৃত্তাবৈকান্তিকমবশ্যম্ভাবি আত্যন্তিকমবিনাশীত্যুভয়ং দুঃখত্রয়বিগমং প্রাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ৬৮ ॥

আভাস।

ভোগদশায় যে সমস্ত কর্ম্ম-সংস্কার হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনে তাহারা ভর্জ্জিত চনকাদির ন্যায়, ফল প্রদানে সম্পূর্ণ অশক্ত হওয়ায় এবং প্রারব্ধ কর্ম্মফল সমূহ ভোগে চরিতার্থ হওয়ায়, যোগীর আর জন্মান্তরের কারণ থাকে না। সুতরাং প্রারব্ধ-ভোগের অন্তে ভোগায়তন দেহের বিয়োগ উপস্থিত হইলে, তত্ত্বাভ্যাসে জ্ঞানবান্ যোগীকে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। তিনি সৃষ্টি-তত্ত্বের বিচারে নিরীহ হইয়া, সম্পূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ কৈবল্য লাভে চিরকৃতার্থ হন; পুনরায় জন্ম ধারণে সংসার-ভোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে পরমানন্দ চিরকাল অনুভব করেন ॥ ৬৮ ॥

এই অপূর্ব্ব সাংখ্যদর্শন যদিও শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা সম্যক্

আভাস।

প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি তৎপ্রতি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার উৎপাদনার্থ ইহা যে পরম ঋষি সাক্ষাৎ কপিলদেবের উপদেশ এবং বেদ-সদৃশ গ্রাহ্য. তাহারই পরিচয়ার্থ পরবর্ত্তী কারিকার সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

প্রমাণেনোপপাদিতেঽপ্যর্থে আস্থাশ্রদ্ধোৎপাদনায় পরমর্ষিপূর্ব্বকত্বমাহ।

পুরুষার্থ জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতং॥
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাং॥ ৬৯॥

অন্বয়ঃ।

ইদং শাস্ত্রোক্তং গুহ্যং পুরুষার্থজ্ঞানং পুরুষস্য ভোগাপবর্গপ্রদং জ্ঞানং জ্ঞান-বিষয়কোপদেশঃ, পরমর্ষিণা কপিলেন সমাখ্যাতং বর্ণিতং; যত্র জ্ঞানে জ্ঞান-বিষয়কে শাস্ত্রে ভূতানাং প্রাণিনাং স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াঃ চিন্ত্যন্তে (বেদে ইব) সম্যক্ বিচার্য্যন্তে। ৬৯॥

অনুবাদ।

এই সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের উপদেশ পরম ঋষি সাক্ষাৎ কপিলদেবই প্রথমত প্রদান করেন। ইহা প্রকৃত হৃদয়গ্রাহী বিষয়। সাধারণ লোক ইহা গ্রহণে সমর্থ হয় না। ইহা প্রকৃত ত্যাগীর হৃদয়-রত্ন। এই জ্ঞ-সাক্ষাৎকারের উপলক্ষেই জীব সমূহের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ব্যাপার বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে॥ ৬৯॥

তত্ত্বকৌমুদী।

গুহ্যং গুহানিবাসি; স্থূলধিয়াং দুর্ব্বোধমিতি যাবৎ, পরমর্ষিণা, কপিলেন। তামেব শ্রদ্ধামাগমিকত্বেন দ্রঢ়য়তি স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাং। যত্র জ্ঞানে যদর্থং যথা চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতি ভূতানাং প্রাণিনাং স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াঃ আগমৈশ্চিন্ত্যন্তে। ৬৯॥

আভাস।

যাবদীয় রহস্যের সার রহস্য এই অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র প্রথম পরম ঋষি ভগবান্ কপিলদেবই বর্ণন করেন।

অন্যান্য প্রশস্ত পুরাণ বা দর্শন-শাস্ত্রের তুলনায় এই সাংখ্য শাস্ত্রের কলেবর অতীব স্বল্প; বিশেষত তর্কাদি শূন্য এবং সরল ভাবে বর্ণিত হওয়ায়, জ্ঞানাভিমানী তার্কিক পণ্ডিত সমাজে ইহার প্রতিষ্ঠালাভ কখনই সঙ্গত নহে। সুতরাং মুমুক্ষুগণ পাছে জ্ঞানাভিমানিগণের পরাক্রমরণে এই দুর্ল্লভ অমৃত-রসের আস্বাদনে বঞ্চিত হন, এই ভয়ে বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ আদি জ্ঞানবান্ মহর্ষি কপিলদেব এই শাস্ত্রের উপদেষ্টা বলিয়া কীর্ত্তন করত শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের চিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা আকৃষ্ট করিয়াছেন। এবং "গুহ্যং" বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বারাঙ্গনার প্রয়োজনীয় বেশ-ভূষাদি যেমন সাধুর পত্নী সতীর আবশ্যক হয় না, সেইরূপ পুরুষ-জ্ঞানের দ্বারা বাহিরের যাবদীয় পদার্থ এবং আন্তরিক দেহাদির ভাব, ইন্দ্রিয়নিচয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং তাহাদিগেরও বৃত্তি সমূহ যেরূপ অবলীলাক্রমে অনুভূত হয়, সেই প্রকৃত অনুভূতির স্বরূপকে অনুভব করিবার জন্য তর্কজাল এবং উপমা বা উপমেয়াদির দৃষ্টান্ত বা সিদ্ধান্তেরও প্রয়োজন হয় না। সর্ব্ববিধ দৃষ্টান্ত বা সিদ্ধান্তের নিবৃত্তি হইলে, সর্ব্বান্তে সাক্ষি-রূপে যে জ্ঞান আত্মস্বরূপে অবশেষিত থাকে, সেই জ্ঞানের নামই আত্মসাক্ষাৎকার। এই অপূর্ব্ব সাংখ্যশাস্ত্রে সেই আত্মসাক্ষাৎ-কারেরই পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সংযমীর পক্ষে অতি সুলভ হইলেও, ভোগীর পক্ষে অতি দুরারাধ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা-বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন, "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ অর্থাৎ সাধারণ ভোগীর চিত্ত কেবল বিষয়ের অনুসন্ধানে নিরন্তর প্রবৃত্ত; সুতরাং তাঁহার জ্ঞানরূপী আমি-ভাব বিষয়কে অবধারণোপলক্ষে আত্মস্বরূপকে অবধারণ করা হয় না। কিন্তু বিষয়ের উৎপত্তি, স্থিতি

আভাস।

এবং প্রলয় দর্শনে এবং তাহার অনিত্য মায়াময় ভাবের বিচারে বিষয়ের প্রতি আসক্তি-শূন্য বিবেকীর চিত্ত মিথ্যা বিষয়ের অবধারণের উপলক্ষে অবধারণকারি জ্ঞানকে বিষয় হইতে পৃথক্‌ভাবে অবধারণ করিয়া, সর্ব্বান্তে জ্ঞানস্বরূপের চির অস্তিত্ব যখন অবধারণ করেন, তখনই নিজে কৃতার্থ হন; এবং আত্মস্বরূপের উপলব্ধির পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যক্ষে প্রতীয়মান এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিচিত্রভাবে বিরাজমান বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড কলেবরেরও সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পরম জ্ঞানকেও অনুভব করিয়া পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা লাভে চির-নির্বৃত হন। সুতরাং যোগীর হৃদয় ভোগীর হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ভোগ না হইলে, যোগ হয় না। কারণ ভোগের দ্বারাই ভোগীর স্বরূপ অবধারণ করিতে হইবে। তবে বিচার পূর্ব্বক বিষয়-ভোগ করাই ভোগীর স্বরূপাবধারণের একমাত্র উপায়।

এই নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রে ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড, মানব-দেহস্থ তত্ত্বগ্রামের অনুসরণে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বগ্রামেরও পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক উভয়ত্র জীবজ্ঞ এবং পরমেশজ্ঞর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এবং আত্মসাক্ষাৎকারের পদ্ধতিতে পরমেশ-সাক্ষাৎকার করিয়া কিরূপে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহা সাক্ষাৎ কপিলদেব অতি সরল উপায়ে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই; ইহাই কারিকার প্রতিপাদ্য ভাব ॥ ৬৯ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

স্যাদেতৎ যৎ পরমর্ষিণা সাক্ষাৎ কথিতং তচ্ছ্রদ্দধীমহি, যৎপুনরীশ্বরকৃষ্ণেন কথিতং তত্র কুতঃ শ্রদ্ধেত্যত আহ।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন বহুধা কৃতং তন্ত্রং ॥৭০॥

অন্বয়ঃ।

মুনিঃ কপিলঃ এতৎ অগ্র্যং সর্ব্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং পবিত্রং পাবনং সাংখ্যশাস্ত্রং

অন্বয়ঃ ।

আসুরয়ে শিষ্যায় অনুকম্পয়া প্রদদৌ । আসুরিঃ অপি তস্য শিষ্যায় পঞ্চশিখায় প্রদদৌ ; তেন পঞ্চশিখেন তন্ত্রং সাংখ্যশাস্ত্রং বহুধাকৃতং বিস্তরেণ প্রোক্তং ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ।

মহর্ষি কপিলদেব এই পবিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাংখ্যশাস্ত্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেন ; আসুরিও তদীয় শিষ্য পঞ্চশিখকে উপদেশ করেন ; পঞ্চশিখাচার্য্যই এই শাস্ত্রকে লোকশিক্ষার্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

তত্ত্বকৌমুদী ।

এতৎ পবিত্রং পাবনং দুঃখত্রয়হেতোঃ পাপ্মনঃ পুনাতীতি । অগ্র্যং সর্ব্বেভ্যঃ পবিত্রেভ্যো মুখ্যং । মুনিঃ কপিল আসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ । আসুরিরপি পঞ্চশিখায়, তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ॥ ৭০ ॥

আভাস ।

সাংখ্য শাস্ত্রে ভক্তির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত না থাকায়, সাধারণের হৃদয়ে পাছে অশ্রদ্ধার উদয় হয়, এই নিমিত্ত সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবের নাম গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত হইয়াছে । যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবান্ কর্দ্দম ঋষি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যে সুসম্পন্ন হইয়াও প্রকৃত শান্তিলাভ করেন নাই । পরোক্ষ-ভাবে ভগবানে ভক্তিলাভ করিলেও, অপরোক্ষানুভূতির অভাবে জ্ঞান-মূলক পরমানন্দ তিনি প্রাপ্ত হন নাই । তিনি ঘোরতর তপস্যার দ্বারা নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকারার্থ ভগবানের আবির্ভাব প্রার্থনা করেন ; এবং কর্দ্দমের প্রার্থনা পূরণার্থ তদীয় পত্নী দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু সত্বগুণে আবির্ভূত হইয়া, কপিল নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন ; এবং জীবের অজ্ঞান দূরীকরণার্থ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র নামে জগতে প্রথিত হইয়াছে । তাঁহার কথিত তত্ত্ব সমূহের আলোচনা পূর্ব্বক চিত্তে অভ্যাস করিতে পারিলে, আর জনন-মরণরূপ সংসার-প্রবাহে পতিত হইতে হয় না ॥ ৭০ ॥

আভাস ।

সাংখ্য-শাস্ত্রের বক্তা কপিলদেব, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার। তিনি নিজ শিষ্য আসুরি মুনিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দেন; এবং আসুরিও নিজ শিষ্য পঞ্চশিখকে এই শাস্ত্রে উপদিষ্ট করেন। পঞ্চশিখাচার্য্য পুনঃ এই শাস্ত্রকে শিষ্যগণ মধ্যে বিস্তার করেন।

শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ।

শিষ্য-পরম্পরয়া শিষ্যপ্রশিষ্য-পরম্পরয়া, আগতং প্রাপ্তং, এতৎ সিদ্ধান্তং সাংখ্য-রহস্যং শাস্ত্রং সম্যক্ বিজ্ঞায় তত্ত্বতোঽবধার্য্য, আর্য্যমতিনা নিপুণচিত্তেন, ঈশ্বরকৃষ্ণেন আর্য্যাভিঃ সপ্ততিশ্লোকৈঃ সংক্ষিপ্তং সংক্ষেপেণ প্রোক্তং লিখিতং ॥৭১॥

অনুবাদ।

মহর্ষি কপিলদেবের মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত এবং শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত এই অপূর্ব্ব সাংখ্যসিদ্ধান্ত সম্যক্ অবধারণ করিয়া, প্রজ্ঞাবান্ নিপুণচেতা ঋষি ঈশ্বরকৃষ্ণ অতি, সংক্ষেপে কেবল মাত্র (সত্তর) সপ্ততি আর্য্যাচ্ছন্দ শ্লোকে এই সাংখ্যশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

তত্ত্বকৌমুদী।

আরাৎ যাতা তত্ত্বেভ্য ইত্যার্য্যা। আর্য্যা মতি র্যস্য সোঽয়মার্য্যমতিরিতি ॥৭১॥

আভাস।

শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহের অবধারণে অতত্ত্ব মিথ্যা বিষয় হইতে আরাৎ অর্থাৎ দূরে যিনি গমন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত আর্য্যনামে অভিহিত। তাদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন সংসার-মুক্ত ধীমান্ ব্যক্তিগণের সন্তান-সন্ততিগণই এই ভারতখণ্ডে আর্য্যসন্তান নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋষি ঈশ্বর-কৃষ্ণ একজন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে আর্য্যমতি এই বিশেষ

৭।৬।৭১।

মণে বিভূষিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থে কোন ভ্রম বা প্রমাদের যে সম্পূর্ণ অভাব আছে এবং প্রকৃত পরম তত্ত্বেরও সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে আরও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তিনি এই শাস্ত্রে নিজের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই; ভগবান্ কপিলদেব যে মন্তব্যের প্রকাশ করিয়াছিলেন, শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া, মূল ঋষি কপিলদেবের মন্তব্যটীই সংক্ষেপে তিনি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র॥ ৭১॥

এই শাস্ত্রটী ঋষিপ্রণীত এবং বেদানুমোদিত। এক সাংখ্য-উপদেশকে ভিত্তি করিয়া, আচার্য্যগণের দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি চলিতেছে। তন্ত্র-শাস্ত্রের নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের মূল ভিত্তিও এই সাংখ্যজ্ঞান। অধিক কি! ভাব-প্রকাশাদি চিকিৎসা গ্রন্থেরও ভিত্তি এই এক সাংখ্যশাস্ত্র। সাংখ্যের উপদেশই যেন ধারা-বাহিক ভাবে অষ্টাদশ পুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণের মূল ভিত্তি। সাংখ্য-জ্ঞান জানা না থাকিলে, আচার্য্যগণের কোন শাস্ত্রেই আর্য্যসন্তান-গণ প্রবেশ করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ! সাংখ্যশাস্ত্রকে উত্তমরূপ বুঝিলে, কর্ম্মকাণ্ডে প্রবেশের প্রবৃত্তি যে জন্মে, ইহারই পরিচয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্রের প্রারম্ভে "অথ যোগানুশাসনম্" বলিয়া অথ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার অথ শব্দটী অনন্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা কার্য্যে যতক্ষণ না পরিণত করা যায়, ততদিন প্রকৃত ফল-লাভ হয় না। অথচ ভগবান্ কপিলদেব তত্ত্ব-সমূহের অভ্যাসের পদ্ধতি বিস্তৃত-ভাবে বিবৃত করেন নাই; তত্ত্বসমূহের অভ্যাস করা যে প্রয়োজন, তাহা তিনি "এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি, নাহম্, নমে" ইত্যাদি কারিকায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সাংখ্যে উক্ত তত্ত্বসমূহকে অবধারণ করি-

আভাস।

বার পর, যোগশাস্ত্রের যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই অথশব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ বুঝিয়া কর! এবং করিয়া বুঝিবার সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হও! ইহাই উভয় গ্রন্থের তাৎপর্য্য। অতএব সাংখ্যশাস্ত্র আর্য্য-সন্তানগণের হৃদয়-মণি। সুতরাং অতি আদরের সহিত আমরা পিতৃতর্পণ-কালে "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলাঞ্জলি প্রদানে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকি। হে ঋষিগণ! আপনারাই ধন্য! এই অপার অসার দুস্তার সংসার-জলধি উত্তরণের উপায় আপনারাই করিয়া গিয়াছেন! ভগবানের প্রতি ভক্তি পূর্ব্বক কার্য্য করিলে, বিবিধ সদ্গতি লাভে সুখময় ভোগের চরম সীমায় জীব আরোহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু ভোগে বিমুগ্ধ না হইবার উপায় কেবল ভোগ নহে! ভগবানে ভক্তি হারাইয়া ভোগে ভক্ত হইলে, ভোগী জীবের উদ্ধারের উপায় এক বিচার মাত্র! সে বিচার যেরূপ সাংখ্য শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেরূপ অন্য কুত্রাপি প্রদর্শিত হয় নাই।

বিশেষত এই শাস্ত্রটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। প্রকরণ-গ্রন্থ যে নহে, মূল গ্রন্থ, তাহারই পরিচয়ার্থ শেষ শ্লোকের সন্নিবেশ হইয়াছে; যথা—

তত্ত্বকৌমুদী।

এতচ্চ শাস্ত্রম্ সকল-শাস্ত্রার্থসূচকত্বাৎ ন তু প্রকরণমিত্যাহ।

সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি॥ ৭২॥

অন্বয়ঃ।

আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ উপাখ্যানাদি-রহিতাঃ, পরবাদ-বিবর্জ্জিতাঃ পরমত-খণ্ডনাদি-শূন্যাঃ চাপি যে অর্থাঃ তত্ত্বাদীনি কৃৎস্নস্য সমগ্রস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য ষষ্টি-পদার্থ-প্রতিপাদক-সাংখ্যশাস্ত্রস্য তে অর্থাঃ পদার্থাঃ সপ্তত্যা সপ্ততিসংখ্যকৈঃ শ্লোকৈঃ কিল উক্তাঃ ইতি শেষঃ। ৭২।

অনুবাদ।

দৃষ্টান্তাদি-চ্ছলে উপাখ্যানাদির উল্লেখ বা পরমত খণ্ডনাদির ব্যাপার ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ষষ্টিপদার্থের প্রতিপাদনে যে অপূর্ব্ব সাংখ্যশাস্ত্র, তাহা এই সত্তরটী কারিকার দ্বারাই সম্যক্‌-রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে॥ ৭২॥

কৌমুদী॥ তথা চ রাজবার্ত্তিকং,—

প্রধানাস্তিত্ব মেকত্ব মর্থবত্ত্ব মথান্যতা।
পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ॥
শেষ-বৃত্তি রকর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ।
বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধ স্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ॥
করণানামসামর্থ্য মষ্টাবিংশতিধা মতং।
ইতি ষষ্টিঃ পদার্থানামষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভি" রিতি॥

প্রধানাস্তিত্বমিতি প্রধানয়োঃ প্রধান-পুরুষয়োঃ এব অস্তিত্বং মিত্তবৃত্তিত্বং।

সেয়ং ষষ্টি-পদার্থী কথিতেতি সকল-শাস্ত্রার্থ-কথনান্নেদং প্রকরণমপি তু শাস্ত্রমেবেদমিতি সিদ্ধম্। একত্বমর্থবত্ত্বং পারার্থ্যঞ্চ প্রধানমধিকৃত্যোক্তম্। অন্যত্বমকর্তৃত্বং বহুত্বঞ্চেতি পুরুষমধিকৃত্য। অস্তিত্বং বিয়োগো যোগশ্চেতুভয়মধিকৃত্য। বৃত্তিঃ স্থিতি রিতি স্থূলসূক্ষ্মমধিকৃত্য॥ ৭২॥

মনাংসি কুমুদানীব বোধয়ন্তী সতাং মুদা।
শ্রীবাচস্পতি-মিশ্রাণাং কৃতি স্তাত্তত্ত্ব-কৌমুদী॥

ইতি ষড়্‌দর্শন-টীকাকৃদ্বাচস্পতি-মিশ্র-বিরচিতা
সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী সমাপ্তা॥

আভাস।

ষাটপ্রকার বিষয়ের উল্লেখ থাকায়, এই অপূর্ব্ব শাস্ত্রের নাম সাংখ্য। অর্থাৎ সংখ্যানিবদ্ধ বিষয়েরই উল্লেখ ইহাতে আছে। এই

আভাস।

সত্তরটী কারিকা বিশিষ্ট শাস্ত্রই উক্ত সাংখ্যশাস্ত্র। যদিও কলেবরে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার উপদেষ্টা এবং প্রণেতার জ্ঞান অতীব প্রশস্ত; সুতরাং সংক্ষেপে সকল বিষয়েরই মীমাংসা ইহাতে আছে। প্রথমত কপিলদেব সাক্ষাৎ যেমন বিষ্ণুরই অবতার-বিশেষ এবং আদি-জ্ঞানবান্; তিনিই ইহার উপদেষ্টা এবং শিষ্য পরম্পরায় ঈশ্বরকৃষ্ণ ইহার কারিকাকারে রচয়িতা। মোট সত্তরটী কারিকা হইলেও, রচয়িতা বিশেষ বিচক্ষণতা সহকারে উক্ত ষাট্‌টী বিষয়ই যে তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা রাজবার্ত্তিক গ্রন্থে সাদরে প্রকাশ করা হইয়াছে।

রাজবার্ত্তিক গ্রন্থে সাংখ্যের স্বরূপ অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থের উল্লেখ আছে; যথা;—

১। প্রধানের অস্তিত্ব। এস্থলে প্রধানের অস্তিত্ব বলায়, 'প্রধান এব পুরুষ' এই উভয়েরই অবিনা-ভাব-সম্বন্ধে নিত্যবৃত্তিত্ব ভাবই এই শাস্ত্রের প্রধান বক্তব্য বিষয়। কারণ উভয়ের যোগ এবং বিয়োগ স্বীকার করায়, উভয়েরই চির অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

২। একত্বং; অর্থাৎ প্রধানের একত্ব; প্রধানের বহুত্ব নাই। প্রধানের অন্তরে যতপ্রকার পরিণামই ঘটুক, প্রধানের আশ্রয়েই তাহাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে।

৩। অর্থবত্ত্বং;—অর্থাৎ এক প্রধানের পরিণামেই নানা ফলের পরিচয় ঘটে; প্রধানই সকলের জনক ও আশ্রয়।

৪। অথ অন্যথা; অর্থাৎ প্রধান হইতে পুরুষের চিৎস্বরূপে ভিন্নত্ব স্বীকার্য্য; কিন্তু প্রধানের পরিণামের ন্যায়, পুরুষের কোন পরিণাম হয় না।

৫। পারার্থ্যং; পুরুষের উপকার করাই পারার্থ্য। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের নিমিত্তই প্রধানের উদ্‌যোগ; প্রকৃতির কোনরূপ উপকারের জন্য পুরুষের কোন উদ্যম হয় না।

আভাস।

৬। অনৈক্যং—পুরুষ নানা এবং কোন পুরুষের সহিত কোন পুরুষের সমতা নাই।

৭। বিয়োগঃ—অপবর্গ-দশায় পুরুষ-প্রকৃতির অন্যতা-সাক্ষাৎকারই বিয়োগ ; পরস্পরের বিচ্ছেদ কখন হয় না।

৮। যোগঃ—অর্থাৎ অপবর্গের পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-ভিন্নত্ব ; অর্থাৎ অবিনাভাবে উভয়ের বিদ্যমান কালে পরস্পরের প্রতি যে ঈক্ষণ তাহারই নাম যোগ।

৯। শেষবৃত্তিঃ—অর্থাৎ মহাভূতাদি স্থূল পদার্থ এবং সত্ত্বাদি সূক্ষ্ম পদার্থ-নিচয়ের অস্তিত্ব এক প্রধানেরই উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ অঙ্গীরূপ প্রধানকে আশ্রয় করিয়াই যাবদীয় স্থূল সূক্ষ্ম অঙ্গ পদার্থের বিদ্যমানতার ভাবই শেষবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

১০। অকর্ত্তৃত্বং :—পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রকৃতির কার্য্যের দ্বারা পুরুষে কর্ত্তৃত্বের আরোপ হয় মাত্র।

এই দশটী মূল পদার্থ বা ভাব উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উহারা প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার ; নববিধ তুষ্টি, অষ্টাবিংশতি প্রকার করণ-বৈকল্য অর্থাৎ অশক্তি এবং আট প্রকার সিদ্ধি।"

এই দশটী মৌলিক অর্থ বা ভাব ; অর্থাৎ অবিনাভাব-সম্বন্ধে বিদ্যমান মূল প্রকৃতি-পুরুষকে আশ্রয় করিয়া, অভিব্যক্ত হওয়ায়, সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় ব্যাপার সাধিত হইতেছে। মূলের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ চির বিদ্যমান থাকায়, এই দশটীকে মৌলিক পদার্থ বলা হইয়াছে। সৃষ্টির যাবদীয় অবস্থায় এই দশটী ভাবের সম্বন্ধ আছে।

এই দশবিধ সর্গ ব্যতীত বুদ্ধির সৃষ্টি পঞ্চাশৎ প্রকার ; যথা

এষ প্রত্যয়-সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টি-সিদ্ধাখ্যঃ।

গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ॥ ৪৬ কারিকা।

আভাস।

পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতি ভেদা তুষ্টি র্নবধাষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ ৪৭ ॥

পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়, নবাবধ তুষ্টি, অষ্টাবিংশতি প্রকার করণ-বৈকল্য অর্থাৎ অশক্তি এবং আটপ্রকার সিদ্ধি। এই বুদ্ধির সৃষ্টি পঞ্চাশ প্রকার ভাব এবং পূর্ব্বোক্ত দশটী মিলিয়া ষাটটী পদার্থ সাংখ্য শাস্ত্র ভাবরূপ সৃষ্টির কলেবরে যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহারা নিরাকার অব্যক্ত মূর্ত্তিতে থাকিয়াও, কার্য্যকালে যেন ব্যক্তবেশে সৃষ্টির অন্তরালে চির বিদ্যমান আছে, ইহাই প্রমাণীকৃত করা হইয়াছে। ইহারা তর্কের অতীত; অথচ কার্য্যে প্রভূত বলশালী! এমন কি! যাবদীয় স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থের গতি, আকার এবং প্রকার এই ষষ্টি সংখ্যক পদার্থের উপরই নির্ভর করিতেছে। এই ষষ্টিসংখ্যক পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করার উপলক্ষেই সাংখ্যশাস্ত্রের অপূর্ব্বত্বের পরিচয় হইয়াছে। এই সত্তরটী কারিকার মধ্যে উক্ত বিষয় সমূহের মীমাংসা থাকায়, এই দর্শন-শাস্ত্রকে প্রকরণ-গ্রন্থ নাম নির্দ্দেশ না করিয়া, প্রকৃত মূল শাস্ত্র বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে।

প্রকৃতির কলেবরে ভাব এবং লিঙ্গাকারে সমগ্র সৃষ্টি বিদ্যমান আছে! কখন প্রকটিত এবং কখনও বা অন্তর্নিহিত বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্র সৎকার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, এবং সাংখ্যাচার্য্য সৎকার্য্যবাদী বলিয়া, জগৎপূজ্য হইয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রকাশেন যৎ পুণ্যং জায়তে ভুবি। তৎ পুণ্যমর্পিতং পিত্রোঃ স্বর্গীয় স্বর্গকামিনা ॥
যৎ কৃপাকণ-লেশেন সাংখ্যশাস্ত্রাম্বয়াদিকং। লিখ্যতে তং জগন্নাথং শ্রীকৃষ্ণং শরণং ব্রজে ॥
মূকং করোতি বাচালং শাস্ত্রাদৌ শ্রূয়তে যথা। ময়ি প্রত্যক্ষতাং তদ্ধি গতং তস্য প্রসাদতঃ ॥
অধুনা কাময়ে নাথ নান্যং ত্বৎপদয়ো র্বিনা। প্রাণ-প্রয়াণ-কালে হি স্মৃতিং সংসার-নাশিনীং ॥

সন ১৩৩৫ সাল ৩০শে চৈত্র।　　সাংখ্যদর্শনং সমাপ্তম্।




সমাপ্ত।